বৈরাগ্যশতক।

(ভর্তৃহরি-বিরচিত)

ব্রহ্মচারী—

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারিদেবশর্ম্মা-বেদান্তভূষণ—

বিরচিত "তাৎপর্য্য-পদ্যানুবাদ" ও

"বৈরাগ্য-বিকাশ-সন্দর্ভ"

সহিত।

কালীঘাট-শিবভক্তি-প্রদায়িনী সভা হইতে

সম্পাদক ব্রহ্মচারী—

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারিদেবশর্ম্মা-বেদান্তভূষণ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত এবং

উক্ত সভার সপ্তত্রিংশ-বার্ষিক-অধিবেশনে বিতরিত।

কালীঘাট-নকুলেশ্বরতলা।

কলিকাতা

১৩২৩ সাল।

হিতবাদীষ্টীম মেশিন যন্ত্র হইতে
শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।
৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুখ-বন্ধ।

ভো ভগবন্ !

নো যাচেঽহং ত্বদীয়ং সমলধনকণং শূকরাশি-প্রতীতং,

নোবা যাচেঽতিরম্যং গৃহবরমমলং সর্ব্বভূষৈকভূষম্।

নো বা যাচে বিশালং ধনজনবিততং রাজ্যমৈশ্বর্য্যলেশম্,

যাচে ত্বৎপাদপঙ্কেরুহভববিভবে নৈষ্ঠিকীং ভক্তিমেকাম্॥

প্রভু-পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আজ মুখবন্ধ লিখিতে হইয়েছে। গভর্ণমেণ্টের তীর্থোপাধিপরীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উত্তীর্ণ হইয়া, পণ্ডিত-সমাজে প্রখ্যাতি, কিম্বা সভাস্থলে বাদিবিজয়-সহকারে উচ্চ বিদায়লাভ, সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, অধ্যাপনাদিদ্বারা গার্হস্থ্যোচিত-বিত্তার্জ্জন, গ্রন্থাদি প্রণয়ন দ্বারা দেশবিদেশে সম্মান ও প্রশংসা-সংগ্রহ, এবম্বিধ বা অন্যবিধ কোনরূপ অভিলাষ কোন দিন হৃদয়ে পোষণ করি নাই; সুতরাং এতদিন অবতরণিকা, উপক্রমণিকা, ভূমিকা অথবা মুখবন্ধ প্রভৃতি লিখিবার আবশ্যক হয় নাই। এক্ষণে শ্রীশ্রীনকুলেশ্বরদেবের উৎসব-উপলক্ষে কালীঘাট-শিব-ভক্তি-প্রদায়িনী সভার সংস্রবে পড়িয়া, আমাকে অনভিলষিত অনেক কার্য্য করিতে হইতেছে।

বিগত-বৎসরে বিস্তৃত ভূমিকা ও পদ্যে অনুবাদ সহ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত আত্মবোধ-নামক পুস্তক সভা হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। উচ্চশিক্ষিত সভ্য-সম্প্রদায়ের শতকরা ৭৫জন সভ্য এই গ্রন্থের কাঠিন্য-বিষয়ে অনুযোগ করিয়াছেন। ভবানীপুরের সুশিক্ষিত-বহুসভ্যপূর্ণ কোন একটী সভায় আমার লিখিত আত্মবোধ-ভূমিকা পাঠ্য-প্রবন্ধরূপে পরিগৃহীত হইয়া, কিয়দংশ পাঠের পরে দুরধিগম্য বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, ইহা আমি শুনিয়াছি। এ বৎসরেও পুস্তকরচনার আরম্ভ-সময় হইতেই বহুব্যক্তি ভাষার সরলতা-বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, এবং আমিও তজ্জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছি। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করিলে হইবে কি ? ভাবের বা বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে ভাষার গুরুত্ব আপনা আপনিই হইয়া থাকে। ভাষাগত-কাঠিন্য-পরিহার-বাসনায় উপক্রম ও উপসংহার-শ্লোক ভিন্ন অন্য-সংস্কৃত-প্রমাণবাক্য একটীও উদ্ধৃত করি নাই। বৈরাগ্য-বিকাশ-সন্দর্ভে যাহা কিছু লিখিয়াছি, তন্মধ্যে একটী পঙ্ক্তি বা কোন বিষয়ই প্রমাণ-বহির্ভূত নহে। আমি ইচ্ছা করিলে যে পরিমাণ বাঙ্গলা রচনা করিয়াছি, তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রমাণ-বাক্য উদ্ধৃত করিতে পারিতাম, ফলে গ্রন্থের অসম্ভবরূপ কলেবরবৃদ্ধি ও অত্যন্ত কাঠিন্য অনুভূত হইত। এবারে আমি পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু পাঠকের সুবিধার জন্য দীর্ঘ সমাসান্ত পদের অবতারণা না করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প-শব্দের সমবায়ে বিশেষণ-বিন্যাস ও সন্ধির বিশ্লেষ করিয়া অনেক স্থলে শব্দ-প্রয়োগ করিয়াছি, এবং বাঙ্গলা ভাষার অনুরোধে ব্যাকরণ-

সম্মত-লিঙ্গাদি-নিয়মের ব্যতিক্রম বা এক দেশান্বয় স্বীকার করিয়া লইয়াছি। প্রধানতঃ সহজবোধ্য করিবার জন্য গ্রন্থের আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত লক্ষ্য রাখিয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা অভিজ্ঞ-পাঠকের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতেছে।

পক্ষান্তরে সজ্জনসেবী পাঠক-পাঠিকাজনের ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, ব্রহ্মবিদ্যা কিলাসশালিনী বারনারী নহেন; পরন্তু "গুপ্তা কুলবধূরিব"। কুলবধূকে রাজমার্গে উপস্থিত করিতে হইলে, তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যেমন স্থূল বস্ত্রাবরণের বিশেষ আবশ্যক, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যাও ভাষাব আবরণের মধ্যে থাকিয়া আত্মসম্মান লাভ করিয়া থাকেন। সাধারণ-বিলাসবসন-সজ্জিত-বারবিলাসিনীর ন্যায় আত্মবিদ্যা সাধারণ-সমক্ষে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন। গ্রীষ্মকালীন-প্রখর-দিনকের করনিকরে অতীব পরিতপ্ত-মরুদেশে অল্পমাত্র বারিবর্ষণ হইলে, যেমন উহার অন্তঃসন্তাপ বর্দ্ধিত হয়, এবং উষ্মা নির্গত হইয়া থাকে, সেইরূপ রাজা ভর্তৃহরিকৃত-বৈরাগ্য-কাব্য-প্রবন্ধ-পাঠ করিয়া আমারও সংসারার্কতাপতপ্ত-হৃদয়-মরুর সন্তাপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রচুর-শীতল-বারিবর্ষণের আবশ্যক হওয়ায়, পুষ্পরসের ন্যায় প্রীতিদায়িনী ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রগর্ভে নিহিত বৈরাগ্যামৃতরসের ধারাবর্ষণের আবির্ভাব করিতে চেষ্টা করিয়াছি। মূল বৈরাগ্যতত্ত্বকথার অবতারণা ও আলোচনা যথেষ্ট পরিমাণে করা হইয়াছে; কিন্তু সময়ের অভাব বশতঃ পূজনীয় কপিল, ঋষভ, প্রিয়ব্রত, যযাতি, জড়ভরত, অলর্ক, অক্রূর, সনৎকুমার, নারদ, পঞ্চশিখ, যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গী ও সুলভা,

প্রভৃতির চরিত্র-চিত্রণ দ্বারা বৈরাগ্যচিত্রে বর্ণপূরণ করিতে পারিলাম না। ইহাদ্বারা যদি কোন বৈরাগ্য-তত্ত্বপিপাসু সঞ্জাতবিষ্যানুভবসম্পন্ন মহানুভবের কিঞ্চিৎ মাত্রও পিপাসার উপশম হয়, তবেই আমার দীর্ঘ-পরিশ্রম সার্থকজ্ঞান করিব। মুদ্রণ কার্য্যে সময়ের অল্পতা বশতঃ ভ্রমাদি ত্রুটি পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন। অলমতিপল্লবিতেনেতিশম্।

কালীঘাট, নকুলেশ্বরতলা। ব্রহ্মচারি—

১৩২৩ সাল, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ। শ্রীবিপিনবিহারিদেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণঃ।
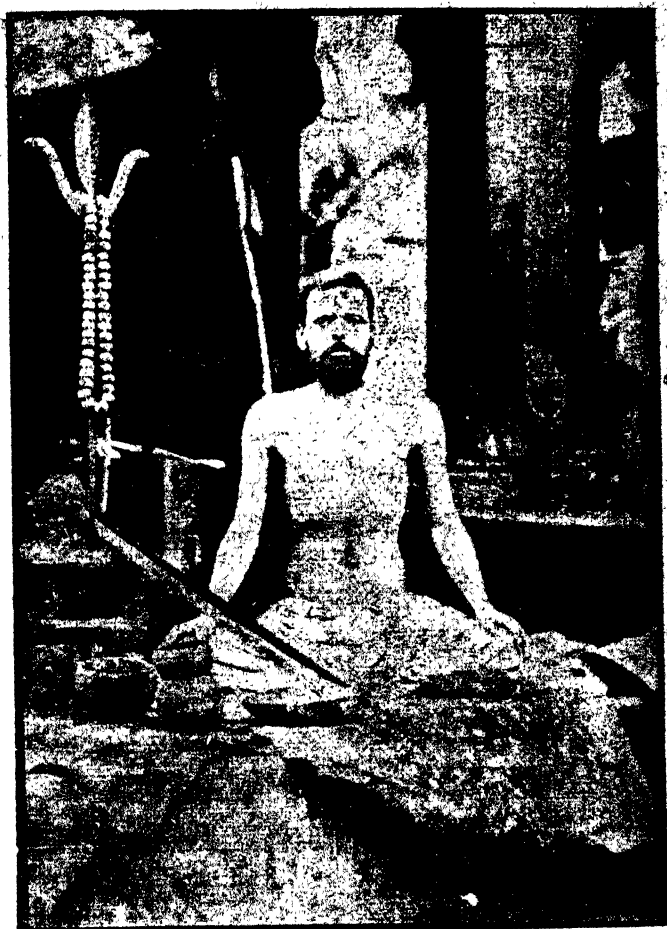
কালীঘাট-শিবভক্তি-প্রদায়িনী সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও সর্ব্বাধ্যক্ষ—

স্বর্গীয় অঘোর নাথ স্বামী।

নমামি মূর্দ্ধ্নাহমঘোরনাথম্।

উপহার-উপক্রম।

কাশীক্ষেত্রে কালোচিত গুরু-শুশ্রূষণ।
দুশ্চর তপস্যাসহ শাস্ত্র-অধ্যয়ন।
সমাপিয়া, যথারীতি বহু ছাত্রবৃন্দে,
সানন্দে বিতরি শাস্ত্র-জ্ঞান-মকরন্দে ॥ ১ ॥

না লভিনু হৃদি শান্তি. ক্রমশ উদ্বেগ,
উপজিল, চিত্তমাঝে বাড়িল আবেগ।
হইল বাসনা মনে পিতৃ-শ্রীচরণ,
দর্শন করিয়া, চির-বিদায় গ্রহণ ॥ ২ ॥

করিব. যাইব তথা তীর্থ-পর্য্যটনে,
আসিলাম কালীঘাট পিতৃসন্নিধানে।
বলিনু মনের কথা, শুনি পিতৃদেব,
দুঃখে সমাচ্ছন্ন যেন মেঘে সূর্য্যদেব ॥ ৩ ॥

বহুবিধ-উপদেশ দিলেন আমারে।
না শুনিনু কোন কথা, কহিনু সংসারে।
না থাকিব কভু আমি. দাও দীক্ষা মোরে,
কাষায় বসন ভস্ম, যাইব সত্বরে ॥ ৪ ॥

অগত্যা দিলেন পিতা গৈরিক-বসন,
পুনঃ কাশীপ্রতি আমি করিনু গমন।
রহি একদিন সেথা, অপর-নিশীথে,
প্রণমি বিশ্বেশদেবে, সঙ্গী লয়ে সাথে ॥ ৫ ॥

করিনু অযোধ্যা-যাত্রা, সরযূ-পুলিনে,
বৈরাগ্যসুলভকষ্ট পেয়ে, মম মনে।
থাকিয়া সপ্তাহ-কাল সাথী গেল চলে,
রহিনু একক আমি বৈরাগ্যের বলে ॥ ৬ ॥

স্বর্গদ্বারে শিবালয়ে করিয়া আসন,
নক্তব্রতে রাত্রিকালে ফলমূলাশন!
সহ শিবনামজপ, গায়ত্রী-অভ্যাস,—
বশতঃ, কাটিল কাল সেথা দুই মাস ॥ ৭ ॥

পৌষান্তে সংক্রান্তি-দিনে সূর্য্যের গ্রহণ,
সর্ব্বগ্রাস দিবামানে তারাবলোকন।
উপরাগ-উপলক্ষে প্রয়াগ-সঙ্গমে,
স্নানকরি গিয়াছিনু কর্ণপুরাশ্রমে ॥ ৮ ॥

শিবরাত্রি-ব্রতচর্য্যা হইল তথায়,
বলবান্ শীতঋতু ক্রমে গতপ্রায়।
না পাইনু বহুদিন পিতৃ-সমাচার,
সংবাদ পাইতে চিতে বাসনা অপার ॥ ৯ ॥

প্রেষিণু পত্রিকা এক, নাহিক জবাব,
পরে "তার", পুনঃ পত্র হৃদি চিন্তাভাব।
টেলিগ্রাফ পাইলাম আমি অনন্তর,
তাহাতে লিখিত আছে আসিবে সত্বর ॥ ১০ ॥

শয্যাগত পিতা তব মৃত্যুরোগাক্রান্ত,
সত্বর আসিতে তুমি না হইবে ভ্রান্ত।
আসি পিতৃপদপ্রান্তে দেখিয়া, শুনিয়া,
হতাশা ও কৃতজ্ঞতা-বশে পূর্ণ হিয়া ॥ ১ ॥

হতাশা-কারণ পিতা ত্যজিবেন মোরে,
কৃতজ্ঞতা-বিবরণ বলিতেছি পরে।
বর্দ্ধমান-মহারাজ-অধিরাজ ধীর,
মম পিতা প্রতি তাঁর মানস সুস্থির ॥ ১২ ॥

স্বামী উপনাম নাথ অঘোর-জনক,
শুনিয়া পীড়িত মম, সজ্জন-রঞ্জক।
দ্বারকানাথাখ্য সেনে ভিষক্‌-প্রবরে,
আনাইয়া বিধিমতে করান সত্বরে ॥ ১৩ ॥

চিকিৎসা-ব্যবস্থা রাজা পথ্য-প্রকল্পন,
শয্যাদিরচনা তথা ঋণ-বিমোচন।
ঔষধ-সেবন-পাত্র আলোক-আধার,
উপস্থিত আবশ্যক যাহা কিছু আর ॥ ১৪ ॥

শুনিয়া বৃত্তান্ত উক্ত কৃতজ্ঞতা-রসে,
পূরিল হৃদয় মোর, কি কব বিশেষে।
জয় জয় কারুণিক! বিশ্বের ঈশ্বর,
সুখীকর মহারাজে বাঞ্ছা নিরন্তর ॥ ১৫ ॥

কালীঘাট, নকুলেশ্বরতলা।
১৩২৩ সাল, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ।

ব্রহ্মচারি—
শ্রীবিপিনবিহারিদেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণঃ।

কৃতজ্ঞতা উপহার।

রাজ্য ধন মান খ্যাতি ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার,
বিলাস ভোগের বস্তু প্রচুর যাঁহার।
অথচ ভোগেতে নহে রত যাঁর মন,
জানিয়া বিষয় তত্ত্বে করেন সেবন ॥ ১ ॥
যিনি ধীর বিচক্ষণ সর্ব্বত্র উদার,
নিগূঢ় বেদান্ত-তত্ত্বে পরিনিষ্ঠা যাঁর।
শিষ্য প্রবোধন তরে কতিপয় পত্র,
আত্মতত্ত্ব অন্বেষণে গায়ত্রী পবিত্র ॥ ২ ॥
লিখি শুকদেব যিনি দৃষ্টান্তে স্মরিয়া,
বুঝান নির্ব্বেদ মূঢ়ে নিজে বিচারিয়া।
রাজসিংহাসনারূঢ় কভু গুহাবাসী,
জপেন নিয়ত যিনি শিবনাম বসি ॥ ৩॥
জপকালে সুগম্ভীর মূরতি যাঁহার,
হেরিলে মানসে হয় আনন্দ অপার ॥ ৪ ॥
রাজার বৈরাগ্য শ্লোক-শতকানুবাদ,
বৈরাগ্য-বিকাশে তার করিয়া সংবাদ।
বর্দ্ধমান-মহারাজ-অধিরাজে তাঁরে,
কৃতজ্ঞতা উপহার সঁপিনু সাদরে ॥ ৫ ॥

কালীঘাট, নকুলেশ্বরতলা,
সন ১৩২৩। শকাব্দা ১৮৩৮।

ব্রহ্মচারী
শ্রীবিপিনবিহারি দেবশর্ম্ম—
বেদান্তভূষণঃ।

বৈরাগ্য-বিকাশ-সন্দর্ভ।
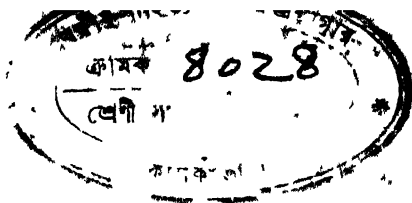
শ্রীগৌর্য্যা সকলার্থদং নিজপদাম্ভোজেন মুক্তিপ্রদং,
প্রৌঢ়ং বিঘ্নবনং হরন্তমনঘং শ্রীঢুণ্ঢিতুণ্ডাসিনা।
বন্দে চর্ম্মকপালিকোপকরণৈর্বৈরাগ্যসৌখ্যাৎ পরং,
নাস্তীতি প্রদিশন্তমস্তবিধুরং শ্রীকাশিকেশং শিবম্॥

মহারাজ চক্রবর্ত্তী-বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ ভর্ত্তৃহরি বৈরাগ্যশতকের রচয়িতা। মহারাজ-বিক্রমাদিত্যের শৈশবাবস্থায় মহারাজ ভর্ত্তৃহরিই উজ্জয়িনী-রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। বহুদিবস পর্য্যন্ত সুবিশাল-রাজ্যে বিচক্ষণোচিত-প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া, পরিশেষে প্রৌঢ় বয়সে ইনি প্রিয়তমা-পত্নী অনঙ্গসেনার চরিত্রদোষে মর্ম্মান্তিক-পীড়া অনুভব করিয়া রাজ্যপালনে পরাঙ্মুখ হন। এবং সর্ব্ববিদ্যাকুশল মহারাজ-বিক্রমাদিত্যের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং বৈরাগ্য-ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতির আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। মহারাজ-ভর্ত্তৃহরি স্বয়ং সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন, এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী-জীবনে বহুবিধ বৈচক্ষণ্য লাভ করিয়াছিলেন। ভোগে, যোগে, পাণ্ডিত্যপ্রজ্ঞানে, ভূয়োদর্শনে, প্রতিভাবলে, বহুব্যাপারের অনুষ্ঠানে ও বহু অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁহার হৃদয়ে যে সকল ভাব সঙ্কলিত এবং বহুদর্শিতা-গুণ উপচিত হইয়াছিল, তাহা তিনি শরীর-মাত্রে বিলীন না করিয়া লোকোপকারার্থ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন-পূর্ব্বক

লোকসমাজে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে বৈরাগ্যশতক অন্যতম। বৈরাগ্যশতকে শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত, শিখরিণী, স্রগ্ধরা, বসন্ততিলক প্রভৃতি বিবিধ-দীর্ঘ-ছন্দে সুরস ১১১টী শ্লোক রচনা করিয়া রাজা-ভর্ত্তৃহরি বৈরাগ্য-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তৎ সমুদায় বেদান্ত-নন্দন বনে বৈরাগ্য-কল্পপাদপের শাখা, প্রশাখা, স্কন্ধ, ফল, পত্র ও পুষ্পের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি-কল্পেই বলিয়াছেন, মূলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। মূলদেশ যদি সুদৃঢ় ও পরিপুষ্ট না হয়, তবে কি ক্ষীণমূল-বৃক্ষের ঊর্দ্ধ-অবয়বের শাখা, প্রশাখাদি-অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শ্রী-সৌন্দর্য্য অভিজ্ঞ-মানবের নয়ন, মনঃ, প্রাণ-বিমোহন-লীলা-বিলাস-দ্বারা চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে? অথবা তাহাদের তৎকালোল্লসিত-লাবণ্যপ্রভা যৌবন-শালিনী উর্ব্বশী রম্ভা, তিলোত্তমাদি-দেববিলাসিনীবৃন্দের ন্যায় সর্ব্বদা নেত্রমানসোল্লাস-তরঙ্গাভিরাম-দৃশ্যে মুনি-মানসহারিণী-সৌন্দর্য্য-ছটা-বিকাশ করিয়া দীর্ঘকাল সগর্ব্বে স্থির থাকিতে পারে? কখনই না। ঘৃতদুগ্ধাদি-সহিত-সুস্বাদু-অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা উদর পূর্ণ হইলে যেমন হস্তপদাদি-শরীরাবয়বের পরিপুষ্টি অবধারিত, সেইরূপ শাখা, প্রশাখা, ফল, পুষ্পাদির সৌন্দর্য্য-সম্পাদন করিতে হইলে বৃক্ষের মূল-দেশ পরিষ্কৃত, রসসিঞ্চিত ও পরিপুষ্ট হওয়া আবশ্যক।

পরলোকপ্রস্থান, জীবের মাতৃগর্ভে আগমন, মার্গবিবরণ, শরীর-প্রাপ্তি, দেহ-স্বরূপতত্ত্ব, জীব-স্বরূপ, মুমূর্ষু ব্যক্তির শরীর-ত্যাগ, প্রেততত্ত্ব, নরকতত্ত্ব, স্বর্গফলের অনিত্যতা, ভুবনবিস্তার ও তাহার বিনশ্বরত্ব প্রভৃতি-বিষয়ে বিশিষ্ট-আলোচনা-দ্বারা নিজ-হৃদয়ে বৈরাগ্যের মূল-ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে না পারিলে রমণান্তে, পুরাণান্তে ও শ্মশানে স্ত্রী পুত্রাদির দাহ-কার্য্যান্তে, কিম্বা শোচনীয় ভয়াবহ কোন দুর্ঘটনার

পরে তৎকালোৎপন্ন বৈরাগ্যের স্থায়িত্ব সম্ভবে না। পক্ষান্তরে প্রাবৃট-কালীন জলধরপটলগর্ভবিনিঃসৃত চপলা-বিলাসের মত নিমেষ মাত্রেই মোহ-মেঘ-মধ্যে নিমজ্জিত হয়। আমি উজ্জয়িনী-অনঙ্গসেনাপতি-মহারাজ-ভর্ত্তৃহরি-বিরচিত--কবিতারসমাধুর্য্যপূর্ণ উদ্দীপনাময়ী বৈরাগ্য-শতকের সরস-শ্লোকাবলি পাঠ ও আলোচনা করিয়া বুদ্ধিবিভববিকাশ-অনুসারে পদ্যে তাহার মর্ম্মানুবাদ করিয়াছি। আলোচনায় আনন্দ যথেষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই। অধিকন্তু অনেক স্থলে অপূর্ণতা অনুভব করিয়াছি। অতএব রাজা ভর্ত্তৃহরি-বিরচিত-বৈরাগ্যশতকের পরিপুষ্টিকল্পে, আত্মতৃপ্তির জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে সভা-সভ্যমহোদয়গণের চিত্তসন্তোষসাধনার্থ বৈরাগ্যবিকাশ-সন্দর্ভে নিজ-হৃদয়-নিহিত-বৈরাগ্যভাব-সমূহের সমাবেশ যুক্ত-সঙ্গত মনে করিতেছি। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্যে বিশ্ববিশ্রুত-কীর্ত্তি রাজা-ভর্ত্তৃহরির জীবনী ঐতিহাসিকগণের অবিদিত নহে। সুতরাং তদ্বিষয়ে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

মুমুক্ষুগণের বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সংসার-গতি-বর্ণনমূলক আখ্যায়িকা সামবেদীয়-ছান্দোগ্য-উপনিষদে অভিহিত হইয়াছে। অরুণ ঋষির পৌত্র আরুণির পুত্র বিখ্যাত ব্রহ্মবদ-শ্বেত-কেতুনামা ঋষি কোন সময়ে প্রসিদ্ধ-পাঞ্চাল-জনপদাধীশ্বরের রাজসভায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সভাগত দেখিয়া জীবল-পুত্র-রাজা-প্রবাহণ সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন কুমার! তোমার পিতা তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ করিয়াছেন কি? তুমি কি ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে অনুশিষ্ট হইয়াছ? কুমার বলিলেন, ভগবন! আমার পিতা আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা-উপদেশ করিয়াছেন, আমি অনুশিষ্ট হইয়াছি। রাজা বলিলেন, কুমার! তুমি যদি অনুশিষ্ট হইয়া থাক, বল দেখি

শরীর ত্যাগের পরে প্রাণিগণ কোথায় গমন করে ? শ্বেতকেতু বলিলেন ভগবন ! আমি বলিতে পারিলাম না । পুনরপি রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, বলদেখি পরলোক হইতে জীবগণ কিরূপে ইহলোকে আগমন করে ? উত্তর, জানিনা । পুনঃপ্রশ্ন হইল, কুমার ! পিতৃযান ও দেবযান মার্গদ্বয়ে গমনকারী সহপ্রস্থিত কর্ম্মী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর কোনস্থানে পরস্পর বিয়োগ ঘটে, জান কি ? উত্তর হইল, না । রাজা প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা বল দেখি পিতৃলোক কেন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় না ? কুমার উত্তর করিলেন, বলিতে পারিলাম না । রাজা পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন তুমি জান কি পঞ্চম সংখ্যক আহুতি হবন করিলে আহুতি-সাধন-স্থানীয় "আপঃ" (জল সকল) যে ক্রমানুসারে পুরুষসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ? কুমার উত্তর করিলেন, মহারাজ কিছুই বলিতে পারিলাম না !

রাজা বলিলেন, তবে তোমায় পিতা তোমাকে কি উপদেশ করিয়াছেন ? এবং তুমি অনুশিষ্ট হইয়াছ, এ কথাই বা কেমন করিয়া বলিতে পার ? আমি যে সকল বিষয়ে প্রশ্ন করিলাম, সেই সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও "আমি অনুশিষ্ট" এরূপ অভিমান করিতে পারে না ।

রাজার উক্তরূপ কঠোর-বাক্যে শ্বেতকেতু অত্যন্ত দুঃখিত-অন্তঃকরণে পিতৃসমীপে গমন পূর্ব্বক বলিলেন পিতঃ ! আপনি উপদেষ্টব্য কোন বিষয়ে তত্ত্বোপদেশ না করিয়াই সমাবর্ত্তন কালে আমাকে কেন বলিয়াছেন, যে আমি তোমাকে সপরিশেষ-বিদ্যা-তত্ত্বোপদেশ করিলাম । রাজন্য-বন্ধু-প্রবাহণ পাঁচটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আমি কোন প্রশ্নের উত্তর-দানে সমর্থ হই নাই ।

পিতা কহিলেন, বৎস ! তুমি আগমন মাত্রে যে পাঁচটী প্রশ্নের

কথা বলিয়াছ, আমি উহার একটীও অবগত নহি! যদি আমি ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর জানিতাম, তবে কি তোমার মত প্রিয়-পুত্রকে বলিতাম না? বৎস! তোমার অজ্ঞানিতা-নিবন্ধন আমারই অবিবেক প্রতিভাত হইতেছে। এই কথা বলিয়া, গৌতম-গোত্রীয়-শ্বেতকেতু-পিতা আসন ত্যাগ করতঃ রাজার নিকটে গমন করিলেন। রাজাও তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া, যথা-যোগ্য-পূজা-সংকারদ্বারা অভ্যর্থিত করিলেন। কৃতাতিথ্য-গৌতম পরদিন প্রাতঃকালে নিত্য-কার্য্য সমাপনান্তে সভাস্থ রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা বলিলেন, ভগবন! আপনি মনুষ্যলোকোচিত-বিত্ত-সম্বন্ধে বর-গ্রহণ করুন। গৌতম বলিলেন, আপনি মানুষ-বিত্তের অধীশ্বর হউন, আমি মানুষ-বিত্তের জন্য আপনার নিকটে আগমন করি নাই। আপনি আমার কুমার-পুত্রের সমীপে পঞ্চপ্রশ্নলক্ষণ যে বিদ্যাবাক্য কথন করিয়াছেন, সেই সকল প্রশ্ন-বাক্যের যথাযথ-উত্তর কীর্ত্তন করুণ। এই কথা শুনিয়া, রাজা দুঃখিত হইলেন। দুঃখিত হইবার কারণ, স্বয়ং ঋষিপ্রবর, তপস্যাকুশল-ব্রাহ্মণশরীর-ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয়-রাজর্ষিবর্য্যের নিকটে সংসারগতি ও বৈরাগ্য-তত্ত্বকথা-প্রশ্নের উত্তর-প্রার্থনা করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ সর্ব্বথা অপ্রত্যাখ্যেয়, বিবেচনা করিয়া, রাজা প্রবাহণ বিদ্যাতত্ত্ব-কীর্ত্তনে সম্মত হইয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, আপনি ন্যায়ানুসারে একবৎসরকাল গুরুকুলবাস অবলম্বন করুন, পরে বিদ্যা-উপদেশ করিব। ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হইলেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, বিচক্ষণ ধর্ম্মকুশল রাজা এরূপ গর্হিত কার্য্য কেন করিলেন? ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণকে বিদ্যাপ্রশ্ন করা বিধি সঙ্গত নহে, এবং গুরুকুল বাস কর, এরূপ আদেশ প্রদান

করাও উচিত নহে। স্বতঃপ্রতিভাবান্ রাজা নিজ-প্রত্যবায়-পরিহার-বাসনায় স্বয়ং জিজ্ঞাস্য-নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইয়া, গৌতমকে বলিলেন, হে গৌতম! যেহেতু আপনি ব্রাহ্মণ ও সর্ব্ববিদ্যানিপুণ হইয়াও "বিদ্যালক্ষণ বাক্য কীর্ত্তন করুন" বলিয়া আমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন, সেই নিমিত্ত-বশতঃ আপনার অজ্ঞানিতা প্রতীত হইতেছে, অপর কারণ এই যে, আপনার পূর্ব্বে কখনও এই বিদ্যা ব্রাহ্মণ-বর্ণ কর্ত্তৃক অধিগত হয়েন নাই। এবং ব্রাহ্মণেরাও অন্য কাহাকেও এই বিদ্যার অনুশাসন করেন নাই! ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ যে, পূর্ব্বকাল হইতে বর্ণনির্ব্বিশেষে ক্ষত্রিয়জাতি এই বিদ্যাদ্বারা সর্ব্বলোকের প্রশাসন করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং শিষ্যদিগের বিদ্যাপ্রবচনানুশীলন-বিষয়ে ক্ষত্রিয়-জাতিরই প্রশাস্তৃত্ব অবধৃত হইতেছে। ক্ষত্রিয়-পরম্পরায় এযাবৎকাল এই বিদ্যা আগত হইয়াছেন। আমি অনুকম্পাপ্রযুক্ত এই বিদ্যা আপনাকে বলিতেছি। আপনাকে বিদ্যা-সম্প্রদান করিলে, পরে অন্যান্য ব্রাহ্মণেরাও প্রাপ্ত হইবেন। অতএব মদীয় আজ্ঞাপ্রদানাদিজনিত-অপরাধ ক্ষমা করুণ। এই কথা বলিয়া বিপ্রর্ষিশ্রেষ্ঠ-গৌতমকে লক্ষ্য করিয়া রাজা-প্রবাহণ বিদ্যা-প্রবচনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বৈদিক-বৃহদারণ্যকীয়-অগ্নিহোত্র-প্রস্তাবে সায়ংপ্রাতঃকালীন আহুতিদ্বয়-সঞ্জাত-পুণ্যরূপ-অপূর্ব্ব-পরিণামাত্মক এই জগৎ, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষি জনক-রাজের প্রতি ছয়টী প্রশ্ন করিয়াছিলেন; আহুতিদ্বয়ের শরীরসম্বন্ধত্যাগরূপ উৎক্রান্তি, উৎক্রান্ত আহুতিদ্বয়ের গতি, গত আহুতিদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠিত আহুতিদ্বয়ের নিজ-আশ্রয়ে সম্পাদ্যমান তৃপ্তি, তৃপ্ত ও অবাস্থিত-আহুতিদ্বয়ের পুণ্যক্ষয়ে ইহলোকে পুনরাবৃত্তি, এবং আবৃত্ত আহুতিদ্বয়ের

আশ্রয়ীভূত-পুরুষের পরলোক প্রতি উত্থান, এই ছয়টি প্রশ্নের প্রতি-বচনে জনক-রাজা যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! বর্ত্তমান-শরীরে ভোগোচিত-প্রারব্ধ-কর্ম্ম-ক্ষয় হইলে অগ্নিহোত্রকর্ত্তা যজমান সায়ংপ্রাতঃকালীন আহুতিদ্বয়জনিত-অপূর্ব্ব-লক্ষণ-পুণ্য-পরিবেষ্টিত হইয়া শরীর-সম্বন্ধ-ত্যাগ করতঃ উৎক্রান্ত হয়েন। অনন্তর ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নীয় ষণ্মাসাধিষ্ঠাত্রী-দেবতার সাহায্যে আহুতি-পরিবেষ্টিত-যজমান অন্তরীক্ষলোকে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করতঃ স্বর্গফলভোগে উন্মুখ হন। পরে দ্যুলোকে প্রবিষ্ট হইয়া যাবৎ পুণ্য স্বর্গফল-ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে আহুতি সহকারে দ্যুলোক হইতে পৃথিবীতে প্রবেশ করেন। অনন্তর আহুতি-আশ্লিষ্ট-যজ্ঞকর্ত্তা ব্রীহ্যাদি-শস্যভাব প্রাপ্ত হইয়া, রেতঃসিক্-পুরুষকর্ত্তৃক ভক্ষিত হন, পরে দ্বিতীয় প্রকৃতির ঋতুযোগে কামবিলাসবশবর্ত্তী-পুরুষের রেতো-দ্বারা স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া, পঞ্চমাহুতি-নিষ্পন্ন-অপ্‌বহুল শ্রদ্ধা-সোমলক্ষণ-জলসকল পুরুষ-শরীর-নির্ম্মাণ করিয়া স্বয়ং পুরুষপদবাচ্য হইয়া থাকেন। তদনন্তর পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে পুনরপি বর্ত্তমান-শরীরে পারলৌকিক-কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, প্রারব্ধাবসানে স্বর্গলোকপ্রতি উত্থিত হন।

অগ্নিহোত্রাহুতিদ্বয়ের ঐরূপ-কার্য্যারম্ভ-ক্রম-অধিকারে যাজ্ঞবল্ক্যকৃত ছয়টী প্রশ্নের উত্তরে জনকরাজ-উক্ত প্রতিবচনের তাৎপর্য্য অবলম্বন করিয়া, রাজা প্রবাহণ অগ্নিহোত্রাপূর্ব্বপরিণামাত্মক-কার্য্যারম্ভ পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া, পূর্ব্বকৃতপঞ্চ প্রশ্নের উত্তর বাক্য-বোধের সুবিধার জন্য প্রথমতঃ পঞ্চম-প্রশ্ন-নিরাকরণার্থ বলিলেন হে গৌতম! প্রসিদ্ধ স্বর্গলোক অগ্নিহোত্রাধিকরণ-আহবনীয়-অগ্নিস্বরূপ জানিবেন, আদিত্য উহার সমিৎ। যেমন যজ্ঞীয়-অগ্নি পলাশ, উড়ুম্বর-প্রভৃতি

যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারা প্রদীপ্ত হন, সেইরূপ স্বর্গলোক আদিত্যদ্বারা প্রদীপিত হয় বলিয়া আদিত্য সমিৎ-স্বরূপ। সূর্য্যকিরণ স্বর্গাগ্নিধূম, যজ্ঞকাষ্ঠ-হইতে যেমন ধূম উদ্গত হয়, আদিত্য হইতে সেইরূপ কিরণ নির্গত হইতেছে, অতএব সূর্য্যরশ্মি ধূম-স্থানীয়। দ্যুলোকাগ্নির অর্চ্চিঃ দিবস, যেহেতু অগ্নির জ্যোতিঃ যেমন প্রকাশশীল, দিবসও সেইরূপ প্রকাশ-শীল। উক্ত অগ্নির অঙ্গার চন্দ্রমাঃ, অগ্নিজ্বালাপ্রশান্ত হইলে অঙ্গার অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ অর্চ্চিঃস্থানীয়-দিবস-ক্ষীণ হইলে, রাত্রিকালে চন্দ্রমা আবির্ভূত হন। নক্ষত্র সকল ঐ অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ জানিবেন। অঙ্গার-অংশকে বিস্ফুলিঙ্গ বলা যায়। চন্দ্রের অবয়ব খণ্ডের ন্যায় প্রকাশযুক্ত নক্ষত্রগুলি ইতস্ততঃ বিপ্রকীর্ণ থাকে। উক্ত সাদৃশ্যে নক্ষত্রকে বিস্ফুলিঙ্গ বলা যায়। যথোক্তলক্ষণ-দ্যুলোক-অগ্নিতে যজমান-প্রাণরূপ-দেবগণ অগ্নিহোত্রাহুতির পরিণাম-অবস্থারূপ "অপঃ" (শ্রদ্ধাভাবিত জল সকল) হবন করেন। দ্যুলোকাগ্নিতে জল-আহুতির পরিণাম-ফলস্বরূপ সোমরাজা উৎপন্ন হন। অর্থাৎ অগ্নি-হোত্রাহুতিমিলিত-শ্রদ্ধাশব্দবাচ্য-সূক্ষ্ম-জল-সকল দ্যুলোকাগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া, চন্দ্রের সমীপস্থ চন্দ্রসদৃশ-শরীর আরম্ভ করে। এবং আহুতিকর্ত্তা যজমান ও আহুতিময় হইয়া, চন্দ্রস্বরূপতা প্রাপ্ত হন।

রাজা কহিলেন, হে গৌতম! দ্বিতীয়-হোম-পর্য্যায়ের জন্য পর্জ্জন্য অর্থাৎ বর্ষণোপকর্ত্তা দেবতাবিশেষ অগ্নিস্বরূপ কল্পনা করুন। বায়ু উহার সমিৎ, যেহেতু বায়ুকর্ত্তৃক উক্ত দেবতা প্রদীপ্ত ও উত্তেজিত হন এবং পুরোবাত ও বর্ষণ-হেতু-বায়ু-বিশেষের প্রাবল্যে প্রভূত বৃষ্টিও দেখা গিয়া থাকে। ধূমকার্য্য ও ধূমবৎ প্রতীয়মান হয় বলিয়া মেঘ উহার ধূম, প্রকাশ-সাদৃশ্যহেতু বিদ্যুৎ অর্চ্চিঃ, কাঠিন্য বা বিদ্যুৎসম্বন্ধ-প্রযুক্ত অশনি অঙ্গার, এবং মেঘগর্জ্জন বহুদূরব্যাপী, বিস্ফুলিঙ্গ সকলও

বহুদূর পর্য্যন্ত বিপ্রকীর্ণ হইয়া পড়ে বলিয়া, মেঘগর্জ্জন-শব্দ পর্জ্জন্য-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ-স্থানীয়। এই অগ্নিতে পূর্ব্ববৎ দেবগণ পূর্ব্বোৎপন্ন-সোমরাজাকে হবন করেন। ঐ আহুতি হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ শ্রদ্ধারূপ-জল-সকল সোমাকার-পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয়-পর্য্যায়ে পর্জ্জন্য-অগ্নি-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত বৃষ্টি-রূপে পরিণত হয়।

হে গৌতম! আপনি তৃতীয়-পর্য্যায়ে পৃথিবীকে অগ্নি কল্পনা করুণ। সম্বৎসর উহার সমিৎ, যেহেতু সম্বৎসরকালে ষড়্ঋতু ভোগে সমিদ্ধ হইয়া পৃথিবী ব্রীহি-যবাদি-শস্য-সম্পত্তিশালিনী হইয়া থাকেন। অগ্নি হইতে যেরূপ ধূম উত্থিত হয়, সেইরূপ পৃথিবী হইতে আকাশ উত্থিত হইয়াছে মনে হওয়ায়, আকাশ তৃতীয় অগ্নির ধূম স্থানীয়। যেমন তেজোরূপ অগ্নির অর্চ্চিঃ তেজঃস্বরূপ, সেইরূপ অপ্রকাশ-স্বরূপ পৃথিবীর অনুরূপ অর্চ্চিঃ তমোরূপা রাত্রি, দিক্ সকল উক্ত অগ্নির অঙ্গার, অগ্নি-উপশান্ত হইলে অঙ্গারের অভিব্যক্তি হয়, তথা দিগন্তে পৃথিবী উপশান্ত হইয়া থাকেন। অবান্তর দিক্ সকল বিস্ফুলিঙ্গ স্থানীয়, যেহেতু বিস্ফুলিঙ্গ-সমূহ ক্ষুদ্র, অবান্তর দিক্ সকলও অল্পায়তন। এই অগ্নিতে দেবগণ পূর্ব্ব-উৎপন্ন বৃষ্টিরূপ-আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, এবং ঐ আহুতি হইতে ব্রীহি যবাদি-অন্ন উৎপন্ন হয়।

হে গৌতম! আপনি তুরীয়-পর্য্যায়ে পুরুষমাত্রকে অগ্নি-স্বরূপ কল্পনা করুন। এই অগ্নির সমিৎ বাক্, মুখনিঃসৃত-বাণীদ্বারা সর্ব্বত্র পুরুষগণ সমিদ্ধ হইয়া থাকেন, মূক ব্যক্তি কখনও শোভাপ্রাপ্ত হয় না। প্রাণ-বায়ু পুরুষাগ্নির ধূম, যেহেতু মুখবিবর হইতে ধূমের ন্যায় প্রাণ নির্গত হইয়া থাকে। লোহিতবর্ণের সাদৃশ্যবশতঃ জিহ্বা অর্চ্চিঃস্বরূপ। তেজঃ-প্রকাশের আশ্রয় অঙ্গারের ন্যায় দৃষ্টি-প্রকাশের আশ্রয়-চক্ষুঃ পুরুষ-অগ্নির অঙ্গার-স্থানীয়; যেমন চতুর্দ্দিকে বিস্ফুলিঙ্গ

সকল বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ শ্রোত্র সর্ব্বত্র শব্দ-গ্রহণে ধাবিত হয় বলিয়া বিস্ফুলিঙ্গ স্বরূপ। এই পুরুষাগ্নিতে দেবগণ পূর্ব্বোৎপন্ন অন্নরূপ হবিঃ প্রদান করেন। ঐ আহুতি হইতে পুরুষ-বীর্য্য রেতঃ উৎপন্ন হয়।

হে গৌতম! আপনি পঞ্চম-পর্য্যায়ে যোষা অর্থাৎ ঋতুমতী স্ত্রীকে অগ্নিস্বরূপ কল্পনা করুণ। উপস্থ উহার সমিৎ, যেহেতু উপস্থ-দ্বারা স্ত্রীলোকেরা পুত্র বা কন্যা উৎপাদনে সমিদ্ধ হইয়া থাকে। উপমন্ত্রণ বা পরস্পর-কাম-রসালাপ যোষাগ্নির ধূম স্থানীয়। যেহেতু স্ত্রীজন হইতেই উপমন্ত্রণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। লোহিত্য-সাদৃশ্য-বশতঃ যোনি অর্থাৎ উপস্থের-অভ্যন্তর-ভাগ উক্ত অগ্নির অর্চ্চিঃ, অন্তঃ-প্রবেশন উহার অঙ্গার, যেহেতু অঙ্গার অগ্নি-সম্বন্ধী, অন্তঃ প্রবেশনও যোষাগ্নিসম্বন্ধযুক্ত। মৈথুনোৎসব-জনিত-অভিনন্দন অর্থাৎ সুখলেশ উক্ত যোষাগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ স্থানীয়, যেহেতু বিস্ফুলিঙ্গের ক্ষুদ্রতার ন্যায় মৈথুনানন্দও অল্পক্ষণ স্থায়ী। উক্ত যোষাগ্নিতে দেবগণ রেতঃ হবন করেন। তাহাতে গর্ভ উৎপন্ন হয়। শ্রদ্ধা, সোম, বর্ষ, অন্ন ও রেতঃক্রমে পঞ্চম-যোষাগ্নি-হবনীয় "আপঃ" (জল সকল) গর্ভভাব ও পুরুষসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। যদি বলেন উক্ত পঞ্চাগ্নি-হবিঃস্বরূপ শ্রদ্ধা, সোম প্রভৃতি পঞ্চ-পদার্থ পঞ্চভূতমিশ্রিত, তাহা হইলে পঞ্চমাহুতিতে "আপঃ (জল সকল) পুরুষসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, একথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? ইহার উত্তরে এই যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে যে, যদিচ পঞ্চ হবিঃ-পদার্থ পঞ্চীকৃত-পঞ্চভূতময়, তথাপি ঐ সকল হবিঃ-পদার্থে জল-বাহুল্য-বশতঃ জল সকল পুরুষ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, এরূপ নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। এইরূপে পঞ্চমাহুতি-বিষয়ে "অপাং" (জল সকলের) পুরুষ-সংজ্ঞা প্রাপ্তি কীর্ত্তন করা হইল। অতঃপরগর্ভের পরিণাম-প্রসঙ্গে অপর প্রশ্ন-চতুষ্টয়ের উত্তর ক্রমশঃ দেওয়া হইবে।

শরীরত্যাগের পরে প্রাণিগণ কোথায় গমন করে ? এই প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অবসরে গর্ভের বিবরণ করিতে হইবে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আহুতি-কর্ম্ম-মিলিত শ্রদ্ধাশব্দ-বাচ্য-জল-সকলের পঞ্চম পরিণাম-রূপে গর্ভ উৎপন্ন হয় । ঐ গর্ভ নয়, বা দশ মাস কাল মাতৃ-জঠর-মধ্যে অশুচি-পটাবৃত-অবস্থায় শয়ন করিয়া, পরে নিঃসৃত হয় । মূত্র, পুরীষ, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, রক্ত, পূয়, স্নায়ু, মজ্জা প্রভৃতি অমেধ্য পরিপূর্ণ-মাতৃকুক্ষি-কক্ষে মলমূত্রাদিলিপ্ত, জরায়ুবেষ্টিত, শুক্র-শোণিতময়, মাতৃভুক্ত-পীত-অন্ন রসের অনুপ্রবেশে বিবর্দ্ধমান-গর্ভের শয়ন অতীব কষ্টকর । কারণ ঐ অবস্থায় গর্ভের বুদ্ধি-সামর্থ্য, দেহ-সামর্থ্য, ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য,শরীরগতকা।স্ত,জীবন-ধর্ম্ম-চেতনা ও প্রজ্ঞা, প্রাণ-ধর্ম্ম চেষ্টা প্রভৃতি সমস্তই নিরুদ্ধ থাকে । সুতরাং বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হস্তপদাদি প্রসারিত করিতে না পারিয়া, এবং কৃমি, কীট প্রভৃতির অসহ্য-দংশনে মর্ম্মাহত হইয়া, গর্ভ বহির্নিঃসরণ মানসে ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে যুক্ত করে পরমেশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়া, নিজদুর্দ্দশার পরিহার ইচ্ছা করে । মনে করে বহির্গত হইতে পারিলেই নিষ্কৃতি পাইব । দ্বিতীয় নরক-সদৃশ-মাতৃজঠরে মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি ও অসহ্য-ক্লেশের কারণ, নয় বা দশ মাস গর্ভবাসের যে কি কষ্ট, তাহা লিখিয়া বুঝান অপেক্ষা অনুভবে বুঝিতে চেষ্টা করাই যুক্তিসঙ্গত । ঈশ্বর-নির্দ্দেশে যথা সময়ে প্রসব-বায়ু-কর্ত্তৃক তাড়িত-গর্ভ যোনি-দ্বারে আগত হয়, পরে পরিপিষ্ট-শরীরে লালা-মূত্র-বিষ্ঠালিপ্ত-গর্ভ ভূমিষ্ঠ হয় । পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত-শুভা-শুভ-কর্ম্মগতি-অনুসারে সুখ-দুঃখের সহিত বর্দ্ধিত ও যাবৎ আয়ুঃ জীবিত থাকিয়া, নরক-স্বর্গভোগহেতু-পাপ-পুণ্য-সুখ-দুঃখ-জনক-কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, গর্ভ প্রেতভাব প্রাপ্ত হয় । অনন্তর বেদবিহিত-কর্ম্ম বা জ্ঞানাধিকারী মৃত-ব্যক্তিকে তাঁহার পুরোহিত বা পুত্রগণ গ্রাম

হইতে অগ্নিকার্য্য করিবার জন্য লইয়া যান। শ্রদ্ধাদিক্রমে যে অগ্নি হইতে তিনি আগত ও উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই অগ্নিতেই নিক্ষিপ্ত হইয়া উক্ত গর্ভ পুনরায় নিজযোনি প্রাপ্ত হন।

মৃত্যুর পরে প্রাণিগণ কোথায় যায়? এই প্রশ্নের প্রতিবচনা-বসরে বেদ বলিতেছেন, উপস্থিত পঞ্চাগ্নি-দর্শন ও অগ্নিহোত্র-আহুতির অনুষ্ঠান-সহকারে অর্থাৎ যথোক্ত-গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বনে যাঁহারা জীবনকাল অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং যাঁহারা বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বনে অরণ্যে শ্রদ্ধা-সহকৃত-তপস্যা ও উপাসনা দ্বারা জীবন-যাপন করেন, অথবা যাঁহারা উপনয়নকাল হইতে গুরুকুলবাস ও বেদবিদ্যানুশীলন করিয়াছেন, কিম্বা পরিব্রাজক-ধর্ম্মের আশ্রয়ে সমুদায়-সূক্ষ্ম-শরীরের অধিপতি হিরণ্যগর্ভাখ্য-সত্য-ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা যাঁহারা মনোমল নাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলে মৃত্যুর পরে অগ্নিজ্যোতির-ভিমানিনী দেবতা, দিবসাভিমানিনী দেবতা, শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা, উত্তরায়ণীয় ষণ্মাসাভিমানিনী দেবতা, সম্বৎসরাভিমানিনী দেবতা, আদিত্যাভিমানিনী দেবতা এবং চন্দ্রাভিমানিনী দেবতার সাহায্যে ক্রমশঃ বিদ্যুল্লোকে উপস্থিত হন। পুনশ্চ তথা হইতে কোন অমানব-পুরুষ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। শাস্ত্রে ইহাকে অর্চ্চিরাদিমার্গ বা "দেবযান" পন্থা কহে।

অর্থান্তর-প্রস্তাবে বেদ আরও বলিয়াছেন যে, যাঁহারা গ্রামে জ্ঞান বা উপাসনা-বিহীন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বাপী, কূপ, তড়াগ, আরাম, পন্থা ও দেবালয় প্রভৃতির নির্ম্মাণ এবং প্রার্থীর উপযুক্ততা, বা যোগ্যতা অনুসারে যথাশক্তি দান, কিম্বা নিত্য, নৈমিত্তিক, সন্ধ্যা, জপ ও তপস্যার আচরণ করিয়া, শরীর ত্যাগ করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পরে ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্রি-অভিমানিনী দেবতা, কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী

দেবতা ও দক্ষিণায়নীয় ষণ্মাসাভিমানিনী দেবতার আশ্রয়-স্থান ক্রমশঃ প্রাপ্ত হন। এই স্থানে সহপ্রস্থিত কর্ম্মী ও জ্ঞানীর পরস্পর বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। ইঁহারা সম্বৎসর-দেবতার সাহায্য প্রাপ্ত হন না। পরন্তু দক্ষিণায়নীয় দেবতার সহায়তায় পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া, চন্দ্রের সমানরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বেদশাস্ত্রানুসারে ইহাকে "পিতৃযান" বা "ধূমযান" মার্গ কহা যায়।

এই পন্থাবলম্বনে যাঁহারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারা চন্দ্রলোকোচিত-ভোগপ্রদ-কর্ম্মক্ষয় হইলে, ক্ষণকালমাত্রও চন্দ্রলোকে অবস্থিতি করিতে পারেন না, কিন্তু তৈলের অভাবে প্রদীপ যেমন নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ স্বর্গভোগ-নিমিত্ত-কর্ম্মের অবসানে চন্দ্রলোক হইতে প্রভাশূন্য শরীরে সাবশেষ-কর্ম্মা স্বর্গী আকাশ, ও আকাশ হইতে বায়ুভাব প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডলে শরীরারম্ভক ও ভোগপ্রদ-কর্ম্ম সকল ভোগদানে ক্ষীণ হইলে, অগ্নি-সংযোগে বলীনাবস্থ-ঘৃতভাণ্ডের ন্যায় কিঞ্চিৎ অবশেষ সহ ইহলোকোচিত শরীর-নির্ম্মাণে উপাদানরূপ-পূর্ব্বকথিত-পঞ্চমাহুতি-পরিণাম-স্বরূপ অপূর্ব্বময় "আপঃ" সূক্ষ্ম-জলসকল অন্তরীক্ষে অবাস্থিতি ও অত্যন্ত সূক্ষ্মতা-নিবন্ধন আকাশভূত হইয়া, পরে বায়ুভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বায়ুকর্ত্তৃক-তাড়িত, দূরে বিক্ষিপ্ত, আহত ও পিণ্ডীকৃত ঐ সকল উপাদান ক্রমে ধূম ও তৎকার্য্য-অভ্ররূপে পরিণত হয়। অনন্তর বায়ু-বিচালিত-জলগর্ভ-অভ্র বর্ষণোন্মুখ-মেঘের আকার ধারণ করে। তৎপরে পৃথিবীর উচ্চ-প্রদেশে, গিরিতটে, দুর্গে নদী-পুলিনে, সমুদ্রে, অরণ্যে, মরুদেশে, কৃষ্ট, অকৃষ্ট, কণ্টকাকীর্ণ অনেক বিধ-বিষম স্থানে বর্ষধারারূপে পতিত হইয়া, ধরাধামে তিল, মাষ, মুদ্গ, ব্রীহি, যব, ওষধি ও বনস্পতি শরীর ধারণ করে।

এক্ষণে বিচক্ষণ-পাঠক একটু ধীর ভাবে বিবেচনা করুণ যে, স্বর্গ হইতে ভোগাবসানে ইহধামে অবতরণ কত সুদুঃসহ দুঃখ ও বিপজ্জনক-ভয়াবহ-ব্যাপার। কখনও শূন্য অতি শূন্য হইতে পতন, কখনও বায়ুভরে আতিবাহিক শরীরে গগনতলে অবস্থান, কখনও প্রবাহমান-প্রবল-বায়ুবেগে দূরে বিক্ষিপ্ত, কখনও ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত এবং পর্ব্বতগাত্রে মেঘখণ্ডে ঘাত-প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া চূর্ণী-কৃত, কখনও বৃষ্টিধারারূপে উচ্চ-প্রদেশ হইতে অতিবেগে অধঃপতন, কেহ শিলা-প্রস্তর-পরিব্যাপ্ত-পর্ব্বতগাত্রে পতিত হইয়া, চূর্ণবিচূর্ণ ও বিষ-মূর্চ্ছিত, কেহ বা বৃক্ষাগ্রে অথবা তীক্ষ্ণাগ্রকণ্টক সমূহে পতিত হইয়া, গ্রথিত ও ছিন্নভিন্নাঙ্গ, কেহ উত্তপ্ত শিলা বা কটাহতলে পতিত ও বিশুষ্ক, কেহ সমুদ্র, নদ, নদী প্রভৃতি-জলমধ্যে পতিত, নিমজ্জিত ও মকরাদি-কর্ত্তৃক ভক্ষিত, তাহারা আবার অন্য কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে, কাহারও তাহাদিগের উদর মধ্যে বাস এবং কেহ কেহ সমুদ্র জল-শোষণকারী মেঘ-সমূহ-কর্ত্তৃক জলসহ আকৃষ্ট হ য়া, পুনরপি বর্ষধারা-পথে মরুদেশে, শিলাতটে, কূপে, অগম্যস্থানে পতিত ও ব্যাল-মৃগাদিদ্বারা পীত হয়। যাহারা স্থাবরভাব প্রাপ্ত হইয়া, ব্রীহি-যবাদি-অন্ন দ্বারা ক্রমে পুরুষ-শরীর-সম্বন্ধ-প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের তথা হইতে নির্গমন অতীব কষ্টসাধ্য। ঊর্দ্ধরেতাঃ, বালক, ক্লীব, অথবা স্থাবর অন্নের সহিত যাহাদিগকে উদরস্থ করিবে, তাহা-দিগের উদরাভ্যন্তরালে শীর্ণতাপ্রাপ্তি অনিবার্য্য। অন্ন সপ্তবিধ, অথবা, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সরিসৃপ, যক্ষ, রক্ষঃ, সুর, নর, স্থির, চর-জীব-ভেদে অনেকবিধ। কদাচিৎ যাদৃচ্ছিকন্যায়ে উপযুক্ত-অন্ন রেতঃসেচনকারী পুরুষ-কর্ত্তৃক যদি ভক্ষিত হয়, তবেই শেষকর্ম্মা স্বর্গভ্রষ্ট-ব্যক্তির অনুশয়াখ্য-কর্ম্ম বৃত্তিলাভ করিতে পারে। অর্থাৎ

অনুশয়িসংশ্লিষ্ট-অন্ন যে যে রেতঃসিক্ পুরুষ-কর্তৃক ভুক্ত হইবে, অন্ন-বলবীর্য্যদৃপ্ত সেই সেই পুরুষ ঋতুযোগে যোষিৎগর্ভে রেতঃসেচন করিবে। যে যে রেতঃসিক্ পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-নিঃসৃত তেজঃসকল ঋতুকালে যোষিদ্‌গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, পুরুষ-শরীর নির্ম্মাণ করিবে, গর্ভ ও ঐ সকল রেতঃ-সিঞ্চনকারীর অনুরূপ আকৃতি ধারণ করিবে। এই জন্যই পুত্র বা কন্যা অধিকাংশ স্থলেই পিতামাতার ভূয়ঃ অবয়ব-সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়। পুরুষ হইতে পুরুষ জন্মপ্রাপ্ত হয়, গোজাতি হইতে গোজাতির সৃষ্টি, এবং জাত্যন্তর হইতে জাত্যন্তর উৎপন্ন হয়! এই-রূপে চন্দ্রমণ্ডল-স্খলিত ইহলোকে অবতরণকারী অনুশয়িগণ অতি দীর্ঘকালে দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব ধীরবর্গ ভাবিয়া দেখুন মর্ত্ত্যাবতরণ কি ভীষণ-ভয়ানক-অসহ্য-দুর্বিসহ-নিরতিশয়-যাতনা-ময়-ক্লেশ-শোক ও মোহকর ব্যাপার।

যাহারা স্বর্গভ্রষ্ট-অনুশয়িবিশেষ তাহারা ইহ বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত-উৎকট-পাপকর্ম্মবাহুল্যবশতঃ তমোময়-স্থাবর ধান্য, যব, মুদ্গ, মাষ, ও তিলাদি-শরীর ধারণ করিয়া, তত্তৎ শরীরোচিত-ভোগপ্রদ-কর্ম্ম-ক্ষয় হইলে, কর্ম্মান্তরের স্ফূর্ত্তি-নিবন্ধন মনুষ্যাদি শরীর প্রাপ্ত হয়। শরীরজ-কর্ম্মদোষ-জন্য যাহারা স্থাবরভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের নিষ্ক্রমণ স্বর্গ-ভ্রষ্টের ন্যায় দীর্ঘকাল-সাধ্য বা অতাব কষ্টদায়ক ব্যাপার নহে। স্থাবরত্ব-প্রাপক-কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই ব্রীহ্যাদি-স্তম্বদেহ-বিনাশে যথাকর্ম্মার্জ্জিত নূতন নূতন দেহান্তর জলূকাবৎ সবিজ্ঞান অবস্থাতেই প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা রমণীয়-শাস্ত্র-স্মৃতি-সম্মত-লোকব্যবহারে অনিন্দিত-শিষ্টোচিত সদাচার-অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা শাভ্রতার সহিত রমণীয়-যোনি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অথবা বৈশ্যযোনি প্রাপ্ত হন। আর যাহারা সর্ব্বদা পরধন-হরণে, পরদারমর্ষণে, হিংসা, মায়া, ছল, অনৃত, কপট, বঞ্চনা

প্রভৃতির আশ্রয়ে অনবরত নানাবিধ-পাপাচরণে প্রবৃত্ত; তাহারা ইহ বা পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত-পাপকর্ম্মবাহুল্যবশতঃ ক্ষিপ্রতাসহকারে শূদ্রযোনি, চণ্ডালযোনি, শ্বযোনি, ও শূকরযোনি প্রাপ্ত হইয়া, অশেষাবধ চৌর্য্য-ক্রৌর্য্যাদির আচরণে আসক্ত হয়। যাঁহারা শুভানুশয়-প্রাবল্যে ব্রাহ্মণাদি-শরীর-ধারণ-পূর্ব্বক স্ববর্ণাশ্রমবিহিত-কর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া, ইষ্ট, পূর্ত্ত, ও দত্ত-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, দক্ষিণমার্গঅবলম্বনে তাঁহারা চন্দ্রলোকে গমন করেন, এবং পৃথিবীতে আগত হয়েন। আর যাঁহারা রমণীয়-যোনি লাভ করিয়া, স্বকর্ম্মেঅবস্থিতি-সহকারে ধ্যান, জ্ঞান, যোগ, সমাধি-সাধন করেন, তাঁহারা উত্তরমার্গ-আশ্রয় করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করেন। কেবল দক্ষিণ ও উত্তর উভয়-মার্গবিভ্রষ্ট, উৎকট পাপকর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান্ বা অথবা ইষ্টাদিকর্ম্মানুষ্ঠান-পরাঙ্মুখ জীবগণ জন্ম ও মৃত্যু-পরম্পরা-পতিত অতএব অসকৃৎ-আবর্ত্তন-যোগ্য-ক্ষুদ্র দংশ, মশক, কীট, পুত্তিকা-শরীর-ধারণ করিয়া, দুঃখভোগ-বহুল নরকময়-তৃতীয়-স্থান অধিকার করে।

উপস্থিত প্রবন্ধে স্বর্গ ও স্বর্গফলভোগের অবতারণা যথেষ্ট পরিমাণে হইয়াছে। এই প্রসঙ্গাবসরে স্বর্গ জিনিসটা কি? তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা করিলে, বোধকরি পাঠকবর্গের অরুচিকর হইবে না। স্বর্গ স্বর্গ করিয়া সকলেই লালায়িত। বার, ব্রত, উপবাস, তীর্থভ্রমণ, তপশ্চর্য্যা, যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ইত্যাদি কতশত বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস কথিত কর্ম্ম, আগ্রহের সহিত প্রচুর অর্থ ব্যয়, বহু আয়াস, দীর্ঘকাল, ভূরি-আয়োজন ও সানুরাগ-সুদৃঢ়-অধ্যবসায় অঙ্গীকার করিয়া, ভোগমুগ্ধ-বিজ্ঞ অথবা অৰ্দ্ধপ্রবোধিত মানবগণ সম্পাদন করেন। উদ্দেশ্য স্বর্গলাভ, মৃত্যুর পরে স্বর্গে গমন ও দেবদেবীগণের সহিত সুচিরকাল বাস। সকলেই স্বর্গপ্রার্থী, স্বর্গত্যাগী লোক কয়টী

দেখিতে পাওয়া যায় ? জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, সকলে স্বর্গ প্রার্থনা করে কেন ? স্বর্গে আছে কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিতে হইবে যে, এখানে যাহা সুভোগ্য, সুদৃশ্য, সুশ্রাব্য, সুপেয়, সুঘ্রাণ ও সুখস্পর্শযুক্ত-সুখভোগোপকরণ শাস্ত্রে বা লোকে দেখিতে শুনিতে অথবা উপভোগ করিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল সুখ-সৌন্দর্য্য বা ঐশ্বর্য্যবিলাসের পুর্ণলাবণ্যলীলা-বিকাশ-স্থান স্বর্গ। ইহলোকে যিনি যাদৃশ ধনৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর, তিনি তদনুরূপ সুখভোগে অধিকারী। স্বর্গফলভোগ ও পুণ্যধন-তারতম্য অনুসারে হইয়া থাকে। কেহ উত্তম, কেহ মধ্যম, কেহ বা অধম স্বর্গ-ফল ভোগ করে। কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, ফলভোগ করিতে হয়, স্বর্গে কর্ম্মানুষ্ঠান-ব্যতীত সঞ্চিত-পুণ্যানুসারে ইচ্ছামাত্রে অভিলষিত সুখভোগ করিতে পারা যায়। এখানকার সুখ-সৌন্দর্য্য অত্যল্পকাল স্থায়ী ; সেখানকার সুখ-সৌভাগ্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থির থাকে। এখানে প্রাতঃকালে সূর্য্যকর-বিকসিত একটী শতদল সরোবর হইতে তুলিয়া আনিলে, প্রতিক্ষণেই ঐ পদ্ম মলিনভাব ধারণ করিবে। স্বর্গীয়-সুধাহ্রদে প্রস্ফুটিত নানা-মণি-ধাতু-রত্ন-খচিত শতসহস্র-দল-বিশিষ্ট-পদ্মের সৌরভ বা রমণীয়তা এক বৎসরকাল স্থায়ী ; এখানে আমাদিগকে গঙ্গা-তীর্থে ও অন্যান্য নদনদীতে স্নান করিতে হইলে গলিত পঙ্ক, কর্দ্দম, কঙ্কর, বা উত্তপ্ত পৃথ্বীরেণু-বালুকা-অতিক্রম-জনিত-ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে, কিম্বা ইষ্টক-প্রস্তর-নির্ম্মিত-সোপানাবলী-অবলম্বনে জলে অবতীর্ণ হইতে হইবে। স্বর্গে উক্তরূপ ক্লেশ ভোগ নাই, হয়ত সেখানে সুবর্ণ ও রত্নময়ী-বালুকা নেত্রমনোহর-প্রভা-বিস্তার করিয়া, পতিত রহিয়াছে। রাজত-সৌবর্ণ-স্ফাটিক এবং বৈদূর্য্য-নীলকান্ত-চন্দ্রকান্তপদ্মরাগাদি-মণি-প্রস্তর-নির্ম্মিত-অবতরণ-সোপানশ্রেণী নানা-বর্ণের

লোকোত্তর-চমৎকার-অপূর্ব্ব-অঙ্গকান্তি বিকীর্ণ করতঃ, স্বর্গবাসিগণের মানসোল্লাস-সম্পাদন করিতেছে। স্বর্গরাজ্যের রাজধানী অমরাবতী পুরী, রাজা ইন্দ্র, রাণী শচী, রাজপুত্র জয়ন্ত, বিহারোদ্যান নন্দনবন, বৈজয়ন্ত প্রাসাদ, বিমান, সুধর্ম্মা নাম্নী দেবসভা, সুধা, মন্দাকিনী, নারদাদি দেবর্ষিগণ, নানা-মণিরত্ন-শৃঙ্গ-শোভিত-কাঞ্চনময়-পর্ব্বতে সুরবৃন্দের শত-সহস্র-দ্বারযুক্ত-অত্যুচ্চ-বাসভবন, উর্ব্বশী, রম্ভা, সুরুচি, মেনকা, তিলোত্তমাদি চিরযৌবনশালিনী দেববিলাসিনী, মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন, এই পঞ্চ দেববৃক্ষ, সুগন্ধ-সিঞ্চিত সুরবর্ত্ম, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, পায়স ও সুধা-হ্রদ সকল স্বর্গে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেখানে ক্ষুধা-পিপাসা-জনিত-ক্লান্তি নাই, শীত গ্রীষ্মাদির ক্লেশ নাই, শরীরে স্বেদজল নির্গত হয় না, তথায় নিমেষ-উন্মেষ-বর্জ্জিত দৃষ্টি, ছায়াহীন দেহ ও সর্ব্ববিধ সুখসৌভাগ্য লাভ করিতে পারা যায় বলিয়া মানব-মাত্রেরই স্বর্গ প্রার্থনীয়।

স্বর্গ যে বিবেক-বিচার-বৈরাগ্য-সাধন-সম্পত্তি-বিহীন-অজ্ঞান-বিমূঢ়-মানবের প্রার্থনীয়, প্রবন্ধবাহুল্যভয়ে সংক্ষেপে তাহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে স্বর্গত্যাগী কয়জন মহাপ্রাণ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক, নচেৎ বৈরাগ্য সম্যক প্রস্ফুটিত হইবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহলোকোচিত স্রক, চন্দন, বধূ, বস্ত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, দার, পুত্র, যান, বাহন, এবং পঞ্চাশৎব্যঞ্জন-যুক্ত সুরস-অন্নাদ্যুপভোগ-স্পৃহা তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বোধে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মোক্ষাকাঙ্ক্ষা সুদূর-পরাহত। ইহলোকের ন্যায় আমুষ্মিক অর্থাৎ স্বর্গীয়-সুধাহ্রদাবগাহন, নন্দনবনে ভ্রমণ, ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের সহিত একত্র বাস, উপবেশন, রহস্যালাপ, পান, ভোজন, ক্রীড়া, কৌতুক, রাজত-বৈদূর্য্য-স্ফাটিক-

হেম-মণিময়-সর্ব্বতঃ-সুবর্ণশোভিত-সুমেরুশিখরে বিহার, বৈজয়ন্ত-প্রাসাদে, দেবসভাস্থলে, সুদর্শন-পুরমধ্যে, মিশ্রবন, চৈত্ররথ, সুমানস প্রভৃতি দেবোদ্যানে অপ্সরোগণের সহিত নৃত্য-গীতাদি-দর্শন, শ্রবণ ও মহোৎসবাদিতে যোগদান ইত্যাদি স্বর্গীয়-বিষয়-ভোগে, অধিক কি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত তৃণীকার করিতে না পারিলে, মানবের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রাদি মহাপ্রভাব-সম্পন্ন দেবতারাও মোক্ষাকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহারা ও সকলে সুধাপান করিয়াছেন, অজর, অমর, হইয়াছেন, অণিমাদি অষ্ট-ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছেন, সর্ব্ব-সংকল্প-সিদ্ধতা-নিবন্ধন যথেচ্ছ ঔপপাদিক-ভোগ-দেহ ধারণ করিয়া, উত্তম অনুকূল-অপ্সরোগণকে পরিবাররূপে প্রাপ্ত হইয়া, তত্তৎপদাধিপত্যের সহিত স্বচ্ছন্দ-সম্ভোগ-সুখ ভোগ করিতেছেন। মানুষানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া, উত্তরোত্তর শতগুণ বর্দ্ধিত-আনন্দ-উপভোগে যাবৎ অধিকার কল্পপরিমিত আয়ুঃকাল যাপন করিতেছেন, তাঁহাদিগের উক্ত আনন্দ-উপভোগের সহিত যাঁহারা নিজ আনন্দ-উপভোগ মিলাইতে চাহেন, তাঁহারা মোক্ষ-কথা কহিবার অন[illegible]শক্ত।

পক্ষান্তরে যাঁহারা নিত্যানিত্য-বিবেকের আশ্রয়ে ইহপরলোকো-চিত-রম্ভা-সম্ভোগাদি-সর্ব্ববিধ-সুখৈশ্বর্য্য-ভোগ ক্ষণবিনশ্বর ও অনিত্য জানিয়া, বিচারপূর্ব্বক কৃষিকর্ম্মজন্য-শালি-যব, তিল, চণক, মুদ্গ, মাষাদি শস্য-সমূদয়ের ন্যায় অগ্নিহোত্রাদি হোম, যাগ, তপস্যা বা উপাসনাদি জন্য-স্বর্গাদিলোক অনিত্য ইহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়া, সর্ব্বথা সর্ব্ব-ভোগ্য বিষয়জাত হইতে অত্যন্ত বৈরাগ্য নির্ভর-মানসে বিরত হইয়া-ছেন, তাঁহারাই চতুর্ব্বিধ-পুরুষার্থের মধ্যে পুনরাবৃত্তিরহিত পরম-পুরুষার্থ-মোক্ষ-লাভে অধিকারী [illegible] দোষ গুণ বিচার না করিলে বৈরাগ্য লাভ হয় না, বৈরাগ্য [illegible] না পারিলে অল্পবিস্তর,

ভালমন্দ কোন বিষয়ই ত্যাগ করিতে পারা যায় না ; ঐহিক-আমুষ্মিক-সর্ব্বপ্রকার-ভোগ-সুখ ত্যাগ করিতে হইলে, উহার দোষগুণ বিচার করা আবশ্যক। অন্তিম বয়সে রাজা অরিষ্টনেমি উপযুক্ত পুত্রের প্রতি সাম্রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, স্বয়ং গন্ধমাদন-পর্ব্বতে আশ্রম-স্থাপন পূর্ব্বক ঘোর-তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হইয়া, উৎকৃষ্ট স্বর্গভোগ-প্রলোভন-প্রদর্শন-পূর্ব্বক রাজাকে তপস্যাভ্রষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অপ্সরোগণ সংযুক্ত নানাবাদিত্র শোভিত, গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-কিন্নর-সিদ্ধ-সেবিত-বিমান-সমভিব্যাহারে এক দূত প্রেরণ করেন। দূত গন্ধমাদন পর্ব্বতে মহারাজ-অরিষ্টনেমির আশ্রমদ্বারে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া, রাজাকে বলিলেন, মহারাজ ! আপনার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, দেবরাজ-ইন্দ্র বিমান প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি স্বর্গভোগের জন্য শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া, বিমানে আরোহণ করুন। দেবদূতের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্দিগ্ধ-অন্তঃকরণে রাজা বলিলেন, দূত ! স্বর্গের দোষ গুণ কি আপনি বর্ণন করুন, শ্রবণ করিয়া, আমি অভিমত প্রকাশ করিব। দূত বলিলেন, হে রাজন ! পুণ্য-সামগ্রীদ্বারা স্বর্গে পরম-সুখ ভোগ করা যায়। উত্তম-পুণ্য দ্বারা উত্তম-স্বর্গ ভোগ হয়। মধ্যম পুণ্যে মধ্যম স্বর্গ ও অধম পুণ্যের ফলস্বরূপ অধম স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। পরকীয়-ঐশ্বর্য্য-উৎকর্ষে হীনৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ব্যক্তি দুঃখ, ক্লেশ, ও ঈর্ষা অনুভব করে, সমান-ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্ত হইয়া, সমতুল্যের সহিত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে, নিকৃষ্ট স্বর্গাধিকারীকে প্রাপ্ত হইয়া, উৎকৃষ্ট স্বর্গবান্ পুরুষ আপন ঐশ্বর্য্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, সন্তোষলাভ করে, এবং পুণ্যক্ষয় হইলে নিঃস্নেহ প্রদীপের ন্যায় শরীরপ্রভাশূন্য-স্বর্গী মর্ত্ত্যলোকে প্রতিনিবৃত্ত হয়। দূত বলিলেন,

হে রাজন! এই আমি আপনার নিকটে স্বর্গের দোষগুণ বর্ণন করিলাম।

ইন্দ্রদূত-কথিত-স্বর্গের দোষগুণ শ্রবণ করিয়া রাজা অরিষ্টনেমি বলিলেন, হে দেবদূত! কর্ম্মজন্ম, অনিত্য, মায়ারচিত, মুনিমান-সমোহজনক, উচ্চাবচ, ঈদৃশ নিকৃষ্ট-স্বর্গফল আমি ইচ্ছা করি না। অতঃপর আমি মহোগ্র-তপস্যার আচরণ করিয়া, সর্পসকল যেমন জীর্ণ ত্বক্ পরিহার করে, সেইরূপ অপবিত্র-কলেবর ত্যাগ করিব। হে দেবদূত! তুমি এই বিমান গ্রহণ করিয়া যথা হইতে আগত হইয়াছ, তথায় মহেন্দ্র সমীপে গমন কর, তোমাকে নমস্কার। দোষ গুণ-বিচার করিয়া, অনায়াসে তৃণতুচ্ছ-স্বর্গরাজ্য, ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন ও উপস্থিত কামগ-বিমান ত্যাগ করতঃ, পরে দেবরাজের অনুগ্রহে মহামুনি-বাল্মীকির তত্বজ্ঞানোপদেশে মহারাজ-চক্রবর্ত্তী অরিষ্টনেমি পরম-নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। উক্তরূপ সর্ব্বভোগাভিলাষ বর্জ্জিত, স্বর্গত্যাগী পুরুষপ্রবীর কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়? স্বর্গফলভোগে তাদৃশ আনন্দ নাই, ভোগ-জনিত-অবসাদ-অনিবার্য্য, সর্ব্বথা ভোগলিপ্সা ত্যাগে অপার-আনন্দ উপভোগ করিতে পারা যায়। যাঁহারা গুণ-বিতৃষ্ণারূপ-পরমবৈরাগ্যবান্, তাহারাই পুরুষশ্রেষ্ঠ ও ঈশ্বরানুগ্রহসম্পন্ন পরম-সৌভাগ্যবান্।

উক্তরূপে জীবল-পুত্র রাজা প্রবাহণ শ্বেতকেতু-পিতা-গৌতম-গোত্রীয়-আরুণি-ঋষি-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ ও পরিপৃষ্ট হইয়া, পঞ্চাগ্নিবিদ্যোপা-সনা-প্রসঙ্গে সর্ব্ব-সংসার-গতি বর্ণন পূর্ব্বক মুমুক্ষুগণের মূল-বৈরাগ্য-ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া, এক্ষণে বিদ্যাতত্ত্বোপদেশ-প্রস্তাব-উপসংহার করি-বার মানসে বলিলেন, হে গৌতম! যেহেতু দক্ষিণমার্গে অর্থাৎ-পিতৃযান-অবলম্বনে-যাজ্ঞিকেরা অগ্নি, বায়ু, কুবের, বরুণ, যম, ইন্দ্র,

চন্দ্রাদি-লোকরূপ-স্বর্গে গমন করিয়া, পুণ্যফল-ভোগাবসানে পুনরপি মর্ত্ত্যলোকে আগমন করেন, এবং জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠানে অনধিকৃত কুৎসিত-পাপাচার-পরায়ণ-নারকীয়-জীবগণ সুতীব্র যাতনা বহুল ঘোর-নরক গমনে বাধ্য হইয়া, পিতৃযান-অবলম্বনে চন্দ্রাদিলোকে সর্ব্বভোগ-সৌভাগ্য-প্রদ-স্বর্গে গমন করিতে পারে না, সেই নিমিত্তবশতঃ স্বর্গ-লোক কখনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। পঞ্চম-আহুতি-সাধন শ্রদ্ধাভাবিত-সূক্ষ্ম-জল-সকল যে ক্রমানুসারে পুরুষ-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তাহা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-নিরূপণ দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রারব্ধ-ভোগাবসানে শরীর ত্যাগ করিয়া, প্রাণিগণ কোথায় গমন করে? এই প্রথম প্রশ্ন দেবযান ও পিতৃযান মার্গদ্বয়-বিবরণে অপাকৃত হইয়াছে। সহপ্রস্থিত দেবযান ও পিতৃযান মার্গদ্বয়ের পরস্পর-বিয়োগস্থান, অথবা দক্ষিণোত্তর-মার্গদ্বয়াধিকারে সহপ্রস্থিত কর্ম্মী ও জ্ঞানীর পরস্পর-বিশ্লেষস্থান সম্বন্ধে যে প্রশ্ন হইয়াছিল, তাহাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মৃতব্যক্তি সকলের অগ্নিতে প্রক্ষেপ সমান, তদনন্তর ইহলোক হইতে জ্ঞানী অর্চ্চিরাদি-মার্গে ও কর্ম্মী ধূমাদিমার্গে প্রস্থিত হইয়া, উত্তরদক্ষিণায়নীয় ষণ্মাস-সংযোগস্থলে মিলিত হন। পরে কর্ম্মী পিতৃলোকাদিক্রমে চন্দ্রলোকে গমন করেন, ও জ্ঞানী সম্বৎসরাদিক্রমে বিদ্যুল্লোকে ও তথা হইতে অমানব পুরুষের সহায়তায় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ইহলোকে পুনরাবৃত্তিবিষয়ক প্রশ্ন স্বর্গভ্রষ্ট ক্ষীণানুশয় ব্যক্তির চন্দ্রমণ্ডল হইতে আকাশাদিক্রমে আগমন কথন দ্বারা উক্ত হইয়াছে। স্বর্গলোকের অপূর্ণতা বিষয়েও যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছি। হে মুনে! আপনার যাহা প্রার্থিত তৎ সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। যেহেতু উক্ত-রূপ কষ্টদায়িনী সংসারগতি, অতএব বিষয়ভোগে বিরত হওয়া উচিত। পুনশ্চ যেহেতু বারংবার জন্ম-মরণ-গর্ভবাস-জনিত-বেদনা-ভোগের জন্য

অনন্তকাল পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র-জন্তুগণ পারসাধনহীন-অগাধ-সাগরের ন্যায় ঘোর দুস্তর-নরকান্ধকারে প্রবেশিত হইয়া, উত্তরণ বিষয়ে নিরাশ হৃদয়ে অনন্ত দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করে; অতএব এতাদৃশ জুগুপ্সিত-সংসারগতি-পর্য্যালোচনা সহকারে সংসারের বীভৎসতা অনুভব করিয়া অসার-সংসারে বিষপূর্ণ-ফণিফণাসদৃশ আপাতমনোহর-বিষয়সুখরস-আস্বাদনে ঘৃণা-পরায়ণ হইয়া, প্রত্যেক হৃদয়বান্ বিবেকী মানব পরমেশ্বর-উদ্দেশে প্রার্থনা করিবেন যে, হে ভগবন! আমি যেন তোমার শ্রীচরণ-প্রসাদে এবম্বিধ ঘোর-দুঃখ-জল-পূর্ণ-অনন্ত-সংসার-মহোদধিমধ্যে আর পতিত না হই।

উপরে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, ঐ সকল বিষয় অতীব জটীল। বিষয় দুর্ব্বোধ্য হইলে পুনরালোচনা অন্যায় নহে। নিগূঢ় বেদার্থ-সুখ-বোধ্য করিবার জন্যই সংহিতা, পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি-গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে আমি পূর্ব্বকথিত, বেদবোধিত, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রতিপাদিত-বৈরাগ্যবস্তু ভিন্নরূপে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব। জীবের পরলোক-গমন, পরলোক হইতে মাতৃগর্ভে আগমন ও শরীর প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। শরীর-পদার্থের স্বরূপ কি? তাহা সকলেরই বিশেষভাবে অবগত হওয়া আবশ্যক। দুঃখের বিষয় শাস্ত্রজ্ঞ ও চিকিৎসক-সমাজ ভিন্ন ইদানীন্তন শিক্ষিতাভিমান সম্পন্ন অধিকাংশ লোকই দেহের স্বরূপ বিচার করেন না।

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ-ভেদে শরীর ত্রিবিধ, তন্মধ্যে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত-নির্ম্মিত-পাঞ্চভৌতিক-স্থূল-শরীর জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ ভেদে চতুর্ব্বিধ। জরায়ুজ-মানুষ-দেহের প্রাধান্যবশতঃ প্রথমতঃ বলা যাইতে পারে যে, কামী

পুরুষের সর্ব্বাঙ্গ-নিঃসৃত-শুক্র ঋতুকালে স্ত্রীগণের গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট এবং যোষিদ্বীর্য্য-শোণিতের সহিত মিলিত হইয়া, জরায়ুজ স্থূলদেহরূপে পরিণত হয়। পুরুষ-বীর্য্যের বাহুল্যে পুরুষ, স্ত্রীশোণিতের বাহুল্যে স্ত্রী এবং শুক্র শোণিতের সাম্যে নপুংসক উৎপন্ন হয়। ষোড়শদিবস পর্য্যন্ত নারীদিগের ঋতুকাল, চতুর্থ-দিনে ঋতুস্নাতা স্ত্রীর, পঞ্চম সপ্তম নবমাদি-অযুগ্ম-দিবসে-গর্ভ সঞ্চার হইলে কন্যা এবং যুগ্ম-দিবসে গর্ভ সঞ্চার হইলে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। আর যদি ষোড়শ দিনে গর্ভ-সঞ্চার হয়, তবে ঐ গর্ভে পৃথিবী-পালক রাজ-চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। ঋতুস্নাতা নারী আকাঙ্ক্ষার সহিত যে পুরুষের মুখাবলোকন করে, গর্ভ সেই পুরুষের আকার প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত ঋতুস্নানের পরে স্বামীর মুখাবলোকন শাস্ত্রবিহিত। স্ত্রীলোকের গর্ভাবরণ সূক্ষ্ম চর্ম্মকে জরায়ু বলা যায়। উদরাভ্যন্তরস্থ চর্ম্মাবৃত্তি অর্থাৎ পেশী মধ্যে শুক্র-শোণিত যোগে গর্ভ উৎপন্ন হয় বলিয়া, জরায়ুজ নামে অভিহিত হয়। ভাবি-জন্ম-হেতু-কর্ম্মবশে স্ত্রীজনের স্মরমন্দিরে নিষিক্ত, রজঃ-সমাযুক্ত শুক্র প্রথমমাসে দ্রবভাবাপন্ন থাকে। অনন্তর বুদ্বুদ, কলল ও পেশীভাব প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমশঃ ঐ পেশীঘন দ্বিতীয়-মাসে পিণ্ড-রূপে পরিণত হয়। তৃতীয় মাসে কর, চরণ ও মস্তক প্রকটিত হয়। পরে চতুর্থ-মাসে জীব-সঞ্চার হইলে, জননী-জঠরে স্বভাবতঃ গর্ভ চলিত হয়। পুত্র হইলে দক্ষিণ পার্শ্বে ও কন্যা হইলে মাতৃজঠরের বাম পার্শ্বে এবং নপুংসক হইলে উদরের মধ্যভাগে গর্ভ অবস্থিতি করে। এই কারণ বশতঃ গর্ভে পুত্র-সন্তান বর্ত্তমান থাকিলে প্রায়শঃ মাতা দক্ষিণ-পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকেন। কর-চরণাদি-অঙ্গ ও অঙ্গুল্যাদি-প্রত্যঙ্গভাগ সূক্ষ্মরূপে চতুর্থ মাসে যুগপৎ অভিব্যক্ত হয়। কেবল শ্মশ্রুদন্তাদি বালকের জন্মানন্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই

সময়ে পুরুষের স্থৈর্য্য ধৈর্য্যাদি, স্ত্রীর চাঞ্চল্যাদি ও নপুংসকের উভয় মিশ্রিত-ভাব সকল ব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে মাতার হৃদয় হইতে গর্ভের হৃদয় সঞ্জাত হইয়া, মাতার অভিলষিত বিষয় সকল আকাঙ্ক্ষা করে। অতএব গর্ভ-বৃদ্ধির জন্য মাতার মনোভীষ্ট অবশ্য সম্পাদনীয়। গর্ভাবস্থায় নারীহৃদয় দুইভাগে বিভক্ত হয় বলিয়া, মাতাকে দৌহৃদিনী বলিয়া থাকে। যদি গর্ভাবস্থায় গার্ভিনীর অভিলাষ পূর্ণ না করা হয়, তবে গর্ভস্থ শিশুর অঙ্গন্যূনতা, অশক্তি ও বুদ্ধি-মান্দ্যাদি ঘটিয়া থাকে। এবং মাতার আকাঙ্ক্ষিত-বিষয়ে শিশুর লোভ উপস্থিত হয়। পঞ্চম-মাসে গর্ভ-গত-শিশুর মাংসশোণিত পরিপুষ্ট এবং চিত্ত প্রবুদ্ধ হয়। ষষ্ঠমাসে অস্থি, স্নায়ু, নখর কেশ ও লোম প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। সপ্তম মাসে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা ও বলবর্ণ উপচিত হইয়া থাকে।

এই সপ্তম-মাসে গর্ভগত-জীব ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত-পাদযুগলের অভ্যন্তর ভাগে ঊর্দ্ধকরদ্বয়ে নিজ-শ্রবণ-বিবর আচ্ছাদিত করিয়া, গর্ভবাস বশতঃ ভীত ও ভবিষ্যৎ গর্ভবাস-সঙ্কট চিন্তা করতঃ, উদ্বিগ্ন-চিত্তে কালযাপন করে। তৎকালে আবির্ভূত-প্রবোধ, প্রাপ্ত-সর্ব্ববিষয়-বৈরাগ্য, গর্ভস্থ-জীব অতীত অনেক জন্মের গর্ভবাস-সঙ্কট-ক্লেশ স্মরণ করিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হয়, এবং পশ্চাত্তাপসহকারে আত্ম-অশুভ-অদৃষ্ট লক্ষ্য করিয়া, "হা কষ্ট" এইরূপে পুনঃ পুনঃ শোক প্রকাশ করিতে থাকে। হায়! আমি এইরূপ মহা-অসহ্য-যাতনা-দায়ক-নারকীয় শরীর ধারণ করিয়া কত দুঃসহ দুঃখই না ভোগ করিয়াছি। প্রতি গর্ভবাস-কালে মনে করিয়া থাকি যে, হে পরমপিতঃ! পরমেশ! এই মহা-সঙ্কট-গর্ভগৃহ-বাস হইতে আমাকে উদ্ধার কর, এবারে আর আমি ভবের মায়ায় মুগ্ধ, মায়ারচিত-অসার সংসার-নাট্যের রঙ্গমঞ্চে শোভন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি বিষয়-সভ্যগণে পরিবৃত, জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ বাহ্যভালাদি-ধারণ-কুশল

দেখিয়া আনন্দিত, মোহিনী-মতির ভবলীলা-নৃত্য-নৈপুণ্যে উৎফুল্ল ও আত্মীয়-অহংকারে অহঙ্কৃত-প্রভু-সাজে সজ্জিত হইয়া, জীবন-নাটকের ব্যর্থ-অভিনয়ে তোমাকে ভুলিয়া থাকিব না। কিন্তু তোমার ভজন করি নাই, সেইজন্য এই অসহনীয় মর্ম্মচ্ছেদকরী গর্ভযাতনা বারংবার ভোগ করিতেছি। যব-চণকাদি ভর্জ্জনার্থ উত্তপ্ত-বালুকা-তলে শয়ন করিলে, ঐ সকল পরিতপ্ত বালুকা যেমন শরীরকে দগ্ধ করে, সেইরূপ গর্ভাশয়ে নিমগ্ন ও শয়ান অবস্থায় মাতৃজঠরাগ্নিসন্তপ্ত পিত্তরস-বিন্দু সকল আমাকে অত্যন্ত নির্দ্দয়ভাবে দগ্ধ করিতেছে। একেত আমি উদর-পার্শ্বাস্থিরূপ-করপত্র দ্বারা নিতান্ত পীড়িত, তাহাতে আবার মাতৃজঠর-সঞ্জাত-কৃমিগণ কূট-শাল্মলি-কণ্টকতুল্য-মুখাগ্র দ্বারা সতত আমাকে ব্যথিত করিতেছে। জঠরানল প্রদীপিত, পূতিগন্ধবহুল গর্ভে আমি যে অসহ্য-দুঃখভোগ করিতেছি, কুম্ভীপাক নরকসম্ভূত যাতনা ইহা অপেক্ষা অধিক মনে হয় না। শোণিত-পূয়-শ্লেষ্ম-ভোজনে, অথবা বাস্তাশনে, কিম্বা দুর্গন্ধভূয়িষ্ঠ-অশুচি-দেশে কৃমিভাব প্রাপ্ত হইলে, যে দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয়, গর্ভশায়ী জীব ও তদনুরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হায়! গর্ভশয্যার সমারোহণ করিয়া আমি যাদৃশ দুঃখপ্রাপ্ত হইতেছি, যুগপৎ সমুদায় নরকযাতনা ভোগও ইহা অপেক্ষা অধিক নহে। এইরূপে পূর্ব্বপ্রাপ্ত-নানা-জাতীয়-যাতনা স্মরণ ও সমস্ত দুঃখ-ক্লেশ চিন্তন পূর্ব্বক মোক্ষোপায় অভিধ্যান করতঃ তদেকাগ্রমানসে অভ্যাস-তৎপর গর্ভ অবস্থিতি করে।

অষ্টম মাসে বিবৃদ্ধ-গর্ভের ত্বক্ ও গমনাদি-সামগ্র্যরূপ কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, এবং হৃদয়-সঞ্জাত জীবনধারণের নিমিত্তস্বরূপ ওজঃ ও তেজোধাতু-দ্বয়ের আবির্ভা হয়, তন্মধ্যে ধাতুপরিণামবিশেষ ওজঃ শুভ্রবর্ণ ও তেজঃ

ঈষৎ পীত এবং রক্তবর্ণ। ওজঃ পদার্থ অষ্টমমাসে অত্যন্ত চাঞ্চল্য ধারণ করে বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে মাতা ও গর্ভকে আশ্রয় করে। যদি অষ্টম মাসে ওজো রহিত গর্ভ ভূমিষ্ঠ হয়, তবে ঐ সন্তান জীবিত থাকিতে পারে না। গুরুভার মস্তকে ধারণ করিয়া পীড়িতাঙ্গ ভার-বাহী ভারাবতরণ সময়ে যেমন কিছুকাল তুষ্ণীভাবে অবস্থিতি করে, সেইরূপ নবমাদি মাসে প্রসব-সময় আগত হইলেও প্রসব-প্রতিবন্ধক অদৃষ্ট ও সংস্কার বশে জীব কিছুকাল গর্ভমধ্যে অবস্থান করে। মাতার রক্তবহা-নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া নির্গত-শিশুনাভিস্থ নাড়ী জননীর ভুক্ত পীত আহাররস বহন করে, অতএব মাতৃকৃত-আহার-রসে পরিপুষ্ট হইয়া গর্ভ জীবিত থাকে। অনন্তর যোনিমণ্ডলস্থ অস্থিরূপ-যন্ত্র-বিনিষ্পিষ্ট ও ব্যথিত, জরায়ুপুটে সংবৃত এবং মেদ-অসৃগ লিপ্ত-শরীরে অত্যন্ত দুঃখ-পীড়িত ও অধোমুখে কুক্ষিবস্তিক্রমে যোনিদ্বার-নির্গত হইয়া, ভূমিষ্ঠ-শিশু উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে।

এইরূপে যোনিযন্ত্র-বিনিষ্ক্রান্ত-শিশু কেবল উত্তানভাবে শয়ান থাকিতে বাধ্য হয়, তৎকালে তাহার কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য থাকে না, এবং লোক-লোচন-সমক্ষে মাংসপিণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। মার্জ্জার-সারমেয়াদি দংষ্ট্রীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আত্মীয়গণ দণ্ডহস্তে সতর্কতার সহিত প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। অতি শৈশব-সময়ে বালক রাক্ষসকেও পিতৃবৎ জ্ঞান করে, এবং রাক্ষসী হইলেও তাহাকে মাতার ন্যায় ভাবনা করে, অধিক বলি-বার কি আছে? মাতৃ-শরীর-সম্ভূত পূয় সকল হৃষ্টচিত্তে স্তন্য জ্ঞানে পান করে। এইরূপে দীর্ঘকষ্ট ভোগ করিয়া, শৈশব-দশা অতিবাহিত করিতে হয়। যে পর্য্যন্ত শিশুর সুষুম্না নাড়ী শ্লেষ্ম-সমাচ্ছন্ন থাকে, তাবৎ শিশু স্পষ্টাক্ষর-বাক্য বলিতে পারে না। অতএব গর্ভাবস্থায়

জীবের রোদন সামর্থ্য থাকে না, ইহা অনুমান-সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত কুমার অবস্থা ভোগ করিয়া শিশুকে ক্রমে দশ ও পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড ও কিশোর-দশা ভোগ করিতে হয়. অনন্তর মোহময়, কামক্রোধ-সিংহব্যাঘ্রসেবিত, শব্দাদি-বিষয়-তৃণ-সমাচ্ছন্ন, ইন্দ্রিয়কুরঙ্গ-নিনাদিত, বাসনা-ব্যালী-সমাকীর্ণ, আশা-শতপাশ-বিস্তৃত, মনোরথ-সরোবর-শোভিত, কাদাচিৎক-কার্য্যসিদ্ধি-জন্য-হাস্য-বিদ্যুদালোক-বিভাসিত, বিলসিত-বিলাসবিভ্রমমেঘমন্দান্ধকার-নিবিড়, বিষয়ৈশ্বর্য্যভোগ-গন্ধিত-স্পৃহা-পদ্মিনী-সমাকৃষ্ট-মানস-মাতঙ্গ--আলোড়িত, সপ্তত্রিবর্ষ-ক্রোশ-বিস্তীর্ণ যৌবন-বনে প্রবিষ্ট হইয়া, ঈষদুদ্ভিন্ন-বক্ষঃস্তনদণ্ডলে, কিঞ্চিৎ চঞ্চলনয়নে, মৃদুমধুর হাস্যবিলাসে, অন্যান্য প্রস্ফুরিত-ভাব ও বাক্য-মাধুর্য্যে নবপ্রবৃত্ত যুবক নব-যৌবন-সুখ অনুভব করে। যৌবনপ্রাপ্ত, মন্মথ-জ্বরবিহ্বল, মদগর্ব্বিত, কামী-যুবক কখনও অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে গান করে, কখনও আত্ম-পরাক্রম খ্যাপন করে, কখনও উচ্চ-তরুশিরে বেগে আরোহণ এবং কখনও সমাহিত, শান্ত, মহাপ্রাণ, মহাশয়দিগকে উদ্বেজিত করে। কাম ক্রোধ ও ধনমদে মত্ত হইয়া, সম্মানিত, পদাধিষ্ঠিত-ব্যক্তিবর্গকে গ্রাহ্য করে না এবং সাধু সজ্জনের অবমান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। পুনশ্চ অস্থি-মাংস-শিরাময়ী-স্ত্রীপুত্তলিকার উত্তান-পূতি-মণ্ডূকের পাটিত-উদর-সন্নিভ-মন্মথালয়ে আসক্ত ও কামবাণ-পীড়িত হইয়া স্বয়ং কামানলে দগ্ধ হইতে থাকে। ত্বক, মাংস, রক্ত, বাষ্প, অম্বু, অস্থি ও শিরা-সকল পৃথক করিয়া বিচার পূর্ব্বক অবলোকন কর, এতদতিরিক্ত যন্ত্র-পরিচালিত-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গময়-স্ত্রী-শরীরে আর কি আছে? উন্নত-স্তন-নিতম্বশালিনী-বিলাসিনী-বামাজনের

মোহিনী-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, বিশ্বমণ্ডল স্ত্রীময় নিরীক্ষণ করিতেছ কেন? উন্নত-বিচঞ্চল-কৃষ্ণ-গোলক শোভিত-স্বচ্ছ-দীর্ঘনেত্রানুকরণে মৃগনয়নী প্রিয়তমার যৌবনোল্লসিত-সুন্দর-মুখ-মণ্ডলে পদ্মগর্ভে মধুকরের ন্যায় নিশ্চলচিত্তে স্থিরদৃষ্টি অর্পণ করিয়া, বদন-চন্দ্র-নিঃসৃত-সৌন্দর্য্য-সুধা পানে আজ অপার আনন্দ অনুভব করিতেছ বটে, অভ্যুন্নত-রক্তিম গুল্ফ ও অঙ্গুষ্ঠ-নখপ্রভা-হইতে সুবর্ণপুষ্পভূষিত, মুক্তাজাল-বেষ্টিত, কৃষ্ণকুঞ্চিত-চিক্কণ-কেশ-কবরী-শোভা পর্য্যন্ত সুবর্ণ-রঞ্জিত-চিত্র সমন্বিত-মনোহর-কৌষেয়,-পট্টবস্ত্র,-সুবর্ণরত্নালঙ্কারমণ্ডিত-প্রাণপ্রিয়ার সমগ্র-শরীরাবয়বের লাবণ্যলীলা অবলোকনে আত্মহারা হইতেছ বটে, কিন্তু হায়! একবার ও ভাবিতেছ না যে, প্রণয়িনীর দেহপিঞ্জর শূন্য করিয়া প্রাণপবন-পক্ষী নির্গত হইলে, এই দেহের কি ভীষণ পরিণাম হইবে। মৃত-স্ত্রী-শরীর পাঁচ ছয় দিন গৃহে পতিত থাকিলে, উহার যে অতি কদর্য্য, ঘৃণা, দুর্দ্দর্শ্য-অবস্থা আসিবে, বৈরাগ্য-বিকসিত, জ্ঞান-বিচার-প্রদীপ্ত-নয়ন উন্মীলিত করিয়া একবার তাহা চিন্তা কর। মনে কর অদূর ভবিষ্যতে তোমার হৃদয়বিলাসিনী-সুহাসিনী-সিমন্তিনীর মাংসরক্ত-শিরাশূন্য কঙ্কাল মাত্র শ্মশানকোণে খট্টাঙ্গ-পার্শ্বে পতিত রহিয়াছে, তখন তাহার মুখারবিন্দ-সৌন্দর্য্য কোথায় থাকিবে? অধর-মধুপানে পরিতৃপ্ত হইতে পারিবে কি? আয়ত-নয়নের কটাক্ষ-দৃষ্টি-লাভে আপনাকে ধন্য মনে করিবে কি? কোমল-রসভাবময় আলাপে শ্রবণ-যুগল তৃপ্ত হইবে কি? সুন্দর-মদনধনুর ন্যায় কুটিল-ভ্রূবিলাস তোমার প্রাণে আনন্দরসধারা ঢালিবে কি? কখনই না। বরং শ্বেতদন্তপংক্তি প্রকটিত করিয়া তোমারই হৃদয়প্রিয়ার মোহময় শুভ্রকপাল কর্ণ, নাসিকা, নেত্র ও মুখবিবর-প্রবিষ্ট-বায়ুবশে মধুর-গুঞ্জনে উপহাসের সহিত বলিবে, অরে রে নির্ব্বোধ! তুমি একদিন আমার এই

রক্তমাংসময়-দেহের বহিঃ-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছ, মুখপদ্মে ভ্রমরের মত মধুপান করিয়াছ, হৃদয়োল্লাসকারী কটাক্ষবাণে আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছ, এবং আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিয়াছ, এক্ষণে সেই স্ত্রীশরীরের ঈদৃশ-ভীষণ-কঙ্কালময়-পরিণাম-দর্শনে ব্যথিত হইতেছ কেন ? তোমাকেও একদিন এই দশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। তুমি বিচার-বিমূঢ় হইয়া ভাবী ভীষণ-নিজ-শরীর-পরিণাম পর্য্যালোচনা করিতেছ না কেন ? বৈরাগ্য অবলম্বনে বিচার-পরায়ণ হও ! স্তনভরনাভিনিবেশ-সম্পন্ন, মাংসবসাবিকার-নারীদেহ মায়া-মোহের আবেশ ও মহাপরিভব স্থান, ইহা বারংবার মনে মনে চিন্তা করিয়া ত্যাগ অভ্যাসে যত্ন অবলম্বন কর। শ্রীবিশ্বনাথের অনুকম্পা হইলে ঐহিক আমুষ্মিক-বিষয়বৈরাগ্যলাভে ত্রিভুবন করায়ত্ত করিতে পারিবে।

যৌবন-পর্য্যালোচনা করিয়া, বার্দ্ধক্যগ্রস্ত মানবের জরাজনিত দুর্দ্দশার আলোচনা অনিবার্য্য। যৌবনে নারীদেহ যেমন মহাপরিভব-স্থান, সেইরূপ জরাগ্রস্ত হইলে মানবকে অত্যন্ত দুঃখ, তিরস্কার-ভোগ করিতে হয়। কণ্ঠ ও বক্ষঃ শ্লেষ্মসমাচ্ছন্ন থাকে, ভুক্ত-অন্নাদি জীর্ণ হয় না, দন্তাবলী শিথিল, বেদনাযুক্ত ও বিশীর্ণ হইয়া থাকে, দৃষ্টিশক্তি মন্দীভূত হয়, নানা ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, কটু, তিক্ত, কষায়-রস-সেবনে বিকৃত-আননে বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়, বাতরোগে কটি-গ্রীবা-কর-চরণ-উরু নম্রীভূত হইলে, যষ্টি আশ্রয় করিতে হয়, রোগ-সহস্র-সমাবিষ্ট ও দুর্ব্বল-দেহে উদ্যমবিহীন-অবস্থায় পত্নী, পুত্র ও ভৃত্যাদির অনাদর ও তিরস্কার সহ্য করিতে হয়, শৌচহীন ও মলমূত্র-লিপ্ত শরীরে অসহ্য সন্তাপ ভোগ করিতে হয়, অচল দেহে ঘৃত, দুগ্ধ, ও সুস্বাদু-অন্ন-ব্যঞ্জনাদি-ভোজনে আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু সমস্ত

ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বিলুপ্ত হওয়ায় বালকগণেরও উপহাসাস্পদ বৃদ্ধ অভীপ্সিত-আহার্য্য প্রাপ্ত না হইয়া, দুঃখিত-অন্তঃকরণে কালযাপন করে।

অনন্তর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে যে অসহনীয় যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। যারপর নাই তীব্র-ক্লেশদায়ক-রোগ-ভোগ করিয়াও প্রাণিগণ যে মৃত্যুকে ভয় করে, সেই মৃত্যু শেষের সে দিন আগত হইলে, সাগরজলমধ্যে সঞ্চরণশীল সর্পকে গরুড় যেমন গ্রাস করে, অথবা মণ্ডূক যেমন সর্পকর্ত্তৃক গ্রস্ত হয়, সেইরূপ আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত মুমূর্ষুকে বলপূর্ব্বক গ্রাস করে। বৃকী যেমন মেষশাবককে লইয়া যায়, সেইরূপ হা কান্তে হা ধন! হা পুত্র! ইত্যাদিরূপে সুদারুণ ক্রন্দমান-মানবকে যমও বলপূর্ব্বক লইয়া যায়। মর্ম্ম-উন্মথিত হইলে, হস্তপদাদিসন্ধি-শিথিলিত হইলে ম্রিয়মাণ ব্যক্তির যে দুঃখ উপস্থিত হয়, মুমুক্ষুগণের তাহা সর্ব্বদা স্মরণ করা উচিত। অর্থাৎ শরীর পোষণার্থী হইলে আত্মসাক্ষাৎকারেচ্ছা সম্ভবে না, প্রারব্ধকর্ম্ম দেহপালনে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত আছে, জানিয়া স্বয়ং নিশ্চল-মানসে বিবর্ষিজনের ন্যায় দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ তাহার সৌন্দর্য্য-সম্পাদনে ও পোষণে রত না হইয়া, প্রকৃতি-পরিচালিত-পার-সাধন-দেহতরণি অবলম্বনে ভবপারে উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করাই সঞ্জাত-বিজ্ঞানুভব মুমুক্ষুগণের একান্ত কর্ত্তব্য। দেহ অনিত্য এবং সর্ব্বদা মৃত্যুপাশ-বদ্ধ। প্রারব্ধভোগাবসানে যখন ধর্ম্মরাজ-প্রেরিত যমদূত কেশ-মুষ্টি ধারণ পূর্ব্বক পাশবদ্ধ ও বশগত করিয়া সংজ্ঞা-হরণ ও দৃষ্টীশক্তি আক্ষিপ্ত করিবে, তখন পত্নী, পুত্র, পিতা, মাতা বা অন্য কেহ পরিত্রাণ-কর্ত্তা উপলব্ধ হইবে না! মৃত্যুকালে জীব অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইলেও ক্ষণে ক্ষণে বিবেকাবিষ্ট হয়, এবং তৎকালে জ্ঞাতিগণ উচ্চ-আহ্বান করিলে কথোপকথনে অসমর্থতা-নিবন্ধন পার্শ্বস্থ মিত্রগণকে দীন-চক্ষে

অবলোকন করে। একদিকে সংহারক কাল লৌহময়-পাশে আবদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতেছে, অন্যদিকে স্বজনবন্ধুগণ স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতেছে, এরূপ অবস্থায় দীননয়নে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করা ভিন্ন আর কি সম্ভব হইতে পারে? হিক্কাকর্ত্তৃক বাধ্যমান, শ্বাসশুষ্ককণ্ঠ, মৃত্যুদ্বারা আক্রম্যমাণ-মুমূর্ষু-ব্যক্তির নিশ্চিতই কোন আশ্রয় দেখা যায় না, পুত্র, পত্নী ও ধন কেহই রক্ষা করিতে পারে না। সংসারযন্ত্রে আরূঢ়, যমদূতদ্বারা আক্রান্ত, কালপাশযুক্ত, দুঃখার্ত্ত-জীব হায় আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে? কি করি? কাহাকে ত্যাগ করি? কাহাকে গ্রহণ করি? কোথায় যাই? ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অতি কষ্টে প্রাণত্যাগ করে। অনন্তর ইহধাম ত্যাগ করিয়া যমালয়ে গমন পূর্ব্বক যাতনাপ্রদ-দেহ-সম্বন্ধ প্রাপ্ত ও যমদূতগণ-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে, জীবগণকে যে যে দুঃসহ যমযাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না!

কর্পূর-কুঙ্কুম-চন্দন-প্রভৃতি-সুগন্ধি-দ্রব্যদ্বারা যে দেহ সতত প্রলিপ্ত, রত্নখচিত-স্বর্ণভূষণে ভূষিত ও মনোহর-চিত্রযুক্ত উত্তম-বসনে আবৃত হইত, প্রাণশূন্য সেই শরীর অল্প সময়ের মধ্যে দুষ্প্রেক্ষ্য ও অস্পৃশ্য হয়। আশ্রমের মঙ্গলের জন্য পত্নীপুত্রগণ অবিলম্বে উক্ত-মৃতদেহ গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া কাষ্ঠদ্বারা দগ্ধ ও ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মীভূত করে, অথবা অদগ্ধ-অবস্থায় পরিত্যাগ করিলে, শৃগাল, কুক্কুর, গৃধ্র ও বায়স কর্ত্তৃক ভক্ষিত ঐ শরীর চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়, অনন্তর শতকোটিজন্মকালেও পুনর্ব্বার দৃষ্টিগোচর হইবে না। আমার পিতা, আমার মাতা, আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার গুরু, আমার স্বজন, আমার বিত্তৈশ্বর্য্য ইত্যাদিরূপ-প্রতিজ্ঞা মায়াময়-জগতে কাহারও সম্ভবে না। যেহেতু নিজ সুকৃত ও দুষ্কৃতমাত্র সহায়রূপে অগ্রেসর

করিয়া মৃতব্যক্তি প্রেতপুরীতে গমন করে। রাত্রিকালে পক্ষিগণের বিশ্রাম-বৃক্ষের ন্যায় এই জীবলোক পরিশ্রান্তজীবের কথঞ্চিৎ বিশ্রাম-স্থান মাত্র। বিহগগণ প্রতি সায়ংকালে বাসবৃক্ষে মিলিত হইয়া, প্রতি প্রাতঃকালে বাসবৃক্ষ ও আত্মীয়গণকে ত্যাগ করিয়া, যেরূপ অভিমত গন্তব্যস্থানে চলিয়া যায়, সেইরূপ জীবগণ সংসারবৃক্ষে কথঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, ভোগাবসানে জ্ঞাতিবন্ধুপুত্রমিত্রদিগকে ত্যাগ-করিয়া, অন্যত্র চলিয়া যায়। মৃত্যুই জন্মের বীজ, এবং জন্ম মৃত্যুর বীজস্বরূপ। এইরূপে ঘটযন্ত্রের ন্যায় অবিশ্রান্ত-মানবগণ নিরন্তর ইহপরলোকে পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতেছে। গর্ভে শুক্রপাত হইতে পুরুষের মরণপর্য্যন্ত এই অতিদীর্ঘমহাব্যাধির একমাত্র শ্রীবিশ্বনাথের শ্রী-চরণ-চিন্তা ভিন্ন অন্য ঔষধ নাই।

প্রভু-পরমেশ্বরের ইচ্ছামাত্রে সমগ্র সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হয়, এবং নীল-পৃষ্ঠ-ত্রিকোণ-শুক্তিখণ্ডে রৌপ্যপ্রতিভাসের মত পরমেশ্বরাধিষ্ঠানে উৎপন্ন বিশ্বমণ্ডল বিধৃত রহিয়াছে। পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীরের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় কথিত হইয়াছে। কিন্তু দেহের স্বরূপবিষয়ে নিজমনোনিহিত বক্তব্যগুলি ব্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছিনা। বৈরাগ্য-প্রবন্ধে দেহস্বরূপবর্ণনার উপযোগিতা আছে দেখিয়া, পাঠক-বিশেষের অনভিমত হইলেও আর্য-শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক মনে করিতেছি।

পিতৃমাতৃভুক্ত-অন্নের সমীকরণক্রমে জাত মাতৃপিতৃশোণিতশুক্র-হইতে ষাট্‌কৌশিক শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। শরীরের গঠনার্থ পিতা হইতে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এবং মাতা হইতে ত্বক্, মাংস ও শোণিতের সাহায্য পাওয়া যায়। মাতৃজ, পিতৃজ, রসজ, আত্মজ, সত্ত্বসম্ভূত ও স্বাত্মজভেদে বহু বিধভাব শরীরে উপলব্ধ হয়। শোণিত, মেদ, মজ্জা,

প্লীহা, যকৃৎ, গুহ্যস্থ-অপান, হৃদয় ও নাভি এই সকল মৃদুভাব মাতৃসম্ভূত। শ্মশ্রু, রোম, কচ, স্নায়ু, সূক্ষ্মনাড়ী সকল, স্থূল-ধমনী, নখ, দন্ত ও শুক্র ইত্যাদি স্থিরভাব পিতৃ-সম্ভূত। উৎপত্তিকালে শরীরের স্থৌল্যরূপ উপচিতি, গৌরশ্যামত্বাদিবর্ণ, ক্রমোপচয়, বল, অবয়বদার্ঢ্যরূপ স্থিতি, অলোলুপত্ব, উৎসাহ ইত্যাদি রসজভাব, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ভাবনা, প্রযত্ন, জ্ঞান, আয়ুঃ এবং দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি আত্মজ অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম্মজ ভাব। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ ইহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা যায়। ক্রমশঃ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থ ইহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে। বচন, আদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়। জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়াত্মক মনঃ, মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার ভেদে অন্তঃকরণ চতুর্ব্বিধ, সুখ ও দুঃখ মনের বিষয়, স্মৃতি, ভীতি ও বিকল্পাদি মানসক্রিয়া, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, অহং মম রূপ অহঙ্কার, অতীতানুভূত-বিষয়ে অনুসন্ধানাত্মক চিত্ত। সত্ত্বাখ্য অন্তঃকরণ গুণভেদে ত্রিবিধ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ক্রমে কার্য্য নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আস্তিক্য, শুদ্ধি ও ধর্ম্মরুচি সত্ত্বগুণের কার্য্য, কাম, ক্রোধ ও লোভ রজোগুণের কার্য্য এবং নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ ও বঞ্চনাদি তমোগুণের কার্য্য। পুনশ্চ, ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নতা, রজস্তমোরাহিত্য, আরোগ্য, উদ্যোগ ইহারাও সত্ত্বসম্ভূত। পঞ্চভূতাত্মক এই দেহে উপাদানীভূত প্রত্যেক ভূতের গুণ ক্রমশঃ দেখাইব। এই স্থূলদেহ আকাশ হইতে শব্দ, শ্রোত্র, মুখরতা, বৈচিত্র্য, সূক্ষ্মতা, ধৃতি ও বল এই সপ্তগুণ গ্রহণ করে; বায়ু হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, স্পর্শ, উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম, রুক্ষতা, প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর,

দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, বায়ুবিকৃতি এই দশবিধপ্রাণ, এবং লঘুতা এই একোনবিংশতিধর্ম্ম দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে।

এক্ষণে প্রাণাদি দশবায়ুবিশেষের স্থান ও কার্য্য নির্দ্দেশ করা যাইতেছে যথা—দশবিধ প্রাণের মধ্যে মুখ্যতর প্রাণ নাভি হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত দেহভাগে অবস্থিত হইয়া, শব্দোচ্চারণ, নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করতঃ নাসিকা মধ্যে, নাভিদেশে ও হৃদয়-পঙ্কজে বিচরণ করে। অপান বায়ু গুহ্যে, মেঢ্রে, কটি, জঙ্ঘা, উদর, নাভি, কণ্ঠ, উরু এবং জানুদেশে অবস্থিত আছে। মূত্র-পুরীষাদিত্যাগ অপান বায়ুর কার্য্য। ব্যান চক্ষুর্দ্বয়ে, কর্ণযুগলে, গুল্‌ফে, জিহ্বা ও ঘ্রাণদেশে অবস্থিত। প্রাণায়াম, ধৃতি, ত্যাগ ও গ্রহণাদি অর্থাৎ পূরণ, কুম্ভক, ও রেচন ব্যান বায়ুর কার্য্য। সমান বায়ু বহ্নির সহিত মিলিত হইয়া আপাদতল-মস্তক-সমস্ত-শরীর ব্যাপিয়া থাকে, এবং ভুক্ত-পীতরস-সকলের সমীকরণ ও দেহপোষণ করিয়া, দ্বিসপ্ততিসহস্র-নাড়ীরন্ধ্রে বিচরণ করে। উদানবায়ু পাদযুগলে, হস্তদ্বয়ে ও সমগ্র অঙ্গসন্ধিস্থলে বিচরণ করে। দেহের উন্নয়ন ও উৎক্রমণ আদি উদান বায়ুর ক্রিয়া। ত্বক্, মাংস, শোণিত, অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ু প্রভৃতি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া মিলিতভাবে নাগাদি-পঞ্চ উপবায়ু অবস্থিতি করে। এই পঞ্চবায়ুর মধ্যে নাগবায়ুর উদ্গার ও হিক্কাদি, কূর্ম্মের নিমেষ, উন্মেষ ও কটাক্ষাদি, কৃকরের ক্ষুধা, পিপাসা ও ক্ষুতাদি, দেবদত্তের আলস্য, নিদ্রা ও জৃম্ভণাদি এবং ধনঞ্জয়ের স্বভাবতঃ শোক ও হাস্যাদি ক্রিয়া হইয়া থাকে।

পঞ্চভূতাত্মক দেহ আকাশ ও বায়ু হইতে কি কি গুণ গ্রহণ করে, তাহা দেখান হইল, এক্ষণে অবশিষ্ট ভূতত্রয় হইতে কি কি গুণ শরীরে সংক্রামিত হয়, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। এই স্থূল

শরীর অগ্নি হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়, শ্যামিকাদিরূপ, শুক্লরূপ, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকশক্তি, প্রকাশতা অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি, কোপ, তীক্ষ্ণত্ব অর্থাৎ পরিভবা-সহিষ্ণুত্ব, সূক্ষ্মত্ব অর্থাৎ কার্কশ্য, শরীরস্থিতি-প্রযোজক ওজঃ, সন্তাপ, পরাক্রম, ও ধারণাবত্ব এই সকল ধর্ম্মপ্রাপ্ত হয়। তথা জল হইতে রসনেন্দ্রিয়, ষড়্‌বিধ রস, শৈত্য, স্নেহ, দ্রব, স্বেদ ও গাত্রের মৃদুতা প্রাপ্ত হয়। ভূমি হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, গন্ধ, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, গৌরব, ত্বক্, অসৃক, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রধাতু শরীরে উৎপন্ন হয়। প্রাণিমাত্রের ভুক্ত-অন্ন জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক-প্রাপ্ত হইয়া, তিনভাগে বিভক্ত হয়। স্থবিষ্ঠভাগ মলরূপে, মধ্যমভাগ মাংসরূপে ও কনিষ্ঠভাগ মনোরূপে পরিণত হয়, এইজন্য মনকে অন্নময় বলা যায়। এইরূপে জলের স্থূলভাগ মূত্ররূপে, মধ্যমভাগ রুধিররূপে ও কনিষ্ঠ ভাগ প্রাণরূপে পরিণত হয়। এই জন্য প্রাণকে আপোময় বলা হইয়া থাকে। অগ্নির প্রথমভাগ অস্থিরূপে, মধ্যভাগ মজ্জারূপে ও অধমভাগ বাগ্‌রূপে পরিণত হয়। অতএব শাস্ত্রে বাগিন্দ্রিয়কে তেজোময় বলা হইয়াছে। এই কারণেই সমগ্র জগৎ তেজঃ, জল ও অন্নের বিকার বলিয়া বেদ ও শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লোহিত হইতে মাংস উৎপন্ন হয়, মাংস হইতে মেদ জন্মে, মেদ হইতে অস্থি স্বরূপলাভ করে, অস্থি হইতে মজ্জার আবির্ভাব হয়, মাংস সমূহ হইতে নাড়ী সমুদায়ের ও মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পুনশ্চ শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটিও ধাতু নামে অভিহিত।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে শরীর-গঠনার্থ প্রয়োজনীয় জলাদিরস-উপাদান-সকলের মধ্যে কাহার কিরূপ পরিমাণ, তদ্বিষয়ের নির্দ্দেশ বোধ করি অসঙ্গত হইবে না। শারীরবিজ্ঞানানুরাগী, অনুসন্ধিৎসু, বিস্তাররসিক, বচক্ষণ-পাঠক-মহোদয়গণ অনুকম্পাপরবশ হইয়া কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য-অবলম্বন

করিবেন। কারণ বৈরাগ্যতত্ত্ব-পারিজাত-প্রসূন প্রস্ফুটিত করিবার জন্য আমাকে এখনও অনেক বিষয়ে অনেক কথা বলিতে হইবে।

যদি চ পূর্ব্বোক্ত অথবা পশ্চাৎ-কথিত-বিকার-সকলের জ্ঞান সাক্ষাৎ-মোক্ষ-সাধন নহে, তথাপি যে শরীরের ভরণ, পোষণ ও সৌন্দর্য্য-সম্পাদন কল্পে ব্যগ্র ও মোহমুগ্ধ প্রাণিগণ পরমবস্তু, হৃদয়বিহারী, পরম-প্রেমাস্পদ-পরমেশ্বরকে ভুলিয়া রহিয়াছে, ভগবান্ ভবানীপতিকথিত সেই শরীরের স্বরূপ-গতি-পর্য্যালোচনা দ্বারা কদর্য্য-দেহের ঈদৃশ-ভীষণ, বীভৎস, ঘৃণ্য-পরিণাম-বিচারে বৈরাগ্যবস্তু সুলভ হইবে। বেদে যেমন পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়া উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ শরীরস্থ-জলাদির অঞ্জলি-পরিমাণ আয়ুর্ব্বেদাদি-শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অতএব প্রবন্ধ-প্রতিপাদিত-পদার্থ-বিষয়ে আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। বিশেষতঃ অচিন্তনীয়-পদার্থ লইয়া ব্যর্থ-তর্কের অবতারণা করা কোনমতে উচিত নহে। পরন্তু বুদ্ধিমান্ মানব শাস্ত্রোক্ত-তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, শাস্ত্রনির্দিষ্টমার্গে বিচরণ ও আত্মভ্রম-অপনোদনে সচেষ্ট হইবেন।

বিচারনিরূপনীয়-শরীরে প্রয়োজনানুসারে দশ অঞ্জলি জল, নব অঞ্জলি রস, অষ্ট অঞ্জলি রক্ত, সপ্ত অঞ্জলি পুরীষ, ষড়ঞ্জলি শ্লেষ্মা, নব অঞ্জলি পিত্ত, তিন অঞ্জলি মূত্র, দুই অঞ্জলি বসা, দুই অঞ্জলি মেদ, এক অঞ্জলি মজ্জা ও অর্দ্ধ অঞ্জলি শুক্র বিদ্যমান আছে। এই শুক্রই দেহে বলপ্রদ বলিয়া বলস্বরূপ কথিত হইয়াছে। পুনশ্চ এই দেহে তিনশত ষাটখানি অস্থি আছে, ঐ অস্থি সকল জলজ, কপাল, রুচক, আস্তরণ ও নলক ভেদে পঞ্চবিধ। পুনরপি শরীর-মধ্যে দুইশত-দশ সংখ্যক অস্থি-সন্ধি আছে। শাস্ত্রকারগণ দুইশতদশসংখ্যক অস্থি-সন্ধিকে রৌরব, প্রসর, স্কন্দ-সেচন, উলূখল, সমুদ্গ, মণ্ডল, শঙ্খাবর্ত্ত, ও বামন-কুণ্ডল ভেদে আটভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পুনরপি এই

শরীরে সার্দ্ধত্রিকোটি রোম এবং তিনলক্ষ শ্মশ্রু ও কেশ আছে। যে শরীর অপেক্ষা অসার-পদার্থ ত্রিভুবনে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই দেহের স্বরূপ উক্তরূপে আলোচনা করা হইল। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে পাপ-অহঙ্কার- বাহুল্যবশতঃ দেহাভিমানে প্রমত্ত হইয়া মোক্ষ-উৎসব ও তাহার উপায়-অবলম্বন বিষয়ে অধুনা কাহাকেও উদ্‌যোগী দেখা যায় না। পরন্তু প্রত্যেক মনীষী ব্যাক্তির এই দেহস্বরূপ আলোচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক। দেহের ন্যায় অনর্থপ্রদ-তুচ্ছ-বস্তু ত্রিভুবনে আর নাই।

দেহের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। উক্ত শরীর-রথে পুনঃপুনঃ আরোহণ-কুশল-জীব রথী, বুদ্ধি উহার পরিচালক সারথি, রথাকর্ষণ-কুশল-ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব, বিষয়ের স্মরণ ও সঙ্কল্পাত্মক মনঃ প্রগ্রহ অর্থাৎ লাগাম স্থানীয়। এবম্বিধ উপকরণ-সহিত শরীররথে আরোহণ করিয়া জীব-রথী সর্ব্বদা বিষয়মার্গে ধাবিত হইতেছেন। প্রাণিদেহে অবস্থিত জীবের কিরূপে উৎপত্তি? ও স্বরূপ কি? তদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনা না করিলে জীব-রথীর স্বরূপ-পরিজ্ঞান হইতে পারে না। কোল-ভিল-প্রতিপালিত, বয়ঃপ্রাপ্ত-রাজপুত্র যেরূপ স্বকীয় পূর্ব্ব-পরিচয়-প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃপরম্পরাগত-রাজসিংহাসনের পুনরধিকারবিষয়ক-আয়োজনে উদ্‌যোগী হয় না, সেইরূপ জীব ও নিজপূর্ব্বরূপ অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারের বাহ্যবেশ-পরিহার-পূর্ব্বক সুদৃঢ়-বৈরাগ্য-অবলম্বন সহকারে পরমেশ্বর-পরায়ণ হইতে পারে না। অতএব দেহান্তে জীব কোথায় গমন করে? গমনানন্তর কোন স্থানে অবস্থিতি করে? কিরূপে পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করে? অথবা মৃত্যুর পরে আর শরীর-ধারণ করিতে হয় না? এই সকল প্রশ্নের সুমীমাংসা হওয়া আবশ্যক। ইন্দ্রাদি-দেববৃন্দ অথবা বেদ ও মহাভারত-প্রসিদ্ধ মহর্ষি-

বৃন্দ বারংবার শ্রবণ ও মননাদির অনুষ্ঠান করিয়া যে দুর্জ্ঞেয় বস্তু অবগত হইতে পারেন না, সেই গুহ্যাতিগুহ্য পরমবস্তুতত্ত্ব সাধারণ-লোক-সমাজে প্রকাশ করা যদিচ উচিত নহে, তথাপি স্বীয় মনোমল-নাশ ও বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তি-সম্পন্ন অধিকারী মুমুক্ষু-মানবের হিতের জন্য বেদার্থের পুনরপি আলোচনা অনুচিত হইবে না!

সত্য, জ্ঞান ও পরমানন্দবিগ্রহ-পরজ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা স্বয়ং অনন্ত ও অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। নিত্য-বিশুদ্ধ, সর্ব্বাত্মা, নির্লিপ্ত, নিরঞ্জন ও সর্ব্বধর্ম্ম-বিহীন আত্মা, মনঃ অথবা ইন্দ্রিয়-গণের গ্রাহ্য নহেন, পরন্ত তিনি সকলের গ্রাহক তিনি সর্ব্বলোকের জ্ঞাতা, অথচ তাঁহার জ্ঞাতা কেহ নাই। পরমাত্মাদি সর্ব্ববিকারাতীত-আত্মবস্তুকে প্রাপ্ত না হইয়া, বাক্য ও মনঃ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আনন্দব্রহ্মরূপ-পরমাত্মবস্তুকে যিনি অবগত হইয়াছেন, যিনি সমস্ত প্রাণিগণকে পরমেশ্বরে কল্পিত ও সর্ব্বভূতে আত্মবস্তুকে অবস্থিত অবলোকন করেন, তিনি কখনও কোন কারণ বশতঃ ভীত বা নিন্দা-পরায়ণ হন না। যে বিজ্ঞানবান্ মহাপুরুষের সম্বন্ধে সমস্ত ভূতগণ আত্মরূপ ধারণ করিয়াছে, সেই একত্বদর্শী জ্ঞানীর শোক বা মোহের সম্ভাবনা কোথায়? আত্মবস্তু সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, অথচ প্রকাশিত নহেন। সেই আত্মপদার্থ সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী শ্রবণাদিসাধন-সংস্কৃত-সূক্ষ্মবুদ্ধি-সাহায্যে অনায়াসে অবলোকন করেন। যদ্যপি পরমাত্মা অব্যয়, নির্ব্বিকার ও অদ্বিতীয়, তথাপি অনাদি-অবিদ্যা-সংযোগে নাম ও রূপদ্বারা অনভিব্যক্ত-অবিদ্যোপহিত মহেশ্বর-ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হইয়া, জগৎ সৃষ্টি করেন। স্বপ্নাবস্থায় সাক্ষী-চৈতন্যে জ্ঞান মাত্রে যেমন এই জগৎত্রয় কল্পিত হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরে সর্ব্বজগৎ-দৃশ্য স্থিত ও বিলীন হইয়া থাকে। এবং তিনিই লীলাবশে

নানা অবিদ্যা-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া, জীবরূপে এই দেহে বাস করেন। পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, এবং প্রাণপঞ্চক ঈশ্বরেচ্ছায় একত্র মিলিত হইলে, লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম-শরীর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। লিঙ্গশরীরান্তর্গত বুদ্ধিরূপ-দর্পণে চৈতন্যরূপী পরমেশ্বর অবিদ্যা-সমাবৃত্ত অবস্থায় প্রতিবিম্বিত হইয়া, ব্যবহারক্ষম জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ, অথবা পুরুষ-পদবাচ্য, এবং অনাদি-পুণ্য-পাপের ফলস্বরূপ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় স্থাবর-জঙ্গম-শরীরায়তন সকল ভোগ করিয়া, ভোক্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পুনশ্চ ইহপরলোক-গামী সূক্ষ্মশরীর-সম্বন্ধবশতঃ স্বর্গ ও নরকফলভোগে বাধ্য হন। কালিমাসমাচ্ছন্ন-দর্পণে প্রতিবিম্বিত-মুখ যেমন মলিন দেখা যায়, সেইরূপ অন্তঃকরণে জীবাত্মার ও জীবাত্ম-চৈতন্যে অন্তঃকরণের পরস্পর ধর্ম্মা-রোপবশে একীভাবাভিমান-প্রযুক্ত পরমাত্মা জীবরূপে অন্তঃকরণগত কামক্রোধাদিদোষমালিন্য-সমাচ্ছন্ন হইয়া, সুখ-দুঃখভোগকর্ত্তা বলিয়া মনে হন। মূঢ়বুদ্ধি-লোকসকল মরুভূমিতে মধ্যাহ্নার্কমরীচিকা নিপতিত দেখিয়া, পিপাসা নিবৃত্তির জন্য জলভ্রমে ধাবিত হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল মরীচিমালা আর্দ্র নহে, পরন্তু সন্তাপকারক। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সূর্য্যদেব স্বতঃ প্রকাশশীল হইলেও পেচক, অথবা মেঘমালা-সমাচ্ছন্নদৃষ্টি-মানবের সমক্ষে যেমন অন্ধকারময় প্রতীত হইয়া থাকেন, সেইরূপ হৃদাকাশে সমুদিত আত্মসূর্য্য, স্বরূপে-কল্পিত-আত্মবিষয়ক-অবিদ্যাদোষ-মেঘে আচ্ছন্ন হওয়ায়, বিষয়বিক্ষিপ্ত ও মূঢ়চিত্ত-মানবের সমক্ষে কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মান্ধকারযুক্ত জীবরূপে প্রতীয়মান হন। বাস্তবিক পক্ষে সূর্য্যকিরণনিকরে আর্দ্রতা সম্ভবে না, প্রাচীদিক্-সিমন্তিনী-সিন্দূরতিলক আদিত্যদেবে অন্ধকার থাকিতে পারে না, জবাকুসুম দূরীভূত হইলে স্ফটিকের স্বচ্ছতার ন্যায়, স্বাত্মকল্পিত-অবিদ্যা-

উপাধিদোষ তিরোহিত হইলে, স্বচ্ছস্ফটিকসকাশ আত্মার জ্যোতিঃ-স্বরূপতা, নির্লিপ্ততা এবং অখণ্ড-চিন্ময় ভাব-আবির্ভূত হয়।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত লীলাময়ের লীলাখেলা শেষ না হইতেছে, তাবৎ কাল পরমাত্মদেব স্বীয় চিরসঙ্গিনী-মায়াদেবীর সংযোগে বল ও প্রাণের সহিত জীবনাম ধারণ পূর্ব্বক প্রত্যেক অন্নময়-শরীর-পিণ্ডে হৃদয়দেশে অবস্থিত হইয়া, বিবিধ-লীলাবৈচিত্র্য অনুভব করিতেছেন। প্রদীপ কলিকামাত্র হইলেও তাহার প্রভা যেমন চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হয়, সেইরূপ হৃদয়স্থ-জীবের চৈতন্যপ্রভা আপাদতল-মস্তক সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। সেই জন্য মাংসাস্থিময়-শরীর-পিণ্ড জড় হইয়াও জীবাত্মার সহিত ঐক্যাধ্যাসবলে আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ধনবান্, আমি সুন্দর ইত্যাদি অভিমান করিতে সমর্থ হয়। নাভির ঊর্দ্ধে ও কণ্ঠের নিম্নে প্রাণবায়ু অবস্থিতি করে। উক্ত প্রাণবায়ুর সঞ্চরণ-স্থানের মধ্যে সনাল-পদ্মকোশ-সদৃশ অধোমুখ হৃদয়পদ্ম বর্ত্তমান আছে। উক্ত হৃদয়পুণ্ডরীকে যে অতি সূক্ষ্ম উত্তম ছিদ্র আছে, তাহাকে দহরাকাশ বলা যায়। এই দহরাকাশই দেহরাজ্যের রাজ-ধানী, এইস্থানে জীবাত্মা রাজবেশে মনোবুদ্ধ্যাদি প্রকৃতিবর্গে পরি-বেষ্টিত হইয়া, দেহরাজ্যে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। স্থানের অল্পতা-নিবন্ধন স্থানীর অল্পতা প্রতীত হয়, সুতরাং শ্রুতি বলিতেছেন, কেশের অগ্রভাগকে শতধা বিভক্ত করিয়া, উহার শততম অংশকে পুনরপি শতভাগে কল্পিত করিলে যে অণুর অণু অংশ হয়, সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম অংশই জীবাত্মার পরিমাণ। বাস্তবিকপক্ষে জীবাত্মা দহরাকাশে অবস্থিত হওয়ায় পরব্রহ্ম-পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন এবং নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ও সর্ব্বময় বিভু-স্বরূপ। বংশপর্ব্বান্তর্গত আকাশ যদিচ তৎপরিমিত, তথাপি ঐ বংশপর্ব্ব পাটিত হইলে তদন্তর্গত আকাশের

পূর্ব্বের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন-পরিমাণ আর দৃষ্ট হয় না, পরন্তু বংশপর্ব্বাকাশ মহাকাশে মিলিয়া নিজ বিভুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বালাগ্রশতভাগ দৃষ্টান্তে জীবাত্মা যদি "অণোরণীয়ান্," তবে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার ও প্রীতিসম্মেলনে যেরূপ মনোরথ-সিদ্ধি ও সুখ-শান্তির প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, ন্যায়-বৈশেষিক মতে অণুরই প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং অণুর অণুর প্রত্যক্ষানুভব হইতেই পারে না, যিনি মনের অগোচর, বাক্যের অগোচর, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার ও সম্মেলন হইবে কেমন করিয়া? আর রাজসাক্ষাৎকারের ন্যায় সংসার-কারণ অজ্ঞান-নাশ ও অনন্ত সুখশান্তি প্রাপ্তিরই বা সম্ভাবনা কোথায়? এ বিষয়ে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত কি? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত এই যে জীবাত্মা উপাধিধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া কেশাগ্রশতভাগ-দৃষ্টান্তে অণুপরিমাণ কল্পনা করিলেও, প্রকৃতপক্ষে তিনি অণুর অণু বা অপ্রত্যক্ষ নহেন, পরন্তু আকাশের মত সর্ব্বব্যাপী। রাহু অন্যত্র অদৃশ্য হইলেও গ্রহণকালে চন্দ্রমণ্ডলে ও সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, আকাশ নিরবয়ব ও অপ্রত্যক্ষ, কিন্তু কুম্ভ দৃশ্যমান হইলে কুম্ভের অন্তর্গত আকাশ দৃষ্ট হয়। সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী জীবাত্মা সূক্ষ্ম-শরীরান্তর্গত-শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-সংস্কৃত-বিশুদ্ধ-বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া দৃষ্ট হইয়া থাকেন। আত্মা বাক্য ও মনের অগোচর সত্য, কিন্তু একেবারেই বাক্য ও মনের অগোচর নহেন, বেদ ও গুরুবাক্যে তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়, নচেৎ বেদ ও গুরুবাক্য নির্ব্বিষয়তা-প্রযুক্ত অনর্থক হইয়া পড়ে। সংসার-বিষয়াসক্ত-মনের অবিষয় হইলেও, প্রকৃত পক্ষে আত্মা মানসগ্রাহ্য। যোগ, তপস্যা, নিষ্কাম-ধর্ম্মাচরণ, স্বাধ্যায়-বিচার প্রভৃতি সাধনানুষ্ঠানদ্বারা কাম, ক্রোধ ও বিষয়াসক্তিরূপ মোহমল দূরীভূত হইলে নির্ম্মল অন্তঃকরণে আত্মার

সাক্ষাৎকারলাভ হয়। বাল্যাবস্থায় আদর, যত্ন, অভিলাষসম্পূরণ ও সর্ব্ববিধ সেবায় সুখশান্তিপ্রাপ্ত হইয়া শিশু অত্যন্ত মাতৃভক্ত হয়; কিন্তু যৌবনকালে সুদৃঢ়-পত্নীপ্রেম সমুদিত হইলে, মাতৃপ্রেম তিরোহিত হইয়া থাকে। সেইরূপ যাবৎ বিষয়প্রেম বিলসিত হয়, তাবৎ আত্মবাসনা স্বরূপবিস্তার করিতে পারে না। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রভূত-পুণ্যপুঞ্জ-সৌভাগ্যবলে সদ্‌গুরুর কৃপায় আত্মপ্রেম সমুৎপন্ন হইলে, বিষয়বাসনা সমূলে নাশ-প্রাপ্ত হয়। তৎকালে নিরন্তর তত্ত্বানুশীলন-ঘর্ষণে বিষয়জলসম্পর্কজনিত-ভোগবাসনা-দুর্গন্ধ দূরীভূত হইলে, মানস-অগুরুকাষ্ঠ-খণ্ডের দিব্যবাসনা আবির্ভূত হইবে। অনন্তর আত্ম-সাক্ষাৎকার, প্রীতিসম্মেলন ও তজ্জনিত সংসারকারণ-নাশ সহকারে অনন্ত সুখশান্তি সুলভ হইবে। এইরূপে যাঁহারা আত্মদর্শনলাভ-পূর্ব্বক শরীর ত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার শরীর-ধারণ করিতে হয় না। কারণ তাঁহাদিগের দেহদায়ক আগামী ও সঞ্চিত সমস্ত কর্ম্ম তুলরাশির ন্যায় জ্ঞানানলে দগ্ধ হইয়া যায়। ভোগসাধন-প্রাণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম-শরীর উৎক্রান্ত হয় না, পরন্তু বর্ত্তমান চরম-শরীরে বিলীন হইয়া থাকে। অতএব ভোগপ্রদকর্ম্ম ও ভোগসাধন-প্রাণ সমূলে বিনষ্ট হওয়ায় নির্ব্বাণমুক্ত পুরুষকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

এক্ষণে ভুবনবিস্তারবিষয়ে কিছু লিখিবার ইচ্ছা বলবতী হইতেছে। মনে করিয়াছিলাম, লিখিব না, কিন্তু "বৈরাগ্যবিকাশ" প্রবন্ধে ভুবন-বিস্তার বর্ণনার উপযোগিতা অনুভব করিয়া, এবং শাস্ত্র-রীতি অনুসারে কৃষিকর্ম্মজন্য অনিত্য শস্যাদির ন্যায়, শুভাশুভ-পুণ্যপাপ-জন্য, মায়ারচিত এই বিশ্বমণ্ডল এবং তদন্তর্গত চতুর্দ্দশ-ভুবনের ঐশ্বর্য্য ক্ষণবিনশ্বর, ইহা পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়া, নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত হইতে হইলে,

লোক সকলের বিবরণ অবগত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, ভুবনবিস্তার লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে প্রথম ভূরাদি উর্দ্ধতন সপ্তলোকের বিবরণ লিখিত হইতেছে। সর্ব্ব অধস্তন অবীচি নামক নরক হইতে আরম্ভ করিয়া সুমেরু পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত ভূর্লোক, মেরুপৃষ্ঠ হইতে ধ্রুব-লোক পর্যান্ত গ্রহনক্ষত্র-তারা-বিচিত্র অন্তরিক্ষলোক, তদুপরি পঞ্চবিধ স্বর্গলোক, তন্মধ্যে মাহেন্দ্রলোক তৃতীয়, চতুর্থ প্রাজাপত্য মহর্লোক, অনন্তর জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক ভেদে ত্রিভূমিক ব্রাহ্মলোক। অবীচিসংজ্ঞক নরকের উপরে ক্রমশঃ সন্নিবিষ্ট পার্থিবশিলাসকলময় ঘন, সলিল, অনল, অনিল, আকাশ ও অন্ধকার-প্রতিষ্ঠিত মহাকাল, অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র ও অন্ধতামিস্র নামধেয় ছয়টী মহানরকভূমি বিদ্যমান রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কুম্ভীপাকাদি অনন্ত উপনরক-স্থান বিদ্যমান আছে। ঐ সকল নরক-ভূমিতে প্রাণিগণ স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত তীব্র-দুঃখ-বেদনা ভোগের জন্য সুগভীর-কষ্টপ্রদ দীর্ঘ আয়ুঃ গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে। উক্ত অবীচি নরকের অধোভাগে সর্ব্বনিম্নে মহাতল, রসাতল, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল ও পাতালাখ্য সপ্তপাতাললোক অবস্থিত আছে। অষ্টম স্থান এই ভূমণ্ডল। সপ্তদ্বীপা-বসুমতীর মধ্যভাগে কাঞ্চনময় পর্ব্বতরাজ সুমেরু বর্ত্তমান। পূর্ব্বাদি প্রদক্ষিণক্রমে সুমেরু পর্ব্বতের রাজত, বৈদূর্য্য, স্ফাটিক, ও হেমমণিময় শৃঙ্গচতুষ্টয়ের প্রভানুরাগে আকাশের পূর্ব্বভাগ প্রতিবিম্ব গ্রহণ সমর্থ শ্বেতবর্ণ, দক্ষিণভাগ নীলোৎ-পল-পত্র-শ্যামবর্ণ, পশ্চিমভাগ স্বচ্ছ-স্ফাটিকবর্ণ এবং আকাশের উত্তর-ভাগ কুরণ্ডকাভ অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণ-পুষ্পবিশেষের ন্যায় আভাযুক্ত প্রতীত হইয়া থাকে। সুমেরু পর্ব্বতের উপরিভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে জম্বুনামে

একটী বৃক্ষ থাকায় লবণোদধিবেষ্টিত ভূভাগের জম্বুদ্বীপ নামকরণ হইয়াছে। সূর্য্যদেব নিরন্তর সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, যেমন বৃক্ষদ্বারা সূর্য্যের ব্যবধান সাধিত হয়, সেইরূপ ভ্রমণকালে মেরুর এক-পার্শ্বস্থ সূর্য্যের পার্শ্বান্তর দ্বারা ব্যবধান হওয়ায়, প্রতিনিয়ত দিবারাত্রি ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মেরুর উত্তরদিকে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ নামে প্রত্যেকে দ্বিসহস্র-যোজন দৈর্ঘ্যে বিস্তীর্ণ তিনটী পর্ব্বত আছে। ঐ সকল পর্ব্বতের অন্তরালে প্রত্যেকে নবসহস্র-যোজন বিস্তীর্ণ বর্ষত্রয় বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে সুমেরু-সংলগ্ন-নীলগিরির উত্তরে রমণকবর্ষ, রমণকবর্ষের উত্তরভাগে অবস্থিত শ্বেত-পর্ব্বতের উত্তরে হিরণ্ময়বর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষের উত্তরদিকে অবস্থিত শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতের উত্তরভাগে সমুদ্র পর্য্যন্ত উত্তর-কুরুবর্ষ বিদ্যমান। মেরুর দক্ষিণদিকের সন্নিবেশও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ মেরুর দক্ষিণভাগে প্রত্যেকে দ্বিসহস্র-যোজন বিস্তীর্ণ নিষধ, হেমকূট ও হিমশৈল নামধেয় পর্ব্বতত্রয় বিরাজমান। ঐ সকল পর্ব্বতের অভ্যন্তরে হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ও আমাদের এই ভারতবর্ষ প্রত্যেকে নবসহস্র-যোজন-বিস্তীর্ণ-বিশাল-কলেবরে স্ব স্ব নাম-মহিমা বিঘোষিত করিতেছে। সর্ব্বতঃ কাঞ্চন-শোভিত সুমেরুর পূর্ব্বদিকে মেরুসংলগ্ন মাল্যবান্ পর্ব্বতকে সীমা করিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভদ্রাশ্বনামে দেশ ও বর্ষ বর্ত্তমান। সুমেরুর পশ্চিমদিকে মেরু-সংযুক্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতকে সীমা করিয়া কেতুমাল নামে দেশ ও ঐ নামে প্রসিদ্ধ একটী বর্ষ আছে। ভূপদ্মের কর্ণিকাকার অথবা ছত্রাকার সুমেরু পর্ব্বতের মধ্যে অর্থাৎ অধোভাগে ইলাবৃতবর্ষ অবস্থিত, এবং চতুর্দ্দিকে ছত্র-পার্শ্বস্থ আবরণ-বস্ত্রের ন্যায় প্রত্যন্ত-পর্ব্বত সকল সংসক্ত রহিয়াছে। উক্ত নববর্ষযুক্ত-পর্ব্বত-সহিত সমগ্র জম্বুদ্বীপ যোজন শত-সহস্র পরি-

মিত। অতএব সুমেরুকে গ্রহণ করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে পঞ্চাশৎ পঞ্চাশৎ যোজন সহস্র পরিমিত জম্বুদ্বীপাখ্য স্থান সংক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

বিবৃত শতসহস্র-যোজন-বিস্তৃত-জম্বুদ্বীপ দ্বিগুণিত-বলয়াকার-লবণ-সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত। এইরূপে জম্বুদ্বীপের দ্বিগুণ শাকদ্বীপ, শাকদ্বীপের দ্বিগুণ কুশদ্বীপ, কুশদ্বীপের দ্বিগুণ ক্রৌঞ্চদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপের দ্বিগুণ শাল্মলদ্বীপ, শাল্মলদ্বীপের দ্বিগুণ মগধদ্বীপ, মগধদ্বীপের দ্বিগুণ পুষ্করদ্বীপ বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণিত, সর্ষপ-রাশির ন্যায় মধ্যভাগে তরঙ্গবাহুল্য প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ উন্নত, কুলদ্বয়স্থিত-বিচিত্র-শৈলমালাকে কর্ণভূষণরূপে গ্রহণ করিয়া অবস্থিত, ইক্ষুরস, সুরা, সর্পি, দধি, মণ্ড ও ক্ষীর সদৃশ-সুস্বাদু-জলপূর্ণ-সমুদ্রদ্বারা উক্ত দ্বীপগুলি পরিবেষ্টিত। সপ্তসমুদ্রের বহিঃস্থিত লোকালোক-পর্ব্বত-পরিবৃত-সপ্তদ্বীপের অর্থাৎ বলয়াকৃতি সমগ্র ভূগোলের মিলিত পরিমাণ পঞ্চাশৎ-কোটী যোজন। সুপ্রতিষ্ঠিত, অসঙ্কীর্ণ, পঞ্চাশৎ-কোটী-যোজন পরিমিত, দ্বীপ, বিপিন, নগ, নগর, নীরধিমালা-বেষ্টিত বলয়াকার-বিশ্বম্ভরা-মণ্ডল ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। শত কোটী বিস্তার সপ্তাবরণ-সহিত-অণ্ড আকাশে খদ্যোতের ন্যায় প্রকৃতির একটী অণু অংশাবয়ব মাত্র।

এক্ষণে তত্তৎলোকবাসী দেব ও অসুর সকল কে কোথায় কি ভাবে বাস করেন, তদ্বিষয়ে কিছু বলিতে হইবে। তন্মধ্যে পাতালে, জলধি-মধ্যে ও উক্ত পর্ব্বত সকলে দেব সমূহ, অসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, কিম্পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপস্মারক, অপ্সরঃ, ব্রহ্ম-রাক্ষস, কুষ্মাণ্ড, বিনায়ক প্রভৃতি দেবাসুরগণ বাস করেন। অন্যান্য দ্বীপ সকলেও পুণ্যাত্মা দেব-মনুষ্যগণ নিবাস করিতেছেন। সুমেরু ত্রিদশদিগের উদ্যানভূমি, সেখানে মিশ্রবন, নন্দন, চৈত্ররথ ও সুমানস

নামে উদ্যান-চতুষ্টয়,সুধর্ম্মা নাম্নী দেবসভা, সুদর্শন নামে পুর ও বৈজয়ন্ত-প্রাসাদ বর্ত্তমান আছে। গ্রহগণ, অশ্বিন্যাদি-সপ্তবিংশতি নক্ষত্র এবং ক্ষুদ্র-জ্যোতির্ম্ময়ী তারকা সকল মেঢ়ি-কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চলরূপে অবস্থিত সর্ব্বোপরিস্থিত-ধ্রুবসংজ্ঞক জ্যোতির্ব্বিশেষে বায়ুরজ্জুবদ্ধ-গোসকলের ন্যায় হলিকতুল্য-চক্রবায়ুর প্রতিনিয়ত সঞ্চার দ্বারা কালবিশেষ-কর্ত্তৃক গতি অবধৃত হওয়ায়, সুমেরু পর্ব্বতের উপরি উপরিভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া ভুবর্লোকে ভ্রমণ করিতেছে। ভূর্লোক অপেক্ষা তৃতীয় স্বরিতি নামধেয়-মাহেন্দ্রলোকে ত্রিদশগণ, মরীচিপুত্র অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতৃগণ, যাম্য, তুষিত, অপরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তী, পরিনির্ম্মিতবশবর্ত্তী ভেদে ষড়-বিধ দেবজাতি-বিশেষ বাস করেন। তাঁহারা সকলে সংকল্পসিদ্ধ অর্থাৎ সংকল্পমাত্রে তাঁহাদিগের অভীষ্ট-বিষয়সমূহ উপস্থিত হয়। অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য ও কল্পপরিমিত আয়ুঃকাল-সম্পন্ন, বৃন্দারক অর্থাৎ সকলের পূজ্য, কামভোগী অর্থাৎ মৈথুনপ্রিয়, ঔপপাদিক দেহ অর্থাৎ পিতৃমাতৃ-সংযোগ ব্যতীত ধর্ম্মবিশেষ দ্বারা অত্যন্ত-সংস্কৃত-ভূতাণু হইতে অকস্মাৎ উৎপন্ন দিব্য শরীর-সম্পন্ন এবং উত্তম অনুকূল নেত্রমনোভিরাম-অপ্সরো-গণকে পরিবাররূপে প্রাপ্ত হইয়া, নিরন্তর স্বর্গীয়-আনন্দ সুধারসে নিমগ্ন রহিয়াছেন। প্রাজাপত্য মহর্লোকে পঞ্চবিধ দেবজাতি বাস করেন যথাঃ—কুমুদ, ঋভব, প্রতর্দ্দন, অঞ্জনাভ ও প্রচিতাভ। ইঁহারা সকলে মহাভূতগণকে বশীভূত করিয়াছেন, অর্থাৎ ইঁহাদিগের অভি-রুচি অনুসারে মহাভূতগণ আবশ্যকীয় ভোগোপকরণ প্রদান করে; এবং ইচ্ছানুরূপ সংস্থানে অবস্থিতি করে। মহর্লোকবাসী দেববৃন্দ ধ্যানমাত্র আহারে তৃপ্ত, পরিপুষ্ট ও সহস্রকল্পকাল জীবিত থাকেন। ত্রিবিধ ব্রহ্মলোকের মধ্যে প্রথম জনলোকে উত্তরোত্তর দ্বিগুণ অধিক আয়ুঃ-কাল-বিশিষ্ট ব্রহ্মপুরোহিত, ব্রহ্মকায়িক, ব্রহ্মমহাকায়িক ও অমরভেদে

চতুর্ব্বিধ দেবজাতি ভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে রাখিয়া বাস করিতেছেন। দ্বিতীয় তপোলোকে অভাস্বর, মহাভাস্বর ও সত্যমহাভাস্বর ভেদে ত্রিবিধ দেবজাতি বাস করেন। ইঁহারা সকলে পৃথিব্যাদিভূতসমূহ, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়,অহঙ্কারবাচ্য-অন্তঃকরণ ও তন্মাত্র সমুদায়কে বশীভূত করিয়া ইচ্ছামাত্রে কারাকারে পরিণত করেন। অভাস্বর হইতে মহাভাস্বর ও মহাভাস্বর হইতে সত্যমহাভাস্বরগণের দ্বিগুণ দ্বিগুণ অধিক আয়ুঃকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। ইঁহারা সকলে প্রাণায়ামবশে ঊর্দ্ধরেতা ও উপরিস্থ সত্যলোকে অপ্রতিহত-জ্ঞান-সম্পন্ন, পুনশ্চ তপোলোকের নিম্নস্থ সকল লোক-বিষয়ে তাঁহাদিগের জ্ঞান অনাবৃত। ব্রহ্মদেবের তৃতীয় সত্য লোকে অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস, সত্যাভ ও সংজ্ঞাসংজ্ঞী ভেদে চারিপ্রকার দেবজাতি বাস করেন। এই সকল দেবজাতির বাসার্থ ভবন-নির্ম্মাণ করিতে হয় না, পরন্তু তাঁহারা ভবনবিন্যাস না করিয়াই তপঃ, যোগধর্ম্ম ও জ্ঞানসিদ্ধি-প্রভাবে নিজ নিজ শরীরমাত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। এই সত্যলোক পুনরপি চতুর্দ্ধা বিভক্ত, প্রথম বিভাগে অচ্যুতগণ, উপরিস্থ দ্বিতীয় বিভাগে শুদ্ধনিবাসগণ, তদুপরি সত্যাভগণ ও সর্ব্বোপরি সংজ্ঞাসংজ্ঞি-দেবগণ অবস্থিত আছেন। উক্ত চতুর্ব্বিধ দেবগণ জগৎ প্রকৃতি পর্য্যন্ত বশে রাখিয়া, তাঁহার উপরে স্বতন্ত্র আধিপত্য সহকারে ধ্যানমাত্র আহার দ্বারা তুষ্ট ও পুষ্ট হইয়া যাবৎ সৃষ্টি অর্থাৎ দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন। অনন্তর প্রতিসঞ্চর প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মলোকাধিপতির অবসানকালে তাঁহার সহিত ব্রহ্মলোকনিবাসী দেবগণ কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়া পরমাত্মদেবের পরমপদে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মলোকনিবাসীগণের সাধারণ ধর্ম্মকথিত হইল, এক্ষণে তাঁহাদের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে অচ্যুত নামক দেবগণ স্থূল বিষয়ের সবিতর্কধ্যানসুখে তৃপ্তিলাভ করেন। শুদ্ধনিবাস নামে দেবগণ সূক্ষ্ম বিষয়ের সবিচারধ্যানসুখে

পরিতৃপ্ত থাকেন। সত্যাভ দেবগণ আনন্দমাত্র ধ্যানসুখে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বিষয়-ধ্যানসুখে তৃপ্তি অনুভব করেন। অবশিষ্ট সংজ্ঞাসংজ্ঞি-দেবগণ অস্মিতামাত্রের ধ্যানসুখে পরিতৃপ্ত হয়েন। ইঁহারা সকলে সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি-সিদ্ধিবলে উক্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। এই সকল মহানুভব দেবগণও ত্রৈলোক্যমধ্যে অর্থাৎ চতুর্দ্দশ-ভুবন-মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দ্দেশে ইঁহাদিগের গমনাগমন সামর্থ্য নাই। চতুর্দ্দশ-ভেদ-ভিন্ন-লোকের ও তত্তৎলোকবাসি-জীবনিবহের সংক্ষিপ্ত-বিবরণ প্রদর্শিত হইল। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি-সাধনবলে যাঁহারা বিদেহমুক্ত বা প্রকৃতিলীন হইয়াছেন, তাঁহারা মোক্ষপদের অধিকারী ; সুতরাং লোকমধ্যে পরিগণিত নহেন। কারণ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যাঁহারা বিষয় সকলের রসানুভব করিয়া লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারাই লোকমধ্যে অবস্থিত ও পরিগণিত হইবার যোগ্য। বেদাদিশাস্ত্র-বিবৃত অবীচি নরক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত ভুবনবৃত্তান্ত যোগী সূর্য্যদ্বারে অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ীতে ধারণাধ্যান ও সমাধিরূপ সংযম-সাহায্যে অবগত হইতে পারেন। উপদর্শিত ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বোধে পরিত্যাগ করিতে পারিলে বৈরাগ্যের চরম সীমায় উপস্থিত হইতে পারা যায়।

চতুর্দ্দশভুবন-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত অষ্টমস্থান এই বিশ্বম্ভরামণ্ডলের অন্তর্নিবিষ্ট সর্ব্বনিম্নস্থ সপ্ত-মহানরক ভূমির উল্লেখমাত্র হইয়াছে, নরক-বৈচিত্র্য ও তাহার স্বরূপ কীর্ত্তন করা হয় নাই, উপক্রমে উদ্দিষ্ট প্রেততত্ত্ব-নিরূপণ-প্রসঙ্গে নরক বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। কারণ গর্ভবাস-জন্ম-জরা-মরণ প্রভৃতি জনিত সুতীব্র দুঃখ-দুর্দ্দশা-ভোগ ও স্মরণ যেমন সুদৃঢ়-বৈরাগ্যের হেতু, বিবিধ নরকে বহু প্রকারের অতর্কনীয় যমযাতনাভোগ ও তাহার

আলোচনা, কীর্ত্তন বা স্মরণ ও সেইরূপ বৈরাগ্যদার্ঢ্যের প্রকৃষ্ট কারণ ; অতএব "বৈরাগ্যবিকাশ" প্রবন্ধে নরক-বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক অথবা অযৌক্তিক হইবে না। শাস্ত্রীয়-সিদ্ধান্তে অবিশ্বাস করা উচিত নহে। পাঞ্চভৌতিক স্থূল-শরীরের স্বরূপ-নির্ণয়াবসরে মুমূর্ষু ব্যক্তির দেহ-ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে। উপক্রমে পঞ্চপ্রশ্নলক্ষণ বিস্তাবাক্য-কথন-প্রসঙ্গে কর্ম্মী, উপাসক ও জ্ঞানীর পরলোকে গমনাগমন-প্রকার বলিয়াছি। অধুনা সাধারণ জীবের পরলোকে গমন ও যমনগর-পথ-কথা কীর্ত্তন করিব, পাঠকগণের ধৈর্য্যাবলম্বন প্রার্থনীয়।

মনুষ্যলোক হইতে ষড়শীতি-সহস্রযোজন দূরে যমলোক অবস্থিত। অন্তিম-সময়ে প্রারব্ধ-সুকৃত বা দুষ্কৃত-ভোগের অনন্তর যথা অর্জ্জিত-কর্ম্মগতি-অনুসারে মনুষ্যের মরণ-ব্যাধি উৎপন্ন হয়। নিমিত্ত বশতঃ বিধাতা যাহার যাদৃশ মৃত্যু-বিধান করেন, তাহাকে তদনুরূপ মৃত্যু স্বীকার করিয়া, শরীর ত্যাগ করিতে হয়। মুমূর্ষু-মানব যমদূতগণ নিকটবর্ত্তী হইলে ইন্দ্রিয় সঙ্ঘাতের বিকলতা, চৈতন্যের জড়তা ও প্রাণের প্রবল-প্রচলন-প্রযুক্ত সমগ্র জগৎ একীভূত নিরীক্ষণ করে, এবং দিব্য-উদ্ধদৃষ্টি প্রাপ্ত হয়। মুমূর্ষুর প্রাণ কণ্ঠাগত হইলে উদ্গীর্ণ ফেণ-শুভ্রলালাকুলবীভৎস-মুখ বিকৃতভাব প্রাপ্ত হয়। যাহারা অতি দুষ্কর্ম্মান্বিত, তাহারা যমকিঙ্কর-কর্ত্তৃক তাড়িত ও পাশবেষ্টিত হইয়া দুঃখের সহিত, এবং যাঁহারা ধর্ম্মকুশল ও সুকৃতি-সম্পন্ন, তাঁহারা সুখে লালিত পালিত হইয়া আদরের সহিত, নাকনায়কগণ-কর্ত্তৃক যমপুরে নীত হইয়া থাকে। শঙ্খ, চক্র, গদাদি ধারণ পূর্ব্বক চতুর্ভুজ যম শুভ-পুণ্যকর্ম্মরত-লোক-সকলকে প্রাপ্ত হইয়া মিত্রের ন্যায় সাদর-সম্ভাষণে আপ্যায়িত ও পাপিগণকে আহ্বান পুরঃসর যম-দণ্ড দ্বারা তাড়িত করেন। বাস্তবিক পক্ষে যমরাজ সৌম্যাকৃতি হইলেও

পাপিদিগের সম্মুখে প্রলয়কালীন জলধরের সদৃশ নির্ঘোষকারী, অঞ্জনাদ্রিতুল্য-শরীরপ্রভা-সম্পন্ন, মহিষারূঢ়, বিদ্যুৎবিকাশবৎ তীব্র-নেত্রদ্যুতিযুক্ত, যোজনত্রয়-বিস্তীর্ণ-শরীরধারী, পাশহস্ত, লৌহদণ্ড সমন্বিত, রক্তনেত্র, দুর্দ্দর্শ ও অতি বিকৃত ভয়ঙ্কররূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। অনন্তর বিকটাকৃতি যাম্য-ভূতগণ-কর্ত্তৃক যমযাতনায় আর্ত্তনাদকারী অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ কলেবর হইতে বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইয়া, স্বীয় গৃহ অবলোকন করিতে করিতে যমালয়ে নীত হয়। তৎকালে প্রাণ-রহিত, সুতরাং চেষ্টাশূন্য, জুগুপ্সিত, শবনিন্দিত-শরীর অস্পৃশ্য ও শীঘ্র দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এই শরীরের কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মরূপে ত্রিবিধ পরিণাম দৃষ্ট হয়, অতএব ক্ষণবিধ্বংসশীল শরীর-বিষয়ে মানবের কখনই গর্ব্বপরায়ণ হওয়া উচিত নহে। পরন্তু বিত্তের সার দান, বাক্যের সার সত্য, জীবনের সার কীর্ত্তি ও ধর্ম্ম এবং অসৎ শরীরের সার পরোপকার সাধন করাই বিচক্ষণ মানবের ন্যায়ানুমত কর্ত্তব্য কার্য্য। যমালয়ে নীয়মান পাপপরায়ণ জীবকে যমদূতগণ তীব্র নরকের ভয়প্রদর্শন-পুর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে বলিতে থাকে "অরে দুষ্টাত্মন! বিলম্ব করিও না, শীঘ্র চল, অবিলম্বে কুম্ভীপাকাদিনরক-ভোগের জন্য প্রস্তুত হও।" দূতগণের উক্তরূপ কর্ণকঠোর-বাক্য ও বন্ধুগণের রুদিতধ্বনি শ্রবণ করতঃ, উচ্চ হাহাকার-রবে বিলাপ-পরায়ণ পাপী নর যমনগর-পথে প্রধাবিত হয়। শাস্ত্রকারগণ মৃত-ব্যক্তির মহাপথে প্রস্থানকালে উৎক্রান্তি-সময় হইতে ছয়টী স্থানে ছয়টী পিণ্ড ও একাদশ দিনে শ্রাদ্ধ প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বাস্তুদেবতার তৃপ্তির জন্য মৃত স্থানে শবনামে, দ্বারস্থ গৃহদেবতার প্রীতির জন্য দ্বারদেশে পান্থ নামে, ভূত ও দেবযোনির উপঘাত নিবারণের জন্য চত্বরে খেচর নামে, দাহ্য দেহের অযোগ্যতাকারক দিগ-

বাসী পিশাচ, রাক্ষস, যক্ষ প্রভৃতির তুষ্টির জন্য বিশ্রামস্থানে ভূত নামে, অনন্তর কাষ্ঠচয়ন-চিতা-স্থানে সাধক অথবা প্রেত নামে ক্রমশঃ পঞ্চপিণ্ড প্রদান করিলে প্রেতত্ব ও শবের চিতাগ্নিতে আহুতিযোগ্যতা উপজাত হয়। অন্যথা উক্ত প্রেতত্ব উপঘাতের-জন্যই হইয়া থাকে। পরে ক্রব্যাদদেবের অর্চ্চনা ও মৃতের স্বর্গপ্রাপ্তি-প্রার্থনা পুরঃসর অর্দ্ধ-দগ্ধ দেহ ঘৃতপ্রক্ষেপ দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া, অস্থি-সঞ্চয়ন কার্য্য সমাপ্ত হইলে, প্রেতের দাহপীড়া-উপশমের জন্য প্রেত উদ্দেশে ষষ্ঠপিণ্ড প্রদান করিতে হয়। এই সময় পর্য্যন্ত ভূতগণ বান্ধবার্থী প্রেতের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। মায়াবদ্ধ সংমূঢ়-হৃদয় প্রেত পুনর্ব্বার ইহ-লোকে শরীর ধারণের ইচ্ছায় শ্মশান চত্বর ও নিজগৃহ দেখিতে দেখিতে যমদূতের অনুগমন করে।

শাস্ত্রে প্রেত-উদ্দেশে প্রথমাবধি দশদিনে দশপিণ্ড দানের ব্যবস্থা আছে। প্রেতের শরীরগঠন ঐ পিণ্ডদানের উদ্দেশ্য। প্রতিদিন পুত্রাদিপ্রদত্ত ঐ পিণ্ড চারিভাগে বিভক্ত হয়, প্রথমভাগদ্বয় দেহপ্রীতি অর্থাৎ পঞ্চভূতের পুষ্টিনিমিত্ত, তৃতীয়ভাগ যমদূতগণের জন্য ও চতুর্থভাগ প্রেতের উপজীবিকার্থ কল্পিত হয়। নয় দিবস ও রাত্রে প্রেতের দেহ,গঠন সম্পন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথম দিবসের পিণ্ডে মূর্দ্ধা, দ্বিতীয় পিণ্ডে গ্রীবা ও স্কন্ধ, তৃতীয়ে হৃদয়, চতুর্থে পৃষ্ঠ, পঞ্চমে নাভি, ষষ্ঠে কটি, সপ্তমে গুহ্য, অষ্টমে উরুদ্বয়, নবমে তালু ও পাদদ্বয়, এবং দশম পিণ্ডে প্রেতদেহ সম্পূর্ণ হইলে ক্ষুধার আবির্ভাব হয়। দেহ দগ্ধ হইলে পর ক্রমশঃ পিণ্ড-পরিপুষ্ট-প্রেতদেহে অত্যন্ত ক্ষুধাবিষ্ট মৃতনর একাদশ ও দ্বাদশ-দিবসে শ্রাদ্ধ ভোজন করে। ত্রয়োদশ-দিবসে পিণ্ডজ-দেহ আশ্রয় করিয়া, দিবারাত্রি বুভুক্ষিত অবস্থায় অতি শীত, অতি উষ্ণ, শুক্তি-শঙ্খাদি-সঙ্কুল ও ক্রব্যাদ-সমাকুল পথে পাপী

যমলোকে গমন করে। যাঁহারা পুণ্যবান্ তাঁহারা ক্ষুধাতৃষ্ণারহিত, সর্ব্বসুখসমন্বিত-সৌম্যপথে গমন করিয়া থাকেন। পাপী নর প্রতি দিন অসিপত্র-বনান্বিত-পথে গমনকালীন ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিত ও যমদূত কর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইয়া, দুইশত সপ্তচত্বারিংশৎ যোজন পথ অতিক্রম করিতে বাধ্য হয়। যমপাশ-গৃহীত প্রেত হাহেতি রোদন করিতে করিতে স্বগৃহপরিজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করে; এবং প্রথমতঃ যাম্যপুর, অনন্তর সৌরিপুর, বরেন্দ্রভবন, (নগেন্দ্রভবন) গন্ধর্ব্ব, শৈলাগম, ক্রৌঞ্চ, ক্রূরপুর, বিচিত্রভবন, বহ্বাপদপুর, দুঃখদপুর, নানাক্রন্দপুর, সুতপ্তভবন, রৌদ্রপুর, পয়োবর্ষণপুর, শীতাঢ্য ও বহুধর্ম্মভীতিভবন এই সকল শুভাশুভ পান্থাবাস ক্রমশঃ প্রাপ্ত হয়। ত্রয়োদশ-দিবসে যমকিঙ্কর গৃহীত-প্রেত পরলোকমার্গে একাকী মর্কটের ন্যায় গমন করিতে করিতে পত্নী, পুত্র, ধন ও গৃহপরিজন স্মরণ করিয়া হাহারবে ক্রন্দন করিতে থাকে। অতি দুঃখিত প্রেত তৎকালে অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণ-অন্তঃকরণে হায়! মহাপুণ্যযোগে দুর্লভ-মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া আমি কি করিয়াছি, উপার্জ্জিত স্বীয় ধন যাচকদিগকে প্রদান করি নাই, তাহা পরহস্তগত হইয়াছে, হুতাশনে ঘৃতাহুতি অর্পিত হয় নাই, হিমগিরিগহ্বরে সমাহিতচিত্তে তপস্যার আচরণ করি নাই, পুণ্যতোয়পূর্ণ গঙ্গাতীরে বাস, অথবা গঙ্গাজল পান করি নাই, আমি কিরূপে নিস্তারলাভ করিব? নিত্যদান, গবাহ্নিক, বেদদান, শাস্ত্রপুস্তক পাঠ, বিদ্যাদান, অথবা সংহিতা ও পুরাণ-নির্দ্দিষ্ট শুভধর্ম্মমার্গ সেবা, দেহধারণ করিয়া এ সকলের কিছুই করি নাই, কিরূপে আমি নিস্তারলাভ করিব? স্ত্রীলোক হইলে বলে পতিসঙ্গ সুখভোগ করি নাই, পতি মৃত হইলে তাঁহার সেবার জন্য বহ্নিপ্রবেশ করি নাই, অথবা মৃত-পতির উদ্দেশে পরকালহিতকর দান বা

পাতিব্রত্য-নিয়ম বারব্রতাদি-সেবা করি নাই, আমি কিরূপে নিস্তারলাভ করিব? পুরুষ বলে, আমি অষ্টাঙ্গযোগ, জ্ঞান, সংযম ও নিয়ম সকল পালন করি নাই, মাসোপবাসদ্বারা শরীর শুষ্ক করি নাই, চান্দ্রায়ণ-ব্রতানুষ্ঠানে পাপক্ষালন করি নাই, কেবল পূর্ব্বকৃত-বিকর্ম্মদ্বারা বহুদুঃখভাজন-নারীশরীর লাভ করিয়া, তাহারই উপভোগে রত ছিলাম, এক্ষণে পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতের ফলভোগ করিতেছি, আমি কিরূপে নিস্তার-লাভ করিব? প্রেত এইরূপে বহুবিলাপ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। পরকাল চিন্তা ভুলিয়া মনুষ্যলোকে সুন্দর-নর-নারী-শরীর-ভোগে, ধনৈশ্বর্য্যে ও তুচ্ছ-বিষয়-রসাস্বাদনে রত-নরনারী ধর্ম্মকর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া, যমনগর-গমন-পথে বহু দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

উক্তরূপে বিলাপ-পরায়ণ, নিতরাং যমদূত পীড়িত প্রেত সপ্তদশদিন যাবৎ, মৃতদেহের প্রমাণ, বয়স, ব্যবস্থা ও সংস্থানানুরূপ পিণ্ডজ-দেহে বায়ুমার্গে বিকৃষ্ট হইয়া গমন করে, এবং অষ্টাদশ অহোরাত্রে পূর্ব্ব-দিকে অবস্থিত যাম্যপুরে উপস্থিত হয়। যমনগর-পথের পথিকগণ এইস্থানে প্রথম বিশ্রামলাভ করে। এখানে তৃষ্ণার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, শ্রম-পীড়িত, জায়া, পুত্রাদি ও সংসার-সুখস্মরণে দুঃখিত, বহু প্রেত-পথিক একত্রিত হইয়া, করুণ-বাক্যে শোক করিতে থাকে। রমণীয় যাম্য পুরবরে পুষ্পভদ্রানদী ও প্রিয়দর্শন বটবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। প্রেতগণ কলত্র, মিত্র ও ভৃত্যাদি স্মরণ করিয়া শোক-পরায়ণ হইলে, যমকিঙ্কর কর্কশস্বরে ও বচনে বলে "এখন তোমার ধন, সুত, জায়া কোথায়? আর তুমিইবা কোথায়? এক্ষণে ধন-পুত্রাদিদ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না। আপনার কর্ম্মফল ভোগ কর। দীর্ঘকাল তোমাকে মহাপথে গমন করিতে হইবে। হে পরলোক-পথিক! তুমি জান না যে, পথে গমন

করিতে হইলে, সম্বল আবশ্যক ? সম্বল-বিহীন-ব্যক্তি দীর্ঘপরলোক-পথে কিরূপে গমনে সমর্থ হইবে ? এ পথে ক্রয়-বিক্রয় স্থান নাই, যাহা দ্বারা তুমি পাথেয়-সঞ্চয় করিতে পার ; তুমি কি কখনও মর্ত্ত্য-লোকে যমগীতাবাক্য শ্রবণ কর নাই ?" এই বলিয়া দূতগণ নির্দ্দয়-ভাবে প্রেত সকলকে মুদ্গর দ্বারা প্রহার করে।

প্রেতগণ এইস্থানে স্নেহ বা কৃপা-পূর্ব্বক পুত্রাদি প্রদত্ত প্রথম মাসিক-পিণ্ড ভক্ষণ করিয়া, তদনন্তর সৌরিপুরে গমন করে। এই স্থানে কালরূপধারী জঙ্গম নামে রাজাকে দেখিয়া, ভয়ভীত প্রেত বিশ্রাম অভিলাষ করে। এবং ত্রৈপাদিক অন্ন ও উদকে পরিতৃপ্ত হইয়া, সেই পুর অতিক্রম করতঃ দিবারাত্রিতে রমণীয়-বরেন্দ্র-ভবনে (নগেন্দ্র নগরে) উপস্থিত হয়। তথায় রৌদ্রবন সকল দর্শনে ক্রন্দন-পরায়ণ ও দূতগণের তাড়নায় ক্লিশ্যমান-প্রেত মাসদ্বয়াবসানে বান্ধব-প্রদত্ত জলপিণ্ড ভোজন করিয়া, ঐ পুর অতিক্রম পূর্ব্বক পাশবদ্ধ অবস্থায় তৃতীয় মাস সম্প্রাপ্ত হইলে শুভ গন্ধর্ব্বনগরে উপস্থিত হইয়া, তৃতীয়-মাসিক পিণ্ড ভোজন পূর্ব্বক শৈলাগমপুর প্রাপ্ত হয়। তথায় অনবরত পাষাণ-বর্ষণে ক্লিষ্ট-প্রেতগণ চতুর্থমাসিক-শ্রাদ্ধ-ভোজন করিয়া, কথঞ্চিৎ তৃপ্তি অনুভব করে। অনন্তর পঞ্চম মাসে ক্রূরপুরে পুত্রাদি-প্রদত্ত-পিণ্ডভক্ষণ পূর্ব্বক ষষ্ঠ মাসে ক্রৌঞ্চাভিধপুরে শ্রাদ্ধ দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া, অর্দ্ধমুহূর্ত্তকাল বিশ্রামের পরে, যম কিঙ্করের তর্জ্জন গর্জ্জনে দুঃখিত ও কম্পান্বিত-কলেবরে উক্তপুর অতিক্রম করতঃ প্রেত চিত্র-নগর প্রাপ্ত হয়। এখানে ধর্ম্মরাজ যমের অনুজ সৌরি ও বিচিত্র নামে প্রসিদ্ধ রাজা রাজ্যশাসন করেন। ঐ স্থানে প্রেত উনষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধীয় পিণ্ডভোজন করে। পরন্তু এই পথে পুনঃ পুনঃ ক্ষুধার আবির্ভাব হওয়ায়, প্রেত মনে করে যে, আমার কি এমন

আত্মীয়-বান্ধবাদি কেহ নাই, যে শোকসাগর হইতে আমার উদ্ধার ও সুখসাধন করে? এইরূপে বিলাপপরায়ণ ও যমকিঙ্কর দ্বারা বার্য্যমাণ-প্রেতের সম্মুখে সহস্র সহস্র কৈবর্ত্ত আসিয়া, শতযোজন-বিস্তীর্ণ পূয়-শোণিত-সঙ্কুল, নানা-মৎস্য-মকরাদি-সমাকীর্ণ, বহু পক্ষিগণাবৃত, মহা-বৈতরণী নদী-তারণ-বিষয়ে নিজ নিজ তারণ-কার্য্যকুশলতা সমর্থন পূর্ব্বক পরপারার্থীকে আকর্ষণ বিকর্ষণ করিতে থাকে। যাহারা স্বস্থ-শরীরে বৈতরণী-ব্রতের আচরণ করিয়া, গোদান-প্রভৃতি বৈতরণী-কার্য্য করিয়াছে, তাহারাই নাবিকদিগের নৌকায় পার হইতে পারে। অন্যথা বৈতরণী-মহানদীকে প্রাপ্ত হইয়া নিমজ্জিত হয়। অতএব বুদ্ধিমান নর সর্ব্বাগ্রে পাথেয়ার্থ দান. হোম, জপ, তপঃ, স্নান, স্তুতি প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। বৈপরীত্যে যমভটতাড়িত-সংমূঢ়হৃদয়-প্রেত "হা দৈব!" এইরূপে খেদ করতঃ যাদৃশ পাপকর্ম্ম-আচরণ করিয়াছে, তাদৃশ দুঃখময়-ফলভোগে বাধ্য হয়।

অনন্তর এইস্থানে উনষাণ্মাসিক-শ্রাদ্ধ-ভোজন করিয়া, প্রতি অহোরাত্রে দ্বিশতসপ্তচত্বারিংশৎ যোজন পথ অতিক্রম পূর্ব্বক সপ্তম মাস সম্প্রাপ্ত হইলে, প্রেত বহ্বাপুপদরে উপস্থিত হয়, এবং সপ্তম মাসিক পিণ্ড ভোজন করিয়া, অষ্টম মাসে নানাক্রন্দপুরে গমন করে। সেখানে ক্রন্দমান সুদারুণ-নানাক্রন্দগণকে দেখিয়া, শূন্য-হৃদয়ে দুঃখিত, রোদনপরবশ-প্রেত পুত্র-বান্ধব-প্রদত্ত অষ্টম-মাসিক-পিণ্ড ভক্ষণে কিঞ্চিৎ সুখানুভব করিয়া, অনন্তর ঐ পুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুতপ্ত নগর প্রতি ধাবিত হয়। ঐ পান্থাবাসে নবম-মাসিক-শ্রাদ্ধ-ভোজনানন্তর দশম-মাসে রৌদ্র-স্থানে গমন করে। তথায় দশম-মাসিক-পিণ্ড ভোজন করিয়া, অনন্তর পয়োবর্ষণপুরে গমন করে। প্রেত পয়োবর্ষণপুরে দুঃখদায়ক মেঘ-সকলের

প্রবর্ষণ ও একাদশ-মাসিক-পিণ্ড ভোগ করিয়া, বহুধর্ম্মপুরাভিমুখে গমন করে। তথায় তৃষ্ণা-পীড়িত হইয়া, দুঃখের সহিত দ্বাদশমাসিক-শ্রাদ্ধ-ভোজন করতঃ বৎসরের কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে অর্থাৎ সার্দ্ধ একাদশমাসে অতিদুঃখপ্রদ-শীতপুরে ক্ষুধিত ও শীতার্ত্ত হইয়া, দশদিক্ অবলোকন পুরঃসর অবস্থিতি করে। তখন যম-কিঙ্কর-গণ ভৎর্সনা করিয়া বলে, "তোমার কি কোন বান্ধব নাই ? যাহারা তোমার দুঃখ দূর করিতে পারে ? অথবা তুমি এমন কোন পুণ্যকর্ম্ম কর নাই কি ? যাহার ফলে তোমার দুঃখ-ক্লেশ অপনোদিত হয় ? তুমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য, তোমার সুদুঃসহ-দুর্দ্দশাভোগ-অনিবার্য্য।" যম-কিঙ্করের উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, এবং নিজ-পূর্ব্ব-সঞ্চিত-সুকৃত নাই জানিয়া, চিন্তিত-অন্তঃকরণে প্রেত ধৈর্য্যাবলম্বন করে। পুনশ্চ চতুশ্চত্বারিংশৎ যোজন দূরে অবস্থিত, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরঃ-সমাকুল, চতুরশীতিলক্ষ-মূর্ত্তামূর্ত্ত-প্রাণিগণে অধিষ্ঠিত, ত্রয়োদশ-প্রতীহারযুক্ত, রম্য-ধর্ম্মরাজপুরে লোক-পূজিত-ব্রহ্মপুত্র-শ্রবণগণ মনুষ্যের শুভাশুভ কর্ম্ম পুনঃ পুনঃ বিচার করেন। এবং তৎকালে তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়া, মনুষ্যগণ যাহা কিছু বলে, বা করে, তৎসমুদায় যম ও চিত্রগুপ্তের নিকট আবেদন করেন। দূর হইতে শ্রবণ-বিজ্ঞান-সম্পন্ন, দূর হইতে দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন, স্বর্গ, ভূমণ্ডল ও পাতালতলে বিচরণশীল, বহু চেষ্টা-যুক্ত, পৃথক্ পৃথক্ নামধারী-ব্রহ্মপুত্র-অষ্টশ্রবণ ভিন্ননামধারিণী উগ্রস্বভাবা নিজ নিজ শ্রবণী-পত্নী-সমভিব্যাহারে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। যে সকল মানব ইহলোকে ব্রত, দান, পূজা ও স্তবাদি দ্বারা ধর্ম্ম-উপার্জ্জন করেন, উক্ত শ্রবণগণ সেই সকল মানবের সম্বন্ধে সৌম্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সুখ-মৃত্যু ও যমভবন-গমনে সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন।

অনন্তর সংবৎসর পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধীয় পিণ্ডভাগ-গ্রহণ

করিয়া, প্রেত পিণ্ডজ-শরীর-পরিহার-পূর্ব্বক কর্ম্মজ-দেহ ধারণ করিয়া, পিতৃলোকে, দেবলোকে, কিম্বা মনুষ্য, পশু-পক্ষিশরীরে, অথবা নরকে প্রস্থিত হয়। যাহার সন্ততি, সুহৃৎ, বান্ধব, মিত্র অথবা ঔর্দ্ধ-দেহিক-কার্য্যাধিকারী বিদ্যমান থাকে না, যাহার উদ্দেশে একাদশাহ শ্রাদ্ধ, ত্রিপক্ষ, ষন্মাস, অব্দ এবং প্রতিমাসবিহিত-প্রেতশ্রাদ্ধ যথাবিধি-প্রদত্ত না হয়, সেই প্রেত অন্যান্য শত-শ্রাদ্ধ-প্রদত্ত হইলেও প্রেতত্ব হইতে উদ্ধারলাভ করিতে পারে না। প্রেত-উদ্দেশে শ্রাদ্ধীয়-পিণ্ড-জলাদি যাহা কিছু প্রদত্ত হয়, তৎসমুদায় বরুণদেব গ্রহণ করিয়া, নারায়ণের হস্তে অর্পণ করেন, শ্রীমন্নারায়ণ-দেব শ্রী-সূর্য্যদেবকে প্রদান করেন, ভাস্করদের হইতে শ্রাদ্ধতর্পণ-বিহিত পিণ্ডজলাদি বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। অনন্তর মহামার্গে প্রস্থিত প্রেত-উদ্দেশে নামগোত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রদত্ত-শ্রাদ্ধীয় অন্নাদির আধিপত্যে অবস্থিত অগ্নিষ্বাত্তাদি দেবগণ ঐ সকল দ্রব্য, মৃতব্যক্তির দেবত্ব প্রাপ্তি হইলে অমৃতরূপে, গান্ধর্ব্বো ভোগরূপে, পশুত্বে তৃণরূপে, নাগত্বে বায়ুরূপে, পক্ষিত্বে ফলরূপে, রাক্ষসত্বে আমিষরূপে, দানবত্বে মাংসরূপে, প্রেতত্বে রুধির-রূপে ও মনুষ্যত্বে অন্নপান অথবা বালা-ভোগরসরূপে উপনীত করেন। প্রত্যক্ষ-প্রমাণ অপেক্ষা শ্রুতির প্রামাণ্য অধিকতর, অতএব বেদ-বোধিত অর্থের অর্থাৎ পিতৃপ্রীতিকর কব্যের পিতৃপ্ত্যাদি পরিণাম অসঙ্গত নহে। নাম, গোত্র এবং মন্ত্র যে স্থানে জন্তু অবস্থিত থাকে, তথায় শ্রাদ্ধীয়-দ্রব্যাদি উপনীত করেন। এ বিষয়ে স্থানে স্থানে ঋষিগণের মতভেদ ও বলিবার কথা অনেক। এক্ষণে নরকের স্বরূপ সংক্ষেপে বলিয়া উপস্থিত প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

বিকর্ম্ম-পাপিগণের গন্তব্য-নরক-স্থানের উল্লেখমাত্র করিয়াছি। সম্প্রতি নরকের স্বরূপ-বিবরণ করিব। সহস্র সহস্র নরক-স্থান বিদ্য-

মান আছে, সকলের স্বরূপকীর্ত্তন অসম্ভববোধে প্রধান প্রধান নিরয়-গুলির ভোগপ্রকার ও প্রমাণাদি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। তন্মধ্যে দ্বিসহস্রযোজন-বিস্তীর্ণ রৌরব-নরকে কূট সাক্ষী ও মিথ্যাবাদী পাপকর্ম্মা নর, জানুপরিমাণ, বহুবহ্নি-সমাকুল, সুদুস্তর-গর্ত্তমধ্যে ও তত্রত্য সুতীব্র-অগ্নিপরিতপ্ত-অঙ্গারময়-প্রান্তরে যমদূতগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া, দহ্যমান-শরীরে ইতস্ততঃ পরিধাবনকালে স্খলিতপদে পতিত ও সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হওয়ায় বিশীর্য্যমাণ-চরণযুগলে ক্ষিপ্রপাদন্যাস-সহকারে এক সহস্র-যোজন-পরিমিত অগ্নিপর্ব্বতপরিতপ্ত-ভূভাগ অহোরাত্রে অতিক্রম করিয়া, কথঞ্চিৎ বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর পাপান্তরের শুদ্ধির জন্য রৌরব-সদৃশ মহারৌরব নামে চতুর্দ্দিকে পঞ্চ-সহস্র যোজন-বিস্তীর্ণ, শূন্যগর্ভ-তাম্রময়ী-ভূমির অধোভাগে হুতাশন-পর্ব্বত-সকল প্রজ্বলিত হওয়ায়, স্থূলবিকাশপ্রাপ্ত-বিদ্যুৎপ্রভাপুঞ্জ-সমান-প্রদীপ্ত-কলেবরে অপর নরক-স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে। দর্শনমাত্রে মহারৌদ্ররূপে বিভাবিত ঐ নরকক্ষেত্রে পাপিগণ বদ্ধ-হস্তপদে যমানুগ-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া-লুণ্ঠিত ও দহ্যমান-শরীরে গমন করিতে বাধ্য হয়, এবং বিপুলকায় কাক, বক, বৃক, উলূক, মশক ও বৃশ্চিক-দংশনে ভক্ষ্যমান ও পথি-মধ্যে আকৃষ্ট বিকৃষ্ট হইয়া, হতচেতন, ভ্রান্ত পাপকারী উদ্বিগ্ন-মানসে "হা তাত! হা মাত!" বলিয়া উচ্চ-রোদন করিতে থাকে, কিছুমাত্র শান্তিপ্রাপ্ত হয় না। এইরূপে দুষ্টবুদ্ধি পাপকারী নর অযুতাযুত-বৎসরে ঐ স্থান উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, মহারৌরব-নরকভোগ হইতে মুক্ত হয়।

অনন্তর মহারৌরবের ন্যায় দীর্ঘ অতিশীত নামে অন্য নরক-স্থান আছে। দারুণ-অন্ধকারাবৃত ঐ নরকে অতীব শীতার্ত্ত পাপী নরসকল পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া, আলিঙ্গন পূর্ব্বক অবস্থান করে, অত্যন্ত শীতে

শরীর-পরিকম্পিত হওয়ায়, উহাদিগের দন্তপংক্তি ভাঙ্গিয়া যায়, প্রবল-ক্ষুধা তৃষ্ণা ও তত্রত্য উপদ্রব সকল সহ্য করিয়া, গমনকালে পাপী মানব পরস্পর সমাগমে পরস্পরের গাত্রসংলগ্ন গলিতমাংস, মজ্জা ও রক্ত লেহন করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুধা-শান্তি করে। তদুপরি হিমখণ্ডবর্ষী বায়ু বেগে প্রবাহিত হইয়া, ঐ সকল নারকের অস্থি পঞ্জর চূর্ণ করিয়া দেয়। এইরূপে অকৃতপুণ্য বহু পাপী মানবগণ সুমহান্ ক্লেশ ভোগ করিয়া, পরে মুক্তিলাভ করে। অনন্তর নিকৃন্তন নামে খ্যাত উত্তম নরক-স্থান অবস্থিত। উক্ত নরকে লৌহময় কুলাল-চক্র অবিরত ভ্রমণ করিতেছে, যমানুগের অঙ্গুলিস্থ কাল-সূত্র-পরিচালিত ঐ সকল চক্রে আরোপিত পাপকৃৎ-মানব আপাদতল-মস্তক আকৃষ্ট ও বিকৃষ্ট হইলেও উহাদিগের জীবিত ভ্রংশ হয় না, পরন্তু শরীরের শত-ভাগে ছিন্ন অঙ্গখণ্ড সকল পুনর্ব্বার ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে সহস্রবর্ষকাল, যাবৎ অশেষতঃ পাপক্ষয় না হয়, তাবৎ নরক-ভোগ করতঃ পাপকর্ম্মা নর উক্ত নরকে ভ্রমণ করে। ইহার পরে অপ্রতিষ্ঠ নামে নরকভূমি প্রতিষ্ঠিত। তত্রত্য নারকগণ অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে, একদিকে পূর্ব্বকথিত নরকের ন্যায় অবিরত তীক্ষ্ণ-ধার-কুলালচক্র সকল ঘুরিতেছে, অন্য দিকে সহস্র সহস্র ঘটীযন্ত্র অবস্থিত। কেহবা অতীব দুঃখহেতু-চক্রে আরোপিত, কেহবা ঘটীযন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া, সহস্রবর্ষকাল অবিশ্রান্তভাবে রক্তবমন পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছে। এবং ভ্রমণবেগে কাহারও মুখবিবর হইতে অন্ত্র সকল বিনিষ্ক্রান্ত, কাহারও বা নাড়ী-লম্বিত-নেত্রদ্বয় দোদুল্যমান হই-তেছে। পাপরত নারকজন্তুগণ উক্তরূপে তথায় অসহনীয় ক্লেশ ভোগ করে।

অধুনা অসিপত্রবন নামে প্রসিদ্ধ নরকের চিত্রাঙ্কন করিতে হইবে।

এই অসিপত্রবন নরক সহস্র-যোজনব্যাপী প্রজ্বলিত-অগ্নিময়-ভূপ্রদেশে অবস্থিত। তীব্র সুদারুণ অসিপত্রবনে নরকনিবাসী জীবগণ পতিত হইয়া, প্রচণ্ড-পীড়া অনুভব করে। উহার মধ্যভাগে নিশিত-অসি-পত্রের ন্যায় তীক্ষ্ণধার-সম্পন্ন পত্র সকল পতিত রহিয়াছে। তথায় গমন করিলে প্রাণিগণ চরণ-প্রদেশে অত্যন্ত শীতভাব প্রাপ্ত হয়। উক্ত নরকে ব্যাঘ্রের ন্যায় বিকটানন মহাবলসম্পন্ন সারমেয় সকল আমিষ-লোভে নিরন্তর বিকট-দীর্ঘ-দংষ্ট্রা ও লকলক্-জিহ্বা বিস্তার করিয়া বিচরণ করিতেছে। অনন্তর "হা তাত! হা মাত! হা ভ্রাত!" ইত্যাদিরূপে ক্রন্দমান, সুদুঃখিত, ক্ষুধাতৃষ্ণা-পরিপীড়িত-প্রাণিগণ সম্মুখে পতিত-নিশিত-অসিপত্র সকলকে শিশির-শীতল-বন মনে করিয়া ধরণিস্থ বহ্নিদ্বারা দহ্যমান-চরণযুগলে তথায় গমন করিলে, তত্রত্য বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া, নিপতিত-অসিপত্র সকল তাহাদিগের উপর পাতিত করে, এবং প্রাণিগণ অস্ত্র-প্রহারে ছিন্নভিন্ন কলেবরে সঞ্চিত-প্রজ্বলিত-পাবক-পরিপূর্ণ-মহীতলে পতিত হয়। তৎকালে অতি-ভীষণ সারমেয়গণ রোদনপরায়ণ-পাপিদিগের শরীর হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করে। শাস্ত্রে অসিপত্রবন-নরকের উক্ত-রূপ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। অতঃপর ভীমতর তপ্তকুম্ভ-নরকের বিবরণ পাঠকবর্গের গোচর করিব। এই নরকের চতুর্দ্দিকে, বহ্নিজ্বালা-সমাকুল, জ্বলদগ্নিময়-তপ্ততৈল এবং লৌহখণ্ডপূর্ণ-বৃহদাকার-তপ্তকুম্ভ-সমূহ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দুষ্কৃতকর্ম্মা পাপিগণ ঐ নরককুম্ভ মধ্যে যাম্যদূত-কর্তৃক অধোমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়া, ক্বাথিত হয়। তৎকালে কাহারও গাত্র বিস্ফুটিত, কাহারও জ্বলান্বিত-মজ্জা-নির্গলিত, কাহারও নেত্র কপাল ও শরীরাস্থি-সমুদায় স্ফুটিত, কেহবা বিভীষণ-গৃধ্রকুলের তীক্ষ্ণ-আঘাতে ছিদ্যমান, উৎপাটিত এবং পুনরপি তপ্তকুম্ভ মধ্যে বেগে

নিপাতিত হইয়া, চিমি-চিমি শব্দে তপ্ত-তৈলের সহিত ঐক্য-প্রাপ্ত হয়। অনন্তর দূতগণ শিরোগাত্র-স্নায়ু-মজ্জা ও অস্থির সহিত দর্ব্বী দ্বারা তপ্ততৈলপূর্ণ-কুম্ভ-মধ্যে আবর্ত্তিত ও পরিঘট্টিত করিয়া, পাপী-নরকে ক্বাথত করে।

আদিম রৌরব, দ্বিতীয় মহারৌরব, তৃতীয় অতিশীত, চতুর্থ নিকৃন্তন, পঞ্চম অপ্রতিষ্ঠ, ষষ্ঠ অসিপত্রবন ও সপ্তম তপ্তকুম্ভ এই সপ্ত প্রধান নরকভূমির কথা বলা হইল। এতদ্ভিন্ন নরাধমদিগের স্বকৃত-দুষ্কৃত-কর্ম্মের তারতম্য-অনুসারে কর্ম্মানুরূপ-পাপফল-ভোগের জন্য এই বিশ্বম্ভরামণ্ডলের সর্ব্বাধঃ প্রদেশে ক্রমবিস্তৃত, সুতীব্র দুঃখপ্রদ, তমঃ-প্রধান, ধর্ম্মরাজ-মহারাজ-যমের অধিকারভুক্ত অন্যান্য অনেক উপনরক-স্থান বিদ্যমান আছে, যথাসম্ভব তাহাদের নামকীর্ত্তন করিতেছি। রোধ, শূকর, তাল, তপ্তখল্ব, মহাজ্বাল, শবল, বিমোহন, ক্রিমী, ক্রিমিভক্ষ, লালাভক্ষ, বিসঞ্জন, অধঃশিরা, পূয়বহ, রুধিরান্ধ, বিড়্ভুজ, বৈতরণী, মূত্র, করপত্রবন, অগ্নিজ্বাল, মহাঘোর, সন্দংশ, শ্বভোজন, তমঃ, কালসূত্র, লোহতাপী, ভেদন, অপ্রতিষ্ঠ এবং অবীচি এই সকল নরক-ক্ষেত্রে নারকজীব নিজকৃত-পাপকর্ম্মফলভোগের জন্য পতিত হয়। তন্মধ্যে ভ্রূণহা, গোহত্যাকারী ও অগ্নিদাতা নর রোধ নরকে, ব্রহ্মহত্যা-কারী, সুরাপায়ী ও সুবর্ণাপহারক নর শূকর নরকে, ক্ষত্রিহন্তা, বৈশ্যনাশকারী, ব্রহ্মঘ্ন ও গুরুতল্পগামী নর তাল নরকে, ভগ্নীগামী ও রাজভট-নর তপ্তকুম্ভী নরকে, নিষিদ্ধ-পণ্য-বিক্রেতা ও অন্যায় পূর্ব্বক বন্ধনকারী নর তপ্তলোহ নরকে, মধু অর্থাৎ সুরাদি বিক্রয়কর্ত্তা, দম্ভ মোহাদিপ্রযুক্ত-প্রস্তুত-অন্নত্যাগ কর্ত্তা এবং দুহিতা কিম্বা পুত্রবধূগামী নর মহাজ্বাল নরকে, যাহারা বেদ বিক্রয় করে, যাহারা বেদের নিন্দা অথবা দোষোদ্ভাবন করে, যাহারা গুরুর অবমাননা করে, যাহারা বাক্-

শর দ্বারা অন্তের মর্ম্ম বিদ্ধ করে এবং যাহারা অগম্যা-গমন করে, সেই সকল নর শবল নরকে, যুদ্ধকালে বীরোচিত মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া শূরের অবমানকারী নর বিমোহ নরকে, পরকীয় অনিষ্টকারী নর ক্রিমি-ভক্ষ নরকে, দেবতা ও ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ্টা নর লালাভক্ষ নরকে, কুণ্ডকর্ত্তা অর্থাৎ পরপত্নীর ভর্ত্তা বর্ত্তমানে অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়া, রমণীয়-পররমণীরমণরাগ-প্রসঙ্গে যে পুত্র উৎপাদন করে, কুলাল অর্থাৎ স্বব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুম্ভকার-ব্যবসায়ী, ন্যাস অর্থাৎ গচ্ছিত-ধনের অপহর্ত্তা, ব্রাহ্মণ-চিকিৎসক এবং আরামে অর্থাৎ উপবনে অগ্নি-দাতা নর বিসঞ্জন নরকে, অসৎপ্রতিগ্রাহী, অযাজ্য-যাজক, দৈবজ্ঞ অর্থাৎ নক্ষত্রজীবী নর অধোমুখ নরকে, দুগ্ধ, সুরা, মাংস, লাক্ষা, গন্ধ-দ্রব্য, রস, তিল প্রভৃতি দ্রব্য-বিক্রেতা নর ঘোর পূয়বহ নরকে এবং যাহারা কর্কট, মার্জ্জার, শূকর, পক্ষী, মৃগ ও ছাগ প্রভৃতিকে বন্ধন করিয়া ক্লেশ দেয় তাহারাও উক্ত পূয়বহ-নরকে, মেষপালক, মহিষ-জীবী, চক্রজীবী, ধ্বজজীবী, রথোপজীবী বিপ্র, গণনাজীবী, গ্রামযাজী, গৃহদাহকারী, বিষপ্রদাতা, সোমবিক্রেতা, সুরাপায়ী, বৃথা-মাংসভোজী ও বৃথা পশুঘাতী নর রুধিরান্ধ নরকে, এক পংক্তিমধ্যে ভোজনার্থ উপবিষ্ট-ব্যক্তিকে জ্ঞানপূর্ব্বক বিষভোজয়িতা নর বিড়্ভুজ নরকে, মধু অপহরণ-কর্ত্তা নর বৈতরণী নরকে, অপরের প্রতি নিরর্থক আক্রোশকারী নর মূত্রসংজ্ঞক নরকে, অশৌচী ও ক্রোধন নর করপত্রবন নরকে, যেখানে দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণতুণ্ড-বায়সগণ নারক জীবকে ভক্ষণ করে, মৃগহননকারী ব্যাধবৃত্তি নর সেই অগ্নিজ্বালা নরকে, যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞানতঃ ক্রিয়ালোপকারী নর সন্দংশ নরকে, রাত্রিকালে স্বপ্নাবস্থায় স্কন্দিতবীর্য্য ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী, পুত্রের সমীপে অধ্যয়নশীল ও পুত্রের আজ্ঞাকারী নর শ্বভোজন নরকে, যাহারা ক্রোধ অথবা হর্ষ-সমন্বিত হইয়া, বর্ণ ও

আশ্রমবিরুদ্ধ-কার্য্য করে, সেই সকল নরও শ্বভোজন নরকে, অথবা অন্যবিধ নরকে পতিত হইয়া, অনন্তকাল অশেষবিধ নরকযন্ত্রণা-ভোগে ও নিরয় নিবাসে বাধ্য হইয়া থাকে।

সর্ব্বউপরিস্থিত মহান্ ঘোর-উষ্ণস্বভাব রৌরব-নরক, তান্নম্নে সুদারুণ অতিশীত নরক, এই ক্রমানুসারে নরক সকল অধোঽধো ভাগে অবস্থিত। নিমিত্তীভূত পাপ-কর্ম্মের তারতম্য-বশতঃ দুঃখের উৎকর্ষ অপকর্ষ ঘটিয়া থাকে, এবং ধর্ম্মের তারতম্য-অনুসারে সর্ব্বত্র সুখের উৎকর্ষাপকর্ষ সম্ভাবিত হয়। সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ বশতঃ দেবগণ উর্দ্ধে অবস্থিত হইয়া, অধোবক্ত্র, সুদারুণ-তামস নরক সকল দেখিতে পান, নরক-নিবাসী জীবগণ ও উর্দ্ধগত দেবগণকে দেখিতে পায়। প্রদর্শিত-নরকনিবহ-ব্যতীত অন্যান্য শত শত নিরয়স্থান বিদ্যমান আছে। ঐ সকল নরকের মধ্যে কোন নরকে প্রতিদিন শত শত প্রাণী পচ্যমান, কোন নরকে দহ্যমান, কোন নরকে শীর্য্যমাণ, কোন নরকে ভিদ্যমান, কোন নরকে চূর্ণ্যমাণ, কোন নরকে ক্লিদ্যমান, কোন নরকে ক্বাথ্যমান, কোন নরকে দীপ্যমান হইয়া উচ্চরোলে ক্রন্দন করিতে থাকে। নরকনিবাসী জীবগণের বিষম-মর্ম-যাতনা-ভোগকালে এক একটী দিন শত শত বর্ষাকার ধারণ করে। তদনন্তর সর্ব্বনরক-নিস্তীর্ণ-পাপী তির্য্যক্ত্ব প্রাপ্ত হয়। কৃমি, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, ও খর, অশ্ব, অশ্বতর, গৌর, শরভ এবং চমরী ভেদে ষড়্বিধ একশফ-যোনি প্রাপ্ত হইয়া অনন্তর বনগজমধ্যে, গোযোনিতে অথবা জন্মাবধি নিরন্তর দুঃসহ-দুঃখপ্রদ পাপবহুল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নারকীয় জীবগণ অশেষবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করে। ভাগ্যবশে দুর্লভ-মানব জন্ম প্রাপ্ত হইলেও কেহ কুব্জ, কেহ কুৎসিত, কেহ বামন, কেহবা চণ্ডালাদি নিকৃষ্ট নরযোনিতে উৎপন্ন হয়। পাপিগণ বারংবার গর্ভবাস

ও মুহুর্মুহুঃ মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অবশিষ্ট পাপ ও পুণ্য-সাহায্যে ক্রমশঃ আরোহিণী-যোনি অর্থাৎ শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ-যোনি, অধিক কি দেবেন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে। কদাচিৎ পাপকর্ম্মবাহুল্য-বশতঃ দেবেন্দ্র-পদ হইতেও নহুষাদির ন্যায় অবরোহণ অনিবার্য্য। পরন্তু উক্তরূপে-পাপপরায়ণ প্রাণিগণের নিয়ত নিরয়-নিবাস এবং তজ্জনিত দুঃখ-দুর্দ্দশা-ভোগ অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীবিশ্বনাথের বিশ্বরাজ্যে অবিচার নাই, পাপিগণের উচিত-দণ্ড-বিধান ও ন্যায়ানুসারে কল্যাণকারী-মানবের দুর্গতি-খণ্ডন উভয়ই তাঁহারই সৃষ্ট। পুণ্যকারী মানবেরা পুণ্যলোকে সুচিরকাল বাস ও পুণ্যোৎসবে অশেষবিধ-স্বর্গীয়-আনন্দ-উপভোগ করেন। তাঁহাদিগের সম্মুখে সর্ব্বদা গন্ধর্ব্বগণ গান করিতেছে, দেববিলাসিনীবৃন্দ মধুর নৃত্যোৎসবে স্বর্গবাসীদিগের প্রাণে অপার আনন্দ-সুধারসধারা ঢালিতেছে; সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ কল্পপাদপ সুরলোকে সর্ব্বদা অভিলষিত-ঐশ্বর্য্য-সম্ভার উপনীত করিতেছে; মাতলির শিষ্য-প্রশিষ্যগণ উচ্চৈঃ-শ্রবা-বংশীয় অশ্বসংযুক্ত, দেববিলাসিনীবৃন্দের মধুর-হার-নূপুর-নিক্বণে নিনাদিত, দিব্য-পারিজাত-পুষ্পমালা-বিরাজিত, স্বর্গীয়-মনোহর-সদগন্ধে আমোদিত, নানা বাদিত্রধ্বনি-মুখরিত, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ-সেবিত, বিমল-কামগামী অত্যুজ্জ্বল-বিমান সজ্জিত করিয়া ত্রিদিববাসি-গণের সুমেরুপর্ব্বতের হেমমণিময়-শৃঙ্গস্থ, শত-সহস্র-গবাক্ষদ্বার-শোভিত, মণিরত্নজাল-সমাচ্ছন্ন, অত্যুচ্চ বাসভবনের বিশাল-তোরণ প্রাঙ্গণে প্রতীক্ষা করিতেছে। ত্রিদিব-নিবাসিগণ স্বর্গে স্বেচ্ছাধীন পান, ভোজন, বিলেপন, বিহরণ, সুধাহ্রদে অবগাহন প্রভৃতি পুণ্য-সম্ভারোপনীত সুরলোকোচিত-বিলাসভোগ-সহকারে দেবমানের সহস্র-সহস্র বৎসরকাল তথায় বাস করিয়া পুণ্যধনাবসানে স্বর্গ-প্রচ্যুত হইয়া

ইহলোকে রাজবংশে, যোগিকুলে, অথবা সদ্‌বৃত্ত-পরিপালক, রোগ-রহিত-মহাত্মগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গভ্রষ্ট, সুকৃতি-সম্পন্ন লোকেরা শুচী ও ঐশ্বর্য্যবিলসিত গৃহে উৎপন্ন হইয়া, যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকের আশ্রয়ে যদি আত্মবিস্মৃত না হন, বর্ণাশ্রম-বিহিত ধর্ম্মকর্ম্মের আচরণ করিয়া বেদাদি-শাস্ত্রের মর্য্যাদা-সংরক্ষণ পূর্ব্বক আত্মসংযমে অগ্রসর হন, তবে তাঁহাদিগের ঊর্দ্ধগতি অসম্ভাবিত নহে। অন্যথা মানবের পূর্ব্ববৎ অবরোহিণীগতি অবধৃত।

জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত ; পুনশ্চ, পাপিষ্ঠ ব্যক্তির প্রাণ অধো-মার্গ-অবলম্বনে নির্গত হয়। জীবশূন্য-শরীরের পার্থিবাংশ পৃথিবীতে জলীয়াংশ জলে, তেজঃ তেজে, সমীরণ সমীরণে ও আকাশ আকাশে বিলয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শরীর-গৃহে কামক্রোধ ও ইন্দ্রিয়-পঞ্চক তস্কর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বাস করে, মনঃ তাহাদিগের অধিনায়ক। পুণ্য-পাপানুসারে কাল সকলকে সংহার করেন। গৃহ দগ্ধ হইলে গৃহান্তরে প্রবেশের ন্যায় জীর্ণ-শরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম-শরীর-সমন্বিত জীব শরীরান্তরে প্রবেশ করেন। সপ্তধাতু-যুক্ত ষাটকৌশিক শরীরে বায়ু ও মল-মূত্রাদির বৈষম্যযোগে ব্যাধি উৎপন্ন হইলে, দেহ বিনষ্ট হয় এবং দেহের সঙ্গে পিত্ত, শ্লেষ্মা, মজ্জা, মাংস, মেদ, অস্থি, শুক্র ও স্নায়ু সকলও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এক স্তম্ভযুক্ত, স্নায়ুবদ্ধ, গুণত্রয়-বিভূষিত, ইন্দ্রিয়-প্রহরি-পরিরক্ষিত, নবদ্বার-শোভিত, বিষয়-সমাক্রান্ত, কামক্রোধসমাকুল, রাগদ্বেষ-সমাকীর্ণ তৃষ্ণাতস্কর-দুর্গম, লোভজাল-পরিচ্ছন্ন, মোহবস্ত্রবেষ্টিত মায়াবদ্ধ-জীবচৈতন্যাধিষ্ঠিত নশ্বর-শরীর প্রাপ্ত হইয়া, যে সকল নর বিবেক-বৈরাগ্য-সহকারে আত্মপদার্থ অবগত হইতে সমর্থ না হয়, তাহারা নরদেহ ধারণ করিলেও পশুর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

সর্ব্বথা অভয়প্রদ-বৈরাগ্যের মূলভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য পর-লোক-প্রস্থান, মাতৃগর্ভে আগমন, মার্গবিবরণ, শরীর-প্রাপ্তি, দেহের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ, মুমূর্ষু-ব্যক্তির শরীর-ত্যাগ, প্রেততত্ত্ব, যমনগরপথ-কথা, নরকতত্ত্ব, স্বর্গফলের অনিত্যতা, ভুবন-বিস্তার প্রভৃতি প্রসঙ্গাগত বহু বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু এখনও বক্তব্যের শেষ হয় নাই; সুতরাং হৃদয় অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে। কর্কশ-বৈরাগ্যকথা বিলাসপ্রিয়-ভোগমুগ্ধ-পাঠকগণের কতদূর ভাল লাগিবে, জানি না, আমি কিন্তু বিরক্ত-হৃদয়, বৈরাগ্য-তত্ত্বানুসন্ধিৎসু-পাঠকগণের ও নিজ-তৃপ্তির উপর নির্ভর করিয়া অপেক্ষিত অবশিষ্ট বৈরাগ্য-কথা লিপিবদ্ধ করিব।

স্বর্গ হইতে নরকে ও জীবের গতাগতি আলোচনা করিলে মনে ঘন-ত্রাসের সঞ্চার হইয়া থাকে, শরীর কণ্টকিত হয়। পরন্তু মহা-মায়ার এমনই মোহময়-আকর্ষণ যে জানিয়া শুনিয়াও দীপদহনে শলভের ন্যায় অজ্ঞান-বিমূঢ়-জীব বিষয়ানলে প্রবেশ করে। সুদীর্ঘ-কাল বিষয়ভোগ করিয়াও, সংসারাস্থার উপসংহারে বা সংসার-বিভূতির স্বরূপ-বিচারে প্রবৃত্ত হয় না। যদি বিবেক-পরিব্যাপ্ত-অন্তঃকরণে ভোগনীরস-বুদ্ধি-সাহায্যে একবার বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে নিশ্চিত দুঃখের সহিত প্রশ্ন করিতে হইবে, এই সংসার-মণ্ডল জিনিষটা কি? লোক সকল মৃত্যুর জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া, প্রারব্ধাবসানে পুনরপি জন্ম-গ্রহণার্থ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে। এই বিশ্বচরাচরের যত কিছু চেষ্টিত সকলই অস্থির, ভাবরূপ-বিষয় সকল বিভবৈশ্বর্য্য-ভূমি হইলেও, তাহারা লৌহ-শলাকার ন্যায় পরস্পর বিলক্ষণ, সঙ্গ-রহিত ও শ্রেষ্ঠ আপদস্থান, কেবল মাত্র মানস-কল্পনাবলে বিষয় সকল মিলিত হয়, অতএব বর্ণিত-চতুর্দ্দশ-ভুবন-বিস্তার-সহিত এই জগৎ

একমাত্র মনঃকল্পনা-প্রসূত ও তদধীন, ইহা নিশ্চিত। বিচার-দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে উক্ত মনঃ ও অসৎরূপে প্রতিভাত হইবে। মূঢ়-বুদ্ধি-মানবগণ মিথ্যা মৃগ তৃষ্ণাজলাকৃষ্ট মুগ্ধ-মৃগের ন্যায় অসৎ মনঃকল্পনা-পরিমোহিত ও বিকৃষ্ট হইয়া বিষয়ভোগরসসরোবর-সন্তরণে প্রাণের পিপাসা মিটাইতে কেন ধাবিত হয়? পিপাসা ত মিটিবে না, বরং তাপ বাড়িবে। হায়! আমাদিগকে কি কেহ বিক্রয় করিয়াছে? নচেৎ মায়া রচিত-বিশ্বসংসার জানিয়াও আমরা বিক্রীতের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছি কেন? পরিদৃশ্যমান-প্রপঞ্চের অন্তর্গত যে কোন প্রকার বিষয়সুখলবভোগে ভাবনাবদ্ধ-হৃদয়ে ধাবিত হই না কেন, ঐ সকল ভোগ যে বৃথা ও সুভগ নহে, তাহা জানিয়াও বহুকালের সানুরাগ-দৃঢ়াভ্যাসবশে মোহপ্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে না পারিয়া আমরা নবতৃণ-পল্লবলোভী, বনান্তর্গত-গর্ত্তে পতনোন্মুখ মুগ্ধ-মৃগের ন্যায় বিষয়বনে ভোগসুখলবতৃণাঙ্কুর-বাসনায় মোহগর্ত্তে নিপতিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছি, ইহা কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত নহে? রাজ্যই প্রাপ্ত হও, আর বিষয়-ভোগরস-সরোবরে সন্তরণ বা দাও যাহা মিথ্যা, তাহা সর্ব্বকালেই মিথ্যা, স্বপ্নলব্ধ-রাজ্যের ন্যায় তাহাতে কাহারও কিছু যায় আসে না।

এই প্রকার বিচারদ্বারা দূর-ভবিষ্যৎ-পরিণামদর্শী প্রত্যেক বিবেকবান্ মানবের মরুদেশদর্শনে বিরক্ত-পথিকের অনুকরণে ভাব বিষয়-ভোগে অরতি অবলম্বন করাই সতত বিহিত। জন্ম, নাশ, বৃদ্ধি, জরা, আপদ্, সম্পদ, আবির্ভাব, তিরোভাব-বেষ্টিত তুচ্ছ-বিষয়-বিষে বাতবিতাড়িত-পার্ব্বত্য-তরুরাজির ন্যায় আমরা জর্জ্জরতা প্রাপ্ত হইতেছি; ধনরত্নাদি-ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া, অনেক সময়ে আমরা প্রাণ-পবনবশে পরাক্রম প্রকাশ করি সত্য, কিন্তু তাহা রন্ধ্রপ্রবিষ্ট-বায়ুবশে

কীচক-বেণুধ্বনির ন্যায় নিষ্ফল। তরুকোটরে অগ্নি নিহিত হইলে বৃক্ষ যেমন পরিতপ্ত হয়, সেইরূপ কিরূপে সংসার-দুঃখ উপশান্ত হয়, তাহার উপায়-চিন্তা-বহ্নি দ্বারা বিচক্ষণ মানবের পরিতপ্ত হওয়া উচিত, এবং নিজলোক-পরিজন-ভয় ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরানুগ্রহলাভের জন্য গলদবাষ্প রোদন-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। ধনাদি-সম্পন্ন সুভগ-ব্যক্তি দৈববশে দারিদ্র্য প্রাপ্ত হইলে যেমন মোহমুগ্ধ হইয়া পড়ে, সেইরূপ ভাবাভাবময়ী সংসার-চেষ্টা ও স্থিতি স্মরণ করিয়া, হৃদয়স্থ-বিবেক-সম্পন্ন মানবও মুগ্ধ হইয়া থাকেন। গুণাবলির খণ্ডনে, মনোবৃত্তির মোহনে, দুঃখজাল প্রদানে পরপ্রবঞ্চনার উদ্ভাবনে, চিন্তা-চক্রের আবর্ত্তনে, পুত্রকলত্রপূর্ণ গৃহরূপ আপদালয়ের আবির্ভাবে শ্রীসম্পদ্ একমাত্র পটীয়সী। অতএব সততবিনশ্বর-কারণ-কল্পিত-সংসারের বিবিধ-দোষ-দুর্দ্দশা পরিচিন্তন করিয়া, চরণে-নিগড়িত আলানবদ্ধ-বনগজের ন্যায় বিবেকী মহাজন মানসে কিঞ্চিৎ মাত্রও সুখতৃপ্তি অনুভব করিতে পারেন না। অজ্ঞান-লক্ষণ রজনীতে অবিচাররূপ তুষারধূমের আবির্ভাবে লোক সকল শাস্ত্রীয় জ্ঞানালোক-শূন্য হইলে, কামক্রোধাদির অধিনায়কত্বে সুচতুর-বিষয়রূপ-শতচোর চতুর্দ্দিকে প্রকৃষ্ট উদ্যোগ সহকারে বিবেক-লক্ষণ মুখ্য-রত্নাপহরণে প্রবৃত্ত হইলে, যুদ্ধে তাহাদিগের বধের জন্য বৈরাগ্যবান্ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন রণ-কর্কশ কোন্ যোদ্ধা প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে?

এই সংসারে শ্রীসম্পদ্ উদারভাবে বহুতর সৌভাগ্য-ভোগ-সুখ-প্রদান বশতঃ মূঢ়জন কর্ত্তৃক প্রিয়তমারূপে পরিকল্পিত হইলেও কদর্থ-দায়িনী শ্রী, বর্ষাজলে পারাবার-বিহারিণী জড়-তরঙ্গ-বাহিনী-তরঙ্গিণীর ন্যায় মনোরথোল্লাসবহুল মূর্খ-জড় জনকেই স্বহৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া, সাগর হইতে তরঙ্গাবির্ভাবের ন্যায়, প্রচুর-দুর্লালনাবশে স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব ও

প্রগল্‌ভতা প্রাপ্ত হইয়া বহুতর চঞ্চল-চিন্তা-দুহিতা উৎপাদন করে। পুনরপি মোহবশে পদতল অগ্নিদগ্ধ হইলে, দুর্ভগা নারী যেমন এক-স্থানে স্থির থাকিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, সেইরূপ শ্রীও একস্থানে স্থির না থাকিয়া, নিরন্তর শাস্ত্রবিহিত-আচরণ-শূন্য অনন্ত পুরুষের প্রতি ধাবিত হইতেছে। কজ্জলশোভিনী-দীপশিখা পরামৃষ্ট হইয়া যেরূপ দাহ উৎপন্ন করে, শ্রীও সেইরূপ ব্যয় বা অপহরণ-বশে ক্ষীণ হইলে, শ্রীমানের দাহ বা বিনাশ উপস্থিত করে। পুনশ্চঃ মূঢ়রাজগণ গুণবান্ ধাম্মিকের সহিত প্রায়শঃ স্নিগ্ধ-ব্যবহার না করিয়া, বিনাগুণাগুণ বিচারে পার্শ্বগত লোকের সহিত সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহা যেমন লোক প্রসিদ্ধ, লক্ষ্মীও সেইরূপ দুঃখ-সম্পাদিত হইলেও ধাম্মিকের উপভোগ্য না হইয়া, প্রায়শঃ অসজ্জনের অঙ্ক-শায়িনী হইয়া থাকেন। যে সকল কর্ম্মের ফল ধনরাজ্যলাভাদি, লোভ-হিংসানৃতাদি-দোষসর্পের বিষবেগ-বিস্তারে পটু, সেই যুদ্ধ দ্যূত, বাণিজ্যাদি কর্ম্মদ্বারা শ্রী বরাকী বিস্তার-প্রাপ্ত হয়। নির্দ্দন নর স্বীয় বা পরকীয় জনে শাতমৃদুস্পর্শযুক্ত ও দয়া দাক্ষিণ্য-স্নেহাদি-প্রদর্শনে তৎপর হইলেও, বায়ুবশে শীত যেমন দুঃসহ হয়, সেইরূপ-ধনৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া- দরিদ্রের সম্মুখে দুঃসহ ভীষণ আকার ধারণ করে। ধূলিমুষ্টি দ্বারা মণি সকল যেমন মলিনতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রাজ্ঞ, শূর, কৃতজ্ঞ, পেশল ও মৃদুস্বভাব মানবগণও শ্রীসম্পর্কে মলিনভাব ধারণ করেন। সুখ-সৌভাগ্য- ভোগের জন্য না হইলেও, দুঃখ ক্লেশ ভোগার্থ শ্রীবাঞ্ছিত হয়। শ্রীমান্ অথচ লোক-নিন্দিত নহেন, শূর অথচ বিকত্থনা-পরায়ণ নহেন প্রভু অথচ সমদৃষ্টি-সম্পন্ন এই ত্রিবিধ পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ। দুঃখরূপ-সর্পের গহন গুহা স্বরূপ, গাঢ় অজ্ঞান-রূপ গজেন্দ্রের বিন্ধ্যশৈল-মহাতটস্থানীয়, সৎকার্য্যরূপ-পদ্মের রজনী-

স্বরূপ, দুঃখরূপ-কুমুদের চন্দ্রিকা-স্বরূপ, দয়াদৃষ্টি বা পরমার্থদৃষ্টি-রূপ প্রদীপের বায়ুস্থানীয় অথবা কল্লোলশালিনী তরঙ্গিণী-স্বরূপ, ভয় বা ভ্রান্তিরূপ অভ্রের পুরো-বাতস্বরূপ, বিকল্প শস্যের উত্তমক্ষেত্র, খেদফলক ভয়-উৎপাদনে সর্পিণী-স্বরূপ, বৈরাগ্য-বল্লীর হিমস্থানীয়, কামাদিবিকাররূপ উলূকের যামিনী-স্বরূপ বিবেক-রূপ চন্দ্রের রাহুদংষ্ট্রা-স্বরূপ, সৌজন্য-পঙ্কজের কৌমুদী, ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় অচিরস্থায়ীনানারাগে মনোহর ও চঞ্চল, বিদ্যুতের ন্যায় উৎপন্নধ্বংসিনী, দুষ্কুলসম্ভূত, জড়াশ্রিত, নিজচাপল্যে চপল আরণ্য-নকুলীর লজ্জাদায়িনী, প্রতারণার আনুকূল্যে উগ্র মৃগতৃষ্ণাস্বরূপিণী, লহরী যেমন একরূপে স্থির থাকে না, সেইরূপ সর্ব্বদা চঞ্চলশীলা, দীপশিখার ন্যায় চলস্বভাব, অতর্কিত অত্যন্ত দুর্দ্দশা-দায়িনী, রাজৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির জন্য যুদ্ধোৎসুকমানব-করীন্দ্রকুলের বিনাশকারিণী সিংহীর ন্যায় দৃপ্ত, খড়্গধারার ন্যায় শীতল, তীক্ষ্ণ ও তীক্ষ্ণাশয়াশ্রিত, পরকীয় অর্থ অপহরণ দ্বারা অর্থবতী যে শ্রী মানস-সন্তাপ ও ব্যথা সকলকে নিজগর্ভে চোরবৎ পরিলীন রাখিয়াছে, তথাবিধ পুংশ্চলীতুল্য শ্রীরূপিণী অভব্য লক্ষ্মীদ্বারা অভব্য-মানবের দুঃখ-সম্পাত-সন্তাপ-সংভোগ ব্যতীত কিঞ্চিৎ মাত্রও সুখ-সম্ভাবনা দেখা যায় না। পুনশ্চ চির দরিদ্র যে পুরুষের অলক্ষ্মী দ্বারা দ্বেষ্য সপত্নীভাবে লক্ষ্মী দূরে উৎসারিত হইয়াছে, অলক্ষ্মী-উপভুক্ত সেই পুরুষকেই পুনরপি আদরের সহিত আলিঙ্গন করিয়াও দুর্জ্জনপ্রিয়া শ্রীরূপিণী লক্ষ্মী লজ্জাবোধ করে না। ইহা কি অত্যন্ত সন্তাপ, খেদ ও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? মানসমোহিনী সুতরাং সহজে চিত্তাকর্ষণে সমর্থ, পরন্তু নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর ও পতন-মরণাদি কদর্থ দুঃসাহস-সাধ্য এবং সর্পশ্রেণীর সুশীতল-শরীরাবয়বে পরিবেষ্টিত-দেহ এবম্প্রকার লক্ষ্মী জীর্ণ

কূপাদিগর্ত্তে উত্থিত সৌন্দর্য্য-সুষমাবতী সুগন্ধ-শালিনী পুষ্পলতার ন্যায় নিতান্ত নিন্দিত।

পূর্ব্ব বর্ণিত শ্রীরূপিণী লক্ষ্মীর মৃণাল-বিনিন্দিত-বাহুযুগলের পরিবেষ্টন সহিত হৃদয়ের রাগরক্ত সুদৃঢ়-আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ, কামাদি দোষ-কলুষীকৃত, ব্যাধিরোগজরাগ্রস্ত, মূর্খ-মানবের কদাচারপরায়ণ জীবন-যৌবন ও আয়ুঃ অতীব দুঃখদায়ক, ঘৃণাস্পদ ও নিন্দিত। পাদপপল্লবের কোণাগ্রভাগে লম্বিত অম্বুকণের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর আয়ুঃ কোন দিন শরীর-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া, উন্মত্ত-সদৃশ চলিয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। বিশেষতঃ বিষয়াশীবিষ-সঙ্গ-বশে যাহাদের চিত্ত পরিজর্জ্জর-ভাবাপন্ন, যাহাদের আত্মবিবেক প্রৌঢ়তা প্রাপ্ত হয় নাই, সেই সকল দীন নরের আয়ুঃ কাল অত্যন্ত আয়াস কারণ। যাঁহারা শরীরধারণের সার্থকতা সম্পাদন সহকারে অবশ্যজ্ঞাতব্য অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মদেবের পরমতত্ত্ব অবগত হইয়া, ভাবে, অভাবে, লাভে, অলাভে সমান আশ্বাসযুক্ত চিত্তসমাধান লাভ করিয়াছেন, বিতত-পদে বিশ্রান্ত সেই সকল নরবৃষভের আয়ুঃ সুখপ্রদ। পরিমিতাকার দেহাদিতে পরিনিষ্ঠিত-আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন মানবেরা সংসারাভ্রগর্ভে ক্ষণ-বিকশিত-তড়িৎ-পুঞ্জের ন্যায় চঞ্চল আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া, কিরূপে সুখিত হইতে পারে? বায়ুর বেষ্টন, আকাশের খণ্ডন এবং তরঙ্গমালার গ্রথনে বরং আস্থাস্থাপন সম্ভবপর; পরন্তু আয়ুতে কিঞ্চিৎমাত্রও বিশ্বাস করা উপযুক্ত নহে। পক্ষান্তরে শরৎকালীন অল্প অভ্রের ন্যায়, তৈলহীন দীপকের ন্যায়, কল্লোললোল আয়ুঃ গতপ্রায় মনে করাই উচিত। সাগরের তরঙ্গ, জলাশয়ের প্রতিবিম্ব-চন্দ্র, মেঘমালান্তর্গত সৌদামিনীসমূহ এবং আকাশসরোবরে বিকসিত শ্বেতশতদল সংগ্রহে একদিন আস্থাবদ্ধ হওয়া অসঙ্গত নহে, পরন্তু অস্থির

আয়ুতে বিশ্বাস করা অতীব অনুচিত। তৃষ্ণার আত্যান্তক-উপরমরূপ মানস-বিশ্রান্তির অভাবে অবিশ্রান্ত-মনে বিমূঢ়-মানব সকল অশ্বতরীর দুঃখপ্রদ গর্ভবাসনার ন্যায় সুখ-শান্তি-শূন্য বিস্তীর্ণ আয়ুঃ দুঃখভোগের জন্যই ইচ্ছা করিয়া থাকে। এই সংসার ভ্রমণে প্রসিদ্ধ কায়বল্লী বিধাতৃ-রচিত সর্গসাগরের জলবিকারভূত ফেণ স্থানীয়। অতএব এতাদৃশ ক্ষণ-বিনশ্বর শরীরে জীবন-ধারণ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির রুচিকর নহে। প্রাপ্য পরম পুরুষার্থ যাহাদ্বারা সম্প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং যে জীবনে শোক-মোহ-নির্ম্মুক্ত হইয়া, জীবন্মুক্তি-লক্ষণ, আতিশয্যশূন্য পরম-সুখলাভ করিতে পারা যায়, শাস্ত্রকারগণ তাহাকেই প্রকৃত জীবিতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তরু সকল ও মৃগপক্ষিগণ জীবন ধারণ করে সত্য, কিন্তু শ্রবণ মননের ফলস্বরূপ-তত্ত্ববোধ উৎপন্ন হওয়ায়, বাসনাক্ষয় দ্বারা যাঁহাদিগের মনঃ সংকল্প বিকল্পরহিত ও মৃতপ্রায় হইয়াছে, তাঁহাদিগেরই জীবিত সার্থক। তথাবিধ মহাত্মগণেরই জন্ম ও জীবন সাধু, যাঁহারা শরীরত্যাগের পরে ইহসংসারে পুনরায় শরীর-ধারণ করেন না। অবশিষ্ট জন্তুগণ চিরজীবন লাভ করিলেও বৃদ্ধ-গর্দ্দভের ন্যায় দুঃখময় অপ্রশস্ত জীবনভারমাত্র বহন করে। পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ অবিবেকীর ব্যর্থ-শ্রমহেতু-শাস্ত্র ভারস্বরূপ, বিষয়ানুরাগীর জ্ঞান ভারভূত, অশান্তহৃদয়-মানবের মনঃ ভারস্বরূপ, এবং আত্মজ্ঞান-বিহীন নরের শরীর ভার-জনক। ভারধর-ব্যক্তির ন্যায়, দুর্ব্বুদ্ধি-মানবের রূপ, আয়ুঃ, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, তথা চেষ্টিত, এ সকলই দুঃখের কারণ ভারস্বরূপ হইয়া থাকে। কামনা সকলের অপূর্ত্তি-নিবন্ধন অবিশ্রান্ত-মানসে বিচার-বিকল প্রাণিগণ পরম আপদের আস্পদ, রোগশোকবিহঙ্গমগণের বিহারক্রীড়া-নিকেতন; সুতরাং দৃঢ়-আয়াস-সাধন আয়ুঃ অতিকষ্টে যাপন করে। মূষিককুল যেমন প্রত্যহ খেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীর্ণ-গর্ত্ত

অবিরতভাবে ক্রমশঃ খনন করে, সেইরূপ কালও প্রতিনিয়ত জীব-নিবহের আয়ুঃ হরণ করিতেছে। বিলবাসী ব্যালবৃন্দ বদন-ব্যাদান করিয়া যেরূপ বন-পবন পান করে, সেইরূপ কায়-কুহরে বিশ্রান্ত, বিষদাহ-প্রদানে পটু, রৌদ্র-রোগরূপ-সর্পসমূহ আয়ুঃ-প্রাণানিল নিরন্তর পান করিতেছে। পূযরক্তাদিরূপে বা রজোরূপে অনবরত ক্ষরণশীল, কোটরান্তরবাসী, তুচ্ছ ক্রূর-কাষ্ঠ-কীটক স্থানীয় শরীরস্থ-দংশ-কীট দ্বারা জরদ্‌বৃক্ষরূপ কায়তরু নিঃশেষে ছিন্নমান হইতেছে। প্রচুর-অভিলাষের সহিত মার্জ্জারগণ সতত মূষিককুলকে গ্রাস করিবার জন্য যেরূপ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে অবলোকন করে, সেইরূপ প্রাণিগণকে শীঘ্র গ্রাস করিবার জন্য নিশ্চিত মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছে। গন্ধাদিগুণ গর্ভিণী অন্তঃসার-শূন্য-বেশ্যার দ্বারা ক্রমশঃ ক্ষীণবল-পুরুষ যেমন জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অথবা বহুভোজনকারীর ভুক্ত অন্নাদি যেরূপ শীঘ্র জীর্ণ হয়, সেইরূপ অশক্তি-দায়িনী জরা কর্ত্তৃক জীবগণ জীর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে। সুজন যেমন কতিপয় দিবস মধ্যে দুর্জ্জনের চরিত্র অবগত হইয়া, অনাদর সহকারে তাহাকে ত্যাগ করে, যৌবনও সেইরূপ পুরুষার্থোপযোজনরহিত প্রাণীকে অবিলম্বে ত্যাগ করে। বিটশ্রেষ্ঠের রূপ যেমন প্রার্থনীয়, জরামরণ সহচর, বিনাশসুহৃদযুক্ত কৃতান্তও সেইরূপ মানবের আয়ুর্হরণে সর্ব্বদা অভিলাষী। জীবন্মুক্তজনে প্রসিদ্ধ সুখভাসিতা ও স্থিরতা দ্বারা বর্জ্জিত, অতি তুচ্ছ, সদ্‌গুণরহিত, মরণভাজন আয়ুর ন্যায় নিকৃষ্ট-বস্তু ইহজগতে আর কি আছে?

যেমন নিন্দিত জীবিত, যৌবন ও আয়ুঃ দুঃখের হেতু, সেইরূপ যাবতীয় দোষের মূল অহঙ্কার অনর্থপ্রদ। অজ্ঞান হইতে অহঙ্কারের অভ্যুত্থান ও পরিবর্দ্ধন উভয়ই ব্যর্থ। মিথ্যাময় দুর্জ্জন অহঙ্কার-শত্রু হইতে বিবেকী ব্যক্তির সর্ব্বদা ভীত হওয়া উচিত। সাধ্যসাধন ফল ও

প্রবৃত্তিভেদে বিবিধাকার-সংসারমণ্ডলে অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত জন্ম-মরণ-নরকাদি অনন্তদুঃখপরম্পরা অনুভব করিয়াও, যাহারা সংসারজাত-বিষয়সুখশতলোভে আয়াস-সহস্র-অঙ্গীকারে কুণ্ঠিত হয় না, সেই সকল দীনাতিদীন বিষয়লম্পট মানবের রাগদ্বেষদুর্ব্বাসনাদোষলক্ষণ-কোশগৃহে কোষকার কীটের ন্যায় বদ্ধভাবে অবস্থিতি ও কুৎসিতধনভাবপ্রাপ্তির সহিত অনর্থ-ব্রাতমধ্যে নিমজ্জন প্রভৃতি যত কিছু গর্ভবাস-জন্মজরাদি সংসারদুঃখের মূল কারণ একমাত্র অহঙ্কার। অহঙ্কার হইতে আপৎ, বিপৎ, দুঃখ-সন্তাপদায়িনী মানসী-ব্যথা, বিষয়রাগ ও দুশ্চেষ্টা-রোগের উৎপত্তি, অতএব অহঙ্কারকে অমিত্ররূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। তাদৃশ চিরবৈরী অহঙ্কারের আশ্রয়ে মদ্য, মাংস, পান, ভোজন, বেশ্যা-বিলাস-লীলায় মানবগণ কিরূপে চিত্তসন্তোষ বা শান্তি লাভ করিতে পারে? কাননে কিরাতগণ মৃগবন্ধন উদ্দেশে যেমন বাগুরা বিস্তীর্ণ করিয়া রাখে, সেইরূপ অহঙ্কারকিরাত অজ্ঞানমুগ্ধ-নরমৃগগণকে আবদ্ধ করিবার জন্য মনোমোহিনী-মায়া-জাল বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে। পর্ব্বতগাত্র হইতে যেমন খদিরাদি নানা বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বিশাল বিষম ও দীর্ঘ যে কোনরূপ দুঃখ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। শমসুধাকরের বিকটাস্য রাহু, সদ্‌গুণপদ্মের হিমাশনি, সর্ব্বভূতে দয়াবর্ষণ-প্রসক্ত-সমদর্শিতারূপ সাম্য-মেঘের শরৎকালস্বরূপ অহঙ্কার ত্যাগে সুখশান্তি লাভ করিতে পারা যায়। আমি দাশরথি রাম বা অজাতশত্রু সাজিতে বাঞ্ছা করি না, অথবা স্রক্ চন্দন বধূ বস্ত্র প্রভৃতি ভাববিষয়ে আমার মনঃ আসক্ত নহে। অতএব সর্ব্ববিষয়বাসনা ত্যাগসহকারে স্বাত্মসন্তুষ্টভাবে জিনের ন্যায় উপবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করি, এইরূপ স্থির করিয়া, যাঁহারা প্রশান্ত-হৃদয়ে অবস্থিত হন, তাঁহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ-ভাজন। অহঙ্কারবশে যাহা কিছু ভোজন বা হবন করা যায়, সে

সমস্তই মিথ্যা, এবং নিরহঙ্কারিতাই বস্তু সত্য। অহঙ্কার ত্যাগ করিলে দেহাভিমান ও মমতাদি স্বয়ং উপশান্ত হয়। অহঙ্কার-সদ্ভাবে মানবকে আপৎকালে বহু দুঃখভোগ করিতে হয়, এবং অহঙ্কারের অভাবে মানব সুখী হইতে পারে। অতএব অনহঙ্কারিতাই শ্রেষ্ঠ। দেহেন্দ্রিয়াশ্রিত-ভোগ যেহেতু ক্ষণভঙ্গুর, অতএব অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরুদ্বেগে শান্তমনে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক। বিবেকজ্যোতির আবরক অহঙ্কার-বারিদ যাবৎ পর্য্যন্ত নিজ-অবয়ব বিস্তীর্ণ করে, তাবৎ তৃষ্ণাকুটজমঞ্জরী বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। অহঙ্কারমেঘ উপশান্ত হইলে তৃষ্ণারূপ নব তড়িৎলতা, প্রত্যাবৃত্ত-শান্ত-দীপশিখার ন্যায় অতি সত্বর কোথায় চলিয়া যায়। অহঙ্কার-বিন্ধ্যমহারণ্যে মনোরূপ মত্ত-মহাগজ প্রতিযোদ্ধা গজের সহিত বারিদগর্জ্জনের ন্যায় যুদ্ধোৎসাহব্যঞ্জক আস্ফোট ধ্বনি করিয়া, নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। এই দেহকাননে নিবিড়-অহঙ্কার-কেশরী গর্ব্বভরে উল্লসিত হইতেছে। অহঙ্কারোল্লাসেই জগৎ বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছে। বহুজন্মপরম্পরারূপ মুক্তাসকল তৃষ্ণাতন্তুগ্রথিত করিয়া, রূপসৌন্দর্য্যপ্রিয় বিটচূড়ামণি-অহঙ্কার কণ্ঠে হারাকারে ধারণ করিয়াছে। মারণ, মোহন, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক ক্রিয়ার পুত্রকলত্রাদিরূপ মন্ত্রবর্জ্জিত-সাধন একমাত্র অহঙ্কার হইতে ইহসংসারে প্রসারিত হইয়াছে। যদি কোনরূপে অহঙ্কার-বৈরী মূলোচ্ছেদের সহিত প্রমার্জ্জিত করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তবেই দুঃখশোক ও অশান্তিপ্রদ মানসব্যথা সকল প্রমার্জ্জিত হইতে পারে। অহঙ্কার-অম্বুদ উপশান্ত হইলে, শমশাতনী মানসাকাশরূঢ় সংমোহ-ভ্রান্তিনীহার-পটলী ক্রমশঃ অপগত হয়। মৌর্খ্য-প্রযুক্ত শোক-পরিভূত না হইয়া, অহঙ্কার হইতে প্রবলতর-শত্রু আর নাই জানিয়া, সর্ব্বথা নিরহঙ্কার-বৃত্তির অনুশীলনে যত্ন-পরায়ণ হওয়া উচিত। সর্ব্বাপদের আশ্রয়,

অনিত্য, শান্তিমৈত্র্যাদি উত্তমগুণবর্জ্জিত, স্বহৃদয়স্থ, পরিতঃ অতীব দুঃখদায়ক অহঙ্কৃতি-সংস্রব পরিহারপূর্ব্বক যত্নের সহিত বিবেকজ্ঞান উপার্জ্জনে তৎপর হইয়া, মহানুভাব গুরুর আশ্রয়ে মোক্ষতত্ত্বানুসন্ধানে অগ্রসর হওয়াই বিচক্ষণোচিত কার্য্য।

এক্ষণে উপপত্তি ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক চিত্তদোষ ও মনোদোষ বিবৃত করিব। মহতের সেবাই বিমুক্তির দ্বারস্বরূপ, অতএব কামাদি-দোষ-কলুষিত, বায়ুপ্রবাহ-মধ্যে পতিত বর্হাগ্রভাগের ন্যায় চঞ্চল, সুতরাং পুরুষার্থ-সাধনে অপটু চিত্ত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও আর্য্যসেবন ভিন্ন স্থিরভাব প্রাপ্ত হয় না। গ্রামে কৌলেয়কগণ যেমন দীনভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, সেইরূপ চঞ্চল চিত্ত ব্যগ্রভাবে দূর হইতে দূরতর দেশে ব্যর্থ অভিধাবন করে, কিন্তু কোন স্থানে কিছুই প্রাপ্ত হয় না। যদি বা ভাগ্যবশে মহাধন প্রাপ্ত হয়, তথাপি বংশ বা বেত্রাদি-রচিত পাত্রবিশেষ বহুজল প্রাপ্ত হইলেও যেমন অন্তরে পরিপূর্ণ হয় না, সেইরূপ চিত্তও অপূর্ণ থাকিয়া যায়। যূথভ্রষ্ট মৃগের ন্যায় কুৎসিত আশাজালে পতিত শূন্য মনঃ কিছুতে স্বস্থ হইতে পারে না। তরঙ্গ-তরলবৃত্তিসম্পন্ন মনঃ আলূনতা ও শীর্ণতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখনও হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্যও স্থিতিলাভ করে না। মন্দর-পর্ব্বতের আহননে উৎকম্পিত-ক্ষীরার্ণব-জলসকলের ন্যায় বিষয়-বিক্ষুব্ধ মন দশ-দিকে ধাবিত হয়। কল্লোল-স্থানীয় ভোগলাভ উৎসাহ দ্বারা রচিতাবর্ত্ত, মায়ামকরমালিত, মনোময়-মহার্ণবের নিরোধে যিনি সমর্থ, তিনিই ভাগ্যবান্। ভোগ-দূর্ব্বাঙ্কুর-প্রত্যাশী মানস-হরিণ গর্ত্তপাত-চিন্তা না করিয়াই, দূরে দূরে পরিধাবিত হয়। অর্ণব যেমন চঞ্চলত্ব পরিহার করে না, চিত্তও সেইরূপ কখনও নিজ আকুল-বৃত্তি সকল ত্যাগ করে না। পশুরাজ পঞ্জরে আবদ্ধ হইলে যেমন এক স্থানে স্থির থাকে

না, সেইরূপ নানা বিষয়চিন্তাবশতঃ অতি চপল মনও ধৈর্য্য অবলম্বনে অসমর্থ। হংসগণ যেমন জল ত্যাগ করিয়া ক্ষীর হরণ করে, সেইরূপ মোহরথারূঢ় মনঃ উদ্বেগ রহিত হইয়া, শরীর হইতে জীবন্মুক্তান্ত-ভবসিদ্ধ সমতা-সুখ অপহরণ করিতেছে। অনন্ত কল্পনা-রচিততল্পে সুপ্তপ্রায় বিলীন-চিত্তবৃত্তি-সকল প্রবোধক-শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশ ভিন্ন কেবল স্ববুদ্ধিকৃত-বিচার-সাহায্যে প্রবুদ্ধ হয় না, অতএব অপ্রবুদ্ধ-মানবের আকুল-হৃদয়ে পরিতপ্ত হওয়া উচিত। বিহগগণ যেমন জালক কর্তৃক বদ্ধ হয়, সেইরূপ অন্তর্নিবেশিত-কাম-ক্রোধ ও দুর্ব্বাসনাগ্রন্থিযুক্ত, তৃষ্ণাসূত্র-নির্ম্মিত-জালমধ্যে কুচিন্ত-ব্যাধ কর্তৃক মানব-বিহগগণ বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বহ্নি যেমন অবলীলাক্রমে শুষ্ক তৃণ দগ্ধ করে, সেইরূপ ক্রোধধূমযুক্ত, চিন্তাজ্বালামালাকুল-চিত্তাগ্নি দ্বারা মানবগণ দগ্ধ হইতেছে। জড়তাপ্রাপ্ত দেহ যেমন সারমেয়গণ-কর্তৃক ভক্ত হয়, সেইরূপ তৃষ্ণা-ভার্য্যার অনুগামী ক্রূর-চিত্তকুকুর-কর্তৃক অজ্ঞতা-প্রাপ্ত জীব-নিবহ সর্ব্বদা পরিভুক্ত হইতেছে। তরঙ্গ-তরল, আস্ফালনকারী জড়-জলৌঘ দ্বারা যেমন তটবৃক্ষ নিপাতিত হয়, সেইরূপ তৃষ্ণাজল-পূর্ণ চিত্তনদীর প্রবাহ-বেগে মানবগণ ক্রমশঃ নিপাতের পথে অগ্রসর হইতেছে। অথবা প্রচণ্ড-অনিলবেগে তৃণ সকল যেমন দূরশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রমণে বাধ্য হয়, সেইরূপ মানবগণ স্বর্গারোহে অবান্তর নিপাতের জন্য, কিম্বা সুখলবলেশ-শূন্য কীট-পতঙ্গাদি-শরীরে নিরন্তর ভ্রমণের জন্য, চণ্ড-চিন্তানিল-বেগে দূরে নীত হইতেছে। এই সংসার-জলধির পরপারে নিত্যই মানবগণ উত্তরণোন্মুখ হইলেও, সেতুদ্বারা যেমন পয়ঃপূর প্রতিরুদ্ধ হয়, সেইরূপ কুচিন্ত-সেতুদ্বারা মানব-জলতরঙ্গ-বেগ প্রতিনিয়ত বাধিত হইতেছে। কখনও পাতাল হইতে পৃথ্বীতলে আগমন, কখন বা পৃথ্বী হইতে পাতালতলে গমনকারিণী কুৎসিত রজ্জু-

দ্বারা বেষ্টিত-কূপকাষ্ঠের ন্যায় মানবগণ কুচিত্ত-রজ্জুদ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। বালকগণের ভয়-উৎপাদনের জন্য ধাত্রী-কল্পিত বেতাল প্রথমতঃ স্ফীতভাব প্রাপ্ত হইয়া, বাল্যবিগমে বিচারবশে যেমন অসত্ত্ব-রূপে পরিণত হয়, সেইরূপ বোধোদয়ে বিনাশশীল হইলেও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানবিনিবৃত্তি না হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মূঢ়বুদ্ধি-বিজৃম্ভিত দুর্জ্জয়, মিথ্যাময়-মনোবেতালকের কুচিত্ত-পিশাচের জীবগ্রাহ-আক্রমণ হইতে নিস্তার নাই। বহ্নি হইতে উষ্ণতর, শৈল হইতে অতিক্রমণ-বিষয়ে কষ্টতর, হীরক অথবা অশনি হইতে দৃঢ়, কঠোর ও নিষ্ঠুর মনোগ্রাহ সর্ব্বথা দুর্নিগ্রাহ্য। বিহগ সকল যেমন আমিষ দেখিবামাত্র আমিষস্থানে পতিত হয়, সেইরূপ চেতো-বিহগ স্বীয় অভিমত কার্য্যে নিপতিত হইয়া, পুনশ্চ পরক্ষণে বালক যেমন ক্রীড়নকবশে চিরাভ্যস্ত অধ্যয়ন হইতে বিরত হয়, সেইরূপ নিবৃত্তিভজনা করে। জড়স্বভাব, সর্ব্বদা চঞ্চল, বিতত-আবর্ত্ত ও বৃত্তিবিশিষ্ট, অহিত-কামাদি-ষড়্রিপু-সর্প-সমাকুল মনঃ-সমুদ্র দেখিতে নিকটস্থ হইলেও, দূর হইতে দূরতর দেশে আকর্ষণ করিয়া থাকে। সমুদ্রের পান, সুমেরু-পর্ব্বতের উন্মূলন এবং বহ্নির ভোজন বরং একদিন সম্ভবপর, পরন্তু ঐ সকল অসাধ্য-সাধন হইতেও চিত্তনিগ্রহ অতি বিষম। সংসারে যাবতীয় অর্থের কারণ চিত্ত, চিত্তের সত্তাতেই দৃশ্যমান জগত্রয়ের অস্তিত্ব, চিত্ত বিলীন বা ক্ষীণবৃত্তি হইলে, জগত্রয় ও ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হয়, অতএব চিত্তরোগ-নিবৃত্তির জন্য প্রযত্ন সহকারে চিকিৎসা অত্যন্ত আবশ্যক। পর্ব্বত-গাত্রে যেমন কানন সকল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ চিত্ত হইতেই মানব-গণের শত শত সুখ দুঃখ আবির্ভূত হইয়া থাকে। চিত্ত যদি বিবেক-বশতঃ অণুতা প্রাপ্ত হয়, তবে নিশ্চিত প্রাণিগণের শতশত সুখ দুঃখ নিপুণভাবে বিগলিত হইবে। চিত্তজয় সাধিত হইলে, শান্তি মৈত্র্যাদি

গুণ-জয়, অথবা সত্ত্বাদি গুণান্বিত-অবিদ্যানাশ, কিম্বা নিরতিশয়-আনন্দ-প্রাপ্তি সম্ভাবিত হইতে পারে। অতএব চন্দ্র যেমন মলিন-বিলাস-শালিনী জড়-মেঘলেখার অভিনন্দন করেন না, সেইরূপ সুবিরূঢ়মূল চিত্ত-অরি-বিজয়ে অভ্যুত্থিত মুমুক্ষু-সাধক বিষয়-বৈরাগ্য-দশতঃ অন্তরে লক্ষ্মীর অভিনন্দন করিবেন না।

সর্ব্ববিধ পাপের জননী, দৈন্য, কার্পণ্য ও মৃত্যুদায়িনী, কৃৎস্ন জগন্মণ্ডলে নানাবেশে নিরন্তর ভ্রমণের একমাত্র কারণ তৃষ্ণার উপদ্রব-গুলি আমি এক্ষণে তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকগণের গোচরে আনিতে চেষ্টা করিব। হৃদয়স্থ পরম-প্রেমাস্পদ আত্মতত্ত্ব ও বিবেকাদির তিরোধান বশতঃ অন্ধকার-শর্ব্বরী-সমাগমে উলূক শ্রেণীর আবির্ভাবের ন্যায় তৃষ্ণান্ধকারাচ্ছন্ন চেতন-জীবাকাশে রাগাদিদোষ-লক্ষণ-কৌশিক-পংক্তি স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়। আদিত্য-দীপ্তি যেমন পঙ্ক শুষ্ক করিয়া থাকে, সেইরূপ অন্তর্দ্দাহদায়িনী দুরন্ত-চিন্তা-জ্বালাবশে স্নেহ, দয়া, দাক্ষিণ্য ও বিনয়াদিরূপ রস-মার্দ্দব অপহৃত হওয়ায়, মানবগণ শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন তিমিরাকুল-আকাশে পিশাচিকার নৃত্যদর্শনে বাধ্য হয়, সেইরূপ ভ্রান্তি-তিমিরাচ্ছন্ন, নির্জ্জন চিত্ত-মহারণ্যে অথবা মানসাকাশে মানবগণও আশা-পিশাচির তাণ্ডব দর্শন করে। নিশারচিত-নীহার-জলকণা-যোগে ধস্তূরবনসমীপস্থ চণকমঞ্জরী যেরূপ বর্দ্ধিত হয়, আর্ত্তিবিলাপবাক্যবিরচিত অশ্রুনীহার-জলকণাযোগে ও কাঞ্চনাদি সামীপ্যদর্শনে মনোভিলাষাতিশয্যবশে পাণ্ডুতা-প্রাপ্ত হওয়ায়, উজ্জ্বল শোভাশালিনী চিন্তালক্ষণ-চণকশস্যমঞ্জরী অর্থাৎ তৃষ্ণাও সেইরূপ মানস-ক্ষেত্রে নিশ্চিত বিকাশপ্রাপ্ত হয়। সমুদ্রে উৎপন্ন, বিষমোল্লাস-সম্পন্ন চঞ্চল-তরঙ্গসকল যেরূপ অন্তর্ভ্রমণের কারণ, সেইরূপ তরলিতাশয়া, চিত্ত-ক্ষোভ জননী তৃষ্ণা ও দীন-মানবগণের কষ্টবহুল ব্যর্থ ধনার্জ্জনোৎ-

সাহ উৎপাদন করে। পর্ব্বতগাত্রের অন্তরালে উদ্দাম-কল্লোলরব-মুখরিত-তরঙ্গিণী যেরূপ প্রবাহিত হয়, সেইরূপ উচ্ছ্রিত-আধিক্ষেপ, অনৃতভাষণ, ছলনা ও অপহরণাদি প্রবৃত্তি-কল্লোলরবশালিনী, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্লবমান, অতএব তরঙ্গতরলাকার-তৃষ্ণা-তরঙ্গিণী মানবগণের শরীর-পর্ব্বতের অভ্যন্তরে নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। যদি কোনরূপে উক্ত নদীর চাপল্যবেগরোধে যত্নবান হয়, তবে তৎ-ক্ষণাৎ রজোমলিন-বাত্যাবেগে জীর্ণ তৃণের ন্যায় ধর্ম্মমেঘাখ্য-সমাধিরস পানে উদ্যুক্ত চিত্তচাতক পাপপ্রবৃত্তি-কলুষিত-তৃষ্ণাতরঙ্গিণীর প্রবল-বেগে কোন্ অজ্ঞাত দেশে নীত হয়। মূষিকা যেমন বীণার চর্ম্মগুণ কৃন্তন করে, সেইরূপ তৃষ্ণা-মূষিকা মানবগণের যে কোন বিবেক-বৈরাগ্যাদিগুণসম্পাদ-বিষয়ে অতীব উৎসাহতন্তু অচিরাৎ ছেদন করে। আবর্ত্তজলে জীর্ণ পত্রের ন্যায়, বায়ুপ্রবাহে তৃণের ন্যায়, এবং আকাশে শরৎ-কালীন মেঘের ন্যায় মানবগণ চিন্তা-চক্রে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে। জালে পতিত পক্ষিগণ যেমন বিমুগ্ধ হয়, সেইরূপ পরম-প্রেমাস্পদ আত্মস্বরূপ-আলয়-অভিমুখে গমনে অসমর্থ মূঢ়বুদ্ধি মানবগণও চিন্তা-জালে জড়িত ও বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। তৃষ্ণারূপিণী বহ্নিজ্বালা-দগ্ধ মানব-গণের গাত্রদাহ বোধ করি সুধা-সমুদ্রে অবগাহন করিলেও উপশান্ত হইবার নহে। তুরঙ্গমী যেমন সুরস খাদ্য-লোভে দূরে দূরে ধাবিত হয়, সেইরূপ তৃষ্ণোন্মত্ত মানবগণ বহু বিষয়ের পুনঃ পুনঃ সংযোগ ও বিয়োগবশে দিগ্ দিগন্তে অবিরত পরিভ্রমণ করে। ঊর্দ্ধাধোগামিনী ঘটীযন্ত্রের উপরিতন রজ্জুর ন্যায় জড়সংসর্গবিশিষ্ট ভোক্তৃভোগ্যরূপ-গ্রন্থিমতী, স্বর্গে বা নরকে বারংবার গমনে ও আগমনে বাধ্য হওয়ায় ক্ষোভদায়িনী-তৃষ্ণা-সংসর্গে মানবগণ নিরন্তর ব্যথিত হইতেছে। নাসিকা প্রদেশে গ্রথিত রজ্জুর আকর্ষণে বলীবর্দ্দ যেমন ভারবহনে

বাধ্য হয়, সেইরূপ মানবগণও মনোমধ্যে প্রোত সর্ব্বজন-দুশ্ছেদ্য তৃষ্ণারজ্জুর আকর্ষণ-বিকর্ষণে ঐহিক আমুষ্মিক সাধন-সহস্র-ভার-বহনে বাধ্য রহিয়াছে। বিহগগণের বন্ধনার্থ কিরাতী যেমন জাল রচনা করে, সেইরূপ নিত্যাকর্ষণ-স্বভাব-সম্পন্না তৃষ্ণা লোক মধ্যে পুত্রমিত্র-কলত্রাদি জাল রচনা করে। অন্ধকারময়ী রজনী যেমন ধৈর্য্যবান্ প্রাজ্ঞের ভীতি, চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তির অন্ধতা ও আনন্দিতের খেদ উৎপাদন করে, সেইরূপ তৃষ্ণা ও প্রাজ্ঞের ধৈর্য্য, সেক্ষণের বিবেকচক্ষুঃ ও আনন্দিতের আনন্দ অপহরণ করিয়া ক্রমশঃ মানবগণের ভীতি, অন্ধতা ও খেদ উৎপাদন করিয়া থাকে। কুণ্ডলীযুক্ত, কোমল-স্পর্শবিশিষ্ট বিষবৈষম্যশংসিনী কৃষ্ণা-ভোগিনীর ন্যায় অল্পমাত্র স্পৃষ্ট হইলেই কৌটিল্যসহস্রবতী, কোমলসুখলবোম্মুখ. বিষয়লাভ যুক্ত, বিষসদৃশ বৈরবধবন্ধন-বৈষম্যদায়িনী তৃষ্ণা-কৃষ্ণা-ভোগিনী মানব সকলকে তীব্র বিষদংশনে মূর্চ্ছিত করে। মায়া, বঞ্চনা ও রোগবিধায়িনী কৃষ্ণা-রাক্ষসীর ন্যায় হৃদয়-ভেদিনী দৈন্তবতীতৃষ্ণা-কৃষ্ণা-রাক্ষসী পুরুষগণের অত্যন্ত দৌর্ভাগ্যদায়িনী হইয়া থাকে। আলস্যবশতঃ যদি জীর্ণ-স্ফুটিত-অলাবুকোশযুক্ত বীণার জীর্ণ-কোশের পরিবর্ত্তে নব-অলাবুপাত্র সম্পাদন করা না হয়, তবে উক্ত বিচ্ছিন্ন তন্ত্রী দ্বারা সীবন-গ্রন্থিবেষ্টিত অলাবুকোশ-ধারিণী জীর্ণা বীণা মঙ্গল-বিনির্ম্মুক্ত হওয়ায় যেমন মাঙ্গলিক উৎসবে আনন্দের কারণ হয় না, সেইরূপ অত্যন্ত শ্রমাদিবশে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সহিত দেহেন্দ্রিয়ের নিমীলন অর্থাৎ নিঃসহতা-তন্ত্রী ও দেহশিরাতন্ত্রীসমূহ-পরিবেষ্টিত-শরীরকোশধারিণী তৃষ্ণা-জর্জ্জর-বল্লকী কিরূপে বিবেক-নিপুণ মানবগণের তৃষ্ণাক্ষয়লভ্য নিরতিশয় আনন্দোৎসবের কারণ হইতে পারে? পর্ব্বতগহ্বরাভ্যন্তরে উৎপন্ন দীর্ঘপ্রতান-শালিনী বহু নির্য্যাসযুক্ত লতা যেরূপ সূর্য্যরশ্মি সম্পর্কের অভাব বশতঃ

নিত্যই পরিম্লান-অবয়বে তিক্তোন্মাদহেতু ফলপ্রসব করে, সেইরূপ জ্ঞানালোক-অভাবে নিত্যই অতিমলিন, দুরারোহিণী, ঘনস্নেহসম্পন্ন, পরিণাম-দুঃখজনক-উন্মাদদায়িনী, শরীর-পর্ব্বত-গহ্বরে উৎপন্ন তৃষ্ণা-বল্লরী মানবগণের অতীব দুঃখের কারণ।

ফলপুষ্প শূন্য, বৃথা উন্নতিশালিনী, ক্ষীণ শুষ্ক কণ্টকপ্রায় মঞ্জরী যেমন আনন্দ উৎপাদন করে না, সেইরূপ তৃষ্ণা-মঞ্জরী ও মানবগণের অনানন্দ ও অমঙ্গলের কারণ। জীর্ণা কামিনী অর্থাৎ বৃদ্ধা বেশ্যা চিত্তের অবশ্যতা বশতঃ যে কোন পুরুষের প্রতি ধাবিত হউক না কেন, পরন্তু সে যেমন কোন ফল বা ভোগ প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ তৃষ্ণা সর্ব্ববিষয়ে অনুধাবন করিলেও কোথায়ও কোনরূপ ফলপ্রাপ্ত না হইয়া দুঃখ উৎপাদন করে। হাস্য, করুণ, বীভৎসাদি নানারস সমাকুল রঙ্গমঞ্চে জরঠ-নর্ত্তকীর ন্যায় সমগ্র সংসারমহামণ্ডলে শোকমোহাদি নানারস-সমন্বিত ভুবনাভোগরঙ্গালয়ে বৃদ্ধ-নর্ত্তকীর বেশে তৃষ্ণা জরঠ-নর্ত্তকী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দীর্ঘ-সংসার-জঙ্গলে জরা-কুসুমিত, পাত এবং উৎপাত-ফলযুক্ত তৃষ্ণালতা অনর্থকরী বিষলতার ন্যায় বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। যাহা সিদ্ধ হইবার নহে, অথবা যেখানে গমন অসম্ভব এরূপ স্থলেও জীর্ণ নর্ত্তকীর ন্যায় তাণ্ডবিত-গতি ধারণ করিয়া তৃষ্ণা-নর্ত্তকী আনন্দরহিত নৃত্য করে। বর্ষা-নীহার প্রাপ্ত হইয়া নৃত্যশালিনী ময়ূরী শরৎ-সমাগমে নৃত্যবিমুখ হইয়া যেমন দুর্গম প্রদেশে নীড় স্থাপন করে, সেইরূপ নীহার-স্থানীয় মোহাবরণে নর্ত্তনপরায়ণ চিন্তা চপল-বহিণী বিবেক-প্রকাশ-লক্ষণ শরৎকালে নৃত্য-প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দুর্লঙ্ঘ্য প্রদেশে পদন্যাস করে। বর্ষা-ভিন্নকালে শূন্যগর্ভ, বর্ষাজল-সমাগমে জড়কল্লোলবহুল এবং মধ্যে মধ্যে শুষ্কপ্রায় প্রাবৃট-তরঙ্গিণীর ন্যায় তৃষ্ণা-তরঙ্গিণী ক্ষণকালমাত্র উল্লাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পক্ষিণী

যেরূপ নষ্ট বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া বৃক্ষান্তরে উপবিষ্ট হয়, তৃষ্ণাও সেইরূপ পুরুষান্তরের প্রতি লোলভাবে ধাবিত হয়। চপল-মর্কটীর ন্যায় তৃষ্ণা বহুক্ষণ একত্র স্থির থাকে না, পুনশ্চ দুর্লঙ্ঘ্য প্রদেশে পাদন্যাস করে, এবং পরিতৃপ্ত হইয়াও ফললাভে চেষ্টা করে। প্রাণিকর্ম্মানুসারিণী দৈবী-চেষ্টার ন্যায় তৃষ্ণা শুভ বা উচিত কার্য্য আরম্ভ করিয়া, তাহার পরিসমাপ্তি না হইতেই পুনরপি অশুভ বা অনুচিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে তৃষ্ণা অবিরত অসমঞ্জস প্রক্রমবিরুদ্ধ নানা কার্য্যের অনুসরণ করে, কিছুতেই উপরত হয় না, এবং নিরন্তর শুভাশুভ ফলের জন্য যত্ন করে। ষট্পদীর ন্যায় তৃষ্ণা-ভ্রমরী কথনও হৃৎপদ্মে মধুপান করে, কথন আকাশে উড্ডীন হয়, কথনও পাতালে প্রবেশ করে এবং কথনও বা দিক্‌কুঞ্জে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। পুরুষ অন্তঃপুরস্থ হইলেও অন্তঃপুরস্থ পত্নী-কর্ত্তৃক যেমন অনর্থজালে বেষ্টিত হয়, সেইরূপ সর্ব্ববিধ-সংসারদোষের আকর, দীর্ঘদুঃখদায়িনী তৃষ্ণা মানবগণকে অতি সঙ্কট অবস্থায় উপনীত করে। জলদমালিকা যেমন শৈত্য দান করে, সূর্য্যালোক রুদ্ধ করে এবং নীহার রচনা করে, সেইরূপ ঘনতমোময়ী গহনা তৃষ্ণা মানবগণের মৌর্খ্যশৈত্য সম্পাদন করে, পরম আলোক পরমাত্মজ্যোতিঃ রুদ্ধ করে, এবং মোহনীহার রচনা করিয়া থাকে। একত্রিত বহু পশুর কণ্ঠবেষ্টনদামগ্রথিত মালোপমান তির্য্যগ্ দীর্ঘরজ্জুর ন্যায় সংসার-ব্যবহার-পরায়ণ সর্ব্ববিধ প্রাণিজাতের মনোমালা একমাত্র তৃষ্ণাসূত্রে পরিপ্রোত রহিয়াছে। বিবিধ বিস্ময়হেতু-রূপবিশিষ্ট, জ্যাশূন্য, মলিন-মেঘাবয়বে অবস্থিত, অবস্তুভূত ও আকাশমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় বিচিত্র বিষয়ানু-রঞ্জিত অতএব বিচিত্র বর্ণ ও রূপবতী, অসৎগুণশালিনী, মলিন পুরুষা-শ্রিত, শূন্য-মনোধিষ্টিত অতএব সর্ব্বথা শক্রকার্ম্মুকধর্ম্মিণী তৃষ্ণা স্বয়ং

অতি তুচ্ছ পদার্থ। দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ-শস্যের অশনি, আপদ্‌ সকলের ফলিত-শস্য-শরৎকাল, সম্বিৎ-সরোজের হিম, অন্ধকারের হেমন্তকালীন দীর্ঘরাত্রি, সংসারনাটকের প্রধানা নটী, প্রবৃত্তিলক্ষণ-কার্য্যালয়ের বিহঙ্গমী, মানস অরণ্যের হরিণী, স্মরসঙ্গীতোৎসবের বীণা, ব্যবহার-সমুদ্রের লহরী, মোহমাতঙ্গের শৃঙ্খল, সর্গরূপ বটবৃক্ষের প্ররোহ-বল্লী, দুঃখকুমুদের চন্দ্রিকা, জরামরণদুঃখের সম্পুটিকা, আধিব্যাধি-বিলাসের নিত্যই প্রমত্ত-বিলাসিনী, উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী-যুক্ত-ব্যোমমার্গে ক্ষণিক-আলোক অথবা ঈষদ্বিবেক-প্রকাশরূপা এবং ক্ষণে অন্ধকার, কখনও বা ব্যামোহগহন-নীহাররূপে তৃষ্ণা প্রতীয়মান হয়।

কৃষ্ণপক্ষীয় মেঘান্ধকারকৃষ্ণা রাত্রি-সম্ভাব-সময় পর্য্যন্ত যেমন নক্তঞ্চর-গণের প্রচার, এবং নিশাবসানে রাক্ষসগণের প্রচারাভাব হইয়া থাকে, সেইরূপ উপবর্ণিত তৃষ্ণাসদ্ভাব-পর্য্যন্ত দেহ-ধারণ-প্রযুক্ত শ্রমের শান্তি হয় না, পরন্তু তৃষ্ণাস্রোতের বিভঙ্গ হইলে কায়ব্যায়াম উপশান্ত হয়; বিষবিশেষ-প্রযুক্ত বিসূচিকারোগের নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যেমন মৃত্যুশঙ্কা অপরিহার্য্য, সেইরূপ জন্ম-মৃত্যু-হেতু তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত অধ্যাত্ম-শাস্ত্রকথা-শূন্য মূক লোক সকল বিলুলিত আশয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকে। লোক সকল চিন্তা ত্যাগে সমর্থ হইলে সমস্ত দুঃখ ত্যাগ করিতে পারে; তৃষ্ণা-বিসূচিকা-মন্ত্র একমাত্র চিন্তা ত্যাগ। হ্রদে মৎসী যেমন তৃণ, পাষাণ, কাষ্ঠাদি সকল বস্তুই আমিষ শঙ্কা-বশতঃ গ্রহণার্থ ধাবিত হয়, সেইরূপ সর্ব্ববিষয়ামিষার্থিনী তৃষ্ণা-মৎসী অন্তঃকরণ-হ্রদে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইতেছে। রোগপীড়া যেমন গম্ভীর মানবেরও অধীরতা সম্পাদন করে, সেইরূপ সরোজপ্রকাশক সূর্য্যাংশুর ন্যায় স্ত্রী-তৃষ্ণাও ধীর-মানবের উত্তানতা বা ঊর্দ্ধ-বিকাসিতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

অন্তঃসারশূন্য, পর্ব্বগ্রন্থিযুক্ত, স্বগত-দীর্ঘাঙ্কুর-কণ্টকশোভিনী বেণুলতা মুক্তা-মণির আকরত্ব-নিবন্ধন যেমন নিত্যই মুক্তা-মণিপ্রিয়, শূন্যগর্ভ, অভিনিবেশগ্রন্থি-সমন্বিত, চিন্তাঙ্কুরশালিনী, দুঃখকণ্টকাকীর্ণ তৃষ্ণাও সেইরূপ নিত্যই প্রিয়-মুক্তা-মণি প্রার্থনা করিয়া থাকে। পরন্তু মহদাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মহাজ্ঞানসম্পন্ন মহাজনগণ সর্ব্বজনদুশ্চেদ্য তৃষ্ণাকেও অমল বিবেকাসি-সাহায্যে ছেদন করিয়া থাকেন। হৃদয়-দেশে অবস্থিত তৃষ্ণা যাদৃশ তীক্ষ্ণ, অসিধারা, বজ্রার্চ্চিঃ কিম্বা তপ্তায়ঃ-কণার অর্চ্চিঃ সকলও তাদৃশ তীক্ষ্ণ নহে। প্রথমে ও মধ্যে উজ্জ্বল, অন্তে অতি তীক্ষ্ণাগ্র, তৈল ও বর্ত্তিবিশিষ্ট, প্রকাশযুক্ত ও দাহ-দুস্পর্শ-দীপশিখার ন্যায় তৃষ্ণা-দীপশিখা প্রথমতঃ ভোগবিভবোজ্জ্বল, অন্তে মৃত্যু-পর্য্যবসান, মধ্যে মাতা, ভার্য্যা, পুত্রস্নেহ ও বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক-দশাযোগে প্রকাশশালিনী এবং ইষ্টবিয়োগ-প্রযুক্ত-অন্তর্দ্দাহ-দুস্পর্শ। গৌরবে মেরুসমান, প্রাজ্ঞ, শূর ও স্থির, অপরিগ্রহাদি-ব্রতসম্পন্ন, বিচক্ষণ নরোত্তমকেও একমাত্র দুশ্চিকিৎস্য-তৃষ্ণা নিমেষ মাত্রেই তৃণের ন্যায় তুচ্ছরূপে পরিণত করে। বহু অরণ্য-বিশোভিত, নিবিড়-লতাজালও ধূলিপ্রচুর, অন্ধকার এবং উগ্রনীহার-ভীষণ-বিন্ধ্যমহাতটের ন্যায় বিস্তীর্ণ, সাহস-কার্য্য-কানন-শোভিত, আশা, কাম, লোভ, লাম্পট্য-প্রভাবে চতুর্দ্দশভুবনাধিকারযুক্ত, নিবিড়-জালের ন্যায় বন্ধনহেতু, আশাপাশ ও রজোগুণবহুল, অজ্ঞান-অন্ধকার এবং মোহনীহার-পূর্ণ তৃষ্ণা-বিন্ধ্যমহাতটী দেখিতে কানন-সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন হইলেও অতীব অনর্থদায়িনী। যেমন রসনেন্দ্রিয়রূপে শরীরে অবস্থিত একই মাধুর্য্য-শক্তি সমস্ত জলের অভ্যন্তরে সাধারণ জলমাত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া, চঞ্চল-বীচিমালা-বিশোভিত-নদী-সমুদ্রাদি মহান্ জলাশয়ে ক্ষরণ প্রযুক্ত ক্ষীর, উন্দন বা দন প্রযুক্ত উদক, এবং অম্বন বা শব্দন প্রযুক্ত অম্বু ইত্যাদি ক্রিয়া-

শব্দভেদ বশতঃ অব্যবস্থিত তরল জলে অবস্থিত হইয়াও দুর্লক্ষ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং সর্ব্বত্র একই মাধুর্য্য-শক্তি যেমন বিভাবিত হয় না, সেইরূপ বিস্তীর্ণ ও গহন একই তৃষ্ণা শরীরে অবস্থিত হইয়া, সমস্ত ভুবনমণ্ডলে আশ্রয়, বিষয় ও শব্দাদি ভেদে আশা, কাম ও লোভাদির ভোগ্য যাবতীয় বিষয়ে লক্ষ্য স্থির করিয়া, লোল-কল্লোল-মালা-বিলসিত, ক্ষীরোদসমুদ্রাম্বুতরল-জাগতিক-ব্যবহার-ক্ষেত্রে দুর্লক্ষ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব একমাত্র দেহ-তৃষ্ণাই যে সর্ব্বতৃষ্ণারূপতা ও আশা কামাদিভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বিস্পষ্ট প্রতিভাত হয় না।

আধিব্যাধিবহুল, ক্লেশ ও জরামরণশীল, মানতৃষ্ণাদির আদি কারণ দেহ অত্যন্ত ঘৃণা ও নিন্দাভাজন, ইহাই এক্ষণে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিব। তৃষ্ণার দুঃখহেতুতা বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরন্তু জীবিত থাকিলে বহু কল্যাণ অনুভবারূঢ় হইতে পারে, এই যুক্তি অনুসারে সুখভোগায়তনরূপে প্রসিদ্ধ, সর্ব্বপ্রাণির অতিশয় প্রীতি-ভাজন দেহ সর্ব্ববিধ সুখসৌভাগ্য-ভোগ-হেতু, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা অনেকের হইতে পারে, অতএব প্রকারান্তরে পূর্ব্ববর্ণিত দেহের স্বরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক মূঢ়বুদ্ধিসুলভ ভ্রান্তি নিরসনে প্রবৃত্ত হওয়া অন্যায় নহে।

উদরস্থ আর্দ্রমলমূত্রাদিভাণ্ড ও তন্ত্রী-সমাকুল, বিকার-বিশিষ্ট, পরিতঃ পতন, উপঘাত ও মরণাক্রান্ত দেহ এই সংসারে কেবল দুঃখ-ভোগের জন্য পরিস্ফুরিত হইতেছে। প্রাণাদি কোশ-চতুষ্টয়ের আধার দেহ স্বয়ং অজ্ঞ ও জড় হইলেও আত্মচমৎকৃতিবলিত, সুতরাং আত্মসদৃশ, এবং যুক্তিবশে মোক্ষাধিকার-সম্পত্তি বিষয়ে ভব্য হইয়াও অভব্য, জড় ও চেতন-বহিষ্কৃতরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব জড় ও অজড় এই উভয় দৃষ্টির মধ্যে দেহ জড়পক্ষভুক্ত? অথবা অজড়-

চেতন-কোটি-নিবিষ্ট? এরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে, নির্ণয় দ্বারা যাহাদিগের মনঃ সন্দেহশূন্য হয় নাই, সেই সকল দোলায়িতাশয়, অবিবেকী, মূঢ়াত্মা মানব, দেহে আত্মবুদ্ধি-প্রযুক্ত পুরুষার্থ-বিমুখ হইয়া সংসারাখ্য-মোহ-দর্শনে প্রবৃত্ত হয়। পরন্তু যে দেহ অল্প অন্ন পানে আনন্দিত এবং অল্প শীত গ্রীষ্মে খিন্ন হয়, সেই সর্ব্বগুণবহিস্কৃত অধম দেহ হইতে অধিকতর অথবা সমান-শোচ্য আর কি আছে? উৎপত্তি-বিনাশশীল, দন্তকেশরশালী, বিকাশস্মিত-পুষ্পপ্রকরে প্রতিক্ষণ অলঙ্কৃত, ভুজশাখাবিশিষ্ট, উন্নত-স্কন্ধশোভিত, দ্বিজ অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ দন্ত ও পক্ষি-গণের আধারস্তম্ভের ন্যায় শুভস্থিতি সম্পন্ন, লোচন-কোটরাক্রান্ত-মস্তক, বৃহৎ-ফলশোভিত, শ্রবদন্তরস ও কাষ্ঠ-কুট্টকাখ্য পক্ষিদ্বয়-কর্ত্তৃক গ্রস্ত, হস্ত ও পাদরূপ-সুপল্লবে পল্লবিত, রোগবিশেষ ও মূলপ্রেরোহরূপগুল্ম বিশিষ্ট, শস্ত্রকুঠারাদি সাহায্যে যাহার ঘাত, ছেদন ও ভেদন সুসাধ্য, তথাবিধ কার্য্যসঙ্ঘাতস্বরূপ, বেদমন্ত্রপ্রসিদ্ধ-জীবেশ্বর অথবা বুদ্ধিজীব-লক্ষণ বিহঙ্গম-যুগল কর্ত্তৃক হৃদয়ে রচিতাস্পদ, দেহলাবণ্য বা প্রসিদ্ধ-ছায়াসম্পন্ন, জীবপান্থগণের পান্থাবাসরূপ এই দেহ-বৃক্ষ কাহার বা আত্মীয়? কাহার বা পর? এবং বুদ্বুদবিনাশী শরীরে আস্থাই বা কি আছে? অনাস্থাই বা কিরূপ? যদি নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ নৌকা গৃহীত হয়, তবে আরোহীর যেমন নৌকাতে আত্মভাবনা হয় না, সেইরূপ সংসারসাগর-সন্তরণার্থ পুনঃ পুনঃ পরিগৃহীত দেহতরণিতে কোন তত্ত্বজ্ঞ-মানবের আত্মভাবনা হওয়া উচিত নহে। অসংখ্য তনূরুহতরু-সমাচ্ছন্ন, বহুগর্ত্তসমাকুল, শূন্য-দেহ-বনে নিঃশঙ্ক চিরাবস্থান-যোগ্যতা বিষয়ে কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন? মাংস, স্নায়ু, অস্থি-বলিত, সছিদ্র, শব্দহীন

এই শরীর-পটহে নির্গমন বিষয়ে উপায়ও উপদেশ প্রাপ্ত না হইয়া, মানবগণ মার্জ্জারের ন্যায় অবস্থিতি করে কেন? সংসার-অরণ্যে উৎপন্ন চিত্তমর্কটের বিলাসালয় চিন্তা-মঞ্জরী শোভিত, দীর্ঘদুঃখলক্ষণ-ঘুণ কর্ত্তৃক ছিদ্রিত, তৃষ্ণা-ভুজঙ্গমীর গৃহস্বরূপ, কোপকাকের আস্পদ, স্মিতপুণ্য-পত্রশোভিত, শ্রীমান্, শুভাশুভ-মহাফলবিশিষ্ট, স্থূল-স্কন্ধ-সমূহে বাহুলতাজাল-সমাচ্ছন্ন, হস্ততল-স্তবক-পরিশোভিত, প্রাণ-পবন-স্পন্দনে স্পন্দিত-অশেষাঙ্গাবয়ব-পল্লব-সমুদায়বিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়-বিহগগণের আধার, জানু-স্তম্ভযোগে উন্নত, সরস-যৌবনকান্তি ও শীতল ছায়াযুক্ত, কাম পথিকের নিবাসভূমি, মস্তকসঞ্জাত-দীর্ঘশিরোরুহতৃণাবলি-সমাচ্ছন্ন, অহঙ্কার-গৃধ্রের কুলায়, সুষিরোদরযুক্ত, ভিন্ন ভিন্ন বাসনালক্ষণ-প্ররোহ-জটা-জালে বেষ্টিতমূল, অতএব দুশ্ছেদ্য, এবং শ্রম অথবা বিবিধ-আয়াম অর্থাৎ বিটপ-দৈর্ঘ্যপ্রবৃক্ত বিরস অর্থাৎ প্রিয়-সংস্পর্শহীন বা রুক্ষ কায়প্লক্ষ কিরূপে মানবগণের সুখের কারণ হইতে পারে? অহঙ্কার-মহাগৃহস্থের কলেবরগৃহ ধূলি লুণ্ঠিত হউক, অথবা স্থৈর্য্যপ্রাপ্ত হউক, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞের ক্ষতি লাভ কি আছে?।

যে গৃহে শ্রেণীবদ্ধভাবে ইন্দ্রিয় পশুগণ আবদ্ধ রহিয়াছে, বারংবার প্রসরশালিনী তৃষ্ণা যে গৃহের অধিস্বামিনী, কামাদিরাগ বা গৈরিকাদি রঞ্জকদ্রব্যে যে গৃহের সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত, যে গৃহের অবকাশ পৃষ্ঠাস্থিকাষ্ঠের সঙ্ঘট্টন বশতঃ সঙ্কুচিত, এবং পরিণত-কোটরাকারে যে গৃহ মলমূত্র অন্নরসাদি প্রসরণে আবশ্যকীয় স্থূলদীর্ঘ আন্ত্ররজ্জু-সমূহ দ্বারা আবদ্ধ, অবান্তর-বন্ধন-কার্য্যার্থে যে গৃহে বীণাদি সূত্রের ন্যায় স্নায়ু তন্ত্রীপ্রসৃত রহিয়াছে, রক্ত-জলে যে গৃহ কর্দ্দমময়, পতন প্রতিবিধানকল্পে চিত্তভৃত্য -কর্ত্তৃক অনন্ত চেষ্টা দ্বারা যে গৃহের সংস্থিতি, যে গৃহ জরা-মঙ্কোল-

ধবলিত, অনৃত ও মোহ যে গৃহে আধারস্তম্ভস্বরূপ, দুঃখ-ক্লেশ-পুত্র-গণের আক্রন্দনে যে গৃহ কোলাহলপূর্ণ, সুখ-শয্যা-যোগে যে গৃহ মনোহর, দাহব্রণাদি দুশ্চেষ্টা যে গৃহে দাসীরূপে অবস্থিত, মলাঢ্য-দোষ-বহুল-অপবিত্র-বিষয়সমূহ-ভাণ্ডোপকরণে যে গৃহ সঙ্কীর্ণ, ভিত্তি-বিশীর্ণতা -হেতু অজ্ঞান-ক্ষারে যে গৃহ জর্জ্জরিত, আধারকাষ্ঠ স্থানীয়-গুল্ফ-প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত জঙ্ঘাস্তম্ভে যে গৃহের জানু ঊরু প্রভৃতি ঊর্দ্ধ অবয়ব ও মস্তক বিশ্রান্ত, দীর্ঘ-বাহুযুগল-রূপ-কাষ্ঠ-দ্বারা যে গৃহ সুদৃঢ়, প্রকট জ্ঞানেন্দ্রিয়-গবাক্ষের অভ্যন্তরে যে গৃহে প্রজ্ঞা-গৃহাঙ্গনা ক্রীড়া করে, চিন্তা-দুহিতৃগণে যে গৃহ শোভিত, যে গৃহের কেশাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত কর্ণগত কুণ্ডল মুক্তাদি শ্রীযুক্ত চন্দ্রশালে দীর্ঘাঙ্গুলি-সমন্বিত-কাষ্ঠ-চিত্র সকল বিরাজমান, যে গৃহের সর্ব্বাঙ্গ-ভিত্তিপ্রদেশে ঘনরোম-যবাঙ্কুর উৎপন্ন হয়, যে গৃহের উদর-বিবর সর্ব্বদা শূন্য, যে গৃহ নখোর্ণনাভির নিলয়, সরমার ন্যায় ভ্রমণ-দৈন্য-কলহাদিকারিণী ক্ষুধা দ্বারা যে গৃহের অন্তর্ভাগ রণিত, পবন যে গৃহে ভীষণ ধ্বনি করিয়া থাকে, যে গৃহ অনবরত বায়ুর প্রবেশে ও নির্গমে ব্যগ্র, যে গৃহে ইন্দ্রিয়-গবাক্ষ সতত বিতত, যে গৃহের বদনদ্বার জিহ্বা-মর্কটিকা দ্বারা আক্রান্তও ভীষণ, যে গৃহে দন্তাস্থিশকল দৃষ্ট হয়, ত্বক্সুধালেপবশতঃ যে গৃহ স্নিগ্ধ, যে গৃহ যন্ত্রসঞ্চারে চঞ্চল, যে গৃহ মানস-মূষিকা দ্বারা সদা উৎখাত, ঈষৎহাস্য-দীপপ্রভাভাসিত যে গৃহ ক্ষণকালের জন্য আনন্দসুন্দর, যে গৃহ ক্ষণ-কাল মধ্যে তমঃপূরে পরিব্যাপ্ত হয়, যে গৃহ সমস্ত রোগের আয়তন, যে গৃহপত্তন বলীপলিত, যে গৃহ মানস-দুঃখ-সহস্র-প্রসারে অরণ্য-সদৃশ দুর্গম, সেই দেহগৃহ বৈরাগ্যপরায়ণ ভাগ্যবান্ ব্যক্তির কিরূপে অভিলষিত হইতে পারে? ইন্দ্রিয়ঋক্ষ-ক্ষোভ-বিষম, শূন্য, নিঃসার-কোটর এবং গাঢ়-অন্ধকারে যাহার দিকুঞ্জ সকল দুর্গম, সেই দেহাটবী

বিবেকী ব্যক্তির প্রিয় হইতে পারে না। যেমন অল্পবলশালী ব্যক্তি পঙ্কমগ্ন-গজরাজের সমুদ্ধরণে সমর্থ নহেন, সেইরূপ যাঁহারা দেহতত্ত্ব অনুশীলন করেন, সেই সকল বিবেচনশীল নরোত্তম মহাত্মা দেহালয় ধারণে সমর্থ নহেন। শ্রীসম্পদ্ ঐশ্বর্য্যে কি প্রয়োজন? রাজ্যে শরীরে কি প্রয়োজন? চেষ্টিত অথবা মনোরথ-সাধনেই বা কি প্রয়োজন আছে? কতিপয় দিবস মধ্যেই যে কাল ঐ সমস্ত গ্রাস করিবে, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত নহে? রক্তমাংসময় এই শরীরের বাহ্যাভ্যন্তর নাশৈকধর্ম্মবিশিষ্ট, অতএব শরীরের মমতা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? মরণ-অবসরে শরীর যখন জীবের অনুসরণ করে না, তখন সেই সকল কৃতঘ্ন শরীরে ধীমান্ মানব কিরূপে আস্থা আবদ্ধ করিতে পারেন? পত্রপ্রান্তে লম্বমান অম্বু-কণের ন্যায় ভঙ্গুর, মত্তমাতঙ্গকর্ণাগ্র-চঞ্চল এই শরীর যে পর্য্যন্ত মানব-গণকে পরিত্যাগ না করিতেছে, সেই অবসরে বিবেকপুরঃসর মানব-গণের শরীরত্যাগের জন্য প্রস্তুত হওয়া কি উচিত নহে? প্রাণ-পবন-স্পন্দনে বিচঞ্চল, কোমলকায়-পল্লব আধিব্যাধি-শতকণ্টকে ক্ষত বিক্ষত, জর্জ্জর-ভাবাপন্ন ও ক্ষুদ্রস্বভাব, এতাদৃশ কটু নীরস দেহ ধীমান্ ব্যক্তির কিরূপে অভিলষিত হইতে পারে? উত্তম পানভোজনে কান্তি পুষ্টি বলবর্ণ সমন্বিত এই শরীর অন্তে বালপল্লবের ন্যায় মৃদুতা ও কৃশতা এবং ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ভাবাভাবময় পূর্ব্বভুক্ত সেই সকল সুখ দুঃখ পুনঃ পুনঃ অনুভব করিয়াও প্রাকৃত শরীর কেন লজ্জিত হয় না? যে শরীর চিরকাল প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া ও বিভ-বৈশ্বর্য্য সেবা করিয়া উপচয়, উৎকর্ষ বা স্থৈর্য্যপ্রাপ্ত হয় না, সেই শরীর কখন পালনীয় হইতে পারে না। ভোগীর বা

দরিদ্রের শরীর অবশ্যই জরাকালে জরা ও মৃত্যুকালে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। হে মানব! একবার ভাবিয়া দেখ উভয়ের শরীরে বিশেষত্ব কি আছে।

সংসার-সাগরের জঠরদেশে তৃষ্ণা-কুহরের অভ্যন্তরে সুপ্ত অতএব স্বীয় উদ্ধারানুকূলে চেষ্টা বা ইচ্ছারহিত গুরূপদেশবিহীন কায়কচ্ছপ নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতি করিতেছে। বহনমাত্র যাহার মুখ্য প্রয়োজন, তাদৃশ ভূরকায়কাষ্ঠভার এই সংসারমণ্ডলে অনেকেই বহন করে, এই সকল কায়কাষ্ঠভারবাহিগণের মধ্যে কোন একজন মানব-পদবাচ্য। দীর্ঘদৌরাত্ম্যরূপ-প্রতানবেষ্টনশালিনী, নিপতনফলে অর্থাৎ দুশ্চারিত্র্য বশতঃ যাহার নাশ অবধারিত, তাদৃশ দেহলতার আশ্রয়ে বিবেকী ব্যক্তির কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? কখনও বিষয়কর্দ্দম মধ্যে নিমজ্জিত কখনও বা শীঘ্র জরাগ্রস্ত হইয়া দেহদর্দ্দুর অচিরকাল মধ্যে কিরূপ দুর্দ্দশাভোগ করিয়া কোথায় চলিয়া যাইবে, তাহার নিশ্চয় করাও কঠিন। যাহার সকল আরম্ভ নিঃসার-ঝঞ্ঝা-পবন-সমান, অনিত্য সেই শরীর রাজস-প্রবৃত্তির আশ্রয়ে ধূলি সহিত আকাশমার্গে কোথায় চলিয়া যাইবে, কেহই তাহা অবলোকন করিতে সমর্থ নহেন। বায়ুর গতি, দীপগতি, অথবা মানসগতি বরং অবগত হওয়া যায়, পরন্তু শরীরের গতি বা অগতি, উৎপত্তি বা বিনাশ অবগত হইবার উপায় নাই। যাহারা জগতের বা শরীরের স্থিতি বিষয়ে আস্থা অর্থাৎ সারত্ব, চিরস্থায়িত্ব ও সত্যত্বাভিমান পোষণ করে, সেই সকল মোহমদিরোন্মত্ত মানবগণ পুনঃ পুনঃ শতধিক্কার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। এই, ইহা ইত্যাদি নির্দ্দেশযোগ্য ঘটাদির ন্যায়, জড়-দেহ হইতে আমি ভিন্ন এবং আমি সঙ্গরহিত ও শুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ, অতএব আমার দেহসম্বন্ধ সম্ভাবিত নহে, সুতরাং দেহ আমার নহে, এবং

আমিও দেহের নহি, এই প্রকার বিচার দ্বারা যাঁহারা পরমাত্মদেবের শ্রীচরণে বিশ্রামলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই পুরুষোত্তম। মানাবমান বহুল, বহুলাভমনোরথসঙ্কুল দুর্দ্দৃষ্টি সকল শরীরমাত্রে-বদ্ধাস্থ মানবগণকে অচিরাৎ বিনষ্ট করে। শরীর-জীর্ণ-গর্ত্তে শয়ন করিয়া, ভোগ-তৃষ্ণাদিরূপিণী অহঙ্কার-চমৎকৃতি-কোমলাঙ্গী-পিশাচী ছলপূর্ব্বক আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে। বিবেকাদিসহায়শূন্য, দীন-প্রজ্ঞা-দেবী শরীরতৃষ্ণারূপিণী মিথ্যাজ্ঞান-কুরাক্ষসী-কর্ত্তৃক কষ্টের সহিত ছলিত হইয়াছে। হায়! এই দৃশ্য-প্রপঞ্চের কিছুই যখন সত্য নয়, তখন তদন্তঃপাতী শরীরও সত্য হইতে পারে না। পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথাপি দগ্ধ-শরীর-দ্বারা জীবসমূহ অকারণ প্রতারিত হইতেছে। নির্ঝরজলকণা যেমন অল্প সময় মধ্যে পতিত হয়, সেইরূপ বিনা যত্নে এই জীর্ণ কায-পল্লব পতিত হয়। সমুদ্রে উৎপন্ন বুদ্বুদের ন্যায় অচিরকালে অপায়শীল ব্যর্থ এই শরীর সাংসারিক ধাবনাদি কার্য্যাবর্ত্তে নিষ্ফল পরিস্ফুরণ প্রাপ্ত হয়। মিথ্যাভূত-অজ্ঞানের বিকার এবং স্বপ্নসম্ভ্রম-নগরতুল্য স্ফুটতরাপায়-বিশিষ্ট শরীরে বিবেকবান্ ব্যক্তির ক্ষণকালের জন্যও আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে। যাহারা বিদ্যুৎপুঞ্জে, শরৎকালীন মেঘে ও গন্ধর্ব্বনগরে স্থিরতা নিশ্চয় করিয়াছে, তাহারাই শরীরে স্থৈর্য্য বিনির্ণয় ও বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র। ভঙ্গুরতা বা শীঘ্রতা বিষয়ে স্ব স্ব উৎকর্ষতা খ্যাপনার্থ প্রবৃত্ত পদার্থ মধ্যে সতত-ভঙ্গুর-কার্য্যসমূহের বিজয় বিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শরন্মেঘ, তড়িল্লতা অথবা গন্ধর্ব্বনগর প্রভৃতির লজ্জাপ্রদ, প্রবল-দোষাকর কলেবরকে যাঁহারা তৃণতুচ্ছবোধে ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সুখে অবস্থিতি ও শান্তিলাভ করিতে পারেন।

অজ্ঞান, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, অশৌচ ও চাপল্যদূষিত, তির্য্যক্ জন্তু-

গণের অবস্থার অনুরূপ দুঃখপ্রদ-বাল্যাবস্থা অতীব নিন্দনীয়। দেহের গর্হণীয়তা প্রতিপাদনের জন্য বাল্যজুগুপ্সা প্রসঙ্গাগত। পক্ষান্তরে শাস্ত্রে ও লোকব্যবহারে বাল্যের ভূরিশঃ প্রশংসাবাক্য শুনিতে পাওয়া যায়। মহারাজ, মহাব্রাহ্মণ ও মহাকুমারগণ নিরতিশয়িত-পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দৈকমূর্ত্তি ভজনা করিয়া থাকেন। স্তনপানানন্তর মৃদু-শয্যাগত অতিবালক রাগদ্বেষাদির অনুৎপত্তি বশতঃ হাস্যবিকশিত-বদনে হস্তপদ-সঞ্চালন-সহকারে সর্ব্বলোকলোচন-স্পৃহনীয় আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে নিরতিশয়-আনন্দপ্রদ-বাল্যসুখ অনুভব করে। শাস্ত্রে বাল্যের স্পৃহনীয়ত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায়, বিচারবিকল-মানবগণ বাল্যানুরাগে দেহের প্রশংসনীয়-প্রয়োজন অনুভব করিতে পারেন। অতএব বিস্তারপূর্ব্বক বাল্যের অনর্থবহুলতা প্রপঞ্চিত হওয়া আবশ্যক।

গুরুতর কার্য্যভারতরঙ্গ-বিশিষ্ট দুরলাকার-সংসার-সাগরে অতি দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া প্রথমতঃ জীবগণ অতি দুঃখপ্রদ বাল্যাবস্থায় পতিত হয়। অশক্তি, আপদ, ভক্ষণাদি বিষয়ে তৃষ্ণা, মূকতা, মূঢ়বুদ্ধতা, ক্রীড়াকৌতুকাদি বিষয়ে সাভিলাষতা ও তাহার অপ্রাপ্তি-বশতঃ দৈন্য প্রভৃতি নানা-দুঃখকারণ বাল্যে প্রবর্ত্তিত হয়। যেমন মত্ত-বনগজ আলানে বদ্ধ হইলে, নানাবিধ দুঃখ-দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীবগণও বাল্যরূপ বন্ধন-স্তম্ভে আবদ্ধ হইয়া, রোষ, রোদন এবং দৈন্য-জর্জ্জরিত ভীষণ দুরবস্থা সকল ভোগ করে। জীবের শৈশব অবস্থায় যে সকল চিন্তা সমুদিত হইয়া হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন করে, যৌবনে, আপদে, জরা-রোগে এমন কি মৃত্যু সময়েও তাদৃশ দুঃখপ্রদ চিন্তা-নিচয়ের আবির্ভাব হয় না। পশ্বাদি-আচরণের অনুরূপ-আচরণ-সম্পন্ন, সর্ব্বজনবিনিন্দিত, চঞ্চল-বাল্য-সমাচার মরণ অপেক্ষাও দুঃখপ্রদ। যে অবস্থায় পুরঃস্থিত-প্রতিবিম্বের ন্যায় সুস্পষ্ট নিবিড়-

অজ্ঞান প্রতিক্ষণে বিলসিত হয় এবং তত্তৎবিষয়-প্রতিবিম্বন দ্বারা বহু ভ্রান্তিজ্ঞানের আবির্ভাব সাধন করে, পুনশ্চ যে অবস্থায় নানা-সঙ্কল্প-পেলব তুচ্ছ-মনঃ সঙ্কল্পিত বিষয়ের অলাভ প্রযুক্ত সর্ব্বতঃ ছিন্ন ও সংশীর্ণ প্রায় পরিলক্ষিত হয়, সেই বহু দুঃখদায়িনী বাল্যাবস্থা মনস্বিজনের সুখাবহ হইতে পারে না। বাল্যাবস্থায় পদেপদে জল, অনল ও অনিল হইতে অজ্ঞান-বশতঃ যেরূপ ভীতি উৎপন্ন হয়, বোধ করি শৈশবোত্তীর্ণ কোন ব্যক্তির মহাবিপদ কালেও তাদৃশ ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। লীলা কৌতুকে, দুর্ব্বিলাসে, দুশ্চেষ্টা ও দুরাশয়তায় বলবদ্-আপতিত-বালক অধিকতর মোহমুগ্ধ হয়। নানাবিকল্প-কল্পিত-ক্রীড়াদি-মহা-আড়ম্বরে কৌতুহল যুক্ত, দুর্ব্বিলাসবিসিষ্ট, দুষ্প্রতিষ্ঠ-শৈশব পুরুষগণের শাসনের জন্যই হইয়া থাকে, শান্তির জন্য নহে। অন্ধকারাচ্ছন্নগর্ত্তে পেচকের ন্যায় যে কোন দোষ, দুরাচার, দুষ্ক্রম ও দুরাধি সকল বাল্যে সুস্থিত রহিয়াছে। ব্যর্থ বুদ্ধি-সম্পন্ন যে সকল মানব বাল্যের রমণীয়তা কল্পনা করে, সেই সকল হতচিত্ত মূর্খ পুরুষাধমদিগকে ধিক্। যে অবস্থায় সর্ব্ববিধ-ব্যবহারে দোলায়মান মনঃপরিস্ফুরিত হয়, ত্রৈলোক্যের অমঙ্গল সেই বাল্য কোন ব্যক্তির তুষ্টির কারণ হইতে পারে না। যে কোন প্রাণীর অন্যান্য সকল অবস্থা হইতে বাল্যাবস্থায় মনঃ দশগুণ চঞ্চলতা প্রাপ্ত হয়। মনঃস্বভাবত চঞ্চল, বাল্যও চঞ্চল-শিরোমণি, ইহারা একত্র মিলিত হইলে, আভ্যন্তরিক-কুৎসিত-চাপল্যজনিত যে অনর্থ উপস্থিত হয়, তাহা হইতে কে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ? শৈশবাক্রান্ত চপল-চিত্ত হইতে স্ত্রীলোচন, তড়িৎপুঞ্জ, জ্বালামালা ও সাগরতরঙ্গ সকল চাপল্য শিক্ষা করিয়াছে।

সকল অবস্থায় ও সর্ব্বব্যবহারে ভঙ্গুর-স্থিতি সম্পন্ন মনঃ ও শৈশব চাপল্য-গুণে ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ দুঃখ, সর্ব্ববিধ দোষ ও সর্ব্ববিধ মানসী পীড়া শ্রীমানের আশ্রয়ে মানবগণের ন্যায় বালকের আশ্রয়ে বাস করে। শিশু যদি প্রতিদিন নূতন নূতন প্রীতিকর ক্রীড়নকাদি প্রাপ্ত না হয়, তবে বিষবৎ দুঃসহ-বিষম-চিত্তবিকারগ্রস্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। বালকগণ কৌলেয়কের ন্যায় অল্প খাদ্যপানে সন্তুষ্ট ও বশবর্ত্তী হয়, এবং অল্প কারণেই বিকৃত-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। পুনশ্চ সারমেয়ের ন্যায় বালকগণ অতি অপবিত্র-অবস্থায় আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। অতীব-উত্তপ্ত, বর্ষা-সিক্ত-স্থলী-সদৃশ কর্দ্দমাক্ত জড়াশয়-শিশু অজস্র বাষ্পাকুলবদনে কাল অতিবাহিত করে। ভয় এবং আহারপরায়ণ, দীনভাবাপন্ন, সন্নিহিত ও অসন্নিহিত বিষয়ে অভিলাষ সম্পন্ন বালক চঞ্চলবুদ্ধি ও শরীর ধারণ করিয়া, অতীবদুঃখপ্রদ বাল্যাবস্থা ভোগ করে। স্বকীয় সঙ্কল্পাভিলষিত-পদার্থ সকল প্রাপ্ত না হইয়া, পরিতপ্তচিত্তে উন্মূলিত হৃদয়ে দুর্ব্বল-বালক অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য হয়। দুশ্চেষ্টা বা দুষ্টমনোরথ দ্বারা লক্ষাস্পদ, বহুবক্র এবং প্রতারণা প্রবঞ্চনা প্রভৃতির উপায় উদ্ভাবনাদি বিষয়ে বিষমোল্বণ যে সকল দুঃখ শৈশবাবস্থায় ভোগ করিতে হয়, বোধ করি বালক ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাদৃশ অসহ্-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। যেমন প্রখর-গ্রীষ্ম-সময়ে বনস্থলী উত্তপ্ত হয়, সেই-রূপ বালক স্বীয় বলবন্মনোরথ-বিলাস-পরায়ণ-মানস-সন্তাপে নিত্যই সন্তপ্ত হইয়া থাকে। যেমন আলানে আবদ্ধ নাগেন্দ্র বিষবৈষম্য-ভীষণ-বহুবিধ-অবস্থা ভোগ করে, তদ্রূপ বিদ্যাগৃহে প্রবিষ্ট বালক পারবশ্য কশাঘাত প্রভৃতি অপরাপর বহুবিধ কদর্থনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়। যে অবস্থায় মিথ্যা-কল্পিত-বস্তুমাত্রে সত্যতা বুদ্ধি উপস্থিত

হয়, নানা মনোরথময়ী কল্পনার আবির্ভাব হয়, তাদৃশ পেলবাশয়-শালিনী বালতা অত্যন্ত দীর্ঘ দুঃখের কারণ। কদাচিৎ ভোজনেচ্ছা বশতঃ রোদন-পরায়ণ-বালকের সান্ত্বনার জন্য জননী-কথিত ভুবন-ভোজন অথবা চন্দ্রাহরণের প্রস্তাবে সংহৃষ্ট-বালক যে অবস্থায় নিজ মূর্খতাবশে ভুবন-ভোজনে বা অম্বরতল হইতে ইন্দু-আকর্ষণে বাঞ্ছা করে, সেই মূঢ়তা-বহুল-বাল্য কিরূপে সুখের কারণ হইতে পারে? যেমন পাদপ-নিচয় অন্তরে শীতাতপ-জ্ঞান থাকা সত্বেও তাহার প্রতি-কারে অসমর্থ, তদ্রূপ মনোমধ্যে শীতাতপ ও সুখদুঃখাদি-সম্বেদন থাকি-লেও তাহার নিবারণে অশক্ত বালকে ও বৃক্ষে প্রভেদ কি? যেরূপ বিহগগণ ক্ষুধাতুর হইয়া, পক্ষদ্বয়-সাহায্যে আকাশে উড্ডীন্ হইতে চেষ্টা করে, শ্রীবিশ্বনাথের ইচ্ছায় যদি বালকের হস্তদ্বয় পক্ষকার্য্য করিতে সমর্থ হইত, তবে বোধ করি ভয়াহারপর-বালকগণও সেইরূপ নিত্যই বিহগধর্ম্ম-অনুশীলন করিয়া, আকাশে উড়িতে বাঞ্ছা করিত। বিদ্যাভ্যাসে ব্রতী শিশু শৈশবে গুরুকে যমের ন্যায় ভয়স্থান মনে করে, এবং পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ও সাধারণ প্রাণি-সমাজ হইতে অত্যন্ত ভীত হয়, সুতরাং শৈশব যে ভয়-মন্দির তদ্বিষয়ে আর কোন-রূপ সংশয় থাকিতে পারে না। যে অবস্থায় অন্তঃকরণ গুণগণ-বহিষ্কৃত ও সকল দোষদশা-সমলঙ্কৃত হইয়া দূষিত এবং বিহত হয়, নিরঙ্কুশ-বিহারশীল অবিবেক-লক্ষণ বিলাসী যে অবস্থাটীকে স্বীয় চিরপ্রিয়-লীলানিকেতনরূপে পরিণত করিয়াছে, মহামননশীল কোন বিচারবান্ মানব তাদৃশ বাল্যাবস্থা পরিতুষ্টি বা সুখের কারণ মনে করেন না। শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রে রাগদ্বেষাদি-বিক্ষেপ-সকলের বিকাশ না হওয়ায়, স্বাভাবিক আত্মসুখাবির্ভাবের সম্ভাবনা মাত্র সম-র্থিত হইয়াছে, পরন্তু বাল্যের রমণীয়তা প্রতিপাদিত হয় নাই।

যদিচ বর্ত্তমান বৈরাগ্যবিকাশ-সন্দর্ভে পূর্ব্বে বাল্যাদি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি দুর্ব্বোধ্য-বিষয়ে শাস্ত্রনিহিত নব নব নিগূঢ় তত্ত্বের আবিষ্কারার্থ পুনরালোচনা শ্রেয়স্করী। বাল্য মূর্খতা, অশক্তি, পারতন্ত্র্য প্রভৃতি দুঃখবহুল হইলেও, নানাভোগরসরঞ্জিত যৌবন সুখহেতু ও সর্ব্বজন স্পৃহণীয়, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। অতএব লোভ, দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য্য, মান ও অসূয়াদি-দূষিত, কামাদি-অনর্থ-সদন যৌবন মাণ্ডব্য-নির্দ্দিষ্ট আচতুর্দ্দশবর্ষ-মর্য্যাদা-সম্পন্ন-বাল্য অপেক্ষা অধিকতর বিনিপাতের কারণ, ইহা এক্ষণে প্রপঞ্চ সহকারে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব।

বাল্যপ্রসূত-অনর্থ-পরম্পরা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, কামপিশাচ-কর্ত্তৃক অভিহতাশয়-পুরুষ ভোগোৎসাহভ্রান্তি-সাহায্যে বিনিপাতের জন্য যৌবন-সোপানে আরোহণ করিয়া থাকে। জড়াশয়-মানব যৌবনে অনন্ত-দুর্বিলাস-সম্পন্ন স্বীয় চঞ্চল-চিত্তের বৃত্তি সকল অনুভব করিয়া দুঃখ হইতে দুঃখান্তর প্রাপ্ত হয়। নিজ চিত্তবিবরে সংস্থিত নানা সম্ভ্রমকারী কামপিশাচ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বিবেক-তিরস্কার সহকারে পরিভূত-মানবগণ বিবশতা প্রাপ্ত হয়। যেমন নিধ্যাদি দর্শনার্থ বালকের করতলে অর্পিত সিদ্ধাঞ্জন তাহার লোল-নয়নপ্রভার অনাবরণ অর্থাৎ শিলাদি ব্যবধান-তিরস্কার পূর্ব্বক স্বৈর নিধিদর্শন-সমর্থতা সম্পাদন করে, সেইরূপ অবশচিত্ত লোলললনাকুলের ন্যায় চঞ্চলস্থিতিক-চিন্তা-সকলের স্বচ্ছন্দ-প্রসর অর্পণ করে। যৌবনে কামচিন্তাদি-বশীকৃত-চিত্ত অতএব তৎপ্রায়-মানবকে ব্যয় ও ক্লেশসাধ্য, নরকহেতু স্ত্রী-দ্যূত-কলহাদি-ব্যসন-সম্পাদক তথাবিধ রাগলোভাদি-প্রসিদ্ধ-দোষ-সকল যৌবন-কর্ত্তৃক অতিশয়-বলদৃপ্ত হইয়া বিনষ্ট করে। মহানরকের বীজস্বরূপ, সন্তত ভ্রমদায়ক যৌবন-কর্ত্তৃক যাঁহারা বিকৃতভাব প্রাপ্ত হন নাই,

সেই সকল মহাপ্রাণ-মানবগণ অন্য কোনরূপে বিনষ্ট হইবার উপযুক্ত নহেন। শৃঙ্গারাদি ও কটুাদি নানা বিষয়াভিলাষরস ও দুস্তর-জলযুক্ত, রাগলোভাদির এবং চোর-ব্যাঘ্র-সর্পাদির আশ্চর্য্যজনক বৃত্তান্ত-নিচয়ে পূর্ণ ভীষণ-যৌবনারণ্য-ভূমি যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারাই ধীর-পদবাচ্য। নিবিড়-মেঘগর্জ্জনের অনন্তর নিমেষমাত্রকাল ভাস্বরাকার-সম্পন্ন-বিদ্যুৎ-প্রকাশের ন্যায় ক্ষণকালমাত্র উজ্জ্বল-শরীর-সৌন্দর্য্য-বিকসিত, সগর্ব্বগর্জ্জিতপ্রায়সাভিমান-উক্তিবহুল, চপলাপ্রকাশ-চঞ্চল অমঙ্গল-যৌবন যে কোন বিবেক-নিপুণ-মানবের রুচিকর নহে। ভোগকালে মধুর অতএব হৃদ্য, পুনশ্চ পরিণামে তিক্ত, নিন্দা-হেতুতা বশতঃ দূষণ, এবং দোষসমূহের ভূষণ-স্বরূপ, সুরাকল্লোল অর্থাৎ মদ-বিলাস-সদৃশ যৌবন কোন বিবেক-নিপুণ-মানবের রুচিকর নহে। অসত্য অথচ সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান এবং অচিরকালমধ্যে বঞ্চনাপ্রদ, স্বপ্নলব্ধ-অঙ্গনা-সঙ্গম-সমান যৌবন কোন বিবেক-নিপুণ মানবের রুচি-কর নহে। যে কোন পুরুষের সম্মুখে দর্শনমাত্রে ক্ষণমনোহর, অচির-স্থায়ী-বস্তু-সমুদায়ের মধ্যে অগ্রেসর, গন্ধর্ব্বনগরসন্নিভ-ক্ষণনশ্বর-যৌবন কোন বিবেক-নিপুণ-মানবের রুচিকর নহে। ধনুর্গুণ-নির্ম্মুক্ত-বাণ যাবৎকালের মধ্যে লক্ষ্যে নিপতিত হয়, তাবৎকালমাত্র সুখপ্রদ, অন্য সময়ে দুঃখসমূহ পূর্ণ, দাহদোষদায়ী, অনিত্য-যৌবন কোন বিবেক নিপুণ মানবের রুচিকর নহে। আপাতমাত্র রমণীয় এবং যাহার অন্তর সদ্ভাব বা শুভচিত্ততা বর্জ্জিত, তাদৃশ বেশ্যা-স্ত্রী-সঙ্গম-সদৃশ অপবিত্র, অকিঞ্চিৎকর-যৌবন কোন বিবেক-নিপুণ-মানবের রুচিকর হইতে পারে না। মানবমাত্রের দুঃখপ্রদ যে কোনরূপ সমারম্ভ, তৎসমুদায় প্রলয়ে মহোৎপাতের ন্যায় যৌবন-কালে সান্নিধ্য-প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হৃদয়াকাশে অন্ধকারকারিণী যৌবন-লক্ষণ-অজ্ঞান-যামিনী হইতে স্বয়ং ভৈরবাকারবান্ ভগবান্ও ভীত হইয়া থাকেন। যে অবস্থায় সমস্ত শুভাচার বিস্মৃত হইতে হয়, যে অবস্থায় বুদ্ধির মলিনতা ও বিধুরতা উপস্থিত হয়, তাদৃশ তারুণ্য-সম্ভ্রম-সমুদিত হইয়া মানবকে অত্যন্ত ভ্রমজালে জড়িত করে। দাবাগ্নিদগ্ধ-তরুর ন্যায় কান্তা-বিয়োগজনিত-দুস্পর্শ-দুঃখবহ্নিদ্বারা মানবগণ যৌবন-সমাগমে হৃদয়ে অতীব দাহক্লেশ অনুভব করে। দীর্ঘপ্রসরশালিনী সুনির্ম্মল-পবিত্রমতিও তারুণ্য-সমাগমে প্রাবৃট-তরঙ্গিণীর ন্যায় কলুষতা প্রাপ্ত হয়। বরং ঘনকল্লোল-ভীষণ নদী লঙ্ঘন করিতে পারা যায়, কিন্তু ভোগতৃষ্ণাবশতঃ যাহার অন্তরে ইন্দ্রিয়গণ তরলিত হইয়াছে, সেই তারুণ্যতরল-চিত্তনদী কে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ? তারুণ্য-সমাগমে সেই প্রিয়তমা পত্নী, তাহার সেই ঘন-পীন-পয়োধর-যুগল, আহা তাহার সেই যৌবন-বিলাসালস-শরীর ও মৃদুস্মিত-শোভিত আনন, মধুর-প্রিয়ালাপ ইত্যাদি নানা চিন্তা দ্বারা মানবগণ জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। সাধুগণ জীর্ণ তৃণের ন্যায় তরল-তৃষ্ণা-পীড়িত যুবাপুরুষকে কেবল যে পূজা করেন না, তাহা নহে, পরন্তু অত্যন্ত অবজ্ঞা-প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মৌক্তিক-মণ্ডিত মদার্ত্ত-মহাগজের অধঃপাত-প্রদ-বন্ধন-স্তম্ভের ন্যায় দোষকালুষ্যমুক্তা-শোভিত, গর্ব্বপীড়িত, অভিমান-মাতঙ্গের মরণোপম-মানভঙ্গ-কারণ একমাত্র যৌবন-আলান। হায়! মনোরূপ বিপুল-মূল-যুক্ত, দোষরূপ আশীবিষ-শোভিত, ইষ্টবিয়োগ বা অভীষ্টের অলাভ-জনিত-অন্তর্দ্দাহ-জন্য-শোষযুক্ত রোদন-বৃক্ষ সকলের যৌবন কানন-স্বরূপ। সুখরসলেশ ও মকরন্দ প্রাপ্ত হইয়া, পুনরপি সুখবিষয়ে প্রসরণ-শীল-রাগাদি-কেসর-সঙ্কুল, কুবিকল্পদলে পরিব্যাপ্ত-যৌবন-পুষ্কর দুশ্চিন্তা-ভ্রমরী-সমূহের প্রিয়-নিভৃত-নিলয়রূপে অবগত হওয়া উচিত। সরোবরতীর যেমন

বিহঙ্গগণের আশ্রয়, সেইরূপ পতন ও উৎপতন হেতু লৌকিক-শুভাশুভ কার্য্য, অথবা পুণ্যপাপরূপ কুৎসিত-পক্ষযুক্ত হৃদয়সরসীতীরচারী আধিব্যাধি-বিহঙ্গমগণের একমাত্র প্রিয়লীলা-নিকেতন নব-যৌবন। বিলসনশীল অসংখ্য-জড়তরঙ্গমালার নিরবধিক-বারিধিবক্ষঃ যেমন চিরবিলাস স্থান, তদ্রূপ দুর্ব্বিলাসপরায়ণ-চিত্তের অসংখ্য-জড়লোল-বিকল্প-কল্লোলমালার অনভিপ্রেত-জরামরণদুঃখমর্য্যাদা-সম্পন্ন নব-যৌবন-জলনিধিবক্ষ একমাত্র বিশ্রামস্থান। সবেগে পার্থিব-রজঃ কঙ্করাদির আকর্ষণে সান্ধকার বায়ু যেমন লূতা-বিরচিত-তন্তু-সমুদায়ের উচ্ছেদ-সাধনে পটু, সেইরূপ চিত্তাকাশে সাধুসঙ্গ, সংশাস্ত্র ও প্রযত্ন-সহস্র-সাধন-সাধিত প্রসাদ, প্রকাশ, বিবেক, এবং দিক্-প্রসরাদি সদ্গুণ-সমষ্টির স্থৈর্য্য অপনয়নে তমোরজঃপ্রবৃত্তি-কলুষিত বিষম-নব-যৌবনানিল একমাত্র দক্ষ। অশুচি-তৃণ-পর্ণাদি আবর্জ্জনা-যোগে উৎকট, রূক্ষ ও আকুল পাংশু সকল যেমন মুখের পাণ্ডুতা-সম্পাদন করিয়া ঊর্দ্ধদেশে আরূঢ় হয়, সেইরূপ পরিচালিত আকুল-ইন্দ্রিয়-উৎকরে উৎকট, কর্কশ, যৌবন-রেণু-সমূহ বিষয়বাসনোত্থ-রোগ-সাহায্যে শরীরের বিবর্ণতা ও মুখের পাণ্ডুতা রচনা করিয়া, দোষের পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পাপ সম্পদের বিলাস-হেতু যৌবনোল্লাস মানবগণের দোষাবলী উদ্বোধিত করিয়া, গুণাবলীর খণ্ডন করে। নব-যৌবন-চন্দ্রমা রজোগুণ-পরাগ-সম্বন্ধে বিবেক-পক্ষ নিরুদ্ধ হওয়ায়, দেহপঙ্কজে অর্থাৎ শরীরাভিমান-কোষে, চঞ্চলমতি-ষটপদীকে নিবদ্ধ করিয়া বিমুগ্ধ করে। শরীর-লক্ষণ-বনকুঞ্জে উদ্ভূত রমণীয় যৌবন-পুষ্পমঞ্জরী উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়া পুষ্পসংলগ্ন-মনোভৃঙ্গের মদমোহ বর্দ্ধিত করে। শরীর-মরু-ক্ষেত্রে কামাতপতাপোত্থিত-যৌবনমৃগতৃষ্ণাভিমুখে প্রধাবিত মনোমৃগ-

সকল বিষয়-গর্ত্তে নিপতিত হইয়া, অশেষবিধ-ক্লেশ ভোগ করে। অতএব শরীর-লক্ষণ-রাত্রিযোগে চন্দ্রিকাস্বরূপ-চিত্তকেসরীর স্কন্ধ-লোম স্থানীয় এবং জীবন-সমুদ্রের লহরী-সদৃশ-চঞ্চল যুবতা বিজ্ঞজনের তুষ্টিজনক নহে। যেহেতু দেহ-জঙ্গলে কতিপয় দিবসের জন্য ফলিত-শরৎকাল-সদৃশ-শ্রী-সম্পন্ন যুবতা অচিরস্থায়িনী, অতএব যে কোন বিচক্ষণ মানবের যৌবন-বিষয়ে কখনই সমাশ্বস্ত হওয়া কোনরূপে উচিত নহে। অল্পভাগ্যবান্ ব্যক্তির হস্ত হইতে চিন্তামণি অথবা পূর্ব্বসঞ্চিত ধনরত্নরাশি যেমন ক্ষণকাল মধ্যে বিচ্যুত হয়, সেইরূপ ঝটিতি শরীর-পঞ্জর হইতে যুবতা-খগ অন্তর্হিত হইবে, একথা স্মরণ রাখা উচিত। যখন যখন যৌবন উৎকর্ষের পরম-কাষ্ঠায় অধিরূঢ় হয়, তত্তৎকালে সজ্বরকামকুরঙ্গ যুবজনের বিনাশ সাধনার্থ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, নব নব বনিতাদি-বিষয়তৃণাঙ্কুরে সোল্লাস বিচরণ করে। যে পর্য্যন্ত অন্ধকারময়ী সমস্ত যৌবন-যামিনী অস্তপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত রাগদ্বেষাদি পিশাচগণ স্ব স্ব বিষয়ে সবিশেষ বিহার-পরায়ণ হইয়া থাকে। নানাবিকারবহুল, দৈন্য-সেবী, ক্ষণ-বিনাশী, ম্রিয়মান পুত্রের প্রতি পিতা যেরূপ কৃপা প্রদর্শন করেন, বিজ্ঞ জনেরও সেইরূপ তারুণ্যের প্রতি কারুণ্য প্রকাশ সঙ্গত কার্য্য। যে পুরুষ মোহ প্রযুক্ত ক্ষণভঙ্গুর-যৌবনে আরূঢ় হইয়া বিষয়-রসাস্বাদনে হর্ষ প্রাপ্ত হয়, শাস্ত্রকারগণ সেই মহামুগ্ধ পুরুষকে নরমৃগরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। মানমোহ-প্রযুক্ত মদোন্মত্ত যে পুরুষ বুদ্ধি বশতঃ যৌবনে অভিলাষ করে, অচিরকালমধ্যে সেই দুর্ব্বুদ্ধি-মানব পশ্চাত্তাপযুক্ত হয়। তাঁহারাই ভূমণ্ডলে পূজ্য ও ধন্য, তাঁহারাই মহাত্মা এবং পুরুষপদবাচ্য, যাঁহারা সাধুচরিত্র অবলম্বনে যৌবন-সঙ্কট হইতে সুখে সমুত্তীর্ণ হইয়াছেন। উৎকট-মকরনিকরের আকর জলনিধি বরং সুখসন্তরণে

উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, পরন্তু রাগাদি-কল্লোলবলে উল্লসনশীল, সদোষ, নিন্দিত-যৌবন-জলধি উত্তীর্ণ হওয়া সুদুষ্কর কার্য্য। মূর্খতা ও অশক্তি বশতঃ বাল্য ও বার্দ্ধক্য-অবস্থা পুরুষার্থ-সাধনে অনুপযোগিনী, যৌবন ও বহুদোষের আকর। অতএব সাধন সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়া মানবগণ কিরূপে পুরুষার্থ-সাধনে প্রত্যাশা করিতে পারে? এরূপ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক। ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, পূর্ব্ব-বর্ণনা অনুসারে দুর্যৌবন নিন্দিত হইলেও যৌবন মাত্রই নিন্দনীয় নহে। পরন্তু আর্য্যজনসেবিত, বিনয়াদি ভূষিত, করুণা-বিমণ্ডিত, শান্তি দান্তি উপরতি-প্রভৃতি সদ্‌গুণে আবলিত, সুযৌবন-সাহায্যে মানবগণ পুরুষার্থ-সাধনে উদ্‌যোগী হইতে পারেন। দুঃখের বিষয় এই যে, বিহগগণের কলরব-মুখরিত, কল্পপাদপ-শোভিত দেবতানিবহের আবাসোজ্জ্বল, ফলপুষ্প-সমৃদ্ধি-সম্পন্নকল্পলতাবেষ্টিত, বিহারকুঞ্জবিরাজিত, সাধুদিগের আবাসস্থান-সদৃশ-বিশ্রান্তিপ্রদ, অম্বরগত কাননের ন্যায় জগন্মণ্ডলে মনুষ্যজন্মে তাদৃশ সুযৌবন অতীব সুদুর্লভ।

পৃথিবীমণ্ডলে, অথবা জগন্মণ্ডলে যতকিছু লোভনীয় বস্তু আছে, তন্মধ্যে লাবণ্যমণ্ডিত, যৌবনবিলাসী, স্ত্রীশরীর সর্ব্বপ্রধান। স্ত্রীশরীরের আকর্ষণে সর্ব্ববিধ প্রাণী আকৃষ্ট হইয়া নরকজন্ম লাভ করে। অতএব বিবিধ অনর্থের মূল যুবতীজনের অসারতা হৃদয়ঙ্গম না হওয়া পর্য্যন্ত তদ্বিষয়িণী স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ও দুষ্পরিহরণীয়রূপে প্রতিভাত হয়; সুতরাং প্রত্যক্ষনরকব্রাতনিষ্পন্ননিখিলঅঙ্গপ্রত্যঙ্গশোভিত-স্ত্রীসমুদায় অত্যন্ত নিন্দাভাজন। যুবকজনের যে স্ত্রীপিণ্ডে সর্ব্বদা রমণীয়তা ভ্রম উপস্থিত হয়, সেই স্ত্রীশরীরের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বিচার করিবার বিষয়। স্নায়ু অস্থি গ্রন্থিশালিনী, মাংসময়ী স্ত্রীপ্রতিমার শকটাদি যন্ত্রের ন্যায় চঞ্চল-অঙ্গ-পঞ্জরে যাহা কিছু রমণীয়ের ন্যায়

প্রতীয়মান হয়, তৎসমুদায় কিছুই নহে। ত্বক্, মাংস, বাষ্প ও অম্বু পৃথক করিয়া আলোচনা করিলে স্ত্রীপিণ্ডে কিছুই রমণীয় দেখা যায় না। যদি রমণীয় হয়, আসক্ত হও, কিন্তু বৃথা মুগ্ধ হওয়া উচিত নহে। একস্থানে কেশ, অন্য স্থানে রক্ত, ভিন্নস্থানে পূর্ণচন্দ্রনিভ আনন ও খঞ্জন-গঞ্জন নয়নদ্বয়, অপর স্থানে হারশোভিত উন্নতস্তন-মণ্ডল, অন্যত্র বলয়ালঙ্কৃত-মৃণালানুকারী বাহুযুগলসৌন্দর্য্য, এই সমস্ত অবয়ব লইয়া প্রমদাতনু নির্ম্মিত হইয়াছে। এই নিন্দিত-স্ত্রীশরীর লইয়া বিপুলাশয়-মানব কি করিবেন? বাস ও বিলেপনাদি দ্বারা যে শরীর পুনঃ পুনঃ লালিত, সর্ব্বদেহীর সেই শরীর ও অঙ্গসকল মাংসাশী ক্রব্যাদ ও কুক্কুরগণ কর্ত্তৃক শ্মশানে লুণ্ঠীত হয়। সুমেরু-শৃঙ্গ-তটদেশে প্রবাহিত গঙ্গাজলপ্রবাহের সমান যে কুচগিরিতটে মুক্তাহার উল্লসিত হয়, সেই ললনাস্তন শ্মশানের চতুর্দ্দিকে অন্নপিণ্ডের ন্যায় সারমেয় কর্ত্তৃক কালে আস্বাদিত হইয়া থাকে। করী, উষ্ট্র অথবা খরসমূহের রক্তমাংসাস্থি-সম্বলিত অঙ্গ সকল যেমন বনে বিকীর্ণ থাকে, কামিনীগণের ও অঙ্গসমুদায় একদিন তদ্রূপ শ্মশানে বিকীর্ণ হইবে। অতএব কামিনীশরীরে আগ্রহাতিশয়ের কারণ কি আছে? মূঢ়জন কর্ত্তৃক স্ত্রীশরীরে যে আপাতরমণীয়তা কল্পিত হয়, বিবেকবিস্তীর্ণবুদ্ধিযুক্তমানবের বিচারে মোহের একমাত্র কারণ সেই আপাতরমণীয়তাও রমণীশরীরে নাই। স্খলন ও কলহাদি-বিকার-বিশিষ্ট-মদিরা হইতে মদমন্মথ পূর্ব্বক বিপুল-উল্লাসদায়িনী কামকিংশাদি বিকারশালিনী স্ত্রীজনের বিশেষত্ব কি? ললনারূপ-আলানে সংলীন-মানবদন্তী দৃঢ়-শমাঙ্কুশের পুনঃপুনঃ আঘাতেও প্রবোধ বা বিবেক-জাগরণ প্রাপ্ত হয় না। কেশ এবং কজ্জলধারিণী, প্রিয়দর্শনা, দুস্পর্শা, দুষ্কৃতাগ্নিশিখা-সমান নারী মানবগণকে তৃণের ন্যায় দগ্ধ করিয়া

থাকে। অতিদূরে সংযমনী নরকপুরীমধ্যে প্রজ্জলিত ভীষণ-নরকাগ্নির সরস হইলেও নীরস-স্ত্রীসকল সুন্দররূপে ইন্ধনকার্য্য করিয়া থাকে। বিকীর্ণ-অন্ধকার যাহার কেশপাশ, ভ্রমণশীল-তারকা যাহার লোচন, পূর্ণচন্দ্রবিম্ব যাহার বদন, কুসুমোৎকর যাহার হাস্য, যাঁহার সমাগমে পুরুষগণ শৃঙ্গাররসভোগার্থ বিলোলভাব প্রাপ্ত হয়, যাহার আগমনে সমস্ত কার্য্য উপসংহৃত হয় এবং বুদ্ধির বিমোহণ উপস্থিত হইয়া থাকে, সেই দীর্ঘ-যামিনী-সদৃশী-কামিনীগণ বিকীর্ণাকারকবরীসৌন্দর্য্যে, তরল-তারক লোচনমাধুর্য্যে, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আননসৌকুমার্য্যে, পুষ্পপ্রকরের ন্যায় হাস্য-বিলাসে কামলীলাবিলোল-পুরুষগণের ধর্ম্ম বিবেকও বৈরাগ্য কার্য্য সংহার করিয়া বুদ্ধির মান্দ্য ও মুগ্ধতা সম্পাদন করে। পুষ্প-শালিনী, পল্লবশোভিনী, ভ্রমরবিলাসিনী, স্তবকমনোহরা, কুসুমকে-সরশোভনা, নরমারণে কুশলিনী-বিষলতার অনুকারিণী কান্তা পুষ্পাভি-রামমাধুর্য্যে, করকিসলয়-সৌন্দর্য্যে, লোললোচনবিলাসে, স্তনমণ্ডলের দীর্ঘ-উন্নত-আয়তনে, পুষ্প-পরাগ বিলেপনে, হেমাঙ্গরাগলাবণ্যে মানব-সকলের উন্মত্ততা ও বৈবশ্য উৎপাদন করে। ভল্লকী বিষম-শ্বাসবলে বিলস্থ-সর্পাদি আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করে, ইহা যেমন লোকপ্রসিদ্ধ, সেইরূপ স্বার্থসাধনার্থ অলীক সৎকার-সমাশ্বাসনছলে বিটের, নাগরের, পতির, অথবা পুরুষান্তরের চিত্তদলন ও বিত্তহরণ করিয়া বিনাশ-সাধনে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত-কান্তার কুসুমকোমল-বাহুযুগলের সুদৃঢ়-আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া জন্তুগণ বশীকৃত হইয়া থাকে। মুগ্ধচিত্ত-বিহঙ্গগণকে বন্ধন করিবার জন্য কিরাতকুল যেমন বনে বাগুরা বিকীর্ণ করে, তদ্রূপ কামকিরাত মুগ্ধ-নরবিহঙ্গ-নিচয়ের বন্ধনার্থ নারীরূপ-জাল বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

ললনারূপ-বিপুল-আলানে মনোরূপ-মত্ত-মহাগজ রতিরূপ-শৃঙ্খলে

আবদ্ধ হইয়া মূকের ন্যায় অবস্থিতি করে। ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট-জলাশয়ে যেরূপ কর্দ্দমচারী মৎস্য খাদ্য-পিষ্ট-পিণ্ড-বেষ্টিত-লোহকণ্টক ভক্ষণ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জন্ম-পল্বল-মৎস্যরূপী পুরুষগণ চিত্তকর্দ্দমে বিচরণ করতঃ ভোগ্যলোভে বিষম-দুর্ব্বাসনা-রজ্জুর অগ্রে গ্রথিত নারীরূপ-বড়িশপিণ্ডিকা গললগ্ন করিয়া বিনাশের পথ উন্মুক্ত করে। হয় হস্তী রথ পদাতিসঙ্কুল-চতুরঙ্গিনী-সেনার অশ্বগণের বন্ধনস্থান যেমন বাজিশালা, দন্তিগণের বন্ধনস্থান যেমন আলান, অহিগণের বন্ধনস্থান যেমন মন্ত্র, সেইরূপ পুরুষগণের বন্ধনস্থান একমাত্র বামলোচনা। নানারসবতী ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণ এই অতি বিচিত্র-ভোগভূমি একমাত্র স্ত্রীশরীরকে আশ্রয় করিয়া পরম-সংস্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যে কোন প্রকারের দোষরত্ন আছে, তৎসমুদায়ের সুসংরক্ষণ-স্থান রত্ন-সম্পুটিকা স্থানীয় অথবা দুঃখ-শৃঙ্খলারূপিণী রমণীদ্বারা বিরক্ত মানবের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? সুবর্ণ বা মণি-মুক্তা-রত্নমালা-শোভায়মান-ঘনপীন-উন্নত-স্তনযুগলের তটসৌন্দর্য্যে কিম্বা নীলপদ্মদল-কান্তি-তস্করচটুল-নয়ন-চাতুর্য্যে, অথবা নানারত্নরাজিবিরাজিত-চন্দ্র-হারোজ্জ্বল রমণীর রমণীয়-স্থূল-নিতম্ব-সৌকুমার্য্যে, কিম্বাকর্ণান্তাকৃষ্ট-কন্দর্পচাপচমৎকার-চঞ্চল-ভ্রূবিলাসে মহাশূর প্রাজ্ঞ ধীর ও বিবেক-সম্পন্ন মহাপ্রাণ-মানবের মানস-মোহন অথবা অন্য প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না, অতএব মাংসমাত্রসার অবস্তুভূত স্তনাদি দ্বারা তাঁহারা কোন কার্য্য সাধন করিবেন? একত্র মাংস, অন্যত্র রক্ত, অন্যত্র অস্থি-পঞ্জর, এইরূপে কতিপয়-বাসর-মধ্যে নারীশরীর বিশীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মনুজগণ প্রিয়াবোধে যে রক্ত-মাংসময়ী স্ত্রীপুত্তলিকার সর্ব্বোদ্যোগসহকারে ক্রীতদাসের ন্যায় আজ্ঞাপালন ও লালনা করিয়া থাকে, সেই হৃদয়বিলাসিনী স্ত্রী একদিন প্রবিভক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে,

বিশ্লথ-শরীরে শ্মশানে চিরনিদ্রিত হইবে। যে স্ত্রীর রক্তিম-কপোলে কপালে ও স্তনমণ্ডলে ঘনতর স্নেহের সহিত কান্ত-কর্ত্তৃক পত্রাঙ্কুর অর্থাৎ কর্পূর গোরোচনা ও চন্দনাদিকৃত চিত্রতিলক রচিত হয়, প্রাণ-প্রিয়ার সেই বদন-কমল জঙ্গলে নিপতিত হইয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে শুষ্ক কিম্বা চিতাগ্নির করাল-জ্বালামালায় একদিন দগ্ধ হইবে, কেশকলাপ শ্মশানবৃক্ষে চামর-লেখার আকার ধারণ করিবে, এবং অস্থিসকল অবনিমণ্ডলে অল্পদিনের মধ্যে নক্ষত্রবৎ প্রতিভাত হইবে। শ্মশান-পাংশু ও ক্রব্যাদ-দল স্ত্রীশরীরের রক্তপান করিবে, শিবাদল চর্ম্মভোজন করিবে এবং প্রাণবায়ু আকাশমণ্ডলে বিলয়প্রাপ্ত হইবে। বিরক্ত-মানবের হিতের জন্য অচিরকালমধ্যে ললিতললনা-শরীরের ভাবিনী-পরিণতি এইরূপে শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে; জানিনা মানবনিবহ কেন বৃথা-ভ্রান্তির অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ ও বিনষ্ট হয়। ভূতপঞ্চকের সজ্ঘটনকৃত-ললনাভিধ স্তনভর-নাভিনিবেশ-সম্পন্ন-রক্তমাংসৎসাময়-সন্নিবেশে রসরাগবশতঃ বুদ্ধিমান্ পুরুষ কেন অভিপতিত হয়? শাখা-প্রশাখা-জটিলা অপরিপক্ক-কটুরসাশ্রিত ও পরিপক্ক-অম্লরসাশ্রিত-শুষ্ক ফল-মালিনী সুতাল-নাম্নী আরণ্যক-লতাবিশেষের ন্যায় শাখা-প্রতান-গহনা পারলৌকিক দুঃখরূপ-কটুফল ও ঐহিক-সুখলবমিশ্র-শোক-রোগাদি-কটুম্লফল-শালিনী কান্তানুসারিনী চিন্তা উত্তালতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হায়! কোন্ দিকে যাই, কোথায় ধন প্রাপ্ত হইব, ইত্যাদিরূপ চিন্তা ও ঘনধনাভিলাসে আকুল-অন্ধ চিত্ত যূথভ্রষ্ট-মৃগের ন্যায় মুগ্ধ হইয়া থাকে। করিণীর প্রতি চঞ্চল-মানস মত্ত-মহাগজ বিন্ধ্যখাতে নিবদ্ধ হইয়া যেমন শোচনীয়তা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তরুণী-তৎপর-মানব পরম-দুরবস্থা ভোগ করে। যাহার স্ত্রী আছে, তাহারই ভোগেচ্ছা, নিঃস্ত্রীক মানবের ভোগ ভূমি কোথায়? স্ত্রীত্যাগ করিলে

জগৎ পরিত্যক্ত হয়, এবং জগৎ ত্যাগ করিয়া মানব সুখী হইতে পারে। বিশাল বুদ্ধি মানব অলিকুলের পক্ষ-মূল-সদৃশ-চঞ্চল আপাত-মাত্র-রমণীয় সুদুস্তর-ভোগ-সৌভাগ্যে রক্ত না হইয়া, জন্মমরণাদিভয়-প্রবৃক্ত উপশান্তহৃদয়ে প্রযত্ন সহকারে পরমপদ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন।

এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যৌবনে কামাদিদোষের প্রবলতা হেতু নিত্যানন্দ-সুখানুভব না হইলেও বৃদ্ধাবস্থায় কামাদিদোষের উপশান্তি হইলে বিনীত পুত্রপৌত্রাদিদ্বারা গৃহে সংসেব্যমান হইয়া বহুতর আনন্দসুখ ভোগ করিতে পারিব, এইরূপ আত্মপ্রতারণায় প্রতারিত- মানবগণের বিবেচনা করা উচিত যে, স্বকুলগ্রাসি-সর্পের ন্যায় বাল্যাদি অবস্থাগুলি অতি-কর্কশ-ভাবাপন্ন, বিশেষতঃ শোক-মোহবিয়োগ আর্ত্তি ও বিষাদাদি নানারোগ-সমাকুল, চিন্তা ও পরিভবস্থান বৃদ্ধাবস্থা অতি নিন্দনীয়, তদ্বারা মানবের-সুখ সম্ভাবনা কিছুই নাই। ক্রীড়াকৌতুকাদি অভিলাষে বালত্ব সম্পূর্ণ না হইতেই যৌবন তাহাকে গ্রাস করে, এইরূপে স্ত্রী ও স্রক্-চন্দনাদি বিষয়ভোগাভিলাষে যৌবন চরিতার্থ না হইতেই জরা তাহাকে গ্রাস করে। উক্তরূপে অবস্থা সকলের পরস্পর কর্কশতা দৃষ্ট হইলে মূঢ়-মানবগণ পরম-প্রেমাস্পদ-সুখায়তন-দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-শৈথিল্যরূপিণী জরাবস্থায় কিরূপে সুখের আশা করিতে পারে? প্রত্যুত হিমাশনি যেমন শতদলকে নাশ করে, বাত্যা যেমন তৃণাগ্রস্থ জলকণার বিনিপাতের কারণ, নদীবেগ যেমন তীরতরুর পতন-হেতু সেই-রূপ জরাও দেহের নাশসাধন করিয়া থাকে। বিষকণা ভুক্ত হইলে যেমন দেহের বিরূপতা সম্পাদন করে, সেইরূপ জরঠরূপিণী জরা অবিলম্বে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল জর্জ্জরীকৃত করে।

শৈথিল্যবশতঃ যাহার অঙ্গসকল সম্যক্ দীর্ঘতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই জরাজীর্ণ-কলেবর-পুরুষকে কামিনীগণ করিশাবক সমান অবলোকন করে। সপত্নীকর্ত্তৃক আহত হইয়া অঙ্গনা যেমন পলায়ন করে, সেইরূপ বিনাক্লেশে কদর্থিত করিতে সমর্থ জরা-দ্বারা মানবগণ গৃহীত হইলে প্রজ্ঞাদেবী পলায়ন করেন। উন্মত্ত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া সাধারণ লোকে যেরূপ হাস্য পরিহাস করে, সেইরূপ দাস, পুত্র, স্ত্রী, বান্ধব ও সুহৃদ্গণ বার্দ্ধককম্পিত-নরের প্রতি উপহাস ও অসম্মান প্রদর্শন করে। অতি দীর্ঘ বৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়া যেমন গৃধ্র-কুল উপবেশন করে, তদ্রূপ গুণপরাক্রম-বিহীন দীন, জরঠ দুষ্প্রেক্ষ্য বৃদ্ধ অভিলাষাতিশয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে। দৈন্যদোষময়ী, হৃদয়ে দাহপ্রদায়িনী, আপদ্ সমূহের একমাত্র সখী, দীর্ঘস্পৃহা বৃদ্ধাবস্থায় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। হায়! পরলোকে আমার কর্ত্তব্য কি? এইরূপ চিন্তা-দুর্ম্মনায়মান বৃদ্ধের অতিদারুণ, প্রতিকাররহিত-ভয় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। আমি অতিক্ষুদ্র, আমার দ্বারা কি হইবে? কিরূপেই বা কি করি? মৌনাবলম্বনে থাকাই ভাল, ইত্যাদিরূপ দীনতাবার্দ্ধক্যে উদিত হইয়া থাকে। কিরূপে কবে কীদৃশ স্বাদুভোজন প্রাপ্ত হইব, ইত্যাদি চিন্তাজ্বর বৃদ্ধাবস্থায় নিরন্তর মানবের মনঃপ্রাণ দগ্ধকরে। ভোগস্পৃহা সর্ব্বদা উল্লাস প্রাপ্ত হয়, অথচ বার্দ্ধক্যে উপভোগ-সামর্থ্য থাকেনা, সুতরাং শক্তিদৌস্থ্য-বশতঃ মানবের হৃদয় নিশ্চিত দগ্ধ হয়। শরীরবৃক্ষের শিরোভাগে অবস্থিত কায়-ক্লেশসম্পাদনদ্বারা অপকারিণী, রোগরূপ-উরগগণে আকীর্ণ, জরারূপিণী জীর্ণ-বকী যাবৎ রোদন করে, তাবৎকালের মধ্যে ঘন-মূর্চ্ছারূপ-তিমিরাকাঙ্ক্ষী মরণ কৌশিক কোথা হইতে অতর্কিতভাবে শীঘ্রআসিয়া পরিদৃষ্ট হয়। যেমন সায়ং-সন্ধ্যা-সমাগমে অন্ধকার সমনুধাবিত হয়, সেইরূপ শরীরেজরা দর্শন করিয়া,

মৃত্যু অনুধাবন করে। দূর হইতে জরাকুসুমিত-দেহদ্রুম দর্শন করিয়া বেগের সহিত মরণ-মর্কট আপতিত হইয়া থাকে। শূন্য-নগর বরং আভাত হয়; লতা-বিহীন বৃক্ষ বরং শোভাধারণ করে, এবং বৃষ্টিরহিত দেশও বরংপ্রকাশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জরাজর্জ্জর-শরীর সর্ব্বথা শ্রীহীন-ভাব ধারণ করে। যেরূপ কূজনকারিণী গৃধ্রী ক্ষণকালমধ্যে নিগরণ করিবারজন্য সবেগে আমিষখণ্ড গ্রহণ করে, সেইরূপ কাসকণিতকারিণী জরা ক্ষণমধ্যে উদরস্থ করিবার জন্য ত্বরিত নর-শরীর আক্রমণ করে।

দর্শনমাত্রে ঔৎসুক্য সহকারে শীঘ্র গ্রহণ ও ক্ষণকাল শিরোদেশে ধারণ করিয়া কুমারী যেরূপ কুমুদের দল সকল ছিন্নভিন্ন করে, সেইরূপ জরাও দৃষ্টিমাত্রে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে ক্ষণকাল শিরোভাগে অবস্থিতি করিয়া, পরিশেষে সমগ্র দেহ জর্জ্জরিত করে। আর্তিব্যঞ্জক-দেহকণ্টক ও সীৎকার শব্দকারক শিশির-ঋতুকালীন পাংশু-পরুষ বায়ুনিবহ যেমন শিথিলমূল-তরুপল্লব নিপাতিত করে, সেইরূপ জরা-বাত্যা রোগ-শোকাদি রজঃ সাহায্যে অবিলম্বে পরিজর্জ্জর-শরীর পাতিত করে। জর্জ্জরতা প্রাপ্ত জরোপহত-দেহ তুষারনিকরে আকীর্ণ-পরিম্লান-অম্বুজ-সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করিয়া থাকে। জ্যোৎস্না সমুদিত হইয়া যেমন শিখরিপৃষ্ঠস্থ সরোবরে কুমুদলতার বিকাশসাধন করে, সেইরূপ জরারূপিণী-জ্যোৎস্না শিরোরূপ-পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থ সরসীনীরে উদ্‌যোগের সহিত শ্বাস, কাস ও বাতরোগরূপিণী কুমুদ্বতীর প্রকাশ সম্পাদন করে। পুরুষগণের জরারূপ-ক্ষারলবণাদিচূর্ণ-সংযোগে বিধূসর অতএব পরিপক্ব-শিরোরূপ-কুষ্মাণ্ড অবলোকন করিয়া জগৎস্বামীকাল নিশ্চিত ভক্ষণ করিয়া থাকেন। জাহ্নবী যেমন অবিরাম-প্রবাহবেগে তীরবৃক্ষের মূল ছেদন করেন, সেইরূপ জরা-জাহ্নবী সত্বর-চলনশীল-আয়ুঃপ্রবাহ-সাহায্যে শরীরতীরবৃক্ষের মূল

উদযোগের সহিত নিরন্তর নিকৃন্তন করিতেছে। জরারূপিণী-মার্জ্জারিকা উদ্ধতভাবে যৌবনরূপ মূষিকের বিনাশসাধন করতঃ শরীরামিষভক্ষণেচ্ছায় হৃদয়ে পরম-উল্লাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সংসারে তথাভূত অমঙ্গলকরী আর কেহ নাই, যেরূপ দেহজঙ্গলচারিণী জরা-জম্বুকী রোষ-রোদনারাবে অকল্যাণ বিধান করে। শ্বাস কাস ও সীৎকারযুক্ত দুঃখরূপধূমান্ধকার-শালিনী জরা-জ্বালা যাহার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়, সেই পুরুষ অবিলম্বে দগ্ধ হইয়া থাকে। মানবগণের অল্পায়তন তনুলতা পুষ্পভারে অবনত-কুসুমলতার ন্যায় অবরুদ্ধপল্লবের অন্তরালে শুক্লপুষ্পকান্তি ধারণ করিয়া জরাকুসুমভারে বক্রতা প্রাপ্ত হয়। জরাকর্পূরধবল-দেহরূপ কদলীবৃক্ষকে মরণরূপ-মাতঙ্গ ক্ষণকাল মধ্যে উন্মূলিত করে। মরণরূপ মহারাজের আগমনকালে জরা ধবলচামরধারিণী স্বীয় আধিব্যাধিপতাকিনীর অগ্রে অগ্রে পরিধাবিত হইয়া থাকে। সংগ্রামস্থলে যাহারা শত্রুকৃত পরাভবপ্রাপ্ত না হইয়া ধৈর্য্যের সহিত দুষ্প্রবেশ-পর্ব্বতবিবরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাও শীঘ্র জরারূপিণী জীর্ণ রাক্ষসী-কর্তৃক বিজিত হইয়া থাকে। জরারূপ তুষার-সঙ্কুচিত-শরীর গৃহের অভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়রূপ শিশুগণ অল্পমাত্রও স্পন্দিত হইতে সমর্থ নহে। দণ্ড-সংজ্ঞক-সঙ্গীতের তৃতীয়-পাদাভিনয়-কালে মৃদঙ্গবাদ্যযোগে মুহুর্মুহুঃ পদে প্রস্খলিত-নর্ত্তকীর ন্যায় কাস ও অধোবায়ু-মুরজ-বাদ্যসহ জরারূপিণী নর্ত্তকী অবলম্বন-যষ্টিরূপ তৃতীয় পাদযোগে স্খলিতপদে নৃত্য করিয়া থাকে। এই চিরপ্রসিদ্ধ-সংসার-মহারাজের নিত্য ব্যবহার্য্য-চন্দন-কস্তুরী প্রভৃতি গন্ধানুলেপন গৃহস্থানীয়, বিষয়ভোগগন্ধের আশ্রয়ভূত দেহযষ্টির শিরোদেশে অবস্থিত জরানাম্নী চামর-শ্রী পতাকার ন্যায় শোভা ধারণ করে। জরা-চন্দ্রের উদয়ে শুভ্রতাপ্রাপ্ত শরীরনগরস্থ জীবিতাশাসরোবরে ক্ষণকালমধ্যে

মরণরূপ কৈরব-কুসুম বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। জরারূপ সুধা-বিলেপনে শুভ্রতাপ্রাপ্ত শরীরগৃহের অন্তঃপুরমধ্যে অশক্তি, পীড়া ও আপদরূপ-অঙ্গনাগণ সুখে বাস করে। যে সকল চতুর্ব্বিধ জীবশরীরে প্রথমে সেনাপতি জরা জয়লাভ করে ও পশ্চাৎ মহারাজ মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হন, সেই চতুর্ব্বিধ-শরীরের অন্যতম মানব শরীরে আমাদের সমাশ্বাসের কারণ কি আছে? জরাজর্জ্জর, দুঃখপূর্ণ-জীবন প্রাপ্ত হইয়াও দীর্ঘকাল জীবিতাশা-বিষয়ে মানবগণ এতদ্দুরাগ্রহ পোষণ করে কেন? এরূপ আগ্রহ পোষণে কোন ফল নাই, যেহেতু জরা জগতে সর্ব্বজনের অজিত অথচ স্বয়ং জরা সকলকে জয় করিয়া, মানবনিবহের সর্ব্বৈষণা অর্থাৎ সর্ব্ববিধ অভিলাষ তিরস্কার করিয়া-সগর্ব্বে স্বীয় প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভোগ্য শ্রী, ভোগতৃষ্ণা এবং ভোগের অবসর-ভূত বাল্যাদি অবস্থা সকলের দোষপ্রপঞ্চনদ্বারা দুরন্ত দুঃখমাত্রে পর্য্যবসান উপপাদিত হওয়ায়, তাৎপর্য্যবশে ঐহিক ও আমুষ্মিক বিষয়-ফলভোগ-বিরাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে গুণ দোষ ও বলের উৎকর্ষ প্রদর্শন সহ কালের স্বভাব-কীর্ত্তন পূর্ব্বক নিত্য অথবা অনিত্য বস্তু-নিচয়ের বিবেক অবধারণ প্রসঙ্গাগত। ইহা আমার ভোগ্য, আমি ভোক্তা, এইগুলি আমার ভোগসাধন, এইরূপে বিষয় সম্পাদন করিয়া চিরকাল ভোগ করিব, এই বস্তু আজ আমি লাভ করিয়াছি, এই মনোরথ ভবিষ্যতে প্রাপ্ত হইব, ইত্যাদি অনন্ত মনোবিকল্প-কল্পনা করিয়া, অনল্পজল্পিত অর্থাৎ বহু ব্যবহারবচন-প্রয়োগ পুরঃসর অল্প-দেহে আত্মবুদ্ধি ও অল্পসুখে পরম-পুরুষার্থ-জ্ঞানসম্পন্ন মূঢ়-মানবকর্ত্তৃক শত্রুমিত্র-উদাসীনাদি ভেদ, হেয় উপাদেয় ও উপেক্ষ্যাদি ভেদ, এবং তৎপ্রযুক্ত রাগদ্বেষাদি ভেদবশতঃ সংসারকুহরে অন্যথাগ্রহরূপ ভ্রম

অতি গুরুতা ও দুশ্ছেদনীয়তা প্রাপিত হইয়াছে। বিষয় সকল জালের ন্যায় দূর হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক বন্ধকারী, পঞ্জরের ন্যায় পরিচ্ছেদদায়ক দেহ ও বন্ধপ্রাপক ; সুতরাং ভ্রান্তিসিদ্ধ অবস্তুভূত এই সংসারে বিবেকী মানবের আস্থা কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে ? বালকগণই মুকুরবিম্বিত ফলভক্ষণে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে। ঈদৃশ অসার-সংসারে যাহাদিগের ক্ষুদ্র সুখভাবনা বা সুখ আশা বিদ্যমান, তাহাদিগের এই আশা-তন্তু ও মূষকরূপী কাল নিরবশেষ ছেদন করে। এই সংসার ভূমিতে উৎপন্ন এমন কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা কালকর্ত্তৃক গ্রস্ত নহে। পরন্তু চন্দ্রোদয়-বশতঃ উপচিত-সমুদ্রের জল যেমন বড়বানল পান করে, সেইরূপ সকল ভক্ষক কাল জগৎ গ্রাস করে। ভীম মহেশ্বরকাল সর্ব্ব-পদার্থ-সাধারণ এই যাবতীয় দৃশ্যসকল কবলীকৃত করিতে উদ্যত। বল, বুদ্ধি ও বিভবৈশ্বর্য্যে যাঁহারা মহান্, কালদেব তাঁহাদিগের ও প্রতীক্ষা করেন না, পক্ষান্তরে অনন্ত বিশ্ব কবলিত করিয়া, কাল বিশ্বাত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বতঃ অলক্ষ্যরূপ কাল যুগ, সংসর, কল্পাখ্য হইয়া উপাধিকরূপে কিঞ্চিৎ প্রকটতা প্রাপ্ত হইয়া, সমুদায় জগৎ আক্রমণ পূর্ব্বক বশীকৃত করিয়াছে। গরুড় যেমন পন্নগসকলকে গ্রাস করে, সেইরূপ যাহা কিছু রমণীয়, যাহা কিছু শুভারম্ভ এবং গৌরবে যাহা কিছু সুমেরু-সমান উপলব্ধ হয়, তৎসমুদায়ই কালগ্রস্ত। নির্দ্দয়, কঠিন, ক্রূর, কর্কশ, কৃপণ, অধম কাল আজ পর্য্যন্ত যাহা গ্রাস করে নাই, এমন কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। কবলন বিষয়ে একান্তমতি কাল সর্ব্ববস্তু গ্রাস করিয়াও পুনরপি ভোজন করে, এবং অনন্ত লোক-সমুদায়কে ভক্ষণ করিয়াও মহাশন কাল পরিতৃপ্ত হয় না। নটরূপী কাল হরণ, নাশ, দহন, গ্রাস ও সংহার দ্বারা নানারূপে সংসারে নৃত্য

করিয়া থাকেন। যেমন শুকপক্ষী অসার আবরণে আবৃত বীজপূর্ণ দাড়িম্বফল বিদীর্ণ করে, সেইরূপ কাল এই সংসারে বিভক্তরূপে অবস্থিত অসত্যবন্ধনে আবদ্ধ চতুর্ব্বিধ-ভূতবীজ-সকল বিদীর্ণ করিয়া অবিরত ভক্ষণ করিয়া থাকে। অভিমানাদিদ্বারা উপচিত জন-সমূহের জীবাত্মারূপ-মহাবনে বিচরণশীল মহাগজস্থানীয় কাল স্বীয় শুভাশুভ বিষাণাগ্র-দ্বয়ের সাহায্যে জন-পল্লব ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া গর্জ্জন করিতেছে। অপঞ্চীকৃত-সূক্ষ্মভূতপঙ্ককোপাদি-সাহায্যে বিরিঞ্চিদেব যাহার মূল, দেবগণ যাহার বৃহৎফল, তথাবিধ ব্রহ্মাণ্ড-বৃক্ষসমুদায়ে পূর্ণ, আভোগ অর্থাৎ মায়িক কৃত্রিম-জগৎ-রচনারূপ-বেশবিশিষ্ট দুস্তর অরণ্যসদৃশ-এতদ্রূপ কাননের সর্ব্বপ্রদেশে সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত মহাকাল একমাত্র বলবত্তর। এই মহাকালের উদরবিবরে ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রাদিদেবগণের ও যাবতীয় দৃশ্যনিচয়ের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যামিনীরূপ-ভ্রম-নিকরে পূর্ণ, দিনমণিবিকসিত, দিবসরূপ-মঞ্জরী সমূহে উদ্ভাসিত, সম্বৎসর, কল্প, কলা ইত্যাদিরূপ অনেকানেক রম্যকাননলতা রচনা করিয়াও কালপুরুষ কখনও খেদবশতঃ বিরত হন না।

তত্তৎকার্য্যরূপে অবভগ্ন, দগ্ধ ও দৃশ্য হইলেও ধূর্ত্তচূড়ামণি-কালপুরুষ, স্বরূপতঃ ভঙ্গ বা দাহাদি প্রাপ্ত হন না। সুসিদ্ধকাল মনোরাজ্যের ন্যায় এক নিমেষ মাত্রে কোন পদার্থের অভ্যুন্নতি বিধান করিয়া, অভ্যুন্নত কোন পদার্থের অতিশোচনীয় বিনাশ সাধন করিয়া থাকেন। প্রাণিসমুদায়ের বহুবিধ কষ্টসমূহে পরিপুষ্ট তত্তৎযুগানুরূপিণী স্বকীয়-ভুর্ব্বিলাস-বিষয়ে চিরবিলাসিনী চেষ্টা-ভার্য্যার সহায়তায় ভৌতিক-দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত অন্যথাগ্রহরূপ ভ্রম-বশে একরূপতা সম্পাদন করিয়া কালপুরুষ অজ্ঞাতাত্মস্বরূপ-জননিবহের স্বর্গনরকরূপ-সংসারাবর্ত্তনের

হেতুরূপে অবস্থিত। করিতেছেন। প্রচণ্ডকাল আত্মম্ভরিতা গুণে তৃণ, পাংশু, ইন্দ্রাদিদেববৃন্দ, সুমেরু, পর্ণ, অর্ণব ইত্যাদি সমুদায়-পদার্থ আত্মসাৎ করিতে সতত উদ্যত। ক্রূরতা, লোভ, সর্ব্ববিধ দৌর্ভাগ্য ও তৎসহ চাপল্য কাল গর্ভে অবস্থিত। বালক যেমন নিজ গৃহ-প্রাঙ্গণে বল যুগল লইয়া নিক্ষেপণ উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করে, সেইরূপ কাল ও গগন মণ্ডলে সূর্য্য-চন্দ্ররূপ কন্দুকযুগলের প্রেরণ অর্থাৎ উদয় ও অস্তমন সম্পাদন করতঃ যেন ক্রীড়া করিতেছেন। এই কাল মহা-প্রলয় সময়ে প্রাণিসমুদায়ের বিভাগ বিনষ্ট করিয়া ভূতসমূহের অস্থি-মালাদ্বারা আপাদতল-মস্তক-বেষ্টিত-আকার ধারণ-পূর্ব্বক বিলাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই নিরঙ্কুশ চরিত্র-সম্পন্ন কালের অঙ্গবিনির্গত বায়ুদ্বারা কল্পান্তকালে সুমেরু পর্ব্বতও শীর্ণ বিশীর্ণ অবয়বে ভূর্জ্জ-পত্রের ন্যায় অম্বরতলে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। এই কাল কোন সময়ে রুদ্ররূপ ধারণ করেন, কখনও বা মহেন্দ্ররূপে বিরাজিত হন, কখনও পিতামহরূপ ধারণ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং কোন সময়ে বৈশ্রবণ, অথবা অন্য ইন্দ্ররূপে প্রতীয়মান হন, আবার কখনও বা সর্ব্ববিধরূপ ত্যাগ করিয়া অরূপে অবস্থিতি করেন। দিবারাত্রি সমুদ্র যেমন স্বীয়-বিশাল বক্ষে এক তরঙ্গমালা ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিরন্তর উৎপন্ন ও প্রধ্বস্ত তরঙ্গমালা বিশাল-বক্ষের ভিন্ন প্রদেশে ধারণ করেন, সেইরূপ কালও অমিতভাস্বর একসর্গ ধারণ করিয়া পুনরপি অন্য সৃষ্টি-প্রবাহে অজস্র-উত্থিত ও উদ্ধস্ত-সর্গ সকল ধারণ করিয়া থাকেন। বলবান্ কাল মহাকল্পাভিধান-বৃক্ষসমূহ হইতে পক্ব-ফলভারের ন্যায় পরিপক্ব দেবাসুরগণকে বিনিপাতিত করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। এই কাল প্রাণিরূপ-মশকনিকরে পরিব্যাপ্ত, প্রপতন-শীল-ব্রহ্মাণ্ডলক্ষণ-উডুম্বর-সমূহের বৃহৎপাদপতা প্রাপ্ত হইয়া,

অনবরত ফল প্রসব করিতেছেন। সর্ব্বাধিষ্ঠান-ব্রহ্মচৈতন্যের চিৎ-জ্যোৎস্না-সন্নিধিমাত্রে পরিতঃস্নাত ও বিকাশপ্রাপ্ত-জগৎ-সত্তা-সামান্য-লক্ষণ-কুমুকুমুদিনীর অপূর্ব্ব-স্বর্গীয়-আমোদানন্দের চিত্তবিনোদ-হেতুতা-বশতঃ তত্তৎপ্রাণিদিগের শুভাশুভ ক্রিয়ালক্ষণ-প্রিয়তমার দৃঢ়-আলিঙ্গনে অন্বিত হইয়া মহাকালপুরুষ এক অদ্বিতীয় স্বীয় শরীররূপের বিনোদন করেন। অর্থাৎ ব্যবহার ও কৌতুকাদির দ্বারা কালক্ষেপের নাম বিনোদ, পরন্তু বিহরণশীল কালের অতিরিক্ত কালান্তরের অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন কালমহাপুরুষ স্বশরীর-মাত্রের বিনোদন ও লালন করিয়া থাকেন। অপরিচ্ছিন্ন-ব্রহ্মে, অথবা অনন্ত ভূমণ্ডলে, অতএব পূর্ব্বোত্তরাবধিরূপ পার-পর্য্যন্ত-বিহীন-অখণ্ডব্রহ্মরূপে, কিম্বা প্রদেশ-মাত্রে বদ্ধপীঠ-মহাকাল মহাশৈলের ন্যায় উত্তুঙ্গ-নিজরূপ অবলম্বন করিয়া ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। অমারজনী, অথবা অঞ্জনাদিতে শ্যাম-তমরূপে, কচিৎ শ্যামরূপে, কচিৎ অপূর্ব্ব-দ্যুতি-কান্তিযুক্তরূপে, কচিদ্বা সর্ব্বশূন্যরূপে কাল আপন কার্য্যচিন্তায় নিয়ত অবস্থিত।

সংলীন-অসংখ্য-প্রাণিসংসারের সাররূপে পরিশিষ্ট-শরীরস্থিতি-লক্ষণ-স্বাস্থ্যসত্তাদ্বারা মহাকালপুরুষ সর্ব্বাধারত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্বপ্রাণিসারভার-ঘনধরণির ন্যায় নিবদ্ধপদতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মহাকালপুরুষ অনন্ত-সৃষ্টি-রচনা ও সংহার করিয়া খেদ প্রাপ্ত হন না, সুন্দর ও শোভনীয় বস্তুর প্রতি-আদর-প্রকাশ করেন না, প্রদেশান্তর হইতে আগমন, অথবা প্রদেশান্তরে গমন করেন না, এবং শত শত মহাকল্প বিগত হইলেও উদয়াস্ত ভাব ভজনা করেন না। পরন্তু কেবল জগদারম্ভ-লীলাবশে ঘনহেলার সহিত অনহঙ্কৃতরূপে আতত-আত্মরূপ স্বয়ং বিনাশ না করিয়া পালনমাত্র করেন। মালিন্য-বশতঃ যামিনীরূপ-পঙ্ক হইতে সমুদ্গত, মেঘভ্রমরনিকরচুম্বিত, দিনাবলীরূপ-রক্তোৎপল-

সমূহ নিজরূপ-সরোবরে আরোপিত করিয়া, কালপুরুষ কোকোনদ-কলাপের রক্তিম-সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনে অবস্থিত রহিয়াছেন। কৃপণ কাল-পুরুষ জীর্ণ-কৃষ্ণরজনীরূপ-সম্মার্জ্জনী গ্রহণ করিয়া কনক-গিরির চতুঃপার্শ্ব হইতে সূর্য্যের আলোকরূপ কনকখণ্ড সকল আহরণ করিতেছেন; পরন্তু লুব্ধতা-বশতঃ নূতন সম্মার্জ্জনী-সম্পাদনে অসমর্থ কাল সকৃৎ মার্জ্জন দ্বারা বহুতর-কনকখণ্ড-লাভ করিয়াও সন্তুষ্ট নহেন। অঙ্গুলি-সঞ্চালন-যোগে দীপসঞ্চালন করিয়া, কৃপণ যেমন গৃহের কোথায় কি আছে দেখিয়া লয়, সেইরূপ লুব্ধ-কাল সূর্য্যের ক্রিয়ারূপ-অঙ্গুলীযোগে জগৎরূপ-গৃহদিক্-কোণে সূর্য্যরূপ-দীপসঞ্চালন করিয়া, উক্ত গৃহের কোথায় কি আছে, তাহা অবলোকন করিয়া থাকেন। এই কাল-পুরুষ সূর্য্যরূপ-নেত্রদ্বারা দিনরূপ-উন্মেষ-সাহায্যে অবলোকন করিয়া, জগৎরূপ-জীর্ণবন হইতে সুপরিপক্ক-লোকপালরূপ-প্রচুর-ফল-চয়ন করিয়া ভোজন করিতেছেন। জগৎরূপ-জীর্ণ-তৃণ-গৃহে প্রমাদবশতঃ আকীর্ণ-মণি-সন্নিভ-গুণ-বিশিষ্ট-লোকরত্ন-সকলকে কালপুরুষ যত্ন-সহকারে মৃত্যুরূপ-সম্পুটকের উগ্র কোটরে ক্রমে ক্রমে স্থাপন করেন। যে লোকরত্নাবলী তন্তু অথবা বিদ্যা-বিনয়াদিগুণ-গুম্ফিত হইয়া অঙ্গে অথবা সত্য ত্রেতাদি-কালাবয়বে অত্যন্ত আদরের সহিত ভূষণার্থ ধৃত হয়, কালপুরুষ পুনরপি সেই লোকরত্নাবলীকে ছিন্নভিন্ন করিয়া থাকেন। দিবসরূপ-হংসাবলীর দ্বারা অনুসৃত দীর্ঘনক্ষত্ররূপ-তারকেসর-শোভিত-নীলাম্বর-পরিহিত-নিশারূপ-নীল-শতদলমালা দ্বারা পঞ্চঋতুরূপ-পঞ্চাঙ্গুলি-বিলসিত-বৎসর-করপ্রকোষ্ঠে নিরন্তর বলয়রচনা করিয়া, কালপুরুষ বালকের ন্যায় চপলতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। শৈল, অর্ণব, স্বর্গ-লোক ও ধরামণ্ডল এই শৃঙ্গচতুষ্টয়-শোভিত-জগৎরূপ-মেষসমূহের সংহারক কাল নভোঙ্গণে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত হিংসাজন্ত-তারারক্তকণা

অবলোকন করিয়া প্রত্যহ যেন পান করিতেছেন। তারুণ্য-নলিনীর সোমস্থানীয়, আয়ুর্মাতঙ্গের কেসরীস্বরূপ কালতস্কর অতি তুচ্ছ ও অতি মহৎ বস্তু-সকলের মধ্যে যাহাকে হরণ করেন না, এরূপ বস্তু ইহজগতে অতীব বিরল। জন্তু সকলকে সংচূর্ণিত অথবা মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়া, কল্পান্তবিলাসী কাল সমস্ত ভাবপদার্থের অভাব-সাধন-পূর্ব্বক সর্ব্বোপরম-প্রযুক্ত সুষুপ্তি অবস্থায় ভাবরূপ-অজ্ঞানের অবভাসক, স্বরূপ-ভূত-সর্ব্বাধিষ্ঠান-ব্রহ্মচৈতন্যে অবিরাম রতি অনুভব করিয়া বিশ্রান্তি লাভ করেন। এইরূপে মহাপ্রলয়ে বিশ্রামসুখ ভোগ করিয়া, পুনরপি কালপুরুষ সর্গকালে বিশ্বের কর্ত্তা, ভোক্তা, সংহর্ত্তা ও স্মর্ত্তৃরূপে সর্ব্ব-বস্তুভাব প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং বিরাজমান হইয়া থাকেন। আজ পর্য্যন্ত বুদ্ধিকৌশল দ্বারা কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যাহার আন্তররহস্য নিশ্চিত হয় নাই, তথাবিধ পুণ্যফলভোগানুরূপ সুভগ, কিম্বা পাপফলভোগানুরূপ দুর্ভগরূপবিশিষ্ট সকল শরীর প্রকটিত ও সহসা উপসংহৃত করিয়া কাল বিলসিত হইতেছেন। এই জগন্মণ্ডলে কালপুরুষের বল মনুষ্য সমাজে অতি প্রসিদ্ধ।

সম্প্রতি নিরঙ্কুশ ও উদ্ভট-লীলাপরায়ণ, সকল আপদ্-বিপদ-শূন্য, অচিন্ত্য-পরাক্রমশালী, কালরূপী রাজপুত্রের মৃগয়াকৌতুকবিহার বর্ণিত হইতেছে। প্রসিদ্ধ সূর্য্যচন্দ্রাদির প্রকাশক, দীপ্তিমান্ রাজা-পরমব্রহ্ম স্বীয়-অনাদিসিদ্ধ-মায়া-মহিষী-সম্বন্ধবশতঃ-উৎপন্নকালরূপ পুত্রকে এই সংসার-যৌবরাজ্যের সম্পদ্-ভোক্তৃ-যুবরাজরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রাজপুত্র-কাল যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া জর্জ্জরিত-জগৎরূপ-জঙ্গল-সমুদায়ে দীন মুগ্ধ প্রাণিরূপ-মৃগসমূহের বধ বন্ধন সাধন করিয়া মৃগয়া-জনিত চিত্তবিনোদ অনুভব করিতেছেন। কদাচিৎ মৃগয়াপরিশ্রান্ত-রাজপুত্র সংসার-অরণ্যের এক দেশে সমুল্লসিত-চারু-বড়বানলরূপ-পঙ্কজ-

শোভিত, রমণীয়, কল্লান্তকালীন-মহার্ণব-রূপক্রীড়া-পুষ্করিণী প্রাপ্ত হইয়া স্নানক্রীড়া সমাপনান্তে কটুতিক্ত ও অম্লাদিস্থানীয় প্রাণিবর্গের সহিত দধি-ক্ষীর-সাগর-মিশ্রিত জগৎরূপ পর্য্যুসিত-অন্নদ্বারা দ্রবিড়-দেশপ্রসিদ্ধ-প্রাতরশন-কার্য্য সম্পাদন করেন। সর্ব্বভূতবিনাশিনী-ব্যাঘ্রীর ন্যায় ভয়ঙ্করী, সর্ব্বমাতৃগণে সমন্বিত, সংসারবনে বিহারার্থ নিযুক্ত চতুর-সঞ্চরণশীলা, কালরাত্রিরূপা-চণ্ডী রাজকুমার-কালের প্রিয়তমা পত্নী। যুবরাজের করতলে কুমুদ-উৎপল-কহ্লারমালা-সুগন্ধিত-রসসমন্বিত-মহতী-পৃথ্বী পানপাত্রীরূপে বর্ত্তমান। যুবরাজের করগৃহীত-পঞ্জরে গর্জ্জনশীল, বিকটভুজাস্ফালনকারী, কেসরদুর্দ্দর্শ, পীন-স্কন্ধ নৃসিংহাবতার দানবাদি-ক্ষুদ্র-পক্ষিবধক্রীড়ার্থ বাজাখ্য-শকুন্তকরূপে অবস্থিতি করিতে-ছেন। ব্রহ্মাণ্ডমালাধারণ-বশতঃ নানা-অলাবুঘটিত বীণার ন্যায় স্বরূপে ও স্বরে-মাধুর্য্যযুক্ত, শরৎকালীন-নির্ম্মল-গগন-সদৃশ শ্যামলকান্তশোভিত, সংহার ভৈরবাখ্য-দেব কাল নামক যুবরাজের লীলাবিলাসার্থ কোকিল-বালকরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। অজস্র-টঙ্কার-ধ্বনিযুক্ত-অভাব-নামক কোদণ্ড হইতে অনন্তদুঃখরূপ-শরাবলি নিঃসারিত করিয়া, কালাখ্য যুবরাজ সর্ব্বতঃ পরিস্ফুরিত হইতেছেন। অমোঘবাণত্ব-প্রযুক্ত স্বয়ং চলন-স্বভাব হইয়াও পরিভ্রমণশীল লক্ষ্যবেধ করিয়া, সকল লক্ষ্য-বেধীর উপরি বিলাস-প্রাপ্ত অনুত্তমরণপণ্ডিত-রাজকুমার-কাল, জীর্ণ-জগৎ-কাননে বিষয়লম্পট, ব্যাকুল-জনগণের বিলোল-মর্কটবৎ চিত্ত-চাপল্য-সম্পাদন করিয়া, সর্ব্বতোবিরাজমান-শরীরে সুর-চর-সুরনর-মৃগনিকরে দুঃখশোকাদি বিষমবাণ-নিক্ষেপণ পূর্ব্বক মৃগয়াচেষ্টা-বিলাসে রত রহিয়াছেন।

এক্ষণে নিয়তিকান্তা-সমালিঙ্গিত ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলরূপিকালের বিচিত্র-নৃত্যবিস্তর কীর্ত্তন করিব। মহাকাল-পুরুষ, রাজপুত্ররূপে বর্ণিত

হইয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহার উপাধিভূত-ক্রিয়াত্মক-কালকে মহারাজপুত্র-যুবরাজ-কালের চিত্তবিনোদার্থ নর্ত্তকরূপে পরিকল্পনা করিয়া, বর্ণনা করিতে হইবে। তুষ্টবিলাস সম্পন্ন যে কোন পদার্থ আছে, তাহাদিগের মধ্যে চূড়ামণিস্বরূপ, পূর্ব্বোক্ত-মহাকাল হইতে ভিন্ন, প্রাণিগণের কর্ম্ম-ফল-প্রদান-ব্যবহারে দৈবরূপ-ফলাবন্ধ-কৃতান্ত, এবং ফলের অবশ্য-সম্পাদন বিষয়ে ক্রিয়াত্মককাল, এক হইলেও পূর্ব্বোত্তর অবস্থাভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে স্বীয় পরিস্পন্দরূপ যে কালের ফলসিদ্ধিরূপ-ক্রিয়া-মাত্রভিন্ন অন্যরূপ, কম্ম কিম্বা অভিলষিত আলক্ষিত হয় না, সেই কালকর্ত্তৃক-পরিপেলব এই নিখিল-প্রাণিনিকায় অতীব তাপসম্বন্ধে হিম-মালার ন্যায়, অত্যন্ত-বিধুরতা প্রাপিত হইয়া থাকে। এই যে কিছু পরিদৃশ্যমান-মায়ারচিত-বিশাল-ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল উক্ত কালের নর্ত্তনাগার-স্বরূপ, এই স্থানে কালদেব অত্যন্ত নৃত্য করিয়া থাকেন। রাগদ্বেষাদি-প্রযুক্ত-প্রাণিমাত্রের প্রবৃত্তি-বাহুল্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ; সুতরাং ক্রিয়াত্মক-কালের নৃত্যবিস্তর-বর্ণন ব্যর্থ। ফলাবন্ধ-দৈবরূপ কাল শাস্ত্রমাত্র-সমধিগম্য হওয়ায়, তদ্বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস-স্থাপনার্থ সুদারুণ কাপালিক-শরীরধারী প্রমত্ত-দৈবরূপ-কৃতান্ত-নামা তৃতীয়-কালের জগৎরূপ-নর্ত্তনাগারে অতিনৃত্য-বর্ণনা প্রয়োজনীয়। নিতান্ত-অনুরক্ত নৃত্য-পরায়ণ-কৃতান্তের কৃতকর্ম্মের ফলাবশ্যম্ভাব-নিয়মরূপিণী-নিয়তি-কান্তা-বিষয়ে নিত্যই পরমানুরাগ প্রতীত হইয়া থাকে। শশিকলাশুভ্র, অনন্ত, এবং শশিকলাশুভ্র-ত্রিধাবিভক্ত-গঙ্গা-প্রবাহ উক্ত কৃতান্তের সংসারবক্ষঃ-প্রদেশে উপবীত ও অবীতরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। সূর্য্য ও চন্দ্র-মণ্ডল নর্ত্তনশীল-কৃতান্তের করপ্রকোষ্ঠে বলয়রূপে অবস্থিত, ব্রহ্মাণ্ড-কর্ণিকা অর্থাৎ সুমেরু কৃতান্তের হস্তে লীলা-সরোজস্বরূপ বিদ্যমান, এবং তারারূপ-চিত্রবিন্দু-সমাচিত, প্রলয়কালীন পুষ্কর ও আবর্ত্তাখ

শুক্ল-মেঘযুগলরূপ-দশাযুক্ত, একার্ণব-জলধৌত, একমাত্র-নীলাকাশ তাঁহার বিচিত্র-বসনকার্য্য করিয়া থাকে। এবংরূপে সজ্জিত-কৃতান্তের সম্মুখে নিত্যকামিনী-নিয়তি অবিরত-প্রযত্ন-সহকারে প্রাণিগণের সুখ, দুঃখভোগানুকূল-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া নিরন্তর নৃত্য করিতেছেন। নৃত্যদর্শনার্থি-প্রাণিগণের আগম ও অপায় অর্থাৎ যাতায়াত বশতঃ অতি চঞ্চল এই জগন্মণ্ডপের অন্তরালে অপ্রতিবদ্ধক্রিয়াশক্তিরূপিণী নর্ত্তন-লোল-কালকামিনী-নিয়তির অঙ্গসমূহে দেবলোকাদি সমুদায়-লোকরূপ-নানাবিধ-অলঙ্কার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। উক্ত কৃতান্ত-সহচরী-নিয়তির পাতাল-পর্য্যন্ত-লম্বমান-নভোমণ্ডল বৃহৎ-কেশ-কলাপ-স্বরূপ, রোদন-কোলাহল-নিকণ দ্বারা উজ্জ্বল, নরকাগ্নিপ্রদীপিত, দুষ্কৃত-সূত্রে গ্রথিত-নিরয়াবলী নিয়তিদেবীর পাতাললক্ষণ-চরণে মঞ্জরী-মালাস্বরূপ, প্রাণিগণের শুভকর্ম্মসৌরভ-প্রকট-হেতুতা-বশতঃ কস্তুরী-ভূত-চিত্রগুপ্ত-কর্তৃক ক্রিয়াসখিপরিকল্পিত পত্রাঙ্কুর-চিত্র-তিলক নিয়তি দেবীর যমরূপ-বদন-পট্টকে অর্থাৎ বদনাবয়বভূত ললাটফলকে চিত্রিত হইয়া থাকে। পাঠকগণ পাদযুগল ও ললাটরূপ-আদ্যন্তাবয়বের অলঙ্কার-রচনাদ্বারা অন্যান্য অবয়বের অলঙ্কার-রচনা বুঝিয়া লইবেন। এই সর্ব্বাভরণভূষিতা-দেবী কাল-কামিনী স্বীয় পতি কালের মুখ-বিলাস, ভ্রূভঙ্গ ও কটাক্ষাদিসূচিত-অভিপ্রায় অবগত হইয়া কল্পান্তকালে আকুল-হৃদয়ে অত্যন্ত-নৃত্য করিয়া থাকেন, তৎকালে পর্ব্বতাদির পতন ও বিদারণ-জনিত-ঘন-বিকট-শব্দ তাঁহার নর্ত্তনশীল-চরণের ধ্বনিরূপে প্রতীয়মান হয়। নিয়তির পৃষ্ঠদেশে প্রালম্বমান-বিভ্রান্ত-কার্ত্তিকেয়-সম্বন্ধি-মৃত-ময়ূর-দ্বারা, নেত্রত্রয়ের বৃহৎরন্ধ্রে প্রচুর-বায়ু-প্রবিষ্ট হওয়ায় ঝাঙ্কারধ্বনিবিশেষ দ্বারা ভীষণ, তথা লম্বমান-লোলজটা ও চন্দ্রকলা-শোভিত, বিকীর্ণ-হরমস্তকপঙ্ক্তিদ্বারা, স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত-চারুমন্দারমালা-বিল-

সিত-গৌরীকেশ-পাশরূপ-চামর দ্বারা, উদ্দাম-তাণ্ডব-মত্ত অচলাকার-ভৈরবের উদররূপ-তুম্বক দ্বারা, শত-ছিদ্র-যুক্ত, শব্দায়মান ইন্দ্রশরীর রূপ-ভিক্ষাকপাল দ্বারা এবং তাণ্ডব-মহোৎসবে বিবিধরূপে দোলায়মান নানাকারযুক্ত মস্তকবৃন্দরূপ পুষ্কর-মালা দ্বারা বিরাজমান-শরীরে, শুষ্ক-শরীরাবয়বভূত-পৃষ্ঠাস্থি-রূপ-খট্টাঙ্গভারে অম্বরতল-আপূরিত করিয়া, মহাকল্পান্তকালে সর্ব্ব-সংহারকারিণী-নিয়তিদেবী আত্মরূপ-অবলোকন করিয়া স্বয়ং ভীত হইয়া থাকেন। সেই নর্ত্তন-শীলা-নিয়তি-দেবীর করকমলস্থ প্রমত্ত পুষ্কর ও আবর্ত্তাখ্য মেঘরূপ-ডমরুকের উদ্ভট-রবে কল্পান্তাবসরে তুম্বুরাদি গন্ধর্ব্বগণ নিশ্চিত পলায়ন করে।

যৎকিঞ্চিৎ-দৃশ্যজাতরূপ বিস্তীর্ণ-নর্ত্তনাগার এই জগন্মণ্ডলের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে সপরিকর-নিয়তি-নৃত্য-বর্ণন করিয়াছি। এক্ষণে চন্দ্র-মণ্ডলের ন্যায় শোভমান-তারকা, চন্দ্রিকা ও তারকালক্ষণ-চন্দ্র-প্রতিকৃতি-চিত্রিত-মনোহর-ব্যোমরূপ ময়রপুচ্ছচূড়া-ভূষণে বিভূষিত-কেশকলাপযুক্ত নিয়তি দেবীর ভর্ত্তা ও নিত্যসহচর নৃত্যপরায়ণ-কৃতান্তের নৃত্যপ্রসঙ্গে আভূষণ বর্ণিত হইতেছে, তাঁহার দক্ষিণ কর্ণে হিমবান্ পর্ব্বত প্রদীপ্ত-অস্থিময় কাপালিকাস্থিরূপ-মুদ্রিকাকার-কুণ্ডলরূপ-আভরণশোভা-সম্পাদন করিয়া থাকেন, অপর কর্ণে মহামেরু কমনীয় কাঞ্চনময়-কর্ণভূষণরূপে বিরাজমান হন। পুনরপি এই কর্ণযুগলে সংসক্ত গণ্ড-মণ্ডল-পর্য্যন্ত-লম্বমান-লোল-চন্দ্রার্কমণ্ডল কুণ্ডলকার্য্য-সম্পাদন করেন। পুনরপি শৃঙ্গবাহুল্যবশতঃ অথবা কল্পব্রহ্মাণ্ডভেদে লোকালোক-পর্ব্বতশ্রেণী কৃতান্তদেবের কটিমেখলারূপে পরিণত হন, ইতস্তত সঞ্চরণ-শীল-বিদ্যুৎ কৃতান্ত-পুরুষের কার্ণিকাকার কঙ্কণ-স্বরূপ, অপিচ বিচিত্র-বর্ণময়ী অনিলান্দোলিত নীল-নীরদমালা কৃতান্তের পরিধের-সূক্ষ্ম-পট্টবস্ত্ররূপে অথবা রথ্যাচর্পট-বিরচিত-কন্থারূপে প্রতিভাত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব-সর্গ

অথবা পরিক্ষীণ-জগৎ-সমুদায় হইতে নির্গত-মিলিত-মৃত্যুগণ কেহ মুসলাকারে, কেহবা পট্টিশাকারে, অথবা তীক্ষ্ণ-প্রাস-শূল ও মুদ্গরাকারে পরিণত, অথচ সংসারমায়ামরীচিকামুগ্ধ-নরমৃগগণের বন্ধনার্থ দীর্ঘতাপ্রাপ্ত-পূর্ব্বোক্ত-রাজপুত্ররূপ-কালের করচ্যুত-পাশমধ্যে নাগরাজের শরীররূপ-মহাসূত্রে গ্রথিত হইয়া কৃতান্তদেবের কণ্ঠে মালাকারে শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য সাধারণ কঙ্কণাদি অলঙ্কারে মকরাদি চিহ্ন নির্জীব, কিন্তু কৃতান্তদেবের করযুগলে ভূষণ-রূপে বিরাজিত সপ্তসাগররূপ-কঙ্কণশ্রেণী জীবোল্লসিত-মকরিকারত্নের তেজোরাশিদ্বারা সমুজ্জ্বল। অপিচ লক্ষণ-সম্পন্ন শাস্ত্রীয় ও স্বাভাবিক-ব্যবহাররূপ-আবর্ত্ত-যুক্ত, সুখ দুঃখ-পরম্পরাসূচক, রজঃপূর্ণ, তমোময়ী, শ্যামবর্ণ-শোভিত রোমাবলী কৃতান্তের বক্ষঃ হইতে উদরে লম্বিত হইয়া অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-সম্পাদন করিয়া থাকে। উক্তরূপ বসনভূষণে সজ্জিত-কৃতান্তদেব কল্পান্তে তাণ্ডব-হেতু-গাত্রবিক্ষেপণেচ্ছারূপ-নর্ত্তনস্পৃহা উপসংহৃত করিয়া বিশ্রামসুখভোগ করেন। অনন্তর সুষুপ্তিরূপ-মহাপ্রলয়ের অবসানে পুনরপি কালদেব মহেশ্বর ও ব্রহ্মাদির সহিত সর্গরূপিণী-নৃত্যলীলা-সৃষ্টি করিয়া জরা, শোক, দুঃখ ও বিবিধ অভিভব ভূষিত এই অভিনয়-প্রচুর-লাস্যময়ী-সংসৃতির বিস্তার-সাধন করেন। অর্ভকজন যেরূপ পঙ্ক হইতে অখিন্ন-অন্তঃকরণে নানাবিধ পাঞ্চালিকা কিম্বা প্রাসাদাদি রচনা করিয়া রাগদ্বেষাদির অনুৎপত্তিবশতঃ বিমল-ক্রীড়ানন্দ উপভোগ করে, সেইরূপ বিলাস-সম্পন্ন-কৃতান্তদেব ভূয়ঃ ভুবন, বনান্তর, লোকান্তর, জনসমূহ কল্পনা, সত্য ও ত্রেতাযুগে শ্রৌত এবং স্মার্ত্তাদি সৎকর্ম্মের অচল-চারু-প্রবৃত্তির এবং দ্বাপর কলিযুগে তথাবিধ চারু চঞ্চল-আচার-প্রবৃত্তির প্রবর্ত্তন করেন।

এক্ষণে সুদৃঢ়-গুণ-বৈতৃষ্ণ্যরূপ-বৈরাগ্যের উপপত্তির জন্য কামতৃষ্ণা

ও কালাদি-পারতন্ত্র্য-বশতঃ ভূরি সংসারদোষছর্দ্দশা প্রপঞ্চিত করিব। পূর্ব্বোক্তরূপে কালাদি বস্তু সমুদায়ের চরিত্র অবগত হইয়া, শাস্ত্র-হৃদয়-রহস্যবেত্তা বিচক্ষণ-মানব অসার-সংসার-নামধেয়-রঙ্গমঞ্চে নটসজ্জা-পারিপাট্যৈকিরূপে আশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন? পূর্ব্বপ্রতিপাদিত প্রাক্তন-কর্ম্মরূপ-দৈবাদি কর্ত্তৃক শব্দাদি-বিষয়-প্রপঞ্চ-রচনা পূর্ব্বক বন-মৃগের ন্যায় মূগ্ধীকৃত ও বিক্রীত প্রায় হইয়া, আমরা অবস্থিতি করিতেছি, ইহা কি একবার আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত নহে? সর্ব্ব-ভোগ্যপদার্থে অনাস্থারূপ-বৈরাগ্য-সম্পত্তি-পরিহার করিয়া, করিণী-চঞ্চল-করীর ন্যায় বিষয়ভোগমদে মত্ত হইয়াছি, পরন্তু অনার্য্যের সমান চরিত্র-সম্পন্ন, কবলনোন্মুখ, ধূর্ত্ত-কাল, শিষ্টজনের অপরিগৃহীত বৌদ্ধাদি-অসৎশাস্ত্রোপদেশ-ব্যপদেশে বহির্মুখতা সম্পাদন করিয়া, এই জগন্মণ্ডলে ভোগ বা জীবিতাদি-তৃষ্ণা অসমাপ্ত থাকিতেই আমাদিগকে আপদর্ণবে বিনিপাতিত করিবে, একথা কি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? দারুণ-দুশ্চারিত্র্য ও দুরাশা উৎপাদন করিয়া বহিরন্তর্দাহপ্রদায়ক দেব, উষ্ণপ্রকাশ জ্বালাবিস্তার করিয়া দহন যেরূপ কাষ্ঠাদি দগ্ধ করে, সেইরূপ লোকসমূহ দগ্ধ করিতেছেন। কালের মর্য্যাদারূপ-কৃতান্তের বল্লভা-পত্নী ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-প্রবৃত্তি-নিয়ম-লক্ষণ-নিয়তি স্ত্রীত্ব-প্রযুক্ত স্বভাব-চাপল্যবশে উদ্যোগের সহিত সংযত-চিত্ত সমাধিপর-মানবের ও ধৈর্য্যবিচ্যুতি উৎপাদন করে। সর্প যেরূপ অনিল পান করে, তদ্রূপ কর্কশাচার-কৃতান্ত অজর-শরীর জরাজীর্ণ করিয়া অবিরত ভূতজাল গ্রাস করিতেছে। নির্দ্দয় রাজগণের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অতি নির্দ্দয়-যম আর্ত্তের প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শন করেন না, সুতরাং সর্ব্বভূতে দয়া-সম্পন্ন উদার মানব দুর্লভতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মা পর্য্যন্ত প্রাণিসমুদায়ের বিভব সকল অতিতুচ্ছ, এবং

দারুণ-ভোগভূমি-সমূহ দুরন্ত-দুঃখভোগের একমাত্র কারণ। আয়ুঃ অতীব চঞ্চল, মৃত্যু একান্ত নিষ্ঠুর, তারুণ্য অত্যন্ত তরল, এবং বাল্য জড়তা-বশতঃ অপহৃত, বিষয়ানুসন্ধানরূপ-কলাবশে লোকসকল কলঙ্কিত, বন্ধুগণ ভবে বন্ধন স্বরূপ, ভোগনিবহ ভবমহারোগের আকর, তৃষ্ণা মৃগতৃষ্ণা স্থানীয়, ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদা শত্রুর আচরণ করিয়া থাকে, সত্য অর্থাৎ পরমার্থ-সত্য-আত্মরূপে গৃহীত-দেহাদি বিবেকোদয়ে অসত্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অথবা সত্যজ্ঞানাদি লক্ষণ আত্মবস্তু অসত্যতা অর্থাৎ সংসারভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বন্ধ হেতুতাবশে মনঃ রিপুস্বরূপ হওয়ায়, তথাবিধ মনোভিমান-প্রসক্ত-মনোভূত-আত্মা নিজ-সত্যরূপ ভুলিয়া বিষয়াসক্ত-মনঃ-সাহায্যে স্বরূপের প্রতি প্রহার করেন। অহঙ্কার অর্থাৎ অভিমান-প্রধান-অন্তঃকরণ স্বরূপ-দূষণেরও কলঙ্কাদি লাঞ্ছনার হেতু, বুদ্ধি অর্থাৎ অধ্যবসায়াত্মিকা বহির্মুখ-অন্তঃকরণবৃত্তি আত্মনিষ্ঠারহিত ও অত্যন্ত মৃদু, শারীর প্রবৃত্তিরূপ-ক্রিয়া সকল দুষ্ফলপ্রদানে নিরত, মানসবিলাসরূপ লীলা স্ত্রীনিষ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঞ্ছাসমূহ বিষয়ানুশীলনে তৎপর, বিষয়রসাস্বাদন বশতঃ আত্মস্ফূর্ত্তি-চমৎকারিতা ক্ষতবিক্ষত, নারী সকল দোষনিচয়ের পতাকিনী স্বরূপা, রস সমুদায় নীরসতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অলৌকিক আত্মবস্তু কার্য্যকারণ-সঙ্ঘাতরূপে জ্ঞাত হইয়া থাকেন, চিত্ত অহঙ্কারে অভিনিবেশিত হয়, ভাব পদার্থ-সমূহ অভাবগ্রস্ত, এবং অনিত্যভাবপদার্থের অন্ত অর্থাৎ অবসানভূমি আত্মা অধিগত নহেন।

আকুলিত অন্তরে মতি কেবল পরিতপ্ত হইয়া থাকে, রাগলক্ষণ-রোগ সর্ব্বদা বিলসিত হইতেছে, বিরাগ ইহ জগতে অতি দুর্লভ। দৃষ্টি রজোগুণে উপহত, তমঃ সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অতএব সত্ত্বগুণ অধিগত হয় না, সুতরাং তত্ত্বপদার্থ অতিদূরে অবস্থিত

জীবন অস্থির, মৃত্যু আগমনোন্মুখ, ধৈর্য্য বিধুরতা প্রাপ্ত হয় এবং বিফল অনিত্য-অবস্তু-বিষয়ে নিত্যই অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মূর্খতা বশতঃ মতি অত্যন্ত মলিনভাব ধারণ করে, শরীর সর্ব্বদা পতনোন্মুখ, জরা দেহে অগ্নি-শিখার ন্যায় জ্বলিতেছে এবং দুষ্কৃত প্রতিক্ষণে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে। যুবতা যত্নের সহিত পলায়ন করে, সজ্জন -সঙ্গতি দূরে অবস্থিত, ইহজগতে গতি কিছু নাই, স্বর্গাদিগতি অনিত্য ও স্বপ্ন সুখপ্রায়; সুতরাং তাহাতে সত্যতাবুদ্ধি উদিত হয় না। মনঃ সর্ব্বদা বিষয়-বিমুগ্ধ, মুদিতা অতি দূরবর্ত্তিনী, উজ্জ্বল করুণা আত্মলাভে অসমর্থ এবং নীচতা দূর হইতে সত্বর আগমন করে। ধীরতা অধীরতা প্রাপ্ত হয়, লোক সকল পাত ও উৎপাত অর্থাৎ জন্মমরণগ্রস্ত, দুর্জ্জন-সঙ্গ সুলভ, এবং সৎসমাগম অতীব দুর্লভ। ভাব সমূহ আগমা-পায়শীল, ভাবনা ভববন্ধনের কারণ, এবং ভূতপরম্পরা কোন অজ্ঞাত দেশে নিত্য নীত হইতেছে। দিক সকল অদৃশ্য হইবে, সদ্ব্যবহারোপদেশ বিরুদ্ধ অপব্যবহারোপ দেশে পরিণত, শৈল সমুদায় বিশীর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং আমা-দিগের শরীরে কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। সন্মাত্রস্বভাব ঈশ্বরকর্ত্তৃক আকাশভূক্ত হইবে, ভুবন সকল বিনষ্ট হইবে, এবং ধরা বৈধুর্য্য প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং আমাদের শরীরে বিশ্বাস কি আছে? সমুদ্রসকল শুষ্ক হইবে, তারকানিচয় শীর্ণ হইবে, সিদ্ধগণ বিনষ্ট হইবেন, দানবদল বিদীর্ণ হইবে, ধ্রুবের জীবন ও অধ্রুব, অমরগণেরও মরণ আছে, শক্র ও কালাক্রান্ত হইয়া থাকেন, যমেরও অন্ত নিয়ন্তা আছে বায়ুর বায়ুত্ব বিলুপ্ত হইবে, সোম ব্যোমরূপতা প্রাপ্ত হইবেন, মার্ত্তণ্ড খণ্ডিত হইবেন, অগ্নিদেব অনগ্নিত্ব ভজনা করিবেন, পরমেষ্ঠী পরি-সমাপ্ত হইবেন, হরি হৃত হইবেন, ভব অভব্যতা প্রাপ্ত হইবেন, কাল

সংকালিত হইবেন, নিয়তির ও নিয়মন এবং অনন্ত বহিরাবরণাকাশ আলীন হইবে, অতএব আমাদিগের শরীরে আস্থার বিষয় কি আছে ?

শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবিষয়, বাক্যের অগম্য, চক্ষুরাদির অতীত; সুতরাং অজ্ঞাতমূর্ত্তি সন্তভ্রমদায়ি-সূক্ষ্মতত্বরূপ-আত্মা স্বীয় মায়া-বিস্তার করিয়া চতুর্দ্দশভুবন বিড়ম্বিত করিতেছেন। অহঙ্কার কলার আশ্রয়ে অবস্থিত-লোকত্রয়ে এমন কোন পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা সর্ব্বত্র অজ্ঞাতমূর্ত্তি-সূক্ষ্মতত্বরূপ-অন্তরবাসী পুরুষ-কর্ত্তৃক বাধিত হয় না। এই সর্ব্বান্তর্যামি পুরুষের প্রেরণায় অশ্বসহিত-রথভাবপ্রাপ্ত-দিবাকর পর্ব্বতশিখর হইতে বেগে প্রবহমান-জলপ্রবাহকর্ত্তৃক অধোধঃ-প্রেরিত বর্ত্তুলাকার স্ফাটিকাদি-পাষাণখণ্ডের ন্যায় শিলা-শৈলবপ্রাদি-দুর্গম প্রদেশে অস্বতন্ত্রভাবে নিয়ত পরিধাবিত হইতেছেন। যাহার অভ্যন্তরে সুরাসুরগণ অনন্ত আলয় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন, সেই ধরা-গোলক পরিপক্ক-অক্ষোট-ফল বিশেষ যেমন ত্বক্ দ্বারা আবৃত হয়, সেইরূপ দেবতাদিগের আয়তনভূত-ধিষ্ণ্যচক্র অর্থাৎ জ্যোতিশ্চক্র কর্ত্তৃক সর্ব্বতো বেষ্টিত হইয়া থাকে। স্বর্গে দেবগণ, ভূমণ্ডলে নরগণ এবং সপ্তপাতালবিবরে সর্পগণ সংকল্পমাত্রে কল্পিত হইয়া, জর্জ্জরদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র রণে লব্ধপরাক্রম, জগদীশান-কামদেব অনুচিত-প্রকারে বিক্রমপ্রকাশ-পূর্ব্বক সকল লোক আক্রমণ করিয়া বল্গিত হইয়া থাকেন। বসন্তরূপ মত্তমাতঙ্গ কুসুমবর্ষণরূপ-মদবর্ষণে দিক্‌চক্র আমোদিত করিয়া চিত্তের চাঞ্চল্য-সম্পাদন করে। অনুরক্ত অঙ্গনার লোল-লোচনযুগলে যাহার আকৃতি আলোকিত হইয়াছে, চতুর-নারীর চঞ্চল-কটাক্ষবাণবিদ্ধ-তাদৃশ-মনের সুস্থতা সম্পাদনে সুমহান্ বিবেকও সমর্থ নহে। পরোপকারকারিণী,

পরার্ত্তিপরিতপ্ত, আত্মানুশীলন-শীতল-বুদ্ধি-সাহায্যে প্রবুদ্ধতত্ত্ব পুরুষ একমাত্র সুখী। আমাদিগের জীবিত-সমুদ্রে উৎপন্ন অথচ ধ্বংসশীল, কাল-বড়বানলের করাল-গ্রাসে পতনোন্মুখ যে সকল ভাবকল্লোল আবির্ভূত হয়, কে তাহাদিগের সংখ্যা করিতে পারে? পূর্ব্বোক্ত দোষলক্ষণ-গুল্মক মধ্যে অবস্থিত নরসারঙ্গ সমূহ মোহ-প্রযুক্ত দুরাশা-পাশে বদ্ধ হইয়া জন্মজঙ্গলে বিশীর্ণ হইয়া থাকে। এই জগতে জন্ম-পরম্পরাপ্রাপ্ত হইয়া কাম্য-নিষিদ্ধাদি-কুকর্ম্ম-অনুশীলন-বশে লোক-সকলের বৃথা আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। বিচার করিয়া দেখিলে ঐ সকল কর্ম্মের ফল আকাশ-পাদপারূঢ়লতাকৃত-কণ্ঠপাশ-সদৃশ নিরালম্বন-দুঃখপ্রদ ও অত্যন্ত অসার। আজ আমাদের উৎসবের দিন; সম্প্রতি বসন্ত-ঋতু-সমাগমে অপূর্ব্ব-লোকযাত্রামহোৎসবে সেই বন্ধুগণ মিলিত হইবেন, তথায় সবিশেষ-আনন্দ-উপভোগ করিতে পারিব, এইরূপে বৃথা বিকল্প-জালকল্পনা করিয়া চঞ্চল ও কোমলমতি-মানবগণ বিশীর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ পরিণামে অতিতরাং অরম্য, অথচ উপভোগে আপাত-মনোরম এই জগৎস্বরূপে এমন কোন পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহার সমাগমে চিত্ত অতি বিশ্রান্ত লাভ করিতে পারে। কল্পিত-কেলিলোল-বাল্য গত হইলে মানবের মানস-সারঙ্গ দারদরী মধ্যে জীর্ণ হইলে, এবং শরীর জর্জ্জরতা প্রাপ্ত হইলে, পুরুষার্থ-সাধন-শূন্য লোক সকল ব্যর্থ আয়ুঃক্ষেপণ স্মরণ করিয়া বিশেষরূপে উপতপ্ত হয়। জরারূপ-তুষারে অভিহত-সৌন্দর্য্য-শরীর-সরোজিনীকে দূরতর স্থানে পরিহার করিয়া ক্ষণ মধ্যে জীবনরূপ ভ্রমর উড্ডীন হইলে, জন সকলের ঐহিক সমারম্ভ-সরোবর পরিশুষ্ক হইয়া থাকে। যে পরিমাণে নরগণের কায়লতা পাকপ্রাপ্ত হয়, নিশ্চিত সেই পরিমাণে

মৃত্যুর বৃত্তি-বিস্তার করে, এবং জরাভরে অনল্প-নবপ্রসূন প্রসব করিয়া, অনতিকাল মধ্যে জর্জ্জরিত হইয়া থাকে। বেগবত্তর-প্রবাহ-সম্পন্ন তৃষ্ণা-নদী-কর্ত্তৃক অখিল-অনন্ত-পদার্থজাত গ্রস্ত হইয়াছে, এই তৃষ্ণা-নদী তটস্থ সন্তোষ-সুবৃক্ষের মূল নিকৃন্তনে অতিশয় পটুতার সহিত বহমান হইতেছে। দক্ষিণদেশ-প্রসিদ্ধ চর্ম্মাচ্ছাদিত তরির ন্যায় আমাদিগের এই চর্ম্মময়ী শরীর-নৌকা সংসার-সাগরের সহস্র সহস্র তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে অত্যন্ত ব্যাকুলিত ও স্বয়ং লঘুত্বপ্রযুক্ত জলাবর্ত্ত মধ্যে বিঘূর্ণিত অবস্থায় মজ্জনোন্মুখী এবং ইন্দ্রিয়-নামধেয় মকরপঞ্চকের ভীষণ আক্রমণে আলোড়িত হইয়া থাকে। যদি বিবেক, বুদ্ধি বৈরাগ্য ও ধৈর্য্যশালী জীব দেহ-তরণীর কর্ণধার হয়, তবেই উহার উদ্ধার-সাধন হইতে পারে। তৃষ্ণালতাপ্রধান কাননে সঞ্চরণশীল আমাদিগের এই মানস-শাখামৃগসমূহ কামমহীরুহের শাখাশতে পরিভ্রমণ করিয়া আয়ুঃকাল ক্ষপিত করে, কিন্তু কিছু মাত্র ফল প্রাপ্ত হয় না। আপৎকালে যাঁহাদিগের মোহ ও বিষাদ দূরে অস্তমিত হয়, স্বাস্থ্য ও সম্পৎকালে যাঁহাদিগের চিত্ত অগর্ব্বিত ও আকার মনোনেত্রাভিরাম, যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ সুন্দরী-সমুদায়ের কটাক্ষবাণে আহত হয় নাই, সম্প্রতি তাদৃশ মহাপুরুষ সুদুর্লভ। মাতঙ্গসমুদায়রূপ তরঙ্গ-সমাকুল রণসমুদ্র যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারাই যে শূরপদবাচ্য, তাহা নহে; পরন্তু বর্ত্তমান ও ভাবী মনস্তরঙ্গসঙ্কুল এই দেহেন্দ্রিয়-সাগর বিবেকবৈরাগ্যাদি সাহায্যে মূলাজ্ঞান-নাশ-সহকারে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, শৌর্য্যোৎকর্ষপরামর্শাবসরে তাঁহারাই শূর পদবাচ্য। এমন কোন ক্রিয়া দেখা যায় না, যাহার ফলে ক্লেশ বা নাশরহিত সংসারাবসান লাভ করা যায়, এবং যাহার আশ্রয়ে দুরাশাহতচেতাঃ লোক সকল চিরবিশ্রান্তি লাভ করিতে পারে। যাঁহারা কীর্ত্তি দ্বারা জগৎ, প্রতাপে দিকুহর, সম্পদৈ-

শ্বর্য্যে গৃহ এবং সাত্ত্বিক ক্ষমা, বিনয় ও ঔদার্য্যবলে লক্ষ্মীর পূর্ণতা-সম্পাদন করেন, তাদৃশ অক্ষতধৈর্য্যবন্ধ-ভাগ্যবান্ মহাপুরুষ ইহজগতে সুলভ নহে। অতএব বিষয়বৈরাগ্যবান্ মোক্ষাকাঙ্ক্ষী মহাত্মা যে জগতে অতি বিরল, ইহা বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। পর্ব্বতের শিলাময়ী-গুহার অভ্যন্তরে অথবা বজ্র-সদৃশ-দুর্ভেদ্য-আলয়ের অভ্যন্তর-প্রদেশে অবস্থিত হইলে, ভাগ্য-বিশিষ্ট ব্যক্তির সমীপে অনিমাদি-অষ্টৈশ্বর্য্য-বেগের সহিত সর্ব্ববিধ শ্রীসম্পদ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া থাকেন এবং আপদসমূহও দুর্ভাগ্যবানের সম্মুখীন হয়, ইহা অবধারিত। বুদ্ধিপ্রকল্পিত-পুত্রদারধন প্রভৃতি যাবতীয়-বিষয়, রসায়ন-সদৃশ রমণীয় হইলেও মৃত্যুকালে উহারা কোন উপকার করিতে সমর্থ নহে, পরন্তু ঐ সকল আপাত-রমণীয়-বিষয় বিষম-মূর্চ্ছনার ন্যায় অত্যন্ত-দুঃখ-প্রদান করিয়া থাকে। বিষম-অবস্থায় উপস্থিত, বিষাদযুক্ত, জরাগ্রস্ত-জীব শরীরের ও জীবনের অবসান-সময়ে পুণ্যসংগ্রহশূন্য স্বীয় স্ত্রীপুত্র ও ধনৈশ্বর্য্যাদি ভাব-পদার্থ-সমূহ স্মরণ করিয়া অন্তরে অতীব দগ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ধনার্জ্জন ও ভোগতৃষ্ণার প্রাবল্যবশতঃ কাম ও অর্থানুশীলন দ্বারা ধর্ম্মার্জ্জন-সম্ভাবনা থাকিলে, লব্ধাবকাশ-লৌকিক-ক্রিয়াকলাপানুষ্ঠানে যাঁহারা দিবস অপনীত করেন, দেহের ও জীবনের অবসানকালে সেই সকল মানবের ময়ূরপুচ্ছলোল-বিষয়লোলুপ চিত্ত কোন্ উপায়-অবলম্বনে পরম-বিশ্রান্তি-লাভে সমর্থ হইবে? যদিচ ধর্ম্মার্জ্জন-শূন্য-মানবেরা চিত্ত-বিশ্রান্তি-লাভে অসমর্থ, তথাপি ধার্ম্মিক-মানবেরা ধর্ম্মফল স্বর্গ ও পত্নী পুত্রাদি দ্বারা চিত্তশান্তি লাভ করিতে পারেন। এবম্বিধ আত্ম-প্রতারণামূলক-সমাশ্বাসন আপাতমধুর হইলেও পুরোগত কিম্বা ভবিষ্যদগর্ভে নিহিত, অতএব অপ্রাপ্ত-প্রায়; তরঙ্গিনীর তুঙ্গতরঙ্গকল্প-

ক্রিয়া-ফল দৈববশে প্রাপ্ত হইয়া অনাত্মপ্রপঞ্চে রুচিসম্পন্ন লোক সকল কেবল বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাহাকেই লাভ বলা যায়, যাহা লব্ধ হইয়া অপগত অথবা অনর্থে পরিণত না হয়, এতদ্ভিন্ন যে লাভ তাহা বিড়ম্বনা মাত্র।

মানবের অল্প-আয়ু-সম্পন্ন-মূর্খপুত্রলাভ ও মৎস্যের বড়িশামিষলাভ অতীব দুঃখদুর্দ্দশাপ্রদ। এইগুলি আমার সন্নিহিত সদ্যঃকর্ত্তব্য কার্য্য, এই গুলি আমার বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দেশান্তরে কালান্তরে বা কর্ত্তব্য কার্য্য ইত্যাদিরূপে বিভাবিত ও নিরন্তর পরিচিন্তিত পরিণামে-অনর্থ-প্রদ-কার্য্য-সকল মানবনিবহের জায়ারঞ্জন ও জনসন্তোষণার্থ অনুষ্ঠিত হইয়া, সবেগে দেহজরান্তে চিত্তকে জর্জ্জরিত করে। যেমন তরু-সকলের পত্রনিচয় জন্মলাভ করিয়া, ক্রমশঃ জীর্ণ ও শীঘ্র লয়প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ স্বয়ং-প্রজ্ঞা বা বিবেকবিহীন-লোক সকল জন্ম লাভ করিয়া কতিপয়-দিবসের মধ্যে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিবেকীজনের অনুসরণ অথবা সৎকর্ম্মবর্জ্জিত-দিবসে এখানে ওখানে সেখানে দূরতর-দেশে বিহরণ করিয়া দিবসাবসানে গৃহে প্রবেশ-পূর্ব্বক ভোজনের অনন্তর কান্তাসমালিঙ্গিত-শরীরে নিশ্চিন্ত-অন্তঃকরণে মূঢ়ভিন্ন কোন্ মানব রাত্রিকালে নিদ্রাসুখ লাভ করিতে পারে? সমস্ত-শত্রুজন-বিদ্রাবিত হইলে, চতুর্দ্দিক হইতে লক্ষ্মী সমাগত হইলে, মানবগণ সুখোপকরণে পরিবেষ্টিত হইয়া যাবৎ বধূ, বস্ত্র, স্রগ্, বিলেপনাদি-সুখসেবনে প্রবৃত্ত হয়, তাবৎকালের মধ্যে কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন অনির্দ্ধারিত-কারণ-বশতঃ সম্বর্দ্ধিত, তুচ্ছরূপ-স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, যান, বাহন, বসন, ভূষণাদি এই ভাব বিষয়-পদার্থ-সকল প্রতিক্ষণে পরিক্ষীণ; সুতরাং দৃষ্টনষ্ট-স্বরূপ হইলেও তৎকর্ত্তৃক স্বগত-মায়ারচিত-বিষয়-সৌন্দর্য্য-দর্শনে

মুগ্ধ-জনতা নিরন্তর আলোড়িত হইয়াও জগন্মণ্ডলে মৃত্যুর নিয়ত-সঞ্চরণ অথবা স্বীয় আসন্ন-পতন অবগত হইবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। যে সকল নরমেষ বিষয়াসক্তি ও দেহপোষণ বলে স্বয়ং পীনতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করে, পরন্তু বিবেক-বৈরাগ্যাদির অভ্যাস করে না, সর্ব্বপ্রাণীর প্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ-যজমানলক্ষণ-প্রাণ সেই নরপশু সকলকে কুৎসিত কর্ম্মলক্ষণ-যূপে আবদ্ধ করিয়া দোষরূপ-অঞ্জন-বিলেপ দ্বারা তাহাদিগের মুখের মালিন্য-সংস্কার-সাধন করতঃ অনন্তর রোগলক্ষণ-ঋত্বিক্-অবলম্বনে "সংজ্ঞপন" ও "বিশসনাদি" দ্বারা শরীরের বিনাশ-সম্পাদন করিলে শরীর-মাত্র-পোষণার্থী নরপশুগণ দেহের অভাবে অসৎপ্রায় হইয়া থাকে। অথবা যাহারা প্রিয়বোধে শরীরের ও প্রাণের পোষণ-কার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত, সেই সকল পোষক-জনগণের বিচার ও বিবেচনা করা উচিত যে প্রাণ কখনও আমাদিগের প্রিয় হইতে পারে না, যেহেতু প্রাণগণই নিয়ত আমাদিগকে কুৎসিত কর্ম্ম-পাশে বদ্ধ করিয়া কালের মুখে তুলিয়া দিতেছে, অতএব কৃতঘ্ন-প্রাণ শরীর-বিনাশ-হেতুবশে আমাদের শত্রু, সুতরাং বিদ্যাকুশল-মানব প্রাণপোষণ-মাত্র-পরায়ণ হইতে পারেন না, অথবা মূঢ় জনগণ প্রাণ-পোষণ-পরায়ণ হইলেও, প্রিয়বোধে প্রাণের পোষণ করে না, যেহেতু ধাবন, পতনাদি শ্রমসাধ্য-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া প্রাণ-পবনের ক্রিয়াবেগ বর্দ্ধিত করতঃ মূঢ়-মানবনিবহ মৃত্যুমুখে প্রবেশোপায়-আচরণ করিয়া প্রাণের বিঘাতক হইয়া থাকে, পরন্তু প্রাণ তত্ত্বজ্ঞ-পুরুষ-প্রবরের নিকটেই প্রিয়রূপে পরিচিত, যেহেতু তত্ত্বদ্রষ্টা-মানব নিত্য আত্মভাব-আপাদনপূর্ব্বক প্রাণ-নিচয়ের রক্ষাবিধান করিয়া থাকেন। অতএব প্রাণপবন কুৎসিত-কর্ম্মপাশবদ্ধ-মূঢ়মানবদিগকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিবে, ইহা অসঙ্গত নহে। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানবলে শরীরত্রয়-বাধিত করিয়া পীনতা অর্থাৎ

অপরিচ্ছিন্ন-আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত তাঁহারা নরমেষের ন্যায় দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন নহেন, ইহাই বিদ্বজ্জনের আতিশয্য।

জগতীতলে ক্ষণভঙ্গুর-তরঙ্গমালার ন্যায় এই লোল-জনতা ত্বরা সহ নিরন্তর যথা হইতে আগমন করিতেছে, এবং সতত সত্বর যথায় প্রতিগমন করিতেছে, সেই মূল-ব্রহ্মবস্তু অবগত হওয়া সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য-কার্য্য। বিসক্রমে আরূঢ়, রক্তপল্লব-শোভিত, চঞ্চল-ষটপদরূপ-নেত্র-বিলাস-সম্পন্ন, প্রাণাপহারপরায়ণ লোল-মনোহর-বিষলতার ন্যায় রক্ত-ওষ্ঠ বা রক্তবস্ত্র-বিভব-ভূষিত, ভ্রমরকুলের ন্যায় কৃষ্ণ ও চঞ্চল-তারকা-বিলাস-বিশিষ্ট-নেত্রমনোহর-নারীবৃন্দ নরনিবহের প্রাণ ও মনঃহরণ করিয়া থাকে। মনুষ্যলোক, স্বর্গ, অথবা নরক হইতে উপাগত, অমুক স্থানে আমরা সকলে মিলিত হইব, ইত্যাদিরূপ পরস্পরাভিপ্রায়-নিবন্ধন সঙ্কেতবশে সম্পাদিত-স্বরূপ, দেবোৎসবাদি-যাত্রাস্থলে সমাসঙ্গ অর্থাৎ সমাজমেলন-সমান-পুত্রমিত্রকলত্রাদি-ব্যবহার-মায়া নরগণের ব্যর্থ-মোহ উৎপাদন করে। চলাচলা, প্রচুর-স্নেহ-নিবন্ধনী, ভূরিভুক্ত দশা, অতএব অতাত্ত্বিকী প্রদীপোপশান্তি অর্থাৎ ক্ষণিক-জ্বালোপরম-প্রবাহ-বিষয়ে যেমন কোন তত্ত্ব উপলক্ষিত হয় না, বরং দুর্গন্ধের আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ জন্মমরণ-পরম্পরা-লক্ষণ-সংসার-মালায় পারমার্থিক-তত্ত্ববস্তু-গন্ধ কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না; পক্ষান্তরে বাল্য, কৌমার, কৈশোর ও জরাদি, স্নেহ, রাগ, কাম ও ক্রোধাদি নানা বিষয়-দোষ-দুর্গন্ধ আবির্ভূত হইয়া থাকে। যেমন অতি-তীব্রবেগে ভ্রমণশীল-কুলাল-চক্র অসাবধান-পুরুষের অন্তঃকরণে কুলালচক্র স্থির, কিন্তু ভ্রমণশীল নহে, এইরূপ প্রতীতি উৎপাদন করে, সেইরূপ কুৎসিত-সংসারপ্রবৃত্তি-চক্রিকা প্রাবৃট-পয়োবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য হইলেও মায়াবিমুগ্ধ মানবের হৃদয়ে চিরস্থির প্রত্যয় বিস্তারিত করে। শরসিক্ত-

সমুদায়ের সৌন্দর্য্য-সৌগন্ধ্যাদি-শোভোজ্জ্বল-গুণসমূহ হেমন্ত-সমাগমে দৈববশে বিনষ্ট হইলে যেমন আঘ্রাণের অনুপযুক্ত ও বহুদূরতর-দেশে প্রস্থিত হয়, তদ্রূপ নরনিকরের যৌবনকালে উপচিত-শরীর-সৌন্দর্য্যাদি-সদ্‌গুণ-সমষ্টি বার্দ্ধক্য-সংস্পর্শে জর্জ্জর ও বিনষ্ট হইলে চিত্তসমাশ্বাসনের আর কোন অবলম্বন থাকে না। যে সংসারকাননে ভূ,জল, পবনাদি দৈববশে অর্থাৎ পুরুষকৃত-উপকার-অপেক্ষা না করিয়া জন্ম, বৃদ্ধি, ফলপুষ্পাদি-সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত-তরু বিপুল-স্বদেহভার-ধারণ-পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ আশ্রিত-নিম্নস্থ-জনগণের ছায়া পত্র, ফল ও পুষ্প প্রদান দ্বারা উপকার-সাধন করিয়া, বিনাপরাধে কুঠারাঘাতে বিলূলিত হয়, সেই সংসারে প্রতিপদে প্রসক্ত-সহস্র-সহস্র-অপরাধে অপরাধী অকৃতোপকার মনুষ্যের চিত্তসমাশ্বাসনের প্রসঙ্গ কি আছে? মৃত্যু উপকারী, অনুপকারী, অপরাধী, অনপরাধী নির্ব্বিশেষে সকলকে বিনষ্ট করিবে। এক্ষণে আশঙ্কা হইতেছে যে অন্যত্র অমিত্র-জনে বহুদোষ সম্ভাবনা থাকিলেও হিতৈষি স্বজন-বন্ধুজনে কোন দোষ থাকিতে পারে না; সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা আশ্বাস পাওয়া যাইতে পারে। এই আশঙ্কার বিজ্ঞজনোচিত-সমাধান এই যে, জীবিত-বিঘাতের জন্য সমুত্থিত, দাহভ্রমণাদি-বহুদুঃখ দুর্দ্দশাপ্রদ, মনোরম-বিষবৃক্ষের সঙ্গবশে মানবগণ যেমন জীবিতভ্রংশ অথবা চৈতন্যাভিভব অর্থাৎ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণের উপশান্তি-বিনাশের জন্য অভ্যুত্থিত ও উদ্‌বুদ্ধ,অতিশয়িত দোষরূপ-স্নেহ-ভোগরাগাদি-দুঃখপ্রদ-মনোরম-সুহৃন্মিত্রজনের সঙ্গবশে মনুষ্যগণ কশ্মল বা মূঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং মিত্রজন হইতে সমাশ্বাসের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

সংসারবিষয়িণী দৃষ্টির মধ্যে এমন কোন দৃষ্টি নাই, যাহাতে দোষসম্পর্ক নাই ,এমন কোন দিক নাই, যাহাতে দিগদাহ বা দুঃখ-দাহ

উপস্থিত হয় না, এমন কোন প্রজা নাই, যাহাতে ভঙ্গুরত্ব নাই, এবং এমন কোন ক্রিয়া নাই, যাহাতে মায়া, ছল বা প্রবঞ্চনা উপলব্ধ হয় না। ভূমণ্ডলস্থ-প্রজাগণ ক্ষণভঙ্গুর হইলেও বিরিঞ্চি-সালোক্যপ্রাপ্ত-প্রজা-সমুদায়ের আয়ুঃকল্প-পরিমিত, সুতরাং তাহারা ক্ষণভঙ্গুর নহে, এরূপ আশঙ্কা অন্যায়-সঙ্গত। যেহেতু অতীত ও অনাগতভেদে অনন্ত-কল্পের সংখ্যা-পরিজ্ঞান না হওয়ায় আনন্ত্যের অবিশেষ-নিবন্ধন কল্পসকলও বিষ্ণুরুদ্রাদি-দৃষ্টিদ্বারা ক্ষণস্বরূপ, অতএব বিরিঞ্চিনিচয় কল্পাভিধান-ক্ষণমাত্র জীবী। সুতরাং তল্লোকবাসী প্রজাদিগের ক্ষণভঙ্গুরত্ব অনিবার্য্য! পুনশ্চ অবয়বশালী কাল-সমূহে লঘুত্ব-দীর্ঘত্ব-বুদ্ধি, অথবা চিরা-চিরজীবনবুদ্ধি দ্রষ্টৃপুরুষের কল্পনাধীন হওয়ায় অসত্য, এবং তুল্য-ন্যায়ে ব্রহ্মাণ্ড-সমুদায় ও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড দ্রষ্টৃপুরুষের দর্শনে অণুপ্রায়, ফলতঃ অণুত্ব মহত্ত্বাদি বুদ্ধিও অসত্যরূপে অবগত হওয়া যায়। এই-রূপে প্রকৃতি দৃষ্টিতে বিকার-সমুদায় অসত্য প্রতিভাত হয়। সর্ব্বত্র পর্ব্বতসকল পাষাণময়, পৃথ্বী মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে, বৃক্ষ-সমুদায় দারুময়, এবং জননিবহ মাংসাস্থিবিকারভূত। পুরুষকৃত-নামরূপ-সঙ্কেতদ্বারা প্রতিনয়ত-স্বভাববশতঃ পর্ব্বতাদি-বিশেষব্যবহার-মাত্র হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে পূর্ব্বসিদ্ধ-কারণ হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই। যুক্তিসাম্য-প্রযুক্ত বিকার পরিত্যাগ করিলে, সম্পূর্ণ-জগৎ প্রকৃতিভূত এক পরমার্থ-বস্তুরূপে যুক্তিবলে সম্ভাবিত হইতে পারে! অথবা পর্ব্বতাদি-বিকার-সকলের অসত্যত্ব হইলেও উহা-দিগের প্রকৃতি পাষাণ-মৃদাদির অসত্যত্ব কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? উক্তরূপ প্রশ্ন করিলে প্রতিবচন-স্থলে বলিতে হইবে যে, প্রকৃতি-স্থানীয় পাষাণ-মৃদাদি স্বীয়-কারণ মহাভূতগণের বিকার হওয়ায়, এবং ভোগ্যবর্গমধ্যে বিকারাতিরিক্ত কোন বস্তু না থাকায়, যাবতীয়

ভোগ্য-বর্গ মিথ্যাত্ব-প্রযুক্ত অনাশ্বাসভাজন। অবকাশ বা অনাবরণ-স্বভাব-আকাশ চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি ও উদকাদির অস্তনয়নকর্ত্তা বায়ু, বহ্নি জল ও অচলস্বভাবা পৃথিবী এই মহাভূত-পঞ্চকানুবিদ্ধ অর্থাৎ পরস্পর মিলিত-ভূতপঞ্চক-সম্বদ্ধ, গোঘটাদি নানা-পদার্থ-লক্ষ্মী-লাঞ্ছিত এই জগৎ চেতনাত্মপ্রতিবিম্ব-সমন্বিত, সুতরাং চৈতন্য-বিশিষ্ট-বুদ্ধি সাহায্যে অবিবেকী মূঢ়জন কর্ত্তৃক আলোকিত হইয়া থাকে, ইহা অত্যন্ত খেদের বিষয় বলিতে হইবে! পরন্তু বিবেকদৃষ্টি-অবলম্বনে পৃথক বিভাগ-পুরঃসর পর্য্যালোচনা করিলে পরিদৃষ্ট হইবে যে, পঞ্চভূতাতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই। যদি উক্তরূপে পদার্থ সকলের অসত্যতা সমর্থিত হয়, তবে মানবগণের ব্যবহার-ভোগ-চমৎকার কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? শুক্তিরজতের দ্বারা কখনও কঙ্কণ-সৌন্দর্য্য-সম্পাদিত হইতে পারে না। ইহার উত্তর এই যে, জগন্মণ্ডলে সমস্ত পদার্থ মিথ্যাভূত হইলেও ব্যবহারকুশলতা-বশতঃ প্রেক্ষাবান্ মনস্বী-লোক-নিচয়ের চিত্তে ভোগচমৎকারকরী ব্যবহার-চমৎকৃতি অতি প্রসিদ্ধ। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। যেহেতু তথাবিধ চমৎকৃতি যে কোন মানবের স্বপ্নকালে মিথ্যাভূত বিষয় লক্ষ্য করিয়া উপস্থিত ও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বপ্নকালে সুখদুঃখভোগ-চমৎকৃতি কাহারও নিকটে অপ্রসিদ্ধ বা আশ্চর্য্যজনক নহে; পরন্তু সুখ-দুঃখের অতিশয় ভোগ আরম্ভ হইলে, যেমন শীঘ্র জাগরণ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ প্রবল-কর্ম্মের উদ্ভব হইলে ভোগ-চমৎকৃতি আবির্ভূত হইয়া থাকে, এ বিষয়ে উজ্জ্বল-দৃষ্টান্ত রাজা হরিশ্চন্দ্র।

এক্ষণে বলিতে পারা যায় যে, যদি উক্তরূপে ভোগচমৎকারিতার অস্তিত্ব সমর্থিত হয়, তবে অধুনা ভোগ্যবিষয়জাত হইতে বিরত হইবার আবশ্যক কি? যাবৎ-ভোগস্পৃহা, বিষয় ভোগ করিয়া, অনন্তর

পরিণত বয়সে বিষয় হইতে বিরত হইয়া, আত্ম-বিচার-পরায়ণ হইলেও কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে। এই প্রশ্নের প্রতিবচন এই যে, ভোগে আসক্ত হইলে, বৈরাগ্য ও আত্মবিচার সর্ব্বদা দুর্লভ হইবে। অধুনাতন অর্থাৎ পূর্ব্ববয়স ও উত্তরবয়ঃকাল বিগত হইলে, আকাশ-বল্লীফলের ন্যায় মিথ্যাভূত ভোগাসক্তিকল্পনা অবিচারবশে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইলে, ভোগ ও ভোগসাধনাদি-লোভলবাহত-পুরুষের উদার অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পরমাত্মবৃত্তান্ত অর্থাৎ স্বরূপ-নিরূপণবার্ত্তাপ্রচুর-কথা উদয়লাভ করিতে পারে না, এবং নিরন্তর পরমাত্মতত্ত্ববিষয়ক-বিচার দূরে নিরস্ত হইয়া থাকে। পুনশ্চ বিষয়াসক্তির গাঢ়তা-নিবন্ধন কেবল যে পুরুষার্থ-হানি ঘটে তাহা নহে, প্রত্যুত মহা অনর্থ ও উপস্থিত হয়। উত্তম-ভোগশালী পুরুষের পদ, স্বাম্য, অথবা রাজ্য-ধনাদি-সম্পাদনে ইচ্ছা করিয়া, স্বৈর-ভাবে যতমান-লোক বিষমপ্রদেশস্থ হরিততৃণবল্লী-লোভে অদ্রিকূটে আরূঢ়-ছাগাদির ন্যায় রাগলোভাদি-মুগ্ধ-স্বচিত্ত দ্বারা উপহত হইয়া, পূর্ব্ববয়সে ফলবাঞ্ছাবশে নিশ্চিত পতিত হয়। অবান্তর দুর্গম-গর্ত্তোদরে ন্যস্ত, অতএব অংশতঃ প্রাণি-গণের অনুপভোগ্য, নিরর্থক ছায়া, লতা, পত্র, ফল ও প্রসূন-সম্পৎ-শালী-বৃক্ষের ন্যায় স্বশরীর-পোষণার্থ উপযোগপ্রাপ্ত-ব্যর্থ-বিদ্যা-বিনয়-ধনাদি-সম্পদ্‌যুক্ত-পুরুষগণ নিরর্থক জন্মলাভ করিয়া থাকে। যদি চ অনেকস্থলে ধার্ম্মিক-পুরুষের অভাব নাই, তথাপি বিবেকী ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্লভ। নিরন্তর বনান্তখণ্ডের কোমল নবতৃণপূর্ণ অংশবিশেষে অথবা কঠোর-পাষাণ-সঙ্কুল দুর্গম-প্রদেশে যেমন কৃষ্ণসারগণ বিচরণ করে, সেইরূপ দেশান্তরালে অর্থাৎ প্রকৃত্যনুসারে দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, বিদ্যা, বিনয়াদি-মার্দ্দব-সৌন্দর্য্যভূষিত-চিত্তপ্রদেশে, অথবা কাম, ক্রোধ, লোভ, নৈষ্ঠুর্য্য, কার্কশ্যাদি কঠোরভাবদুষ্ট-চিত্তখণ্ডে জনগণ বিচরণ

করিয়া থাকে, সুতরাং ধার্ম্মিকব্যক্তি কচিৎ সুলভ হইলেও, বিবেক-বৈরাগ্যবান্ পুরুষজগতীতলে বিরল। সাধারণ-জননিবহের অতি-শোচনীয়-দুঃখ-দুর্দ্দশা-দর্শন করিয়া অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমাদিগের নির্ম্মাণকর্ত্তা বিধাতার প্রাণ নাই, কোন সচেতন-হৃদয়বান্ব্যক্তি কখনও এরূপভাবে কাহাকেও দীর্ঘকষ্ট প্রদান করিতে পারে না। প্রতিদিন দেব! দৈব ফলতঃ অতিভীষণ, অথচ আপাততঃরমণীয়, এবং কামক্রোধরাগাদিদ্বারা অত্যন্ত-ব্যাকুলিত-চিত্তশত-সমাকুল-নব-নব-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, পরিণামে কষ্টপ্রদ, ফলপাকবশে দূষিত-আরম্ভের অতি নিকৃষ্ট-অভ্যুদয়-সম্পাদন-পূর্ব্বক অতীব নির্দ্দয়তার পরিচয় প্রদান করেন। অতএব শবনিন্দিত-দৈবের কুলিশকঠোর-কার্য্যসকল কোন্ বিবেকীর মানস, বিস্ময়সাগরে নিমজ্জিত না করে? নিঃশ্রেয়সের বিরোধী ভাবপদার্থ সকলের অনিত্যতা প্রতিপাদন করা হইল। কিন্তু জগতের গতি কৌটিল্য-চাতুর্য্যময়ী, লোক সকল কামাসক্ত, ও বিবিধ-কুৎসিত-আচার ব্যবহারে নিরত, ইহজগতে স্বপ্নেও তাদৃশ বিবেকী সুজন এক্ষণে সুলভ নহে। অধুনাতন ক্রিয়া-কলাপ অত্যন্ত-দুঃখরহিত-সাধন বা ফলদ্বারা রহিত। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে উদ্‌বেগ-বেগে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়, জানিনা কিরূপে এই জীবিতময়ী-দশা যাপন করিব?

অধুনা পরিদৃশ্যমান-স্থাবরজঙ্গমাত্মক-জগৎ-প্রপঞ্চের অন্তর্গত যাবতীয় ভোগ্য-পদার্থের বৈরস্যপ্রতিপত্তির জন্য সমুদায়-ভাব-বিষয়ের বিপর্য্যাস-স্বভাবতা বর্ণিত হইবে। স্বপ্ন-সঙ্গম-সন্নিভ এই জগৎ নিতান্ত অস্থির; সুতরাং অনাশ্বাসভাজন। আজ যেখানে শুষ্কসাগর-সঙ্কাশ-নিখাত-দৃষ্ট হইতেছে, কে জানে কালান্তরে তথায় অভ্রপটল-বেষ্টিত নগরাজ উৎপন্ন হইবে না? যে স্থানে অদ্য নভস্তল-চুম্বনার্থ-

অত্যুন্নত-বিস্তীর্ণ-বনসমুদায় বিদ্যমান, কতিপয়-দিবসমধ্যে সেই স্থান সমতা বা কূপতা প্রাপ্ত হইবে। যে অঙ্গ অদ্য কৌশেয়, স্রগ্ ও বিলেপন-দ্বারা-সম্বীত, অদূর-ভবিষ্যতে সেই অঙ্গ দিগম্বর-বেশে গর্ত্তাদ-প্রদেশে বিশীর্ণ হইবে। যেখানে অদ্য বিচিত্র-আচার-চঞ্চুর-নগর-পরিদৃষ্ট, সেইস্থানে হয়ত অল্পকালের মধ্যে সংশূন্য-অরণ্য উদিত হইবে। যে পুরুষ অদ্য স্বীয় তেজঃপ্রভা-বিস্তার করিয়া মণ্ডল-সকলের অধীশ্বর-রূপে অধিষ্ঠিত, সেই পুরুষ কালবশে ভস্মকূটতা প্রাপ্ত হইবে। উন্নতি ও বিস্তৃতি বিষয়ে অদ্য যে নীলনভোমণ্ডলোপমা মহাভীমা অরণ্যানী পৃথিবীর পরিমাণ-নিরূপণার্থ নিজ-উন্নত-শিরঃপ্রদেশ বায়ু-চিন্তাবশে সঞ্চালিত করিতেছে, পত্রপুষ্পাদিদ্বারা আকাশতল আচ্ছাদিত করিয়া অনন্ত শোভা বিস্তার করিতেছে, কালে সেই অরণ্যানী প্রাঙ্গণাকাশতলে পতাকাশোভিত-অপূর্ব্ব-পুরী-সৌন্দর্য্য ভজনা করিবে। যে ললিতলবঙ্গলতা-সংবলিত-বিপিনাবলী অদ্য-ভীমরূপে প্রতিভাত, কিছুকালপরে সেই বনভূমি মরুভূমিতে পরিণত হইবে। সলিল স্থলভাব, ও স্থলী জলভাব প্রাপ্ত হইবে, এবং কাষ্ঠ, অম্বু ও তৃণের সহিত জগন্মণ্ডল বিপর্য্যস্ত হইবে। যৌবন, বাল্য, শরীর ও দ্রব্য-সঞ্চয় অনিত্য, ইহারা তরঙ্গের ন্যায় নিরন্তর পূর্ব্বস্বভাব ত্যাগ করিয়া ভাবান্তর প্রাপ্ত হয়। বায়ুপ্রবাহ-মধ্যাস্থিত দীপ-শিখার ন্যায় সংসারস্থ-জীবের জীবন অতিশয়-চঞ্চল, এবং জগৎত্রয়ে তড়িৎস্ফুরণ সদৃশ পদার্থ-শ্রী অত্যন্ত অচিরস্থায়িনী। বীজাধারস্থ-ধান্যাদি বীজ সকল পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণ্যমাণ হইয়াও ব্যয়বশে, অথবা ক্ষেত্রে উপ্ত জল ও বায়ুবশে ঘূর্ণ্যমাণ, এবং স্ফীতোন্নত-অঙ্কুর-শস্যাদিভাবে যেমন বিপর্য্যস্ত হয়, সেইরূপ এই ভূতপরম্পরা বারংবার ঘূর্ণ্যমাণ হইয়াও ভূরি-বিপর্য্যাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনোরূপ-পবনে

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত-প্রাণিলক্ষণ-রজোবৃন্দ যাহার বস্ত্র, অতএব প্রাণিগণের নরকাদি মধ্যে পতন, স্বর্গাদিলোকে উৎপতন, এবং মধ্যমলোকে পরাবর্ত্তলক্ষণ উৎকৃষ্ট-অভিনয় অর্থাৎ ভাবব্যঞ্জক চেষ্টা দ্বারা যিনি সতত-ভূষিত, তাদৃশ এই জাগতী-স্থিতিরূপ-সংসারের কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বলক্ষণ-আড়ম্বরাতিশয়রূপিণী-নর্ত্তকী স্বীয় নৃত্য-কৌশলাতিশয্য-প্রকটনের নিমিত্ত নৃত্যাবেশে পরিবর্ত্তমান-প্রায় হইয়া জনগণের ভ্রমজনয়িত্রীরূপে আলক্ষিত হইয়া থাকে। বংশনটীদিগের নেত্রাচ্ছাদন-বিষয়ে গারুড়ী-বিদ্যা প্রসিদ্ধ আছে, উক্ত বিদ্যাবলে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সন্তান-লক্ষণা-নর্ত্তকী আকাশতলে গন্ধর্ব্বনগরাকার-বিপর্য্যাস-বিধান করিয়া, নেত্রপ্রান্ত-বিলোকনরূপ-অপাঙ্গপাত-সদৃশ-অতিচঞ্চল অথচ উদার-ব্যবহারে আপাতমনোরমরূপে পুনঃ পুনঃ তড়িৎরূপ, অথবা বিদ্যুৎ-সদৃশ-আলোক বিস্তার করতঃ সংসাররচনায় তৎপর হইয়া নৃত্যসক্তার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। উৎসব-বিভব-শালী সেই সকল দিবস, সেই তপো-যোগ-প্রভাব-সম্পন্ন মহাত্মাগণ, তাদৃশ স্ফীতোন্নত-সম্পদৈশ্বর্য্য ও সেই সকল ক্রিয়া এ সকলই এক্ষণে স্মৃতিপথগত হইয়াছে এবং আমা-দিগকেও অচিরকালের মধ্যে স্মৃতিপথে প্রস্থিত হইতে হইবে।

সংসার-প্রপঞ্চ প্রত্যহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, এবং প্রত্যহ উৎপন্ন হইতেছে; পরন্তু আজ পর্য্যন্ত হতরূপা এই দগ্ধ-সংসৃতির অন্ত পরিদৃষ্ট হইতেছে না। কদাচিৎ পুরুষগণ তির্য্যক্ত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, এবং তির্য্যক্‌নিকর নরত্ব ভজনা করিতেছে, দেবগণও দেবত্ব-পরিহার করি-বেন, এ জগতে কিছুই স্থির নহে। কালাত্মা-সূর্য্য স্বীয়-রশ্মিজাল-সাহায্যে ভূতজাতরচনা ও পুনঃ পুনঃ দিবারাত্রি অতিবাহিত করিয়া, স্বরচিত-ভূতজাতের বিনাশাবধি অবলোকন করিতেছেন। সলিল সকল যেমন বড়বানলের অনুসরণ করে, সেইরূপ ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রাদি-

সর্ব্বভূতজাতি বিনাশের অনুধাবন করিয়া থাকেন। দ্যৌঃ, ক্ষমা, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত,সরিৎ, সাগর, এবং দিক্‌সমুদায় বিনাশরূপ-বাড়বের সংশুষ্ক-ইন্ধন-স্বরূপ। বিনাশভয়ভীত-ব্যক্তির ধন, বান্ধব, ভৃত্য, মিত্র, বিভবাদি যে কিছু সংসার-সম্পদ্ সমস্তই নীরসতা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত ভাবসমূহ তাবৎ-পর্য্যন্ত ধীরবর্গেরও রুচিকর, যাবৎ-পর্য্যন্ত বিনাশরূপ-কদাচার-সম্পন্ন-রাক্ষস স্মৃতিপথে সমুদিত না হয়। লোক সকল ক্ষণ-মধ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হয়, এবং পরক্ষণে দরিদ্রতা ভজনা করে, পুনশ্চ কখনও রোগাক্রান্ত হইয়া দুঃখ, এবং কখনও বিগতরোগ-অবস্থায় স্বাস্থ্যসুখ অনুভব করে। প্রতিক্ষণে বিপর্য্যাসপ্রদ-বিনশ্বরস্বভাব-জগদ্ভ্রম-কর্তৃক, এতাদৃশ ধীমান্ কে আছেন, যিনি মুগ্ধতা প্রাপ্ত না হন? জগতের অনিয়তস্থিতিকত্বে আরো উদাহরণ দিতে হইবে কি? ক্ষণকালমধ্যে নীল আকাশমণ্ডল তমঃপঙ্কে সমালিপ্ত হয়, আবার পরক্ষণেই কনক-নিয্যন্দের ন্যায় রমণীয়-কোমল-চন্দ্রাদি-আলোক-সুন্দর-রূপধারণ করে,আবার কখনও ইন্দ্রধনুর বিচিত্র-বর্ণপ্রভা প্রভাসিত-আকাশতল মানবের মানসোল্লাস-সম্পাদন করিয়া থাকে। পুনশ্চ নভোদেশ কখনও জলদরূপলীলাজমালা-বেষ্টিতোদরে বিরাজমান, আবার কখনও মেঘ-সঙ্ঘের উড্ডামর-রবে মুখরিত, পুনরপি পরক্ষণে মূকভাবে অবস্থিত হইয়া থাকে। ক্ষণে ইন্দুকৃত-আহ্লাদে আহ্লা-দিত, ক্ষণে তারাবিরচিত ও ক্ষণে অর্কমণ্ডলভূষিত, এবং পুনরপি ক্ষণমধ্যে সর্ব্বভাবসৌন্দর্য্যবহিষ্কৃত নভোদেশ নিঃশ্রীক প্রতীত হইয়া থাকে। ক্ষণে আগমাপায়শালিনী, ক্ষণে সংস্থিতিনাশসম্পন্না এই জগতস্থিতি অবলোকন করিয়া কোন্ ধীরব্যক্তি সংসারে ভীত না হন? ক্ষণে আপদ্ সমাগত এবং ক্ষণে সম্পদ্ উপস্থিত হয়, ক্ষণে পুত্রের জন্ম ও আনন্দোৎসব, এবং ক্ষণে বর্দ্ধিত-গুণবান্ পুত্রের মৃত্যু ও

শোক-নৈরাশ্য আগমন করিয়া থাকে। এ জগতে এমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা ক্ষণবিনশ্বর নহে। যিনি কয়েক দিবস পূর্ব্বে রাজৈশ্বর্য্য-সমন্বিত ও যৌবনসৌন্দর্য্যলাবণ্যে ভূষিত হইয়া আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজমান ছিলেন, সেই নরোত্তম পুনরপি কতিপয় দিবসের মধ্যে অলক্ষ্মীর আশ্রিত ও পথের ভিক্ষুক-পথিকরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। অতএব ভুবনতলে সদা-একরূপ সুস্থির-বস্তু কিছুই নাই। ঘট কার্পাসক্ষেত্রে বিশীর্ণ হইলে কার্পাস-পরিণামক্রমে পটতা প্রাপ্ত হয়, পটও ক্রমশঃ জীর্ণ এবং মৃদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া ঘটরূপে পরিণত হয়। সংসারে এমন কোন বস্তু দৃষ্ট হয় না, যাহা বিপর্য্যস্ত নহে। প্রথমতঃ জন্ম, অনন্তর বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, বিনাশ ও পুনর্জ্জন্মলক্ষণ-ভাব-বিকার সকল দেহাভিমানী নরের প্রতি ক্রমশঃ প্রবৃত্ত এবং দিবারাত্রির ন্যায় নিরন্তর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে।

শৌর্য্য-বীর্য্য-বিহীন যোদ্ধা রণ-দুর্ম্মদ-যোদ্ধপুরুষের বিনাশসাধন করে, একজনের দ্বারা শতজন বিনষ্ট হয়, প্রাকৃত নরগণ প্রভূত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং সমস্ত জগৎ বিপর্য্যাস ভজনা করে। জড় জলের পারস্পন্দ-সংসর্গবশে তরঙ্গাবলীর ন্যায় অচেতন প্রাণ-করণাদির স্পন্দ-পরামর্শ-হেতু-চেতন-সমূহরূপিণী এই জনতা অজস্র বিপর্য্যাসের অনু-গমন করে। যখন অল্পদিনের মধ্যে বাল্য ও যৌবনশ্রী গত হয়, অনন্তর জরা আক্রমণ করে, সুতরাং দেহেরই একরূপতা সম্ভাবিত হয় না, তখন বাহ্যবস্তুতে কিরূপে আস্থা সম্ভাবিত হইতে পারে? ক্ষণে আনন্দিতা উপস্থিত হয়, কখনও ঘোর-বিষাদে মুখ মলিন-ভাব ধারণ করে, আবার কখনও হাস্য-বিকসিত আনন্দময়ী-সৌম্যমূর্ত্তি লোক-লোচনের উৎসব সম্পাদন করে, এই সংসার রঙ্গমঞ্চে মনোরূপী নট প্রতিপটপরিবর্ত্তনে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হর্ষবিষাদ অভিনয় করিতে বাধ্য হয়।

হর্ষ, বিষাদ ও মোহ-হেতুসমূহ অতি বিচিত্র ; বালক যেমন বিচিত্র-লীলা-প্রসঙ্গে বিচিত্র-ক্রীড়াভবন ও পাঞ্চালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়া অনৈ-পুণ্য-বশতঃ ক্রীড়া-বিঘাত-মুগ্ধ, বিষণ্ণ ও খিন্ন হয়, খল-বিধিও সেইরূপ হৃদয়ের অপরিতৃপ্তি-নিবন্ধন একপ্রকার হইতে ভিন্ন প্রকার, পুনরপি রূপান্তরে তত্তদুপাদানবস্তু-অবলম্বনে বিবিধ-বিচিত্র-বিরচনা করিয়া খেদপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কখনও চয়ন, কখনও উৎপাদন, কখনও অশন, কখনও হনন এবং কখনও পুনঃ সৃজন করিয়া নির্ব্বিবেক-বিধাতা ক্রীড়াসুখ অনুভব করেন, এবং বিধাতৃ-প্রেরিত-হর্ষ-বিষাদাদি দিবারাত্রির ন্যায় সৃষ্ট-নরনিকরের প্রতি সতত প্রবৃত্ত ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। আবির্ভাব-তিরোভাব-ভাগী ভব-ভোগভাজন-জনজাতের আপদ্, অথবা সম্পদ্ কখনও স্থিরভাব প্রাপ্ত হয় না। প্রায়শঃ সকল লোককেই আপদে পাতিত, ও অনাদরের সহিত অশেষ-সামর্থ্য এবং চাতুর্য্য-সম্পন্ন ব্যক্তিকেও পরিবর্ত্তিত করিয়া, কঠোর-কর্কশ-নিষ্ঠুর-আচরণে কুশল-কাল ক্রীড়া করিতেছেন। কর্ম্ম ও রস-সমূহের সম-বিষম-বিপাক বশতঃ নানাবিধ-ত্রৈলোক্য-প্রাণি-নিকায়-লক্ষণ ফল-সমূহ প্রতিজীবে ভিন্ন সংসার-লক্ষণ-বৃক্ষ হইতে কালস্বরূপ-পবন-পরিচালিত হইয়া প্রতিদিন পতিত হইতেছে, অতএব পতন-পর্য্যবসিত এই সমগ্র-সংসার নিরতিশয় দুষ্ট, সুতরাং ভোগ্য-সংসারপ্রপঞ্চে বিবেকী, বিরক্ত-মানব কোনরূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

ভোগ্য-ভাব-পদার্থ-সমূহের অবিরত-বিপর্য্যাস প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিষয়-দোষ-দর্শনে হৃদয়ে ভোগবৈতৃষ্ণ্যলক্ষণ-নির্ব্বেদ লাভ ও পরম-তত্ত্বোপদেশ প্রাপ্তি-বিষয়ে উদ্যুক্ত হওয়া, বর্ণিত-বিষয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। মরুদেশে সমুৎপন্ন-মৃগতৃষ্ণা সুরস-সলিলপূর্ণ

সরোবরে যেমন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না. সেইরূপ দোষদাবাগ্নিদগ্ধ, বিবেক-বিপুল-চিত্তে ভোগাশা প্রস্ফুরিত হইতে পারে না। কালযোগে পাকপ্রকর্ষবশে অম্লকটু কটুতর ইত্যাদি অবস্থাভেদে লোল-কটুরস-সকল যেমন নিম্বাশ্রিত-বাল-লতাকে আশ্রয় করে, সেইরূপ কাল-পাকবশে চঞ্চল এই সংসারস্থিতি প্রত্যহ কটুতা অর্থাৎ নৈষ্ঠুর্য্যাতিশয়, কিম্বা বৈরস্যাতিশয় প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ কণ্টকবৃক্ষ-সদৃশ-কর্কশ-জন-চিত্তে ভোগাশা স্ফুরিত হইলে, প্রত্যহ দৌর্জ্জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং সৌজন্য প্রক্ষীণ হইয়া থাকে। পরিপাকশুষ্ক মাষ ও শিম্বী টঙ্কাররবে ভগ্ন হয়, কিন্তু মানবের মর্য্যাদা প্রতিদিন সংসারে বিনা কারণে শীঘ্র ভগ্নতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নানা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত-রাজ্যৈশ্বর্য্য অথবা ভোগ-সমুদায় হইতে বরং চিন্তা রহিত একান্তশীলতা অঙ্গীকার করাই প্রশস্ত। ফলপুষ্পসমন্বিত উদ্যান, যৌবনবিলাসিনী রমণী, অথবা অর্থবিষয়িণী আশা বিবেক-বৈরাগ্যবিভবসম্পন্ন ব্যক্তির আনন্দ, হর্ষ, অথবা সুখের কারণ নহে; পরন্তু মানস-উপশান্তি তাঁহাদিগের একমাত্র স্পৃহণীয় বস্তু। লোকসকল অনিত্য এবং অসুখী, তৃষ্ণা দুঃসহ এবং চিত্ত চাপল্যোপহত, সুতরাং বিরক্ত মানব কিরূপে নির্ব্বৃতিলাভ করিতে পারেন? তাঁহারা মরণ অথবা জীবিতের অভিনন্দন করেন না, পরন্তু পরমেশ্বর যেরূপে রাখেন, সেইরূপেই বিগতজ্বর হইয়া অবস্থিতি করেন! বিরক্ত পুরুষের রাজ্যে প্রয়োজন নাই, ভোগে স্পৃহা নাই, অর্থে প্রীতি নাই; সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বদা চেষ্টা শূন্য অবস্থায় শান্তসুখ অনুভব করেন। যাহাদের অহঙ্কার আছে, তাহাদের রাজ্যাদি বিষয়াভিলাষ ও চেষ্টা আছে, এবং অহঙ্কার বিগলিত হইলে, সংসার-সম্বন্ধ বিগলিত হইয়া থাকে। দুর্ব্বল্য-বন্ধনে আসক্ত ইন্দ্রিয়রূপ দৃঢ় গ্রন্থি দ্বারা জন্মাবলী-লক্ষণ—

জন্মরজ্জুপাশে বদ্ধ জীবগণের মধ্যে যাহারা বন্ধবিমোচনার্থ যত্নপরায়ণ তাঁহারা উত্তম। কোমল কমল খুর-নিষ্পেষ দ্বারা করী যেমন মথিত করে, সেইরূপ মকরকেতু-কর্তৃক মানিনী-লোক দ্বারা মানবের কোমল মনঃ-কমল সতত মথিত হইয়া থাকে। যদি স্বচ্ছ বুদ্ধি সাহায্যে বাল্য অবস্থা হইতে চিত্তের চিকিৎসা করা না হয়, তবে পুনরপি কিরূপে চিত্তচিকিৎসার অবসর প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? বিষ বিষ নহে, কিন্তু বিষয়-বৈষম্য বিষ অপেক্ষাও তীব্র তাপপ্রদ, বিষ এক শরীর বিনষ্ট করে, পরন্তু বিষয় জন্মান্তরেও বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। যাহারা অদ্বৈত তত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত সেই সকল তত্ত্বজ্ঞের অথবা বিবুদ্ধ-চিত্তের সুখ বা দুঃখ মিত্র বা বন্ধু জীবিত কিম্বা মরণ কিছুই বন্ধের কারণ নহে। অতএব যাহাতে পুরাপর-বেত্তৃবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতে পারা যায়, এবং যদ্দারা ভয়, আয়াস ও শোক রহিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে আশু উপদেশ-অনুসন্ধান অতীব প্রয়োজনীয়।

নির্বেদবশে উৎকণ্ঠিত ও দুঃখার্তিশরে অসহিষ্ণু মানব অবিলম্বে তত্ত্ব উপদেশ লাভ করিয়া বাসনা-লক্ষণ বনলতাজালে বেষ্টিত, দুঃখ-সঙ্কট-কণ্টক-সঙ্কুল নিম্নোন্নত প্রদেশ-বিশিষ্ট বিপৎ সম্পৎ অথবা স্বর্গ-নিরয়রূপ পাতোৎপাতবহুল, ভীমরূপ অজ্ঞান-মহারণ্য সমূলে উন্মূলিত করিতে পারেন। করপত্রের অগ্রভাগরূপ দশনদ্বারা আকর্ষণও বিকর্ষণ বরং সহনীয়; পরন্তু সংসার ব্যবহারোপজাত আশা ও বিষয়কৃত বিশসন অতীব অসহনীয়। অনিষ্টের নিবারণে ও ইষ্টের সম্পাদনে প্রবৃত্তি নিরন্তরাদি ব্যবহাররূপ অবিদ্যা-ভঞ্জন প্রযুক্ত ভ্রম, বায়ু যেমন রজোরাশি বিধূনিত করে, তদ্রূপ স্বভাবতঃ চঞ্চল চিত্তকে বিকম্পিত করে, অর্থাৎ হর্ষ বিষাদ ও চিন্তাদিদ্বারা বিশারিত করিয়া থাকে

তৃষ্ণারূপ সূক্ষ্ম-সূত্রে গুম্ফিত জীব-সমূহাত্মক মৌক্তিক শোভিত, সর্ব্বদা সাক্ষি-চৈতন্য-ব্যাপ্তি বশতঃ তৈজস-স্বচ্ছরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় বিশেষরূপে বিকসিত অতএব দীপ্যমান চিত্তনায়ক অর্থাৎ প্রধান-শিথামণি বলসিত কাল অর্থাৎ মৃত্যুলক্ষণ-ব্যালের বিভূষণ এই সংসারহার, অরতি অর্থাৎ বিবেক-বৈরাগ্যাদি-সম্পন্ন অধিকারী মানব সহন করিতে না পারিয়া ক্রৌর্য্যরহিত অক্রোধ অহিংসাদি তীক্ষ্ণ উপায় অবলম্বনে, কেসরী যেমন পঞ্জর ভেদ করে, তদ্রূপ ছিন্ন ভিন্ন করিতে সচেষ্ট হইবেন এবং তত্ত্ব-বিৎশ্রেষ্ঠ গুরুর উপদেশ-জন্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া দুষ্প্রবেশত্বপ্রযুক্ত অরণ্য-স্বরূপ হৃদয়-পুণ্ডরীক-স্থানে আত্মতত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত মনের বিবেকনেত্র-পিধায়ক জড়নীহার-স্থানীয় অজ্ঞান-তিমির নিরসনে সুখকর, শরীরাব-য়বের মধ্যে প্রধানীভূত মস্তকের ন্যায় শ্রেষ্ঠ, অনুশীলনাত্মক বিজ্ঞান প্রদীপ প্রজ্বালিত করিবেন। নিশাকরের উদয়ে যেমন নিশারচিত অন্ধকার বিদূরিত হয়, সেইরূপ উত্তম মানস গুরুর উপদেশ ও সঙ্গবশে মানসী ব্যথারূপ দুরাধি সকল অল্পকালের মধ্যে ক্ষয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। মহারাজ-চক্রবর্ত্তী যেমন অধিকার-প্রার্থী বহুলোক থাকিলেও যাহাদের দ্বারা রাষ্ট্রে পীড়া ও পরাক্রমণাদির সম্ভাবনা আছে, অথবা যাহারা লোভ-কাতরতাদি দোষে দুষ্ট, তাদৃশ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন সামর্থ্যশালী গুণবান্ ব্যক্তিকে প্রধানাধিকার-মুদ্রা সমর্পণ করেন, সেইরূপ শিষ্য-সন্তাপহারক, ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরু-মহারাজ দুগ্ধার্থী গোপালকের ন্যায় যে কোন ব্যক্তিকে শিষ্য করিয়া তাহার অর্থ-দুগ্ধ দোহন করেন না, পরন্তু শান্তি-দান্ত্যাদি যথোক্ত সদ্গুণ-সমলঙ্কৃত-শিষ্যকেই প্রধান-উপদেশাধিকার-মুদ্রা প্রদান করেন। অতএব সদ্গুরুর আশ্রয়ে পরতত্ত্বোপদেশ লাভ করিতে হইলে, অগ্রে শিষ্যগুণ উপার্জ্জন করিতে হইবে। প্রশান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, প্রক্ষীণদোষ,

যথোক্তকারী গুণান্বিত ও অনুগত যে শিষ্য পূর্ব্বোপার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জবলে পুণ্যজনসংসর্গে বাল্যে বা যৌবনে, আয়ুঃ বায়ুবিঘট্টিত অভ্রপটলীগর্ভে লম্বমান-অম্বুকণার ন্যায় ভঙ্গুর, ভোগ সকল বিতানবৎ বিস্তৃত-মেঘমধ্যে বিলাসশালিনী-সৌদামিনী-সদৃশ ক্ষণিকোজ্জ্বল ও চঞ্চল এবং যৌবন-লালনা অর্থাৎ যৌবনসম্বন্ধী চিত্তবিনোদন জলপ্রবাহবেগের ন্যায় লোল অর্থাৎ দ্রুত-গমনশীল, ইহা বিচার দ্বারা নিশ্চয় করিয়া তৃষ্ণা-চাপল্য-প্রভৃতি দোষ দর্শন পূর্ব্বক চিত্ত-দুঃখাদি অনর্থ নিবারণে অসমর্থ আয়ুঃ, ভোগ ও যৌবন-লালনা পরিত্যাগ করতঃ একমাত্র সর্ব্ববিষয়োপশম-রূপিণী শান্তি-দেবীকে চিত্তশাসন-বিষয়ে অধিকারমুদ্রা প্রদান করিয়াছেন, তথাবিধ দৃঢ়শান্তি-সম্পন্ন শিষ্যের প্রতি আচার্য্য-প্রদত্ত-তত্ত্বোপদেশ ফলপ্রসব করিতে সমর্থ হয়।

পূর্ব্বসৌভাগ্যবলে যাঁহাদিগের চিত্তে বৈরাগ্যাঙ্কুর স্ফূর্ত্ত প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহারা কখনই চিন্তা ও উদ্বেগশূন্য অন্তঃকরণে বিষয়-ভোগসুখে রত হইতে পারেন না। পরন্তু পূর্ব্ববর্ণনা অনুসারে অভ্যুত্থিত অনর্থ-সঙ্কট-সহস্র পূর্ণ সংসারান্ধকূপকুহরে জগজ্জীবজাত নিমগ্ন অবলোকন করিয়া, তাঁহাদিগের মানস চিন্তা-লক্ষণ-মনন-কর্দ্দমে নিমগ্ন হইয়া থাকে, এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-চিত্তে পরম-বিশ্রান্তিহেতু তত্ত্বোপদেশের বিস্তার-বিষয়ে তাঁহারা অদম্য আগ্রহপরায়ণ হন। কদাচিৎ জগতের ও জীবের দুঃখ-দুর্দ্দশা দর্শনে বৈরাগ্যপরায়ণ মানবের মনঃ ঘূর্ণিত হয়, হৃদয়ে সম্ভ্রম উপজাত হয়, এবং জীর্ণ-বৃক্ষের পত্র-নিচয়ের অনুরূপ গাত্রকম্পন উপস্থিত হইয়া থাকে। যে বালক উত্তম-সন্তোষ অর্থাৎ ধৈর্য্যলক্ষণ মাতৃক্রোড় প্রাপ্ত হয় নাই, তাদৃশ শিশুস্থানীয় বিরক্তমানবের আকুল-মতি সংসারে নিরাশ্রয়তা বশতঃ অরণ্যে পতিত, নিজরক্ষাবিধানে অসমর্থ, ঈশ্বরমাত্রসহায়, বালা-

স্ত্রীসদৃশ ভীত হইয়া থাকে। সারঙ্গ যেমন তুচ্ছ লম্বমান-তৃণলোভে বঞ্চিত হইয়া শ্বভ্রদেশে পতিত হয়, তদ্রূপ তুচ্ছ-বিষয়ালম্বে বিড়ম্বিত-অন্তঃকরণবৃত্তি বিক্ষেপজনিত-দুঃখ হইতে বিক্ষেপজনিত দুঃখান্তর প্রাপ্ত হইবার জন্য লুণ্ঠিত অবস্থায় দুঃখ-গর্ত্তে নিপতিত হয়। যেহেতু বিবেকবিহীন জনের আশ্রিত, অতএব ভ্রষ্ট, নীচ-চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ পরমার্থ সৎপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্ধকূপ-সদৃশকষ্টদায়ক সংসারস্থানে চিরপরিচয়-বশতঃ দৃঢ়বাসনাবদ্ধ হইয়াছে, অতএব পদে পদে পতন অনিবার্য্য। জীবরূপ-পতিপ্রেমে নিবদ্ধ চিন্তা কদাপি অবাস্থিতি বা উপরম, অভীপ্সিতদেশ অথবা বিষয় প্রাপ্ত না হইয়া, প্রিয়-নিকেতনে আয়ত্তা কান্তার ন্যায় অবিরত উপদ্রব করিয়া থাকে। মার্গশীর্যান্তে, কিম্বা পৌষারম্ভে হিমোপঘাত-প্রযুক্ত লতাসমূহ যেরূপ অংশতঃ নীরস পত্রত্যাগ, ও রসাবশেষ বশতঃ অংশতঃ পত্রধারণ পূর্ব্বক বিধুরতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বিবেকোপঘাতবশে জর্জ্জরীকৃত-বিষয়ের আংশিক পরিহার, এবং আত্মদর্শন-ব্যতীত রসবিনিবৃত্তি না হওয়ায়, অংশতঃ বিষয়গ্রহণ করিয়া ধৃতি কাতরতা ভজনা করে। বিষয়ভোগে সম্পূর্ণবিনিবৃত্তি, অথবা পূর্ণ-বিষয়ভোগ না হইলে, অন্তরাল-অবস্থাগত-চিত্তের সাংসারিক বা পারমার্থিক অর্থসুখ-সৌভাগ্য অপহস্তিত অর্থাৎ হস্তচ্যুত হওয়ায় অস্থিরতা আস্থিত হয়, অর্থাৎ উভয়ভ্রংশ সম্পন্ন হয়। অতএব স্ববিবেক মাত্রে অর্দ্ধপ্রবুদ্ধব্যক্তিকে অংশতঃ পরিত্যাগ, এবং অংশতঃ বিষয়ভোগ-সম্পাদন-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া, সংসারস্থিতি অবস্থিত রহিয়াছে। ছিন্নবৃক্ষের মূল অর্থাৎ স্থাণুকর্ত্তৃক যেমন মন্দান্ধকারে স্থাণু অথবা পুরুষ এইরূপ উভয়থা চলিতাচলিত-সংশরূপ হেতুর উপাস্থিতিকালে পুরুষের মতি বিড়ম্বিত হয়, সেইরূপ অন্তঃঅবষ্টব্ধ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বনিশ্চয়াবলম্বনরহিত সুতরাং আত্মতত্ত্ব-নিশ্চয়ে সংশয়িত-

মানবমতি এইটী প্রকৃততত্ত্ব, অথবা অপরটী প্রকৃততত্ত্ব, ইত্যাদি সংশয়ে বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। অথবা মূলতঃ উৎপাটিত না হওয়ায় ছিন্নবৃক্ষের পুনঃ প্ররোহোন্মুখ-অবশিষ্ট মূলাংশ যেমন মানবের বিড়ম্বনার কারণ, সেইরূপ পূর্ব্বোক্তলক্ষণ বিষয়দোষদর্শনজনিত-বৈরাগ্যের দার্ঢ্য-প্রযুক্ত বিষয়ানুরাগ হইতে চলিতা ও সংশয়রহিত হইলেও, সাক্ষাৎকার-পর্য্যবসান, অখণ্ডাকার-প্রমাণবৃত্তি দ্বারা মূলীভূত-অজ্ঞানের অনুচ্ছেদ-বশে পুনরপি বাসনারূপে প্ররোহোন্মুখ-মূলাজ্ঞানদ্বারা বৈরাগ্যবান্ মানবের মতি বিড়ম্বিত ও অনুকৃত হইয়া থাকে। পুনশ্চ স্বর্গস্থ দেবগণ যেমন নানা-ভোগসামগ্রীপূর্ণ স্বীয় বিমান ত্যাগ করেন না, সেইরূপ স্বতঃচঞ্চল ও নানাবিধ-ভোগবাসনা-বিস্তীর্ণ-চিত্ত ভুবনান্তর্বিহরণ বশতঃ পুনরপি চাপল্যে দৃঢ়াভ্যস্ত হওয়ায় বলপূর্ব্বক নিগৃহ্যমান হইলেও আত্মতত্ত্বনিশ্চয়াবলম্বনের অভাবহেতুক স্বীয়-সম্ভ্রম পরিহার করেনা।

অতএব পরমার্থ-সত্য, জন্মমরণায়াসরহিত, দেহাদি উপাধিশূন্য, ভ্রমহেতুর উচ্ছেদ হওয়ায় বিগতভ্রম, স্থিতিপদ অর্থাৎ সুখবিশ্রান্তিস্থান কি আছে, যে স্থান প্রাপ্ত হইলে শোকাবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে না। অপিচ সর্ব্ববিধ-দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলারম্ভে তৎপর, এবং তথাবিধ ফলানু-কূল-লৌকিক-বৈদিক-ব্যবহারপর সুজন জনকাদি কিরূপে উত্তমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন? বহুধা অঙ্গসমুদায়ে সংলগ্ন হইলেও, কোন্ উপায় অবলম্বনে জগতে পুরুষ সংসার-পঙ্কদ্বারা পরিলিপ্ত হয় না? মহাত্মা, মহাশয়, বীতকল্মষ বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, নারদ, সনৎকুমারাদি-মুনিবৃন্দ কীদৃশ জ্ঞানদৃষ্টি আশ্রয় করিয়া সংসার-মণ্ডলে জীবন্মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করেন? বিষসামর্থ্যসম্পন্ন, বিষয়বেশধারী সর্পের ন্যায় নশ্বর, কুটিলাকার, সৌন্দর্য্য-বিভবযুক্ত, ভয়হেতু ও লোভজনক বিষয়সকল কিরূপে ভব্যতা অর্থাৎ মঙ্গলময়তা প্রাপ্ত হয়? মাতঙ্গবিলোড়িত,

কর্দ্দম-শৈবালকলুষিত সরসী যেমন শরৎ-সমাগমে প্রসাদপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মোহ-মাতঙ্গ-মৃদিত, কামকলঙ্ককলিতান্তর শেমুষী কিরূপে পরম-প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইবে? পদ্মপত্রে জল অবস্থিত হইয়াও যেমন সংশ্লেষ প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ প্রবাহরূপ-সংসারে সর্ব্বথাব্যবহারপরায়ণ হইয়াও মানবনিবহ কিরূপে বন্ধপ্রাপ্ত না হয়? পরদুঃখাদিবিষয়ে আত্মবৎ, স্বদুঃখাদিবিষয়ে তৃণবৎ, অথবা অন্তর্দৃষ্টিবিষয়ে আত্মবৎ, বহির্দ্দৃষ্টিবিষয়ে তৃণবৎ এই জগৎ অবলোকন করিয়া, মানসিক-কামাদি-বৃত্তির সংস্পর্শরহিত হইয়া, কিরূপে মানব উত্তমতা প্রাপ্ত হইতে পারেন? সংসারমহোদধির পরপারে উত্তীর্ণ কোন্ মহাপুরুষের আচার ও চরিত্র অনুসরণ করিয়া, জনতা দুঃখ-বিমুক্ত হইতে পারে? প্রাপ্তির যোগ্য অবিনশ্বর শ্রেয়ঃ কি? কর্ম্ম বা উপাসনার উচিত ফল কি? এবং সর্ব্বথা অসমঞ্জস-সংসারে কিরূপে জীবন-কাল অতি-বাহিত করিতে হইবে? বিধাতার চেষ্টিতরূপ অব্যবস্থিত এই জগতের পূর্ব্বাপর-তত্ত্ব অর্থাৎ আদ্যন্তে অবশিষ্ট বস্তু কোন্ উপদেশবলে অবগত হওয়া যায়? হৃদয়াকাশে আরূঢ় সাভাস-অন্তঃকরণ-শশীর কলঙ্কমল-মার্জ্জন কিরূপে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে? এই সংসারে হেয় কি? এবং কোন্ বস্তু উপাদেয়? অহেয়ানুপাদেয় ব্রহ্মবস্তুই বা কি? পুনশ্চ অদ্রিবৎ চঞ্চলতা-পরিহার করিয়া কিরূপে চিত্ত চিরবিশ্রান্তি লাভ করিতে পারে? অবিরত-শত-আয়াসকারিণী এই দুঃসংসৃতি-বিষূচিকা কোন্ পাবন-মন্ত্রের উচ্চারণে পাপমূলনিরাসদ্বারা, অথবা পবন-দোষোপশমনহেতুবশে অনায়াসে উপশান্ত হইতে পারে? দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদশূন্য, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অক্ষীণ, আনন্দতরুর মঞ্জরীরূপে অবস্থিত অন্তঃশীতলতা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়? অন্তরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বহিঃ-পূর্ণ অবস্থায় কিরূপে সর্ব্বশোকাতিগমন করিতে

পারা যায়? ইত্যাদি বিষয়ে পূজনীয় তত্ত্বজ্ঞ-মহাত্মগণের আশ্রয়ে সদুপদেশলাভে যত্নবান হওয়া ভববিভব-বিরক্ত বুদ্ধিমান্ মানবমাত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য। যেহেতু বনে পতিত অল্পজীবনবিশিষ্টদেহে সারমেয়গণ যেমন সবিশেষ পীড়াপ্রদান করে, সেইরূপ অনুত্তম-আনন্দ-পদে প্রধান-বিশ্রান্তি, অথবা আত্যন্তিক-স্থৈর্য্য-শূন্য মানবকে মায়ারচিত-বিকল্পজাল নির্দ্দয়ভাবে সতত কদর্থিত করিয়া থাকে।

উপক্রমে উপন্যস্ত শ্বেতকেতু-প্রবাহণ সংবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ বৈরাগ্য-বিকাশ-সন্দর্ভে ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সমগ্র সংসারগতি বর্ণন-পূর্ব্বক মুমুক্ষু মানবের সর্ব্বভোগ্য বিষয়-সমূহে মূলতঃ সুদৃঢ়-বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। উক্ত বৈরাগ্য-বিচারদ্বারা সকল ভাব-পদার্থে অনাস্থা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সর্ব্ব ভোগ্য-ভাব-বিষয়ে অনাস্থাবান্ বিরক্তমানবের অদম্যচিত্তোদ্বেগ অবশ্যম্ভাবী। উদ্বেগনিরাস ও চিত্তবিশ্রান্তির জন্য বিরক্তমানবের পরাবরজ্ঞ-গুরু-সমীপে উপদেশ প্রার্থনা প্রসঙ্গাগত। অব্যবহিত পূর্ব্বপ্রস্তাবে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে বহুপ্রশ্ন করিয়াও বৈরাগ্যবাসনার অনুপরম প্রযুক্ত পুনরপি বৈরাগ্যকথার আলোচনায় প্রবৃত্তি হইতেছে, অতএব পাঠকগণ বোধ করি নিজগুণে আমাকে আরও কিছু অবসর প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, আমি অবিলম্বেই প্রস্তাবিত বৈরাগ্যপ্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রাংশু-পাদপের চলৎ-পত্রাগ্রভাগে লম্বমান, আশুতর-বিনাশশীল, বর্ষাকালীন-আসার অর্থাৎ অম্বুকণার ন্যায় আয়ুঃ চঞ্চল, ঈশান-দেবের ললাটস্থ-শীতাংশুকলার ন্যায় মৃদু, অর্থাৎ বর্ষাকালে প্রথমতঃ চন্দ্রই অনেক সময়ে দুর্লক্ষ্য, তত্রাপি অবশিষ্ট-কলা-সদৃশ অল্প, অথবা শালি-ক্ষেত্রে বিচরণশীল-ভেকের কণ্ঠচর্ম্মসদৃশ দেহ ক্ষণভঙ্গুর ও চঞ্চল; সুহৃৎ,

মিত্র ও আত্মবন্ধুজনের সমাগম বাগুরাবলয় অর্থাৎ প্রবৃদ্ধলতাপ্রতান সদৃশ সদ্গতি-মার্গ নিরোধক, বাসনালক্ষণ পুরোবাতদ্বারা আবেষ্টিত মোহরূপ উগ্রমিহিকা অর্থাৎ অভ্রোপাদানভূত তুষার-মেঘ সামান্যতঃ গর্জ্জন এবং অশনিপাত পর্য্যন্ত স্ফূর্জ্জনশীল, পুনশ্চ উক্তরূপ-মেঘগর্ভে কদাশা-তড়িৎ নিয়ত পরিস্ফুট, লোল লোভ-কলাপী প্রচণ্ড-উত্তাণ্ডব-নৃত্যপরায়ণ, অনর্থরূপ-কুটজদ্রুম, অর্থাৎ গিরিমল্লিকা সুন্দররূপে বিকাশ প্রাপ্ত, এবং কলহাদি আস্ফোট, অথবা কলিকাপুটভেদযুক্ত। ক্রূর কৃতান্ত-মার্জ্জার সর্ব্বভূত-মূষিকের প্রাণাপহরণে নিয়ত উদ্যুক্ত, এবং ভূমি, অথবা অতর্কিত-নভস্তল হইতে অশ্রান্তভাবে উপরিপতনশীল-জলপ্রবাহ-সঞ্চারস্থানীয় অনর্থ-পরম্পরার ভীষণ আক্রমণ, ইত্যাদিরূপ অথবা অন্য বহুবিধ অনর্থব্রাত-পরিবেষ্টিত হইয়া আমাদিগের কি একবারও ভাবনা করা উচিত নহে যে আমাদের উপায় কি ? গতি কি ? চিন্তনীয় বিষয় কি ? আশ্রয় কি ? এবং কোন্ উপায়-অবলম্বনে উত্তরকালে অশুভফল-প্রসবিনী এই জীবিতাটবীর নিবৃত্তি হইতে পারে। তপঃ এবং জ্ঞান-শক্তিদ্বারা উর্জ্জিত-বুদ্ধিসম্পন্ন-সুধিজনের সমীপে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। কারণ তাহারা জ্ঞান ও তপোবলে মনুষ্যলোকে বা দেবলোকে এমন কোন তুচ্ছ বস্তু নাই, যাহার রমণীয়তা-সম্পাদন করিতে না পারেন। শাস্ত্রে ত্রিশঙ্কুরাজার তাদৃশ গুরুশাপের আকল্পভোগ্য-স্বর্গে পরিণতি, এবং শুনঃ-শেফ-ঋষির মৃত্যুর দীর্ঘায়ুষ্যে পর্য্যবসান দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব নিরন্তর দুঃখকল্পনা বশে আকুল সুতরাং নীরস এই দগ্ধ-সংসারমূঢ়তা-নিরাস দ্বারা কোন্ উপায় অবলম্বনে কিরূপে সুস্বাদুতা প্রাপ্ত হইতে পারে, সুধিজন-সকাশে তাহার নির্ণয় করা অত্যন্ত আবশ্যক। পুষ্প-সম্ভার-শুভ্র বসন্ত-সমাগমে বসুন্ধরা যেমন রম্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ সর্ব্বদুঃখ-নিদান-

ভূত-আশা-পিশাচীর প্রসিদ্ধ-স্বভাবের প্রতিকুল-বিপাক অর্থাৎ পূণ-কামতারূপ ক্ষীরস্নান দ্বারা এই দগ্ধ-সংসারও রমণীয়তা প্রাপ্ত হয়। কামকলঙ্ককলঙ্কিত-মানস-চন্দ্রমার বিদ্বদনুভব-প্রসিদ্ধ কীদৃশ ক্ষালন দ্বারা কামাদিমল-সকল অপমৃষ্ট হইলে, অমৃতজ্যোতি অর্থাৎ আহ্লাদ-চন্দ্রিকা সমুদিত হইবে? সংসারের অনর্থ-পর্য্যবসান-লক্ষণাগতি যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট, অর্থাৎ ঐহিক ও আমুষ্মিক-ভোগ সকল যাঁহারা দৃঢ়-বৈরাগ্য ও বোধ দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছেন, তাদৃশ কোন্ আদর্শ-মহাপুরুষের চরিত্র ও ব্যবহারের অনুকরণে শাস্ত্রাচার-সম্মত চরিত্র-গঠন এবং ব্যবহার-প্রণালী শিক্ষা করিয়া আমাদিগকে সংসার-বনবীথিকার অন্তরালে বিচরণ করিতে হইবে? রাগদ্বেষলক্ষণ-মহারোগ-নিচয়, স্রক্-চন্দন বধূ-বস্ত্রাদি-ভোগসম্ভার, এবং ঐশ্বর্য্যলক্ষণ বিভূতি সমুদায় কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে সংসারার্ণবে সঞ্চরণশীল-জন্তুনিবহের বাধাপ্রদ না হয়? রসশালী পারদ যেমন পাবকে পতিত হইয়াও দগ্ধ হয় না, তদ্রূপ ধীরবর অথবা প্রাকৃত-জীব-সমূহ কোন্ জ্ঞানামৃতরসে সিঞ্চিত হইলে সংসার-পাবকে পতিত হইয়াও দগ্ধ হইবে না? সর্ব্ববিধ-ব্যবহার ত্যাগ করিলে নিদুঃখিত লাভ করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু সমুদ্রে উৎপন্ন-মৎস্যের যেমন নির্জ্জলদেশে অবস্থিতি সম্ভবপর নহে, সেইরূপ ব্যবহার ক্রিয়ার সম্পাদন-ব্যতীত ইহ-সংসারে কাহারও একপদমাত্র অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

পক্ষান্তরে কৃশানুর যেমন দাহহীন-শিখার অস্তিত্ব-উপলব্ধ হয় না, তদ্রূপ সুখ-দুঃখ-বিবর্জ্জিত এবং রাগদ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত কোন সৎক্রিয়াও ইহজগতে নাই। সর্ব্ববিধ ব্যবহার পরিত্যাগ করিলেও মনের দুঃখ-প্রদ-চাঞ্চল্য-নিবারণ অসম্ভবপর ব্যাপার, কারণ মনঃ সর্ব্বদা বিষয়াবলম্বনে বিকল্পপরায়ণ, এবং সত্ত বিষয়াবলম্বনশালিনী। ভুবনত্রয়ে

বিষয়াবলম্বন-নাশ ভিন্ন মননশালিনী মনঃ-সত্তার ক্ষয় কোনরূপে হই-তেই পারে না ; সুতরাং সর্ব্ববিষয়বাধক-তত্ত্ববোধের হেতুভূত যুক্ত্যুপ-দেশ দ্বারা মনঃসত্তা বিনষ্ট করিতে হইবে। অতএব পরাবরজ্ঞ গুরু-সমীপে যাবৎ তত্ত্ববোধের উদয় না হয়, তাবৎ সামর্থ্যশালী অনুত্তম উপদেশ অর্থনীয়। ব্যবহার-পরায়ণ হইয়াও যাহাতে আমাদিগকে দুঃখভোগ করিতে না হয়, অথবা যাদৃশ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে ব্যবহার-পরম্পরা দুঃখদান করিতে না পারে, তাদৃশ উত্তম যুক্তির অনু-সন্ধান করা কি আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে উচিত নহে ? পুনশ্চ পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণের মধ্যে উত্তম-চিত্ত-সম্পন্ন কোন্ মহাত্মা কি প্রকারে যুক্তিদ্বারা মোহ নিরসন করিয়াছেন ? এবং মোহ-নিরাসদ্বারা তাঁহারা কীদৃশ তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাও নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া কি আমাদিগের উচিত নহে ? যাহা দ্বারা আমাদিগের মনঃ পরম-পাবন-বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। আমরা সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পদে পদে প্রতারিত হইতেছি, তবুও আমরা বিবেক-জাগরণ প্রাপ্ত হইতেছি না, ইহা কি পরম পরিতাপের বিষয় নহে ? অতএব বেদ ও মহাভারতাদি-প্রসিদ্ধ মহাপ্রভাব-সম্পন্ন মুনি ঋষিগণ যে উপায় অবলম্বন করিয়া নিশ্চিতরূপে নির্দ্দুঃখতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বোদ্যোগ সহকারে মোহনিদ্রার নিবৃত্তিকল্পে, বিবেক-জাগরণ লাভ করিবার জন্য, প্রাণপণ চেষ্টায় আমাদিগকেও তাদৃশ উপায় অথবা যুক্তির অনুসন্ধান করিতে হইবে। যদি দৈববশে তথাবিধ যুক্তির অস্তিত্ব না থাকে, অথবা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি কোন করুণানিধি-মহাপুরুষ অনুকম্পা-প্রযুক্ত তত্ত্ব-বিষয়িণী যুক্তির কীর্ত্তন না করেন, তবে স্বয়ং অনুত্তম বিশ্রান্তিদায়িনী যুক্তির অধিগমে প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তত্ত্বাধিগম

না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বচেষ্টাত্যাগী নিরহঙ্কারতাপ্রাপ্ত সেই সৌভাগ্যবান্ মানবের ভোজনে, জলপানে, বস্ত্র-পরিধানে, স্নান, দান ও অশনাদি গৃহ-ব্যাপারে, কিম্বা যে কোন উৎসব-কার্য্যে অভিরুচি বা চিত্তশান্তি হইতেই পারে না। পরন্তু তাদৃশ বিরক্ত মানব সম্পদ্ বা আপদ্দশায় অবস্থিত না হইয়া, কোনরূপ ভোগবাঞ্ছা না করিয়া, কেবল প্রায়োপবেশন মাত্রে অভিলাষ করেন, জীবন-ব্যবহার তাঁহাদিগের অভিলষিত নহে। পরন্তু নির্ম্মম, বিগতাশঙ্ক, মৎসররহিত, নিস্পৃহ, মৌন-পরায়ণ এবং একাকী বিরক্ত মানব চিত্রক্রিয়ার্পিতের ন্যায় লোকাতীত ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। অনন্তর ক্রমে ক্রমে প্রশ্বাস, উচ্ছ্বাস ও ব্যবহার-সম্বিৎপরিত্যাগ করতঃ, অবয়ব-সংস্থানরূপ-দেহনামক-অনর্থ-সন্নিবেশ-পরিত্যাগে প্রস্তুত হইয়া, আমি দেহ নহি, দেহ আমার নহে, এবং অন্য কোন পদার্থের সহিত আমার কিছুমাত্র সংস্রব নাই, এতাদৃশ অসঙ্গ-জ্ঞানমাত্রে অবস্থিত, অমল-শীতকরাভিরাম, বিচার-বৈরাগ্য-বিকাশিচেতাঃপুরুষ-প্রবীর নিঃস্নেহ-প্রদীপের ন্যায় কলেবর-সম্বন্ধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উপশান্ত হইয়া থাকেন।

"আয়ুর্ব্বায়ুবিঘট্টিতাভ্রপটলীলীনাম্বুবদ্ভঙ্গুরং, না
ভোগা মেঘবিতানমধ্যবিলসৎ সৌদামিনীচঞ্চলাঃ।
লোলা যৌবনলালনা জলরয়শ্চেত্যাকলয্য দ্রুতং,
মুদ্রৈবাদ্য দৃঢ়ার্পিতা ননু ময়া চিত্তে চিরং শান্তয়ে।"

শ্রীশিবার্পণমস্তু।

নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারি—
শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-
বেদান্তভূষণঃ।

কালীঘাট, নকুলেশ্বরতলা।
চৈত্রী পূর্ণিমা, শকাব্দা ১৮৩৮।
সন ১৩২৩ সাল।

কালীঘাট-শিবভক্তি-প্রদায়িনী সভার বর্ত্তমান সম্পাদকও সর্ব্বাধ্যক্ষ
ব্রহ্মচারি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি দেবশর্ম্ম—বেদান্তভূষণঃ।
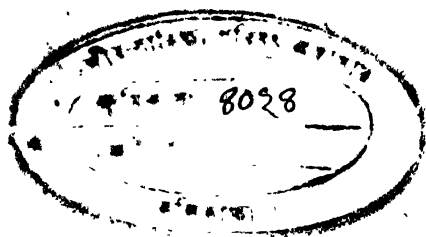
(ভর্তৃহরি-বিরচিত)

বৈরাগ্যশতক।

ও

ব্রহ্মচারি—

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারিদেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ—

বিরচিত "তাৎপর্য্য-পদ্যানুবাদ"

কালীঘাট-শিবভক্তি-প্রদায়িনী সভা হইতে

সম্পাদক ব্রহ্মচারি—

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারিদেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত এবং

উক্ত সভার সপ্তত্রিংশ-বার্ষিক-অধিবেশনে বিতরিত।

কালীঘাট-নকুলেশ্বরতলা।

কলিকাতা

১৩২৩সাল।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

বৈরাগ্যশতকম্।

চূড়োত্তংসিতচারুচন্দ্রকলিকাচঞ্চচ্ছিখাভাস্বরো,
লীলাদগ্ধবিলোলকামশলভঃ শ্রেয়োদশাগ্রে স্ফুরন্।
অন্তঃস্ফূর্জদপারমোহতিমিরপ্রাগ্‌ভারমুচ্চাটয়ন্,
চেতঃসদ্মনি যোগিনাং বিজয়তে জ্ঞান-প্রদীপোহরঃ ॥ ১ ॥

শিখাজটাবিভূষণ, চন্দ্র-কলা সুশোভন,
দীপ্যমানসুধাশ্বেত-কিরণ ভাস্বর।
চঞ্চল কামপতঙ্গে, নেত্রবহ্নি-লীলারঙ্গে
নাশি, জীব-শুভাবস্থা-স্ফূর্ত্তি অগ্রেসর ॥
অন্তরে প্রকাশমান, অনন্তধ্বান্ত অজ্ঞান—
আতিশয্য-উন্মূলনে জ্ঞান-সুধাকর।
যোগিজন-চিত্তসদ্ম, অর্পি হৃদি পাদপদ্ম,
উৎকর্ষে রহেন জ্ঞানপ্রদীপ শঙ্কর ॥ ১

বোদ্ধারো মৎসরগ্রস্তাঃ প্রভবঃ স্ময়দূষিতাঃ ।
অবোধোপহতাশ্চান্যে জীর্ণমঙ্গে সুভাষিতম্ ॥ ২ ॥

শাস্ত্রতত্ত্ববোদ্ধা নর মাৎসর্য্য-পীড়িত ।
প্রভুত্ব-সম্পান্নধনী অযথা গর্ব্বিত ॥
আর যত দেখ সব অজ্ঞান-আশ্রিত ।
হা কষ্ট ! শরীর-মাত্রে লীন সুভাষিত ॥ ২

ন সংসারোৎপন্নং চরিতমনুপশ্যামিকুশলং,
বিপাকঃ পুণ্যানাং জনয়তি ভয়ং মে বিমৃশতঃ ।
মহদ্ভিঃ পুণ্যৌঘৈশ্চিরপরিগৃহীতাশ্চ বিষয়া,
মহান্তো জায়ন্তে ব্যসনমিব দাতুং বিষয়িণাম্ ॥ ৩ ॥

সংসার—সম্বন্ধজাত, কর্ত্তব্যরূপ চরিত,
নাহি হেরি সুখ-হেতু সুদৃঢ় কুশল ।
পুণ্যকর্ম্মফল যত, দুঃখমূল অবিরত,
বিচারিত হ'লে হই ভয়েতে বিহ্বল ॥
মহাপুণ্য সমুদয় চিরবিধৃত বিষয়,
ব্যসন প্রদানে যেন সদা সমুত্থিত ।
স্বর্ভোগে আসক্তজন, কর চিন্তা অনুক্ষণ,
পুণ্যক্ষয়ে হবে তুমি অবশ্য পতিত ॥ ৩

উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধ্মাতাগিরের্ধাতবো,
নিস্তীর্ণঃ সরিতাং পতির্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ ।

মন্ত্রারাধনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ,
প্রাপ্তঃকাণবরাটকোঽপি ন ময়া তৃষ্ণেঽধুনামুঞ্চ মাম্ ॥৪॥

মহাধন-আশা-বশে, পৃথ্বীতল সবিশেষে,
উৎখাত করিনু, তথা গিরিধাতুচয় ॥
অগ্নি-পরিতপ্ত করি, লঙ্ঘি জলনিধি-বারি,
বহুযত্নে সন্তোষিনু নৃপতিনিচয় ॥
মন্ত্র-আরাধনে মনঃ, নিশি শ্মশানে সাধন,
করেছি কতই; কিন্তু কাণ—কপর্দ্দক,
লভি নাই কোন দিন, শ্রম-মাত্র প্রতিদিন,
এবে ত্যজ তৃষ্ণে মোরে, নিরাশা সার্থক ॥ ৪

ভ্রান্তং দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলং,
ত্যক্ত্বা জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবাকৃতা নিষ্ফলা।
ভুক্তং মানবিবর্জ্জিতং পরগৃহে সাশঙ্কয়া কাকবৎ,
তৃষ্ণে! দুর্ম্মতিপাপকর্ম্মনিরতে! নাদ্যাপি সন্তুষ্যসি ॥৫॥

দুর্গম বিষম বহু, ভ্রমিণু প্রদেশ মুহুঃ,
ফল কিন্তু কিছু মাত্র ভাগ্যে ঘটে নাই।
জাতি কুল অভিমান, ত্যজি উচিত বিধান,
পরসেবা করি, তাহা বিফল সদাই ॥
বায়স সাশঙ্ক যথা, পরগৃহে স্থিতি তথা
আহ্বান সম্মানহীন ঘৃণিত ভোজন।

দুর্ম্মতি কুকর্ম্ম যত, তৃষ্ণে ! তুমি তাহে রত,
এখনো হয়নি তব সন্তোষ-সাধন ? ॥ ৫

খলোল্লাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপরৈ,—
র্নিগৃহ্যান্তর্বাষ্পং হসিতমপি শূন্যেন মনসা ।
কৃতশ্চিত্তস্তম্ভঃ প্রহসিতধিয়ামঞ্জলিরপি,
ত্বমাশে ! মোঘাশে ! কিমপরমতো নর্ত্তয়সি মাম্ ॥৬॥

খল-আরাধনে রত, মর্ম্মভেদী বাক্যকত,
সহিয়াছি কোনরূপে আশার ছলনে ।
অন্তরে আঁখির জল, নিবারি হাসি কেবল,
পাছে প্রভু টের পায় অতি শূন্য মনে ॥
করি চিত্ত সুসংযত, উপহাসে আনন্দিত,
অজ্ঞানি-ধনীরে কত করেছি প্রণাম ।
হে তৃষ্ণে ! বিফল যত্ন, হারায়ে অমূল্য রত্ন,
নাচাইবে আরো কত ? নহ পূর্ণকাম ? ॥ ৬

আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবিতং,
ব্যাপারৈর্ব্বহুকার্য্যভারগুরুভিঃকালো ন বিজ্ঞায়তে ।
দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিপত্তিমরণং ত্রাসশ্চনোৎপদ্যতে,
পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ ॥৭॥

উদয়াচলে আগতি, কভু অস্তাচলে গতি,
রবির, প্রত্যহ ক্ষীণ জীবের জীবন ।

অনন্ত গৃহ-ব্যাপারে, বহু কার্য্য-গুরু-ভারে
অত্যাসক্তি হেতু নাহি কাল-সম্বেদন ॥
জন্ম জরা পরিণাম, মৃতি বিপদ অবিরাম,
দেখেও হয় না মনে ভয়ের সঞ্চার।
প্রসাদ-মদিরা পানে, মোহমুগ্ধ মনঃপ্রাণে,
হয়েছে উন্মত্ত হায় বিকট সংসার ॥ ৭

দীনা দীনমুখৈঃ সদৈব শিশুকৈরাকৃষ্ট-জীর্ণাম্বরা,
ক্রোশদ্ভিঃক্ষুধিতৈর্নরৈর্নবিধুরা দৃশ্যেত চেদ্গেহিনী ॥
যাচ্ঞাভঙ্গভয়েন গদ্গদগলত্রুট্যদ্বিলীনাক্ষরম্,
কো দেহীতি বদেৎ স্বদগ্ধজঠরস্যার্থে মনস্বী জনঃ ॥৮॥

দীনমুখ-শিশুগণ, জীর্ণবস্ত্র-আকর্ষণ,
করিয়া মায়ের কাছে ক্ষুধার বেদন।
জানায় রোদন-বলে, পরিজন সনে মিলে
দীন দুঃখী ক'রে তো'লে জননীর মনঃ ॥
কাহারা গৃহিনী অতি, যদি নাহি দেখে পতি
করে কি অধম-পাশে "দেহি" উচ্চারণ ?।
প্রার্থনা-ভঙ্গের ভয়ে, বাষ্পবিগলিত হয়ে,
ত্রুটিত অস্পষ্টাক্ষরে জানায় বেদন ? ॥
নিন্দিত এ আচরণ, কোন বিজ্ঞ-মহাজন,
স্বদগ্ধ-জঠরতরে করে না কখন ॥ ৮

নিবৃত্তা ভোগেচ্ছ পুরুষবহুমানো বিগলিতঃ,
সমানাঃ স্বর্যাতাঃ সপদি সুহৃদো জীবিতসমাঃ ।
শনৈর্যষ্ট্যোত্থানং ঘনতিমিররুদ্ধে চ নয়নে,
অহো ধৃষ্টঃ কায়স্তদপি মরণাপায়চকিতঃ ॥ ৯ ॥

বৃদ্ধাবস্থা সমাগত, ভোগবাঞ্ছা উপরত
নষ্টপ্রায় যশঃ, কীর্ত্তি, পৌরুষ, সম্মান ।
সঙ্গী মম ছিল যত, তারা সবে স্বর্গগত,
অবশিষ্ট মিত্রগণ আমার সমান ॥
শক্তিহীন যষ্টিধরি, ধীরে ধীরে চলি ফিরি,
নিবিড়-তিমির-রুদ্ধ দুইটী নয়ন ।
আশ্চর্য্য ! নির্লজ্জ দেহ, তবুও মরণে মোহ,
আপন বিনাশে সদা আশঙ্কিত মনঃ ॥ ৯

হিংসাশূন্যমযত্নলভ্যমশনং ধাত্রামরুৎকল্পিতং,
ব্যালানাং পশবস্তৃণাঙ্কুরভুজঃ সৃষ্টাঃ স্থলীশায়িনঃ ।
সংসারার্ণবলঙ্ঘনক্ষমধিয়াং বৃত্তিঃ কৃতা সা নৃণাং,
যামন্বেষয়তাং প্রয়ান্তি সততং সর্ব্বে সমাপ্তিংগুণাঃ ॥১০

জীববাধা-বিরহিত, অযত্নে সমীপাগত,
বিধাতৃ-কল্পিত বায়ু সর্পের ভোজন ।
ক্ষুধা পেলে পশুগণ, নবতৃণে বিচরণ,
ঈশ্বর-নির্দ্দেশে করে ভূমিতে শয়ন ॥

সংসার-সাগর-পারে, যাইতে মানব পারে,
জ্ঞানবলে ; বৃত্তি তার তাদৃশ বিহিত।
যে বৃত্তির অন্বেষণে, আয়ুঃক্ষয় দিনে দিনে,
দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ সবে অস্তমিত ॥ ১০

ন ধ্যাতং পদমীশ্বরস্য বিধিবৎ সংসারবিচ্ছিত্তয়ে,
স্বর্গদ্বারকপাটপাটনপটুর্ধর্ম্মোপি নোপার্জ্জিতঃ ।
নারীপীনপয়োধরোরুযুগলংস্বপ্নেপিনালিঙ্গিতং
মাতুঃ কেবলমেব যৌবনবনচ্ছেদে কুঠারা বয়ম্ ॥ ১১ ॥

ঈশ্বর-চরণ-ধ্যান, যথাশাস্ত্রের বিধান,
সংসার-নিবৃত্তি তরে করি নাই কভু।
উন্মুক্ত-স্বরগদ্বারে, কিসে যাব সুরপুরে ?
আচরি নিষ্কামধর্ম্ম পূজি নাই বিভু ॥
বিল্বস্থূল নারীস্তন, যুগল-উরু জঘন,
না করিনু একবার স্বপ্নে আলিঙ্গন।
মাতার যৌবন-বন, পরশু রূপে ছেদন,
করিবার তরে শুধু মোদের জনন ॥ ১১

ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাস্তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতাঃ তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ ॥১২॥

স্রক্ চন্দন বধূ বস্ত্র, গৃহ ক্ষেত্র রাজ্য ছত্র,
বিলাস ভোগের বস্তু সকলি অভুক্ত।

তপস্যার আচরণ, করি নাই কদাচন,
ত্রিবিধ তাপেতে মোরা পরিতপ্ত ভুক্ত ॥
কাল নাহি হয় গত, কালে মোরা হই গত,
না করিয়া যথাকালে যোগ্য-অনুষ্ঠান।
তৃষ্ণা নাহি হয় জীর্ণ, তৃষ্ণাতে আমরা জীর্ণ,
ত্যাগে শান্তি, জ্ঞানে মোক্ষ, শাস্ত্রের বিধান ॥ ১২

ক্ষান্তং ন ক্ষময়া গৃহোচিতসুখং ত্যক্তং ন সন্তোষতঃ,
সোঢ়া দুঃসহশীতবাততপনাঃ ক্লেশান্নতপ্তং তপঃ।
ধ্যাতং বিত্তমহর্নিশং নিয়মিতপ্রাণৈর্ন শম্ভোঃপদং,
তত্তৎকর্ম্মকৃতং যদেব মুনিভিস্তৈস্তৈঃ ফলৈর্বঞ্চিতম্ ॥১৩॥

সহ্য করিয়াছি যত, নহে তাহা ক্ষমাপূত,
অশক্তি নিদান তার, জানিবে নিশ্চিত।
ছাড়িয়াছি গৃহ-সুখ, নহে বিচার—প্রমুখ,
আধি ব্যাধি অসন্তোষ হেতু নিরূপিত ॥
সাধিয়াছি কত পাপ, সহেছি অসহ্য তাপ,
শীত বাত আদি করি, দারিদ্র্য কারণ।
শিরোব্যথা স্বরভঙ্গ, ইত্যাদি যুক্তিতে অঙ্গ,
ঢাকিয়া করেছি পুষ্ট, তপস্যা-বর্জ্জন ॥
প্রতিদিন ধ্যান সত্য, কিন্তু অহর্নিশি বিত্ত,
নিয়ন্ত্রিত মনঃ প্রাণ ধন-উপার্জ্জনে

ভুলিয়া সংসার-কথা, বসি বিল্বমূলে তথা,
তিলেক নাহিক চিত্ত শম্ভু-আরাধনে ॥
কর্ম্মগতি অনুসারে, সৃতি-চক্রে প'ড়ে ফেরে,
করিনু কতই কর্ম্ম ফলে প্রতারিত ।
প্রতারক-মুনিগণ, বৃথা ফল-প্রলোভন,
ঈশ্বরে স'পিলে কর্ম্ম, বন্ধন বিচ্যুত ॥ ১৩

বলিভির্মুখমাক্রান্তং, পলিতৈরঙ্কিতং শিরঃ ।
গাত্রাণি শিথিলায়ন্তে, তৃষ্ণৈকাতরুণায়তে ॥ ১৪ ॥

শিরাচর্ম্ম-সঙ্কুচিত মুখের আকার ।
সুগন্ধিত-শিরে দেখ শুক্ল কেশভার ॥
শিথিল ইন্দ্রিয়, দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল ।
কিন্তু হায় ! তৃষ্ণা একা অতীব প্রবল ॥ ১৪

যেনৈবাম্বরখণ্ডেন সংবীতো নিশি চন্দ্রমাঃ ।
তেনৈব চ দিবাভানুরহো দৌর্গত্যমেতয়োঃ ॥ ১৫ ॥

যে আকাশে মেঘ-খণ্ডে বেষ্টিত চন্দ্রমা ।
করি নিজ কর্ম্মভোগ যাপেন ত্রিযামা ॥
সেই সে গগনতলে দিবস আদিত্য ।
আশ্চর্য্য ! মহান্ এঁরা, দেখ দৈন্য নিত্য ॥ ১৫

অবশ্যং যাতারশ্চিরতরমুষিত্বাঽপি বিষয়া,
বিয়োগে কো ভেদস্ত্যজতি ন জনো যৎ স্বয়মমূন্ ।

ব্রজন্তঃ স্বাতন্ত্র্যাদতুলপরিতাপায় মনসঃ,
স্বয়ংত্যক্তা হ্যেতে শমসুখমনন্তং বিদধতি ॥ ১৬ ॥

নিশ্চিত যাইবে চলি, ভোগের সাধন গুলি,
যদিচ তোমার সনে দীর্ঘকাল বাস।
সম্বন্ধ-বিশ্লেষে খেদ, ভেবে দেখ কি প্রভেদ,
নিজেই ছাড়না কেন বিষয়ের আশ ॥
যদি নিজ ইচ্ছাবশে, যায় তারা কার্য্য-শেষে,
হইবে অতুল তব মানস সন্তাপ।
বিবেক-বৈরাগ্য-বলে, বিষয় ত্যজ সকলে,
মিলিবে অনন্ত সুখ, ঘুচিবে ত্রিতাপ ॥ ১৬

বিবেকব্যাকোশে বিদধতি শমে শাম্যতি তৃষা,
পরিষ্বঙ্গে তুঙ্গে প্রসরতিতরাং সা পরিণতিঃ।
জরাজীর্ণৈশ্বর্য্যগ্রসনগহনাক্ষেপকৃপণ,—
স্তৃষাপাত্রং যস্যাং ভবতি মরুতামপ্যধিপতি ॥ ১৭ ॥

সংযম-বিশুদ্ধ চিত্ত, বিবেক-বিকাশ যুত,
হইলে সাধন বলে, তৃষ্ণা-পরিক্ষয়।
গাঢ় তৃষ্ণা-আলিঙ্গনে, পরিণাম বিবর্দ্ধনে,
হইবে অসাধ্য তব তৃষ্ণার বিলয় ॥
জরাজীর্ণ সুরৈশ্বর্য্য,— গ্রসনে প্রকাশি বীর্য্য,
তৃষ্ণাপাত্র সুরপতি, ত্যজিতে অক্ষম।

গহনা সে তৃষ্ণা অতি, তৃষ্ণাতে সংসার স্থিতি,
তৃষ্ণাক্ষয় হয় যদি, সার্থক জনম ॥ ১৭

সদাযোগাভ্যাসব্যসনবশয়োরাত্মমনসো,-
রবিচ্ছিন্না মৈত্রী স্ফুরতি যমিনস্তস্য কিমু তৈঃ ।
প্রিয়াণামালাপৈরধরমধুভির্বক্ত্রবিধুভিঃ,
সনিশ্বাসামোদৈঃ সকুচকলশাশ্লেষসুরতৈঃ ॥ ১৮ ॥

সাঙ্গযোগ-অনুষ্ঠান, সদা চিত্ত-সমাধান,
অভ্যাস-ব্যসনে যদি আত্মা মনোবশ ।
পরস্পরে গাঢ় প্রীতি, স্ফুরে যদি দিন প্রতি,
তবে কি সংযমি-মনঃ হয় না সরস ? ॥
প্রিয়ালাপে প্রীত-প্রাণে, অধর-মধুর পানে,
পূর্ণ-চন্দ্র-মনোহর-প্রিয়া-হাস্যাননে ।
শ্বাসগন্ধে বরে অলি, কুচ-কুম্ভ হৃদে দলি,
প্রয়োজন রতিসুখে কিবা আলিঙ্গনে ? ॥ ১৮

ভিক্ষাশনং তদপিনীরসমেকবারং,
শয্যা চ ভূঃ, পরিজনো নিজদেহমাত্রম্ ।
বস্ত্রং চ জীর্ণশতখণ্ডমলীনকন্থা,
হা হা তথাপি বিষয়া ন পরিত্যজন্তি ॥ ১৯ ॥

দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা তরে, প্রতিদিন ঘুরে ফিরে,
দিনান্তে নীরস অন্ন একদা ভোজন ।

কষ্ট-শয্যা ভূমিতল, কুটুম্ব দেহ কেবল,
কেন তবে ব্যস্ত সদা অতি দীন জন ? ॥
জীর্ণ-বস্ত্র সুমলিন, শীতে কন্থা গাত্রে লীন,
ছিন্ন-বস্ত্র-খণ্ড-শতে যাহার নির্ম্মাণ।
হা কষ্ট! বিষয় জাল, ছাড়ে না মহা জঞ্জাল,
ছাড়িবে, নিয়ত কর আত্মতত্ত্ব ধ্যান ॥ ১৯

স্তনৌমাংসগ্রন্থী কনককলশাবিত্যুপমিতৌ,
মুখং শ্লেষ্মাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতম্‌।
স্রবন্মূত্রক্লিন্নং করিবরকরস্পর্দ্ধি-জঘন,—
মহো নিন্দ্যং রূপং কবিজনবিশেষৈগুরুকৃতম্‌ ॥ ২০ ॥

স্তনদ্বয় সুপ্রকাশ, সুবর্ণ-কলসাভাস,
মাংস, বসা, গ্রন্থিময় দেখিতে সুন্দর।
লালাকফে পূর্ণ রয়, স্ত্রীমুখ দুর্গন্ধময়,
তুলনা তাহার কিন্তু দেব সুধাকর ॥
স্রবন্মূত্র-সমাচিত, উরু-যুগ উপমিত,
ঐরাবত-শুণ্ড-দণ্ডে, জঘন জঘন্য।
আশ্চর্য্য! বিশিষ্ট-কবি, কেন আঁকে রূপ-ছবি ?
নিন্দিত, গুরুত্ব-হীন, অতীব নগণ্য ॥ ২০

অজানন্‌ মাহাত্ম্যং পততু শলভো দীপদহনে,
স মীনোঽপ্যজ্ঞানাদ্বড়িশযুতমশ্নাতু পিশিতম্‌।

বিজানন্তোঽপ্যেতে বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্‌,
ন মুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা ॥২১॥

না জানিয়া দাহক্লেশ, পতঙ্গ করে প্রবেশ
দীপশিখা মাঝে, কিন্তু হারায় জীবন।
আয়স-কণ্টক ক্ষীণ, মাংস মধ্যে সুবিলীন,
স্বনাশে অজ্ঞানে মীন করুক ভোজন ॥
ধিক্‌! জেনে শুনে মোরা, বিপজ্জালে সদা ঘেরা,
দুর্ব্বোধ-কামনাগুলি করিনা বর্জ্জন।
অত্যাশ্চর্য্য এ সংসার, মোহ-মহিমা অপার,
প্রবেশ ;—কর তার নিধনে যতন ॥ ২১

বিসমলমশনায় স্বাদু পানায় তোয়ং,
শয়নমবনিপৃষ্ঠে বল্কলে বাসসী চ।
নবধনমধুপানভ্রান্তসর্ব্বেন্দ্রিয়াণা,—
মবিনয়মনুমন্তুং নোৎসহে দুর্জ্জনানাম্‌ ॥২২॥

কমল-মৃণাল ক্ষুধা,— উপশমে সম সুধা,
তৃষ্ণায় নির্ঝর জল সুস্বাদু সুলভ।
নীলাকাশ গৃহসজ্জা, নব-দুর্ব্বাদল শয্যা,
পরিধেয়-বৃক্ষছাল নহেত দুর্লভ ॥
রে চিত্ত! এ সব ভাল, কিন্তু জেন চিরকাল.
অনুমত নহে মম খল সহবাস

নব-ধনমদে মত্ত, বিভ্রান্ত-ইন্দ্রিয়-চিত্ত,—
দুর্জ্জনের অসৌজন্য আর উপহাস ॥ ২২

বিপুলহৃদয়ৈর্ধন্যৈঃ কৈশ্চিজ্জগজ্জনিতং পুরা,
বিধৃতমপরৈর্দত্তং চান্যৈর্বিজিত্য তৃণং যথা ।
ইহ হি ভুবনান্যন্যে ধীরাশ্চতুর্দ্দশ ভুঞ্জতে,
কতিপয়পুরস্বাম্যে পুংসাং ক এষ মদজ্বরঃ ॥২৩॥

বিশাল-হৃদয় মনঃ, ধন্য ব্রহ্মা সনা ১ ।
বলে যিনি বিশ্ব করেন সৃজন ।
জগদ্বিধারক বিষ্ণু, সংগ্রামে অরাতি জিষ্ণু,
করি পৃথ্বীজয়, রাম করেন অর্পণ ॥
হেথা কেহ চতুর্দ্দশ, ভুবন করিয়া বশ,
বুদ্ধি-বীর্য্যবলে ভোগ করেন সকল ।
ক্ষুদ্র রাজ্যে আধিপত্য, পেয়ে নর মদমত্ত,
কেন হও ? ত্যজ গর্ব্ব, রক্ষ ধর্ম্মবল ॥ ২৩

ত্বং রাজা বয়মপ্যুপাসিতগুরুপ্রজ্ঞাভিমানোন্নতাঃ,
খ্যাতস্ত্বং বিভবৈর্যশাংসি কবয়ো দিক্ষু প্রতন্বন্তি নঃ ।
ইত্থং মানদ ! নাতিদূরমুভয়োরপ্যাবয়োরন্তরং,
যদ্যস্মাস্থ পরাঙ্মুখোঽসি বয়মপ্যেকান্ততো নিস্পৃহাঃ ॥২৪॥

তুমি রাজা শোভমান, মোরা করি গুরুধ্যান,
উপদেশে লভি তাঁর জ্ঞান মানোন্নতি ।

ঐশ্বর্য্যে বিখ্যাত তুমি, খ্যাত মোর জন্মভূমি,
কবিরা সর্ব্বত্র করে যশের বিস্তৃতি ॥
হে মানদ ! এইরূপ, আমাদের অনুরূপ,
উভয়ের যশোলাভ দূরান্তর নাই ।
যদি তুমি পরাঙ্মুখ, মোরা বিষয়ে বিমুখ,
অত্যন্ত নিস্পৃহচিত্তে ঈশ্বরে ধেয়াই ॥ ২৪

অভুক্তায়াং যস্যাং ক্ষণমপি ন যাতং নৃপশতৈ,—
র্ভুবস্তস্যা লাভে ক ইব বহুমানঃ ক্ষিতিভুজাম্ ।
তদংশস্যাপ্যংশে তদবয়বলেশেঽপি পতয়ো,
বিষাদে কর্ত্তব্যে বিদধতি জড়াঃ প্রত্যুত মুদম্ ॥২৫॥

রাজ-চক্রবর্ত্তী শত, পৃথ্বীজয়ে ভোগে রত,
ছিল, বিনা ভোগে যার গত নহে ক্ষণ ।
সেই ভুক্ত ধরা লাভ, করিয়া ঐশ্বর্য্য লাভ,
রাজগণে অভিমান, কিমিব শোভন ? ॥
সপ্তদ্বীপা বসুমতী, শত খণ্ড ভাগেরতি,
শতাংশ লভিয়া তার রাজত্ব-গর্ব্বিত ।
প্রভু, যেথা সুবিহিত, বিষাদবিচারোচিত,
ধরি হর্ষ, মূর্খ সেথা, কেন না লজ্জিত ? ॥ ২৫

মৃৎপিণ্ডে জলরেখয়া বলয়িতঃ সর্ব্বোপ্যয়ংনন্বণু,-
স্বীকৃত্য স এব সংযুগশতৈ রাজ্ঞাং গণৈভূ জ্যতে ।

তদ্দত্ত্যদদতেঽথবা ন কিমপি ক্ষুদ্রা দরিদ্রা ভৃশং,
ধিক্ ধিক্ তান্ পুরুষাধমান্ ধনকণং বাঞ্ছন্তি তেভ্যোঽপি যে ॥ ২৬

সপ্তদ্বীপা কুলাচল, সমগ্রবসুধাতল,
দীর্ঘকায় পৃথ্বীপিণ্ড জলধি-বেষ্টিত।
শত যুদ্ধে নাশি অরি, পিণ্ডভাগ স্থির করি,
রাজগণ রাজ্যভোগ-বিলাসে নিরত ॥
নাহি তৃষ্ণা উপরতি, ক্ষুদ্র দরিদ্রতা অতি,
নাহি কিছু পূর্ব্বদান, এখনও তথা।
বাঞ্ছা করে যেই জন, নৃপ পাশে ধনকণ,
পুরুষ অধম, তারে ধিগস্তু সর্ব্বথা ॥ ২৬

ন নটা ন বিটা ন গায়না, ন পরদ্রোহনিবদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
নৃপসদ্মনি নাম কে বয়ম্, কুচভারানমিতা ন যোষিতঃ ॥২৭॥

নৃত্যকলা-বিচক্ষণ, নহেত মোরা কখন,
পাইব কেমনে বল নট-সমাদর ?।
কিম্বা বিটচূড়ামণি, ধূর্ত্ততা জীবিকা গণি,
লাম্পট্য-বঞ্চনাকার্য্যে নহি অগ্রসর ॥
গীতবাদ্যবিশারদ, গায়কের উচ্চপদ,
গায়ন আমরা নহি, কে করে গণনা ?।
ভাবি আপন মঙ্গল, পরকীয় অমঙ্গল,—
আচরণে সক্ত মনঃ কখন ছিল না ॥

উচ্চ স্তনভরে নত, নহেত মোরা যোষিত,
কেহ নহি রাজগৃহে, কোথা সম্বৰ্দ্ধনা ? ॥ ২৭

পুরা বিদ্বত্তাসীদুপশমবতাং ক্লেশহতয়ে,
গতা কালেনাসৌ বিষয়সুখসিদ্ধ্যৈ বিষয়িণাম্ ।
ইদানীংতু প্রেক্ষ্য ক্ষিতিতলভুজঃ শাস্ত্রবিমুখা,—
নহো কষ্টং সাঽপি প্রতিদিনমধোঽধঃ প্রবিশতি ॥২৮॥

জিতেন্দ্রিয়-সুধিগণ, ভববন্ধ-বিমোচন,
তরে, পূর্ব্বে করিতেন বিদ্যা-উপার্জ্জন ।
কালে গত ব্রহ্মবিদ্যা, অবিদ্যা-অর্জ্জনে বিদ্যা,
বিষয়ি-বিষয়-সুখ-বৃদ্ধির কারণ ॥
যাঁরা সবে মুখপাত্র, রাজ্যে, ধনে, মানে, ক্ষাত্র্য,
তাঁরা সবে শাস্ত্রাচার-পালনে বিমুখ !
হেরি এবে বিদ্যা ইহা, ছাড়িয়া ভূতল স্পৃহা,
হা দুঃখ ! পাতালে সদা প্রবেশে উন্মুখ ॥ ২৮

স জাতঃ কোঽপ্যাসীন্মদনরিপুণা মূৰ্দ্ধ্নি ধবলং,
কপালংযস্যোচ্চৈর্বিনিহিতমলঙ্কারবিষয়ে ।
নৃভিঃপ্রাণত্রাণপ্রবণমতিভিঃ কৈশ্চিদধুনা,
নমদ্ভিঃ কঃ পুংসাময়মতুলদর্পজ্বরভরঃ ॥২৯॥

সেই কোন মহাজন, জন্মেছিল সুলক্ষণ,
উজ্জ্বল-কপাল যার মস্তকে ধারণ ।

করি দেব-ত্রিলোচন, মনসিজ-বিনাশন,
অলঙ্কার-বিভূষিত বিভূতি-ভূষণ ॥
দু,দশ অধীন জন, দেহ-পোষণ কারণ,
কিংবা প্রাণত্রাণ তরে করে নমস্কার।
প্রভুশক্তি-পরায়ণ, পুরুষ অধুনাতন,
কেন বহু গর্ব্বজ্বর প্রকাশে বিকার ? ॥ ২৯

অর্থানামীশিষে ত্বং বয়মপি চ গিরামীশ্মহে যাবদিত্থং,
শূরস্ত্বং বাদিদর্পজ্বরশমনবিধাবক্ষয়ং পাটবং নঃ।
সেবন্তে ত্বাং ধনাঢ্যা মতিমলহতয়ে মামপি শ্রোতুকামা,
ময্যপ্যাস্থা ন চেত্ত্বয়ি মম সুতরামেষ রাজন্ গতোহস্মি ॥৩০॥

অর্থকোষ-অধীশ্বর, তুমি, মোরা বিদ্যেশ্বর,
বিদ্যাকোষে জ্ঞানরত্ন মোদের অধীন।
অন্যরূপে তুমি শূর, সংগ্রামে অরি সুদূর,
মোরা বাদিমদজ্বর-শমনে প্রবীণ ॥
সেবা করে ধনিজন, তব, মম তপোধন,
বেদান্ত-শ্রবণে করে মনোমল নাশ।
অনুরূপে অনাদর, সাজে না হে গুণাকর,
রাজন্ ! যাইব চলি, আমরা নিরাশ ॥ ৩০

অতিক্রান্তঃ কালো লটভললনাভোগসুভগো,
ভ্রমন্তঃ শ্রান্তাঃ স্মঃ সুচিরমিহ সংসারসরণৌ।

ইদানীং স্বঃসিন্ধোস্তটভুবি সমাক্রন্দনগিরঃ,
সুতারৈঃ ফুৎকারৈঃ শিব শিব শিবেতি প্রতনুমঃ ॥৩১॥

যৌবন-লাবণ্যযুত,— রামারতিভোগপূত,
মনোজ্ঞ সে পূর্ব্বকাল এখন অতীত।
দীর্ঘমার্গ এ সংসার, চির-ভ্রমণ অসার,
দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি শ্রমদুঃখান্বিত ॥
স্বর্গগঙ্গা-তটদেশে, ছাড়িয়া সংসার-বেশে,
অধুনা বিলাপবাণী চরম সম্বল।
শিব শিব শিব নাম, উচ্চৈঃস্বরে অবিরাম,
অথবা উপাংশুজপ-বিস্তার কেবল ॥ ৩১

মানে ম্লায়িনি খণ্ডিতে চ বসুনি ব্যর্থং প্রয়াতেঽর্থিনি,
ক্ষীণে বন্ধুজনে গতে পরিজনে নষ্টে শনৈর্যৌবনে।
যুক্তং কেবলমেতদেব সুধিয়াং যজ্জহ্নুকন্যাপয়ঃ,—
পূতগ্রাবগিরীন্দ্রকন্দরদরীকুঞ্জে নিবাসঃ ক্বচিৎ ॥৩২॥

ম্লান হলে যশোমান, খণ্ডিত বিত্তের মান,
বিমুখ যাচকদল ব্যর্থ-মনোরথ।
পরিক্ষীণ বন্ধুজন, স্বর্গগত পরিজন,
যৌবন ক্রমশঃ নষ্ট ভগ্ন দেহরথ ॥
কেবল ইহাই কার্য্য, সুধিজন-যুক্তি-ধার্য্য,
গঙ্গাজলধৌত- শিলাতলে চিরবাস।

কিম্বা গিরিগুহা কুঞ্জে, স্থিরসুখ-শান্তিপুঞ্জে,
বসি শিব-নামজপ ত্যজি গৃহ-আশ ॥ ৩২ ॥

পরেষাং চেতাংসি প্রতিদিবসমারাধ্য বহু হা,
প্রসাদং কিং নেতুং বিশসি হৃদয় ! ক্লেশকলিতম্ ।
প্রসন্নে ত্বয্যন্তঃ স্বয়মুদিত-চিন্তামণি-গুণে,
বিমুক্তঃ সঙ্কল্পঃ কিমভিলষিতং পুষ্যতি ন তে ॥৩৩॥

পরচিত্ত-বিনোদনে, প্রতিদিন আরাধনে,
বড় কষ্ট রে হৃদয় ! কি কাজে প্রবেশ ?
প্রসাদ লাভের আশা ? ক্লেশ কীট করে বাসা,
বিসর্জ্জিয়া মনুষ্যত্বে কি ভাবে আবেশ ? ॥
নিজে তুমি শান্ত হও, চিন্তামণি গুণ গাও,
অন্তরে গাহিলে গান বিভুর উদয় ।
বাসনা সঙ্কল্প ত্যাগ, প্রেমে চিন্তামণিযাগ,
কর হৃদে, হবে পুষ্ট সর্ব্ব অভ্যুদয় ॥ ৩৩

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং,
মৌনে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্ ।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং,
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্ ॥৩৪

রামা-ভোগে রোগভয়, কুলে ভঙ্গ-দোষ ভয়,
বিত্তৈশ্বর্য্য হ'লে বহু দস্যু-নৃপভয় ।

মৌনে আছে দৈন্ত ভয়, বলে দেখ শত্রু ভয়,
যৌবন-সৌন্দর্য্যে জরা, তরুণীর ভয় ॥
শাস্ত্র-পাঠে বাদিভয়, গুণোৎকর্ষে খলভয়
সুঠাম-সবল-দেহে কৃতান্তের ভয় ।
ব্রহ্মাণ্ডে বিষয়-চয়, ভয়ে ঘেরা সদারয়,
হে মানব ! একমাত্র বৈরাগ্য নির্ভয় ॥ ৩৪

অমীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাং,
কৃতং কিং নাস্মাভির্বিগলিতবিবেকৈর্ব্যবসিতম্ ॥
যদাঢ্যানামগ্রে দ্রবিণমদনিঃশঙ্কমনসাং,
কৃতংবীতব্রীড়ৈর্নিজগুণকথাপাতকমপি ॥৩৫॥

এই যে জীবন প্রাণ, সর্ব্বদা সংশয়-স্থান,
পদ্মপত্র-গতজল,-সদৃশ চঞ্চল ।
আমরা বিবেকহীন, প্রাণ-তরে নিশিদিন,
কি না কার্য্য করিয়াছি বিচার বিকল ? ॥
ধনমদে মত্ত চিত, নিঃশঙ্ক মানসে স্থিত,
ধনি-জন অগ্রে কত সহেছি লাঞ্ছনা ।
নিতান্ত নির্লজ্জ হয়ে, নিজগুণ গাথা গেয়ে,
করিয়াছি মহাপাপ-আত্মবিকত্থনা ॥ ৩৫

ভ্রাতঃ কষ্টমহো মহান্ স নৃপতিঃ সামন্তচক্রং চ তৎ,
পার্শ্বে তস্য চ সাপি রাজপরিষত্তাশ্চন্দ্রবিম্বাননাঃ ।

উদ্রিক্তঃস চ রাজপুত্রনিবহস্তেবন্দিনস্তাঃ কথাঃ,
সর্ব্বং যস্যবশাদগাৎ স্মৃতিপদংকালায় তস্মৈনমঃ ॥৩২॥

আশ্চর্য্য বড়ই কষ্ট, সার্ব্বভৌম-নৃপ নষ্ট,
মাণ্ডলিক রাজা যাঁর ছিল অগণন ।
সমীপে অনন্ত শোভা, রাজসভা মনোলোভা,
পূর্ণচন্দ্র বিম্বানন বিলাসিনীগণ ॥
রাজপুত্র সমুদায়, বলদৃপ্ত মহাকায়,
যশোগাতা বন্দিগণ, বিচিত্র-আখ্যান ।
যার বশে সব ছাই, স্মৃতি-মাত্র আছে ভাই,
সেই কালে নতি মম, কাল বলবান ॥ ৩৬

বয়ং যেভ্যো জাতাশ্চিরপরিগতা এব খলু তে,
সমং যৈঃ সংবৃদ্ধাঃ স্মৃতিবিষযতাং তেঽপি গমিতাঃ ॥
ইদানীমেতেস্মঃ প্রতিদিবসমাসন্নপতনাৎ,
গতাস্তুল্যাবস্থাং সিকতিলনদীতীরতরুভিঃ ॥৩৭॥

জন্মদাতা পিতা যিনি, চিরস্বর্গগত তিনি,
মাতা, পিতামহ, ভ্রাতা, নিশ্চিত স্বর্গতি ।
বাল্যেসহ-বিবর্দ্ধিত, সখা-পরিজন যত,
তাহারাও একে একে স্মৃতিধারা গত ॥
বালুকা-বহুল-নদী, তীরে জন্মে তরু যদি,
খরস্রোতে তবে তার নিকটে পতন ।

এক্ষণে আমরা হায় ! তুল্যাবস্থা গতপ্রায়,
প্রত্যহ জীবন ক্ষীণ, আসন্ন মরণ ॥ ৩৭

যত্রানেকঃ ক্বচিদপি গৃহে তত্রতিষ্ঠত্যথৈকো,
যত্রাপ্যেকস্তদনু বহবস্তত্র চান্তেন চৈকঃ ।
ইত্থংচেমৌ রজনিদিবসৌ দোলয়ন্‌ দ্বাবিবাক্ষৌ,
কালঃ কাল্যা সহ বহুকলঃ ক্রীড়তি প্রাণিসারৈঃ ॥৩৮॥

যে আলয়ে পরিজন, পুত্রকন্যা অগণন,
ছিল, পরিণামে সেথা অবশিষ্ট এক ।
ছিল আগে একজন, হ'লো পরে বহুজন,
অবসানে গৃহান্তরে প্রাণিমাত্র এক ॥
এ প্রকারে মহাকাল, কালীসহ সদাকাল,
দিবস-রজনীরূপ পাশ-সঞ্চালন ।
করেন সংসার-ছকে, প্রাণিঘুঁটি কাঁচে-পাকে,
বহুরূপ ক্রীড়ারস-আস্বাদে মগন ॥ ৩৮

তপস্যন্তঃ সন্তঃ কিমধিনিবসামঃ সুরনদীং,
গুণোদর্কান্‌ দারানুত পরিচরামঃ সবিনয়ম্‌ ।
পিবামঃ শাস্ত্রৌঘান্‌ দ্রুতবিবিধকাব্যামৃতরসান্‌,
ন বিদ্মঃ কিং কুর্ম্মঃ কতিপয়নিমেষায়ুষি জনে ॥৩৯॥

দেহেন্দ্রিয়-শোষ-তপঃ, গঙ্গাতটে বসি জপ,
করিয়া, জীবন কাল করিব যাপন ?

কিম্বা অন্তে গুণশালী, দারপুত্র গৃহস্থালী,
লইয়া বিনয় সহ করি বিচরণ ?
বেদান্ত বিবিধ কাব্য, নাটকাদি দৃশ্য শ্রাব্য-
বিগলিত-সুধারস করিব কি পান ?
কি করি বুঝিনা কিছু, বৃকী মেষ মৃত্যু পিছু,
কয়েক নিমেষ লোকে আয়ুঃপরিমাণ ॥ ৩৯

গঙ্গাতীরে হিমগিরিশিলাবদ্ধপদ্মাসনস্থ,
ব্রহ্মধ্যানাভ্যসনবিধিনা যোগনিদ্রাং গতস্য ।
কিং তৈর্ভাব্যং মম সুদিবসৈর্যত্র তে নির্ব্বিশঙ্কাঃ,
সম্প্রাপ্স্যন্তে জরঠহরিণাঃ শৃঙ্গকণ্ডুবিনোদম্ ॥৪০॥

গঙ্গাতীরে সুবিমলে, গিরিরাজ-শিলাতলে,
বসি বদ্ধ-পদ্মাসনে সম শিরঃকায় ।
ব্রহ্মধ্যান—জ্ঞানাভ্যাসে, সংসার-কারণ-নাশে,
হইব অষ্টাঙ্গযোগে নিদ্রাগত হায় !
হবে কি গো সে সুদিন ! জীবভাব ব্রহ্মে লীন,
যেদিনে আতঙ্কশূন্য প্রৌঢ়-মৃগগণ ।
গাত্রে মম সংঘর্ষণ, করি শৃঙ্গ-কণ্ডুয়ন'
লীলাসুখ লভি হবে আনন্দিত মনঃ ॥ ৪০

স্ফুরৎস্ফারজ্যোৎস্নাধবলিততলে ক্বাপি পুলিনে,
সুখাসীনঃ শান্তধ্বনিষু রজনীষু দ্যুসরিতঃ ।

ভবাভোগোদ্বিগ্নাঃ শিবশিবশিবেত্যার্ত্তবচসা,
কদাস্যামানন্দোদ্গাতবহুলবাষ্পপ্লুতদৃশা ॥৪১॥

বুদ্ধিযুক্ত সুপ্রকাশ, চন্দ্রজ্যোৎস্না-সুধাহাস,—
সুশ্বেত-ধরণীতলে স্বর্নদী-পুলিনে ।
কোন মনোনীত স্থানে, বসি স্থির-সুখাসনে,
গভীরা রজনীযোগে জীবরবক্ষীণে ॥
এ সংসার জন্ম জরা, শোক দুঃখ-ভোগে ভরা,
বিচারি সখেদমনে, দীনার্ত্ত-বচনে ।
জপি শিব শিব নাম, কবে হব আত্মারাম,
আনন্দ-সলিল বহু রচি দুনয়নে ? ॥ ৪১ ॥

মহাদেবো দেবঃ সরিদপি চ সৈষা সুরসরিদ্,
গুহা এবাগারং বসনমপি তা এব হরিতঃ ।
সুহৃদ্বা কালোঽয়ং ব্রতমিদমদৈন্যব্রতমিদং,
কিয়দ্বা বক্ষ্যামো বটবিটপ এবাস্তু দয়িতা ॥৪২॥

দেবারাধ্য দেবদেব, সর্ব্বভূতে মহাদেব,
নদীর প্রধান গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ।
গিরিগুহা গৃহবর, নীল পীত দিগম্বর,
কিম্বা ছিন্ন চীর কন্থা শীতনিবারিণী ॥
সখা বর্ত্তমান কাল, ব্রতের অদৈন্য ভাল,
অন্য যত বারব্রত সমস্ত জঞ্জাল ।

কি আর বলিব আমি, মনে ভেবে দেখ তুমি,
অস্তু প্রাণপ্রিয়া বট-বিটপ বিশাল ॥ ৪২

আশা নাম নদী মনোরথজলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা,
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগা ধৈর্য্যদ্রুমধ্বংসিনী ।
মোহাবর্ত্তসুদুস্তরাহতিগহনা প্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী,
তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ ॥৪৩॥

মহানদীনাম আশা, মনোরথ-জলে ভাসা,
অজ্ঞান-বাতাসে তায় তৃষ্ণার তরঙ্গ ।
বিষয়-আসক্তি রাগ,— গ্রাহ-পূর্ণ অন্তর্ভাগ,
স্রোতে নাশে ধৈর্য্য-বৃক্ষ, বিতর্ক-বিহঙ্গ ॥
মোহজলভ্রমাকুল, দুস্তর, দেখি না কুল,
দুষ্প্রবেশ ; অতি উচ্চ চিন্তা-তটদ্বয় ।
আশানদী সমুত্তীর্ণ, যোগীশ্বর চিন্তাজীর্ণ,
নহে, শুদ্ধসত্ত্বতাঁরা, সানন্দ, নির্ভয় ॥ ৪৩

আসংসারং ত্রিভুবনমিদং চিন্বতাং তাত তাদৃঙ্,—
নৈবাস্মাকং নয়নপদবীং শ্রোত্রবর্ত্মাগতো বা ।
যোঽয়ং ধত্তে বিষয়করিণীগাঢ়রূঢ়াভিমান,-
ক্ষীবস্যান্তঃকরণ-করিণঃ সংযমালানলীলাম্ ॥৪৪॥

বিশ্বসৃষ্টি যতদিন, ত্রিভুবনে প্রতিদিন,
যত্নে অন্বেষিয়া বৎস ! তাদৃশ মানব !

না দেখি না শুনি কভু,　　ইন্দ্রিয়-ঈশ্বর প্রভু,
স্থিরমতি আত্মারাম বৈরাগ্য-বিভব ॥
বিষয়-করেণু-প্রিয়া,　　রক্ত তাহে মনো হিয়া,
ধন-জন-আভিজাত্য-অভিমানে মত্ত ।
যোগস্তম্ভে বদ্ধ অঙ্গ,　　অন্তঃকরণ-মাতঙ্গ,—
লাস্য-লীলা-রোধে যাঁর প্রখ্যাত মহত্ত্ব ॥ ৪৪

যে বর্ত্তন্তে ধনপতিপুরঃ প্রার্থন—দুঃখভাজো,
যে চাল্পত্বং দধতি বিষয়াক্ষেপপর্য্যস্তবুদ্ধেঃ ।
তেষামন্তঃস্ফুরিতহসিতং বাসরাণাংস্মরেয়ং,
ধ্যানচ্ছেদে শিখরিকুহরগ্রাবশয্যানিষণ্ণঃ ॥৪৫॥

থাকে যারা ধন-আশে,　　ধনি-জন আশে পাশে,
মৃত্যুসম-যাচ্ঞাদুঃখ-ক্লিষ্ট অভাজন ।
পরশ্রী কাতর যারা,　　পরৈশ্বর্য্যে দুঃখী তারা,
ভাগ্যলব্ধ-অল্পধনে অসন্তুষ্ট মনঃ ॥
তাদের জীবন-কাল,　　ব্যর্থ যায় চিরকাল
দুঃখিত-অন্তরে হয় হাস্যের স্ফুরণ ।
ধ্যানভঙ্গে বহিঃসজ্জা,　　গিরিগুহা-শিলা-শয্যা,—
তলে বসি জীবদুঃখ করিগো স্মরণ ॥ ৪৫

বিদ্যা নাধিগতা কলঙ্করহিতা বিত্তং চ নোপার্জ্জিতং,
শুশ্রূষাঽপি সমাহিতেন মনসা পিত্রোর্নসম্পাদিতা ।

আলোলায়তলোচনা যুবতয়ঃ স্বপ্নেঽপিনালিঙ্গিতাঃ,
কালোঽয়ং পরপিণ্ডলোলুপতয়া কাকৈরিব প্রেরিতঃ ৪৬॥

নিষ্কলঙ্ক-বিদ্যাধন, করি নাই উপার্জ্জন,
গার্হস্থ্যে নাহিক তথা বিত্ত-আহরণ।
পিতা মাতা গুরুজনে, সেবা করি সর্ব্বক্ষণে,
প্রণিহিত মনে নাহি করেছি তোষণ॥
বিচঞ্চল—দীর্ঘনেত্র,— যুবতী-যৌবন-ক্ষেত্র,
করি নাই স্তন-নাভি স্বপ্নে আলিঙ্গন।
পরধন-গ্রাসে লুব্ধ, কাক যথা সদা ক্ষুব্ধ,
হা ধিক ! বিফলে কালে করেছি প্রেরণ॥ ৪৬

বিতীর্ণে সর্ব্বস্বে তরুণকরুণাপূর্ণহৃদয়াঃ,
স্মরন্তঃ সংসারে বিগুণপরিণামাবধিগতীঃ।
বয়ং পুণ্যারণ্যে পরিণতশরচ্চন্দ্রকিরণৈ,-
স্ত্রিযামাং নেষ্যামো হরচরণচিত্তৈকশরণাঃ ॥৪৭॥

সর্ব্বস্ব করিয়া দান, নবজাত দয়া-জ্ঞান,—
পূর্ণহৃদে জীবেশ্বর জগত বিচার।
সমাপ্তে সংসারে স্মরি, পরিণতি ভয়ঙ্করী,
সগুণ বিগুণ গতি পর্য্যন্ত তাহার॥
হেরি জীব চিত্রগতি, করি পুণ্যারণ্যে স্থিতি,
প্রৌঢ়-শরচ্চন্দ্র-পূর্ণ-প্রভা-বিকসিত-।

যামিনী যাপিব মোরা, উন্মনী-ভাবে বিভোরা,
স্মরহর-পদে লগ্ন-চিত্তমাত্রাশ্রিত ॥ ৪৭

বয়মিহ পরিতুষ্টা বল্কলৈস্ত্বং চ লক্ষ্ম্যা,
সম ইহ পরিতোষো নির্ব্বিশেষাবশেষঃ।
সতু ভবতি দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা,
মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ ॥৪৮॥

বন-ফলে বৃক্ষ-ছালে, তুষ্টমোরা, তব ভালে,
রাজদণ্ড সলক্ষ্মীক অতি শোভমান।
পরিতোষ তব মম, নহে ত নৃপ বিষম,
পরিণামে নাহি কিছু বিশেষ-বিধান ॥
সে জন দরিদ্র হয়, তৃষ্ণা যার ক্ষুদ্র নয়,
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদে নাহি তৃষ্ণার বিশ্রাম।
পরিতুষ্ট যদি মনঃ, ঐশ্বর্য্যে কি প্রয়োজন ?
কে দরিদ্র ? ধনী কেবা ? কোথা কার ধাম ? ॥৪৮

যদেতৎস্বাচ্ছন্দ্যং বিহরণমকার্পণ্যমশনং,
সহার্য্যৈঃসংবাসঃ শ্রুতমুপশমৈকব্রত ফলম্।
মনো মন্দস্পন্দং বহিরপি চিরস্যাপি বিমৃশন্,
ন জানে কস্যৈষা পরিণতিরুদারস্য তপসঃ ॥৪৯॥

স্বেচ্ছাধীন বিচরণ, রম্য স্নিগ্ধ সুভোজন,
দৈন্যহীন ; সৌধ, যান, বাহন, ভুষণ।

বিজ্ঞ, বন্ধু, তপোধন,— সঙ্গে বাস সর্ব্বক্ষণ,
শমব্রত-সুধাফল শাস্ত্র-অধ্যয়ন ॥
মানসে বহির্বৈচিত্র্য, বিষয়ে কল্পনা-চিত্র,
হয় যদি ক্ষীণভাবে, চির আলোচন ॥
করি, কোন তপঃফলে, উদার-বৈরাগ্য মিলে,
বিষয়ে, বুঝিনা কার এ পরিণমন ? ॥ ৪৯ ॥

পাণিঃ পাত্রং পবিত্রং ভ্রমণপরিগতং ভৈক্ষ্যমক্ষয্যমন্নং,
বিস্তীর্ণং বস্ত্রমাশা সুদশকমমলং তল্পমস্বল্পমুর্ব্বী ।
যেষাং নিঃসঙ্গতাঙ্গীকরণপরিণতিঃ স্বাত্মসন্তোষিণস্তে,
ধন্যাঃ সন্ন্যস্তদৈন্যব্যতিকরনিকরাঃ কর্ম্ম নির্ম্মূলয়ন্তি ॥৫০॥

নিত্য ভিক্ষা, অন্ন-পাত্র, পরিশুদ্ধ কর মাত্র,
পঞ্চ বা সপ্তম গৃহে ভিক্ষার্থ ভ্রমণ ।
সুবিস্তীর্ণ স্বর্ণাঞ্চল, দশদিগ্ সুবিমল,
দিব্যাম্বর, দীর্ঘপৃথ্বী শয্যার্থ কল্পন ।
নিঃসঙ্গতা অঙ্গীকারে, পরিণামে ধ্যেয়াকারে,
ধরিয়া মানসে, যাঁরা তুষ্ট স্বাত্ম-ধ্যানে ।
সন্ন্যাসে সমস্ত দৈন্য,— সম্পর্ক হইয়া শূন্য,
ধন্য তাঁরা,—কর্ম্মনাশ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানে ॥ ৫০ ॥

দুরারাধ্যঃ স্বামী তুরগচলচিত্তাঃ ক্ষিতিভুজো,
বয়ং তু স্থূলেচ্ছা মহতি চ পদে বদ্ধমনসঃ ।

জরা দেহং মৃত্যুর্হরতি সকলং জীবিতমিদং,
সখে নান্যচ্ছ্রেয়ো জগতি বিদুষো হন্যত্র তপসঃ ॥৫১॥

দুঃসম্পাদ্য প্রভুতোষ, নৃপে চঞ্চলতা দোষ,
ঘোটক-চপল-চিত্ত বিষয়ে বিক্ষিপ্ত।
মোরা মহান্ আশয়, মুক্তিপদে মনঃ রয়,
শ্রবণ মনন করি বিষয়ে নির্লিপ্ত ॥
দেহ বিনাশিনী জরা, মৃত্যুসর্ব্বজীবহরা,
কাল-গ্রাসে ব্রহ্মা বিষ্ণু ভুবন-মণ্ডল।
সখে! কি আছে কল্যাণ? বিনা তপস্যা বিধান,
বিশ্বরাজ্যে সুধিজনে তপস্যা সম্বল ॥ ৫১ ॥

ভোগা মেঘবিতানমধ্যবিলসৎসৌদামিনীচঞ্চলা,
আয়ুর্বায়ুবিঘট্টিতাভ্রপটলীলীনাম্বুবদ্ভঙ্গুরম্।
লোলা যৌবনলালনা তনুভৃতামিত্যাকলয্যদ্রুতং,
যোগে ধৈর্য্যসমাধিসিদ্ধিসুলভে বুদ্ধিং বিধধ্বং বুধাঃ ॥৫২॥

ভোগ অর্থে অঙ্গীকার, সুখ-দুঃখ-সাক্ষাৎকার,
মেঘ-চন্দ্রাতপতলে চপলাবিলাস।
সমান চঞ্চল, আয়ুঃ, বুদ্বুদ-বিনাশী, বায়ু,—
বিতাড়িত-মেঘমালা-গর্ভজলাভাস ॥
যতনে যৌবন-ধন, শরীরী করে পালন,
অস্থির জানিয়া, শীঘ্র যোগে দাও মনঃ।

কর বুদ্ধি-সংশোধন, ধৈর্য্যে সমাধি সাধন,
সুলভ হইবে যোগ, হে সুধি! সজ্জন! ॥ ৫২ ॥

পুণ্যে গ্রামে বনে বা মহতি সিতপটচ্ছন্নপালীংকপালী,
মাদায় ন্যায়গর্ভদ্বিজমুখহুতভুগ্ধূমধূম্রোপকণ্ঠম্।
দ্বারং দ্বারং প্রবৃত্তো বরমুদরদরীপূরণায় ক্ষুধার্ত্তো,
মানী প্রাণী স ধন্যো ন পুনরনুদিনং তুল্যকুল্যেষু দীনঃ ॥৫৩॥

গ্রামে কিম্বা মহারণ্যে, পুণ্যজন বাস ধন্যে,
শুভ্র-বস্ত্রাবৃত-পাত্র কপাল-ধারণ।
করি ন্যায়-ধর্ম্মযুত, দ্বিজমুখমন্ত্রপূত,
হব্যবাহ-ধূমধূম্র সমীপে ভবন।
দ্বারে দ্বারে ক্ষুধা-ক্লিষ্ট,— প্রবৃত্তি-বরঞ্চ ইষ্ট,
উদর-বিবর করে ভিক্ষান্নে-পূরণ।
ধন্য সেই মহাপ্রাণ, তপস্বী সমাজে মান,
জ্ঞাতি পাশে নাহি কভু দৈন্য বিজ্ঞাপন ॥ ৫৩ ॥

চাণ্ডালঃ কিময়ং দ্বিজাতিরথবা শূদ্রোঽথ কিং তাপসঃ,
কিংবা তত্ত্বনিবেশপেশলমতির্যোগীশ্বরঃ কোঽপি কিম্।
ইত্যুৎপন্নবিকল্পমুখরৈঃ সম্ভাষ্যমাণা জনৈ,
র্ন ক্রুদ্ধাঃ পথিনৈব তুষ্টমনসো যান্তি স্বয়ং যোগিনঃ ॥৫৪॥

চাণ্ডাল কি এই জন? দ্বিজ কিম্বা তপোধন?
অথবা চতুর্থ বর্ণ? কিম্বা যোগীশ্বর?

পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞানী, মিথ্যা জগৎ মনে জানি,
আত্মতত্ত্ব-ধ্যানে মগ্ন মতি মনোহর॥
উক্তরূপে বহুজন, করে নানা বিকল্পন,
নিরসিয়া পরমত স্বমত স্থাপন।
লোক-সম্ভাষণে যোগী, নহে ক্রুদ্ধ তুষ্ট ভোগী,
আপন মানসে পথে করেন গমন॥ ৫৪

সখে ধন্যাঃ কেচিৎ ত্রুটিতভববন্ধব্যতিকরা,
বনান্তে চিত্তান্তর্বিষমবিষয়াশীবিষগতাঃ।
শরচ্চন্দ্রজ্যোৎস্নাধবলগগনাভোগসুভগাং,
নয়ন্তে যে রাত্রিং সুকৃতচয়চিত্তৈকশরণাঃ॥৫৫॥

সখে ধন্য তাঁরা সবে, ভজি অনুরাগে ভবে,
বিগলিত-ভবপাশ-বন্ধন-সম্বন্ধ।
মনোগর্ত্তে বিষদর্প, বিষম বিষয়-সর্প,
গেছে চলে বনবাসে পেয়ে মন্ত্রগন্ধ॥
বিস্তৃত অম্বর-তলে, শরচ্চন্দ্র হাসে খেলে,
জ্যোৎস্না-শুভ্র-মনোহর-যামিনী-যাপন।
করেন যাঁহারা যোগে, বিরত হইয়া ভোগে,
করি পুণ্য–চয়ে শুধু চিত্ত-আলম্বন॥ ৫৫

এতস্মাদ্বিরমেন্দ্রিয়ার্থগহনাদায়াসকাদাশ্রয়া,—
চ্ছ্রেয়োমার্গমশেষদুঃখশমনব্যাপারদক্ষং ক্ষণাৎ।

শান্তং ভাবমুপৈহি সন্ত্যজ নিজাং কল্লোললোলাংগতিং,
মা ভুয়ো ভজ ভঙ্গুরাং ভবরতিংচেতঃ প্রসীদাধুনা ॥ ১৬॥

এই যে বিষয়-বন, ইন্দ্রিয়-মৃগ ভবন,
জন্ম-মৃত্যু-দুর্ব্বাপূর্ণ নিকৃষ্ট আশ্রয় ।
হও হে বিরত চিত ! শান্ত-ভাব-সমাচিত,
সর্ব্ব-দুঃখ-নাশ-বিধি-কুশল, নির্ভয় ॥
শুভ-পথ শীঘ্র ধর, নিজ বৃত্তি পরিহর,
তরঙ্গ-চঞ্চলা, পুনঃ না কর ভজন ।
যথা বান্ত সারমেয়, ভবরাগ সদা হেয়,
অত্যন্ত-বিনাশী, হও প্রসন্ন এখন ॥ ৫৬

পুণ্যৈর্ম্মূলফলৈঃ প্রিয়ে প্রণয়িনি প্রীতিং কুরুষ্বাধুনা,
ভূশয্যানববল্কলৈরকরুণৈরুত্তিষ্ঠ যামো বনম্ ।
ক্ষুদ্রাণামবিবেকমূঢ়মনসাং যত্রেশ্বরাণাং সদা,
বিত্তব্যাধ্যবিবেকবিহ্বলগিরাং নামাপি ন শ্রূয়তে ॥৫৭॥

প্রিয়তমে প্রণয়িনি ! উঠ, যাব অরণ্যানী,
বন্য-পুণ্য-ফলমূলে কর প্রীতি এবে ।
প্রকৃতি-রচিতা ভূমি, শয্যাসনে শোবে তুমি,
দুঃখ, জ্বালা, ক্রিয়া-ক্লেশ সব দূর হবে ॥
নব বস্ত্র বৃক্ষ ছাল, সুলভ হবে বিশাল,
যেখানে হবেনা কভু করিতে শ্রবণ ।

অজ্ঞান-বিমূঢ়-চিত, ধনরোগ-দর্পজিত,-
ক্ষুদ্র-প্রভু-মুগ্ধ-বাক্য নাম আলাপন ॥ ৫৭

মোহং মার্জ্জয়তামুপার্জ্জয় রতিং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ামণৌ
চেতঃ স্বর্গতরঙ্গিণীতটভুবামাসঙ্গমঙ্গীকুরু ।
কো বা বীচিষু বুদ্বুদেষু চ তড়িল্লেখাসু চ স্ত্রীষু চ,
জ্বালাগ্রেষু চ পন্নগেষু চ সরিদ্বেগেষু চ প্রত্যয়ঃ ॥৫৮॥

কর মোহ প্রমার্জ্জন, শিবে রতি উপার্জ্জন,
অর্দ্ধচন্দ্র-শিরোরত্ন-শোভিত-বদন ।
স্বর্গগঙ্গা-তটভূমি,- সমীপে সংযমে তুমি,
বাস অঙ্গীকর চিত্ত ! শঙ্কর-চরণ ॥
ঊর্ম্মি, জলবিম্ব কিম্বা, চপলা-প্রকাশ কিবা,
বিষপূর্ণ-ফণিফণা, স্ত্রীজন আশ্বাস ।
তটিনী-প্রবল-বেগ, কিম্বা জ্বালামালা-বেগ,
এ সকলে, প্রাণে তথা কি আছে বিশ্বাস ? ॥ ৫৮

অগ্রে গীতং সরসকবয়ঃ পার্শ্বতো দাক্ষিণাত্যাঃ,
পৃষ্ঠে লীলাবশপরিণতিশ্চামরগ্রাহিণীনাম্ ।
যদ্যস্ত্বেবং কুরু ভবরসাস্বাদনে লম্পটত্বং,
নোচেৎ চেতঃ প্রবিশ সহসা নির্ব্বিকল্পে সমাধৌ ॥৫৯॥

অগ্রে গীত বাদ্য শ্রাব্য, পার্শ্বতঃ সরস কাব্য,
দাক্ষিণাত্য-কবি করে শ্লোক উচ্চারণ ।

চামর গ্রহণ করি, পৃষ্ঠদেশে বরনারী,-
লীলাবশ-পরিণত-কর-সঞ্চালন ॥
এরূপ সম্পদ শোভা, যদি তব মনোলোভা,
হয়, রক্তচিত্তে কর বিষয়-সেবন ।
তা না হলে মূঢ় মনঃ, শীঘ্র সমাধি সাধন,
কর বিকল্পনা-শূন্য আত্মপ্রবেশন ॥ ৫৯

বিরমত বুধা যোষিৎ-সঙ্গাৎ সুখাৎ ক্ষণভঙ্গুরাৎ,
কুরুত করুণামৈত্রীপ্রজ্ঞাবধূজনসঙ্গমম্ ।
ন খলু নরকে হারাক্রান্তং ঘনস্তনমণ্ডলং,
শরণমথবা শ্রোণীবিম্বং রণন্মণিমেখলম্ ॥৬০॥

বিরতি ভজন কর, নারীসঙ্গ ত্যাগ কর,
রমণী-সম্ভোগ-সুখ ক্ষণ-বিনশ্বর ।
করুণা, মিত্রতা আর, ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্বসার,
বধূজনত্রয়ে রতি কর নিরন্তর ॥
স্বর্ণহার-মনোহর,— ঘনোন্নত-পয়োধর,-
পরিধি, অথবা নারী-পৃথুল-নিতম্ব ।
চন্দ্রহারে বিরাজিত, মণিরুণু-মুখরিত,
নরকে নিশ্চিত বুধ—নহে অবলম্ব ॥ ৬০

প্রাণাঘাতান্নিবৃত্তিঃ পরধনহরণেসংযমঃ সত্যবাক্যং,
কালে শক্ত্যাপ্রদানং যুবতিজনকথামূকভাবঃ পরেষাং ।

তৃষ্ণাস্রোতোবিভঙ্গো গুরুষু চ বিনয়ঃ সর্ব্বভূতানুকম্পা,
সামান্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষ্বনুপহতবিধিঃ শ্রেয়সামেষ পন্থাঃ ।৬১॥

প্রাণিবধে উপশম, পরধন লোষ্ট্রসম,
হরণে সংযম, জীব-হিতকরী বাণী ।
কালে যথাশক্তি দান, পরচর্চ্চা-হেয়-জ্ঞান,
পরনারী-সম্ভাষণে মূকতা কল্যাণী ॥
তৃষ্ণার প্রবাহ ছেদ, গুরুজনে অবিচ্ছেদ,
নম্রতা, সৌজন্য, তথা সর্ব্বজীবে দয়া ।
সর্ব্বশাস্ত্র-অনুমত, সাধারণ অব্যাহত,
কল্যাণ-বিধান-রথ্যা সর্ব্বত্র বিজয়া ॥ ৬১ ॥

মাতর্লক্ষ্মি ! ভজস্ব কঞ্চিদপরং মৎকাঙ্ক্ষিণী মাস্মভূ,-
র্ভোগেভ্যঃ স্পৃহয়ালবো নহি বয়ং কা নিস্পৃহাণামসি ।
সদ্যঃ স্যূতপলাশপত্রপুটিকাপাত্রে পবিত্রীকৃতে,
ভিক্ষাসক্তুভিরেব সম্প্রতি বয়ং বৃত্তিং সমীহামহে ॥৬২॥

এবে মা কমলে ! তুমি. ভজ অন্য ধনকামী,
ছাড় গো মা মম আশা স্নেহ-পরিষ্বঙ্গ ।
বধুবস্ত্র-ভোগ-বাঞ্ছা, উপরত-মনোবাঞ্ছা,
বিষয়ে নিস্পৃহ মোরা, তুচ্ছ রাজ্য-সঙ্গ ॥
তখনি গ্রথিত পাত্র, পবিত্র পলাশ-পত্র,-
পুট, গঙ্গাজল-ধৌত করিয়া-ভোজন ।

ভিক্ষালব্ধ-যবচূর্ণ, অমৃত-সুরসপূর্ণ,
ইচ্ছা করি এবে মোরা বিরক্ত-জীবন ॥ ৬২

যূয়ং বয়ং বয়ং যূয়মিত্যাসীন্মতিরাবয়োঃ ।
কিং জাতমধুনা মিত্র ! যেন যূয়ং বয়ং বয়ম্ ॥৬৩॥

তোমরা আমরা মিত্র ! আমরা তোমরা ।
তব মম এই বুদ্ধি ছিল,—এবে মরা ॥
কি হ'ল নিমিত্ত ? যাহে ঐক্য-জ্ঞান দূর !
থাকিয়া একত্র, আমি তুমি বহুদূর ॥ ৬৩

বালে লীলামুকুলিতমমী মন্থরা দৃষ্টিপাতাঃ,
কিং ক্ষিপ্যন্তে বিরম বিরম ব্যর্থ এষ শ্রমস্তে ।
সম্প্রত্যন্যে বয়মুপরতং বাল্যমাস্থা বনান্তে,
ক্ষীণো মোহস্তৃণমিব জগজ্জালমালোকয়ামঃ ॥৬৪॥

বালে ! নবীনা যুবতি ! কেন এই মন্দগতি,—
লীলাবক্র-মুকুলিত-কটাক্ষ-বিক্ষেপ ?
করিতেছ ও সুন্দরি ! বিরম বিরম মরি,
ব্যর্থ শ্রম তব ভদ্রে ! মানসে আক্ষেপ ॥
সংসারিলাবণ্য ভিন্ন, শান্তরাগ মোরা অন্য,
বাল্য বা ঐশ্বর্য্যশ্রদ্ধা গেছে বনবাসে ।
অজ্ঞান প্রক্ষীণ জ্ঞানে, বিশ্বমায়াজাল ধ্যানে,
তৃণ-তুল্য-তুচ্ছ হেরি, কেন মম বাসে ? ॥ ৬৪

ইয়ং বালা মাং প্রত্যনবরতমিন্দীবরদল,—
প্রভাচোরং চক্ষুঃ ক্ষিপতি কিমভিপ্রেতমনয়া ।
গতো মোহঽস্মাকং স্মরকুসুমবাণব্যতিকর,—
জ্বলজ্জ্বালা শান্তা তদপি ন বরাকী বিরমতি ॥৬৫॥

ষোড়শী নব-যুবতী, অবিরত মম প্রতি,
নীল-পদ্মদলকান্তি-তস্কর-চটুল- ।
নয়ন নিক্ষেপ করে, কিবা অভিপ্রায় ধরে,
জানিনা, আনন পূর্ণচন্দ্র-সমতুল ॥
মোদের মোহ বিগত, কন্দর্প-দর্প বিহত,
সম্মোহন-পুষ্পবাণ-প্রয়োগ-সম্বন্ধ- ।
জনিত-কামাগ্নি-জ্বালা, ইন্দ্রে চন্দ্রে করে হেলা,
শান্ত তাহা,—নাচে নাই নিবৃত্তি-নির্ব্বন্ধ ॥৬৫

রম্যং হর্ম্ম্যতলং ন কিংবসতয়ে শ্রাব্যং ন গেয়াদিকং,
কিংবা প্রাণসমাসমাগমসুখং নৈবাধিকংপ্রীতয়ে ।
কিংতূদ্‌ভ্রান্তপতৎপতঙ্গপবনব্যালোলদীপাঙ্কুর,-
চ্ছায়াচঞ্চলমাকলয্যসকলং সন্তো বনান্তং গতাঃ ॥৬৬॥

সুরম্য বাসভবন, সঙ্গীত কাব্য শ্রবণ,
প্রাণসমা-প্রিয়তমা-সমাগম-সুখ ।
মাক্ষাধিক প্রীতিকর, ছিল মম বহুতর,
হয় হস্তী, রাজ্য ধন ঐশ্বর্য্য-প্রমুখ ॥

উত্থিত, পতিত, ভ্রান্ত,- শলভ-কুল-নিতান্ত-
পক্ষবাত-আন্দোলিত চাঁপাকলি-দীপ- ।
শিখা-ছায়া-বিচঞ্চল, জীবলোকে এ সকল,
চিন্তি সাধু বনবাসী, যথা তরু-নীপ ॥ ৬৬

কিং কন্দাঃকন্দরেভ্যঃ প্রলয়মুপগতা নিঝরা বা গিরিভ্যঃ,
প্রধ্বস্তা বা তরুভ্যঃ সরসফলভৃতো বল্কলেভ্যশ্চ শাখাঃ ।
বীক্ষ্যন্তে যন্মুখানি প্রসভমপগতপ্রশ্রয়াণাং খলানাং,
দুঃখোপাত্তাল্পবিত্তস্ময়বশপবনানর্ত্তিতভ্রূলতানি ॥৬৭॥

গিরিগুহা হতে মূল, যোগিজন-অনুকূল,
হয়েছে বিলুপ্ত ? কিম্বা পার্ব্বত্য-নির্ঝর ? ॥
ত্বক্-তরু-সন্ধিচ্যুত,- মহাশাখা ? রসযুত-,
ফল-পুষ্পহীন ? কিম্বা শুষ্ক-কলেবর ? ॥
বলদর্পে অবিনয়, নিস্নেহতা বৃদ্ধি হয়,
নির্ম্মম কুটিল সদা খলের আনন !
কষ্টলব্ধ-অল্পধনে, গর্ব্ববিবশ-পবনে,
নর্ত্তিত-ভ্রূলতা যাহে, কেন অবেক্ষণ ? ॥ ৬৭

গঙ্গাতরঙ্গকণশীকরশীতলানি,
বিদ্যাধরাধ্যুষিতচারুশিলাতলানি ।
স্থানানি কিং হিমবতঃ প্রলয়ং গতানি,
যৎসাবমানপরপিণ্ডরতা মনুষ্যাঃ ॥ ৬৮ ॥

সুরনদী-উর্ম্মিচূর্ণ, পবিত্র-জলাণু তূর্ণ,
বায়ুবশে উপনীত শিশির-শীতল ।
দেবযোনি-বিদ্যাধর,— কৃতবাস-মনোহর,
সুচিক্কণ-শিলাতল তুষার-ধবল ॥
এরূপ সৌন্দর্য্যপূত, হিমালয়ে শত শত,
যোগস্থান ছিল পূর্ব্বে, এবে কি বিলীন ?
তবে কেন অবমত, হ'য়ে পরপিণ্ডে রত,
বিফলে মানব করে নিজ আয়ুঃক্ষীণ ? ॥ ৬৮ ॥

যদা মেরুঃ শ্রীমান্নিপততি যুগান্তাগ্নিনিহতঃ,
সমুদ্রাঃ শুষ্যন্তি প্রচুর-নিকরগ্রাহনিলয়াঃ ।
ধরা গচ্ছত্যন্তং ধরণিধরপাদৈরপি ধৃতা,
শরীরে কা বার্ত্তা করিকলভকর্ণাগ্রচপলে ॥ ৬৯ ॥

সৌবর্ণরাজত-শৃঙ্গ, ধাতু, রত্নময়-অঙ্গ,
সুমেরু পতিত, দগ্ধ প্রলয়-পাবকে ।
তিমি-তিমিঙ্গিল-চয়, মকর-নিকরালয়,-
সাগর বিশুষ্ক হবে বাড়ব-ঝলকে ॥
সমুদ্র-অম্বরা ধরা, বিনাশ তাহার ধরা,
যদিচ বিধৃত বহু ভূধর-চরণে ।
করি-শিশু-কর্ণ-অগ্র,- সমান-চঞ্চল-ব্যগ্র,-
শরীরে কি কথা আছে আসন্ন পতনে ? ॥ ৬৯ ॥

একাকী নিস্পৃহঃ শান্তঃ, পাণিপাত্রো দিগম্বরঃ।
কদা শম্ভো! ভবিষ্যামি, কর্ম্মনির্ম্মূলনক্ষমঃ॥ ৭০॥

একাকী নির্জ্জনে বাস বাঞ্ছা-বিরহিত।
শান্তচিত্ত, পাত্রকল্পে শ্রীকর বিহিত॥
দিক্‌মাত্র সুবসন, কর্ম্মমূল নাশে।
সক্ষম হইব শিব! কবে ভাগ্যবশে? ॥ ৭০॥

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিং,
দত্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিং।
সম্মানিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিং,
কল্পংস্থিতং তনুভৃতাং তনুভিস্ততঃ কিম্॥৭১॥

সর্ব্ববিধ-অভিলাষ, সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য, বাস,
রাজ্যদোগ্ধ্রী লক্ষ্মীপ্রাপ্ত, তাতে কিবাফল?
সংগ্রামে বিদ্বিষ্ট-অরি, সবলে সংহার করি,
শিরে তার পদার্পণ, তাতে কিবা ফল?
সম্মানিত বন্ধুজন, ধনৈশ্বর্য্যে প্রতিক্ষণ,
সম্বর্দ্ধনা যথা তথা, তাতে কিবা ফল?
সুরূপ-শরীর ধরি, কল্পান্ত যাপন করি,
পুণ্য-দেহে রাজ্যভোগ, তাতে কিবা ফল? ॥ ৭১॥

জীর্ণা কন্থা ততঃ কিং সিতমমলপটং পট্টসূত্রং ততঃ কিং
একা ভার্য্যা ততঃ কিং হয়করিসুগণৈরাবৃতো বা ততঃ কিং

ভক্তং ভুক্তং ততঃকিং কদশনমথবা বাসরান্তে ততঃ কিং,
ব্যক্তজ্যোতির্ন বান্তর্মথিতভবভয়ং বৈভবংবা ততঃ কিম্‌ ॥৭২॥

ছিন্নকন্থা পুরাতন, শুভ্র-বিমল-বসন,
রঞ্জিত-কৌষেয় কিম্বা, তাতে কিবা ফল ?
এক পত্নী প্রণয়িনী, গজ-বাজি-বিলাসিনী,
বহুশোভিগণাকীর্ণ, তাতে কিবা ফল ?
সুরস-ব্যঞ্জন-যুত, ভুক্ত-সূক্ষ্ম-অন্নপূত,
দিনান্তে বা কুভোজন, তাতে কিবা ফল ?
হৃদি জ্যোতির্ব্রহ্মস্পষ্ট, জ্ঞানে ভব-ভয়-নষ্ট,
না হ'লে ঐশ্বর্য্যবলে, সকলি বিফল ॥ ৭২ ॥

ভক্তির্ভবে মরণজন্মভয়ং হৃদিস্থং,
স্নেহো ন বন্ধুষু ন মন্মথজা বিকারাঃ।
সংসর্গদোষরহিতা বিজনা বনান্তা,
বৈরাগ্যমস্তি কিমতঃ পরমার্থনীয়ম্‌ ॥৭৩॥

ভক্তির্ভবে, ন বিভবে, জন্মমৃত্যু-ভয় রবে,
হৃদি, সদা বন্ধুজনে স্নেহ না করিবে।
শুদ্ধ-সত্ত্ব মিতাহা'র, রজস্তমস্তিরস্কার,
হইলে, কন্দর্পজাত-বিকার ঘুচিবে ॥
সঙ্গদোষ-বিরহিত, বনে বাস সুবিহিত,
বিজনে বিবেকতত্ত্ব সদা আলোচন।

পরম-প্রার্থিত-ধন, ত্রিভুবনে সুশোভন,
বিবেক-বৈরাগ্যবিনা কি আছে ? সজ্জন ! ॥ ৭৩ ॥

তস্মাদনন্তমজরং পরমং বিকাসি,
তদ্ব্রহ্মচিন্তয় কিমেভিরসদ্বিকল্পৈঃ ।
যস্যানুষঙ্গিণ ইমে ভুবনাধিপত্য,-
ভোগাদয়ঃ কৃপণলোকমতা ভবন্তি ॥৭৪॥

সেই হেতু বেদগীত, জরা-নাশ-বিবর্জ্জিত,
পরম, বিকাশশীল-ব্রহ্ম অনুক্ষণ ।
চিন্তাকর অন্তর্হৃদি, অজ্ঞান নাশিবে যদি,
মায়াময়-দারপুত্রে কেন আকর্ষণ ? ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-লীলাবাস, বিষ্ণুপদধ্যানে বাস,
হইলে নিয়ত, হয় প্রসঙ্গ-আগত ।
আধিপত্যে ত্রিভুবন, সুধাহ্রদে নিমজ্জন,
রম্ভাভোগ আদি সুখ অজ্ঞানি-সম্মত ॥ ৭৪ ॥

পাতালমাবিশসি যাসি নভো বিলঙ্ঘ্য,
দিঙ্মণ্ডলং ভ্রমসি মানসচাপলেন ।
ভ্রান্ত্যাপি জাতু বিমলং কথমাত্মনীনং,
তদ্ব্রহ্ম ন স্মরসি নির্বৃতিমেষি যেন ॥৭৫॥

কভু পাতালে প্রবেশ, গতি লঙ্ঘি নভোদেশ,
কভু বা নিকুঞ্জ-পুঞ্জে শিখরি-শিখরে ।

চতুর্দ্দিগ্ দিগন্তর, ভ্রম কেন নিরন্তর,
চঞ্চল-চরণে তথা চপল-অন্তরে ॥
অহো কষ্ট মূঢ়চিত ! এ নহে তব উচিত
ভুলে কভু যোগধর্ম্ম করনা স্মরণ ।
ব্রহ্মতত্ত্বে প্রণিধান, আত্ম-হিত-করধ্যান,
আচর, বিশুদ্ধজ্ঞানে পাবে মোক্ষধন ॥ ৭৫ ॥

রাত্রিঃ সৈব পুনঃ সএব দিবসো মত্বা বুধা জন্তবো,
ধাবন্ত্যুদ্যমিনস্তথৈব নিভৃতপ্রারব্ধতত্তৎক্রিয়াঃ ।
ব্যাপারৈঃ পুনরুক্তভুক্তবিষয়ৈরেবংবিধেনামুনা,
সংসারেণ কদর্থিতাঃ কথমহো মোহান্নলজ্জামহে ॥৭৬॥

সেই রাত্রি পুনঃ দিন, অদ্য, কল্য-প্রাতে ক্ষীণ,
এইরূপ কালগতি বুঝে প্রাণি-গণ ।
পাণ্ডিত্য-সঞ্চয় করি, উৎসাহে হৃদয় ভরি,
গোপনে আরব্ধপূর্ব্ব-কর্ম্মানুধাবন ॥
করে তথা মোহবশে, বিষয়-ব্যাপারে রসে,
বহুভুক্তে উক্তপূর্ব্বে গ্রাম্যমৃগাচার ।
এণতৃষ্ণা এ সংসার, জীবে বিড়ম্বনা সার,
কষ্ট ! নাহি ধরি কেন লজ্জিত আকার ? ॥ ৭৬ ॥

মহী রম্যা শয্যা বিপুলমুপধানং ভুজলতা,
বিতানং চাকাশং ব্যজনমনুকূলোঽয়মনিলঃ ।

স্ফুরদ্দীপশ্চন্দ্রো বিরতিবনিতাসঙ্গমুদিতঃ,
সুখং শান্তঃ শেতে মুনিরতনুভূতির্নৃপ ইব ॥৭৭॥

রম্যদূর্ব্বাদলাস্তৃত, পৃথ্বীশয্যা সুবিস্তৃত,
পীন-দীর্ঘ-বাহুমূল মস্তকে বালিশ ।
চন্দ্রাতপ কুঞ্জাকাশ, মৃদুমন্দ সুবাতাস,
করিবে ব্যজনকার্য্য, কি আছে নালিশ ? ॥
দীপাপেক্ষা যদি তব, চন্দ্রমা ভব-বিভব,
মেঘমুক্ত-তারাঘেরা প্রদীপ-উজ্জ্বল ।
নিবৃত্তি-বনিতা-সঙ্গে, হর্ষ-শান্তি-সুখরঙ্গে,
স্ফীতৈশ্বর্য্যনৃপ-মুনি নিদ্রিত কেবল ॥ ৭৭

ত্রৈলোক্যাধিপতিত্বমেব বিরসং যস্মিন্মহাশাসনে,
তল্লব্ধ্বাসনবস্ত্রমানঘটনে ভোগে রতিং মা কৃথাঃ ।
ভোগঃ কোঽপি স এক এব পরমো নিত্যোদিতো জৃম্ভতে,
যৎস্বাদাদ্বিরসা ভবন্তি বিষয়াস্ত্রৈলোক্যরাজ্যাদয়ঃ ॥৭৮॥

মহাবাক্য-চতুষ্টয়, চারি বেদে গীত হয়,
বাক্যবিচারজজ্ঞানে ত্রৈলোক্য-প্রভুত্ব ।
রসহীন হয় তুচ্ছ, লভি সেই জ্ঞান উচ্চ,
রম্যরামাভোগে, মানে, চিন্তয় লঘুত্ব ॥
সুঘটিত বস্ত্রাসনে, ত্যজরতি প্রতিক্ষণে,
সর্ব্বদা বিভাত সেই কোন এক ভোগ ।

পররসাস্বাদে যার, ত্রৈলোক্য-রাজ্য-সংভার,-
বিষয় বিরস হয়, স্বপ্রকাশ যোগ ॥ ৭৮

কিংবেদৈঃস্মৃতিভিঃ পুরাণপঠনৈঃ শাস্ত্রৈর্মহাবিস্তরৈঃ,
স্বর্গগ্রামকুটীনিবাসফলদৈঃ কর্ম্মক্রিয়াবিভ্রমৈঃ ।
মুক্তৈ্কং ভববন্ধদুঃখরচনাবিধ্বংসকালানলং,
স্বাত্মানন্দপদপ্রবেশকলনং শেষা বণিগ্‌বৃত্তয়ঃ ॥৭৯॥

শাস্ত্র, স্মৃতি, কিম্বা বেদ, পুরাণ-পঠনে খেদ,
সুবিস্তর-বাক্যজালে মনে জন্মে ভ্রম ।
স্বর্গগ্রামে ক্ষুদ্র গেহ, নিবাস-ফলদে স্নেহ,
করিয়া ; আচরে যজ্ঞ ধর্ম্ম কর্ম্ম ভ্রম ॥
সংসার-বন্ধন-ক্লেশ,— বিরচনা-ধ্বংস-শেষ,—
কাল-অগ্নি-আত্মানন্দ-পদে সম্প্রবেশ ।
দর্শন ধারণ কার্য্য,— ভিন্ন, অন্য মিথ্যা ধার্য্য,
ব্যাপারি-ব্যাপার মাত্র, কি আছে বিশেষ ? ॥ ৭৯

আয়ুঃকল্লোললোলং কতিপয়দিবসস্থায়িনা যৌবনশ্রী,
রর্থাঃসঙ্কল্পকল্পা ঘনসময়তড়িদ্বিভ্রমা ভোগপূরাঃ ।
কণ্ঠাশ্লেষোপগূঢ়ংতদপি চ ন চিরং যৎপ্রিয়াভিঃ প্রণীতং,
ব্রহ্মণ্যাসক্তচিত্তা ভবত ভবভয়াম্ভোধিপারংতরীতুম্ ॥৮০॥

জীবিত তরঙ্গ-চল, কয়েক দিবস, বল,
বীর্য্য, রূপ, অবস্থিত যৌবন-সৌন্দর্য্য ।

সঙ্কল্প-চঞ্চল অর্থ, প্রাবৃট্-চপলা-ব্যর্থ,-
বিলাস-সদৃশ, ভোগ-সমূহ-মাধুর্য্য ॥
প্রিয়াকৃত কণ্ঠাশ্লেষ,- আলিঙ্গিত-হৃদয়েশ,
প্রীতপ্রাণ হয়,—কিন্তু নহে তাহা স্থির।
হও আত্মযোগাসক্ত,- চিত্তে, ধ্যানে অনুরক্ত,
ভব-ভয়-অব্ধি তরি পাবে পরতীর ॥ ৮০

ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলী মাত্রং, কিং লোভায় মনস্বিনঃ।
শফরীস্ফুরিতেনাব্ধেঃ, ক্ষুব্ধতা জাতু জায়তে ? ॥ ৮১ ॥

আছে যত বিশ্বরাজ্যে ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার।
নহে লোভ হেতু, বিজ্ঞ সদা নির্ব্বিকার ॥
লম্ফ ঝম্প করে যদি শফরী সঘন।
বিক্ষুব্ধ বারিধি-বক্ষ হয় কি কখন ? ॥ ৮১

যদাসীদজ্ঞানং স্মরতিমিরসংস্কারজনিতং,
তদা দৃষ্টং নারীময়মিদমশেষং জগদপি।
ইদানীমস্মাকং পটুতরবিবেকাঞ্জনজুষাং,
সমীভূতা দৃষ্টিস্ত্রিভুবনমপি ব্রহ্ম তনুতে ॥ ৮২ ॥

কাম-দর্প-অন্ধকার,- সবিকার—গুরুভার,-
সংস্কার-সঞ্জাত যবে আছিল অজ্ঞান।
তখন এই বিচিত্র, নিখিল প্রপঞ্চ-চিত্র,
রমণী-প্রচুর শুধু হ'তো দৃশ্যমান ॥

নিত্যানিত্য-বিবেচন, দৃঢ়-বিবেক-অঞ্জন,—
সেবনে বিষয়-প্রেম বিষম-দর্শন।
দূরে গেছে, সমীভূত, জ্ঞান-দৃষ্টি আবির্ভূত,
ত্রিভুবন ব্রহ্মময় মোদের এখন॥ ৮২

রম্যাশ্চন্দ্রমরীচয়স্তৃণবতী রম্যা বনান্তঃস্থলী,
রম্যঃসাধুসমাগমঃ শমসুখং কাব্যেষু রম্যাঃ কথাঃ।
কোপোপাহিতবাষ্পবিন্দুতরলং রম্যং প্রিয়ায়া মুখং,
সর্ব্বংরম্যং অনিত্যতামুপগতে চিত্তে ন কিঞ্চিৎপুনঃ॥৮৩

রম্যচন্দ্র-জ্যোৎস্না-হাস, রম্য বন-মধ্যে বাস,
তৃণতরু-সমাচ্ছন্ন-ভুভাগে নির্জ্জনে।
রম্য সাধুসমাগম, রমণীয় উপশম,—
সুখ, কাব্যরসকথা রম্য সুধিজনে॥
ক্রোধে কম্পিত অধর, আরক্তিম গণ্ডস্তর,
অশ্রুকণা-বিচঞ্চল রম্য প্রিয়ানন।
হইত সুস্থির চিত্ত, যদি এ সংসার নিত্য,
জরানাশহীন, হ'তো সর্ব্বসুশোভন॥ ৮৩

ভিক্ষাশী জনমধ্যসঙ্গরহিতঃ স্বায়ত্তচেষ্টঃ সদা,
দানাদানবিরক্তমার্গনিরতঃকশ্চিৎতপস্বী স্থিতঃ।
রথ্যাক্ষীণবিশীর্ণজীর্ণবসনৈঃ সংপ্রাপ্তকন্থাসখা,
নির্মানো নিরহঙ্কৃতিঃ শমসুখাভোগৈকবদ্ধস্পৃহঃ॥৮৪॥

ভিক্ষান্ন-অমৃতাশন, জনসঙ্গ বিবর্জ্জন,
সর্ব্বদা স্বাধীন-যত্নে ঈশ্বর-সেবন ॥
করিয়া সমান জ্ঞান, গ্রহণ, অদান, দান,
সুদৃঢ়-বৈরাগ্য-পথে রত অনুক্ষণ ॥

ক্ষুদ্র ছিন্ন জর্জ্জরিত, পথি-বস্ত্রে বিনির্ম্মিত,
প্রাপ্ত-কন্থা-সহচরী, মান-গর্ব্ব-ক্ষীণ ।
মানস-নিগ্রহলব্ধ, পূর্ণসুখ-ভোগেবদ্ধ,
একতৃষ্ণ তপোধন আছে কোন দীন ॥ ৮৪

মাতর্মেদিনি তাত মারুত সখে তেজঃ সুবন্ধো জল,
ভ্রাতর্ব্যোম নিবদ্ধ এব ভবতামেষ প্রণামাঞ্জলিঃ ।
যুষ্মৎসঙ্গবশোপজাতসুকৃতোদ্রেকস্ফুরন্নির্ম্মল,—
জ্ঞানাপাস্তসমস্তমোহমহিমা লীয়ে পরে ব্রহ্মণি ॥ ৮৫ ॥

হে মাতঃ ! বসুধে, পিতঃ, পবন ! বয়স্য ! সিত,—
ভাস্বর-কিরণ তেজ ! সুবান্ধব জল ! ।
সহোদর নীলাম্বর ! প্রণাম গ্রহণ কর,
বদ্ধাঞ্জলি তোমা সবে, বিতর মঙ্গল ॥
তোমাদের সঙ্গবশে, জাতপুণ্য-বৃদ্ধিবশে,
স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত-সুবিমল-বিচারজ-জ্ঞানে ।
নরস্ত-মোহ—মাহাত্ম্য, সমস্ত-চিত্ত-দৌরাত্ম্য,
লীন হই পরব্রহ্মে সন্ন্যাস-বিধানে ॥ ৮৫ ॥

যাবৎস্বস্থমিদং কলেবরগৃহং যাবচ্চ দূরে জরা,
যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎক্ষয়োনায়ুষঃ।
আত্মশ্রেয়সিতাবদেব বিদুষা কার্য্যঃ প্রযত্নো মহান্,
প্রোদ্দীপ্তে ভবনে চ কূপখননং প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ ॥৮৬॥

সুস্থ আছে যতদিন, শরীর-গৃহ নবীন,
সবল সুঠাম, ব্যাধি-বার্দ্ধক্য সুদূরে।
অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়, স্ব স্ব বিষয়ে সক্রিয়,
অব্যাহত যতদিন আছে মৃত্যুদূরে॥
ততদিন নিজহিত,— কার্য্যে যত্ন নিয়মিত,
দৃঢ়োৎসাহে কর ধীর আত্ম-প্রবোধন।
আগুণ লাগিলে ঘরে, নিব'বে কেমন ক'রে ?
উদ্‌যোগে খুঁড়িবে কূপ ? হবে কি শোভন ? ॥ ৮৬ ॥

নাভ্যস্তাভুবিবাদিবৃন্দদমনী বিদ্যা বিনীতোচিতা,
খড়্গাগ্রৈঃ করিকুম্ভপীঠদলনৈর্নাকং ন নীতং যশঃ।
কান্তাকোমলপল্লবাধররসং পীতো ন চন্দ্রোদয়ে,
তারুণ্যংগতমেব নিষ্ফলমহো শূন্যালয়ে দীপবৎ ॥৮৭॥

বাদিবৃন্দ-দর্পনাশে, জ্ঞাননম্র-সুধিভাষে,
যথাযোগ্য তত্ত্ববিদ্যা ভ্রমে না লভিনু।
করিশিরঃকুম্ভ-পৃষ্ঠ,— মর্দ্দনে তীক্ষ্ণ গরিষ্ঠ,—
খড়্‌গাগ্রে স্বরগে কীর্ত্তি নাহি বিস্তারিনু॥

কান্তা-মৃদু-ওষ্ঠাধর,— কিশলয়ে রস সরঃ,
চন্দ্রোদয়ে ক্ষরে সুধা, না করিনু পান।
জ্ঞান ভক্তি নাহি ভেল, যৌবন বিফলে গেল,
কষ্ট ! শূন্যাগারে ন্যস্ত প্রদীপ সমান ॥ ৮৭ ॥

জ্ঞানং সতাং মানমদাদিনাশনং,
কেষাঞ্চিদেতন্মদমানকারণম্ ।
স্থানং বিবিক্তং যমিনাং বিমুক্তয়ে,
কামাতুরাণামতিকামকারণম্ ॥ ৮৮ ॥

সজ্জনের শাস্ত্রজ্ঞান, নাশে মান অভিমান,
দুরাশা-নিচয়, তথা সংসার-কারণ।
দুর্জ্জনের সেইজ্ঞান, দৃঢ় করে গর্ব্ব মান,
কুবাসনা অবিবেক সংসার-বন্ধন ॥
নির্ব্বিঘ্নে বিজনে বাস, যোগিজনে সুধাভাস,
সমাধি-সাধন তরে, বিমুক্তি-কারণ।
নির্জ্জনে নিবসে যদি, পুষ্পবাণে বিদ্ধহৃদি,
কামকলা-ক্রীড়ারসে মজে অনুক্ষণ ॥ ৮৮ ॥

জীর্ণা এব মনোরথাঃ স্বহৃদয়ে যাতং জরাং যৌবনং,
হন্তাঙ্গেষুগুণাশ্চ বন্ধ্যফলতাং যাতা গুণজ্ঞৈর্বিনা।
কিং যুক্তং সহসাভ্যুপৈতি বলবান্ কালঃ কৃতান্তোঽক্ষমী,
হ্যাজ্ঞাতং স্মরশাসনাঙ্ঘ্রিযুগলং মুক্ত্বাঽস্তিনান্যা গতিঃ ॥৮৯

মনে যত অভিলাষ, হৃদয়ে পেয়েছে নাশ,
যৌবন-সৌন্দর্য্য-বীর্য্য বার্দ্ধক্যে আগত ।
স্বাঙ্গমাত্রে সীমাবদ্ধ, গুণগণ প্রতিবন্ধ,
কষ্ট ! গুণগ্রাহী বিনা নিস্ফলতা গত ॥
ক্ষমাশূন্য বলী কাল, শীঘ্র আসে বিকরাল,
জীবন-অন্তক, ভ্রাতঃ ! কি যুক্তি এখন ? ।
নিশ্চিত সর্ব্বথা জানি, স্মরহর-শিবাজানি-
চরণ-যুগল ছাড়া গতি নাই মনঃ ॥ ৮৯

তৃষা শুষ্যত্যাস্যে পিবতি সলিলং স্বাদু সুরভি,
ক্ষুধার্ত্তঃসন্ শালীন্ কবলয়তি শাকাদিবলিতান্ ।
প্রদীপ্তে কামাগ্নৌ সুদৃঢ়তরমাশ্লিষ্যতি বধূং,
প্রতীকারো ব্যাধেঃ সুখমিতি বিপর্য্যস্যতি জনঃ ॥ ৯০ ॥

তৃষ্ণা-শুষ্ক কণ্ঠ জিহ্বা, মুখ ওষ্ঠ মরি আহা !
সুগন্ধি-শীতল-স্বাদু-জলপান করি ।
সদুগ্ধ-শর্করা-ঘৃত, সূক্ষ্মসিত-অন্ন পূত,
ব্যঞ্জন-সহিত-গ্রাসে ক্ষুধা-শান্তি করি ॥
ভোগে কামানল-বৃদ্ধি, হলে বরবধূ সাধ্বী,
আছে ঘরে, হৃদে তারে দৃঢ়-আলিঙ্গন ।
করি ব্যাধি-প্রতিকার, ভাবি আনন্দ-অপার,
বিপর্য্যস্ত ধীর, মূর্খ, মায়াবিচেতন ॥ ৯০

স্নাত্বা গাঙ্গৈঃপয়োভিঃশুচিকুসুমফলৈরর্চ্চয়িত্ব বিভো ত্বাং,
ধ্যেয়ে ধ্যানং নিযোজ্য ক্ষিতিধরকুহরগ্রাবপর্য্যঙ্কমূলে ।
আত্মারামঃ ফলাশী গুরুবচনরতস্ত্বৎপ্রসাদাৎ স্মরারে,
দুঃখান্মোক্ষ্যে কদাঽহং তব চরণরতো ধ্যানমার্গৈকপ্রশ্নঃ ॥৯১

স্নান করি গঙ্গাজলে, শুদ্ধ বন্য-ফুল-ফলে,
অর্চ্চনা করিয়া বিভো ! ত্বদীয় চরণ ।
নির্ব্বিশেষ ধ্যেয় তুমি, ধ্যানে পদযুগ চুমি,
একাগ্র-মানসে গিরিগুহা-নিষেবন— ॥
সহশিলা-শয্যাতলে, বসি আত্মরতিবলে,
ফলমূলাশনে গুরু-আদেশ পালন !
করি, দয়া লভি তব, কবে দুঃখমুক্ত ভব !
হব ? পদচিন্তা-পথি প্রশ্ন-উত্থাপন ॥ ৯১

শয্যা শৈলশিলা গৃহং গিরিগুহা বস্ত্রং তরূণাং ত্বচ,
সারঙ্গাঃসুহৃদো নন্থ ক্ষিতিরুহাংবৃত্তিঃ ফলৈঃ কোমলৈঃ ।
যেষাং নির্ঝরমম্বুপানমুচিতং রত্যেব বিদ্যাঙ্গনা,
মন্যে তে পরমেশ্বরাঃ শিরসি যৈর্বদ্ধো ন সেবাঞ্জলিঃ ॥ ৯২

গৃহ ভূধর-কন্দর, শৈলশিলা-শয্যাবর,
নব-সূক্ষ্ম-সুবসন বৃক্ষের বল্কল ।
কুরঙ্গ যূথপমিত্র, বৃক্ষ-ফল রস-চিত্র;
স্বাদু মৃদু সুভোজন বৃত্ত্যর্থে সম্বল ॥

সুন্দর নির্ঝর-জলে. নাশি তৃষ্ণা কুতুহলে,
যাঁরা ন্যায্য-ব্রহ্মবিদ্যা-বধূরতি-তৃপ্ত।
মানি তাঁরা পরেশ্বর, নহে কিংপ্রভু-কিঙ্কর,
নাহি রচে সেবাঞ্জলি শিরে, সদা তৃপ্ত ॥ ৯২

সত্যামেব ত্রিলোকীসরিতি হরশিরশ্চুম্বিনীবচ্ছটায়াং,
সদ্বৃত্তিং কল্পয়ন্ত্যাংবটবিটপভবৈর্বল্কলৈঃসংফলৈশ্চঃ।
কোঽয়ং বিদ্বান্ বিপত্তিজ্বরজনিতরুজাতীব দুঃখাসিকানাং,
বক্তুং বাক্ষেত দুঃস্থে যদি হি নবিভৃয়াৎ স্ব কুটুম্বেঽনুকম্পাং ৯৩

গঙ্গা ত্রিলোকতারিণী, হরশিরো-বিহারিণী,
দীপ্যমানা সেইরূপ, সাধক জীবিকা।
বটশাখাজাত ফল, মসৃণ-নব-বল্কল,
জীবন বিতরি, মাতা থাকিতে পালিকা ॥
বিজ্ঞ কে আছে এমন ? দারিদ্র্য-জ্বর-দহন,-
জাত-তীব্র-পীড়া-দুঃখ-শুষ্কাধরপ্রান্ত—।
নারীমুখ-নিরীক্ষণ, ক'রে পোষ্য পরিজন,
দুঃস্থ হেরি, যদি নাহি কৃপা করে ভ্রান্ত ॥ ৯৩

উদ্যানেষু বিচিত্রভোজনবিধিস্তীব্রাতিতীব্রং তপঃ,
কৌপীনাবরণং সুবস্ত্রমমিতং ভিক্ষাটনং মণ্ডনম্।
আসন্নং মরণংচ মঙ্গলসমং য[illegible]মুৎপদ্যাত,
তাং কাশীং পরিহৃত্য হন্ত [illegible]ন্যত্র কিংস্থীয়তে ॥ ৯৪

বিবিধ-বিধানে রোজ, উপবনে প্রীতি-ভোজ,
করি, লভে অতি তীব্র তপস্যার ফল ।
চীর-বস্ত্র আচ্ছাদন, যথেষ্ট দিব্য-বসন,
হয়, ভিক্ষা-পর্য্যটন ভূষণ কেবল
মরণ সমীপাগত, বাঞ্ছা করে অবিরত,
শুভাবহ সমুৎপন্ন মঙ্গল ভাবিয়া ॥
যেথা দেব দ্বিজ ; স্বর্ণ,- কাশী সেই কোন বর্ণ,
ত্যজে ? দুঃখ ! ধীর কেন অন্যত্র বসিয়া ? ॥ ৯৪

নায়ং তে সময়ো রহস্যমধুনা নিদ্রাতি নাথো যদি,
স্থিত্বা দ্রক্ষ্যতি কুপ্যতি প্রভুরিতি দ্বারেষু যেষাংবচঃ ।
চেতস্তানপহায় যাহি ভবনং দেবস্য বিশ্বেশিতু,-
র্নির্দৌবারিকনির্দ্দয়োক্ত্যপরুষং নিঃসীমশর্ম্মপ্রদম্ ॥ ৯৫

তব এ সময় নয়, নির্জ্জনে মন্ত্রণা হয়,
নিদ্রাগত স্বামী এবে, যাও তুমি চলি ।
প্রতীক্ষা করিয়া দেখা, কর যদি হবে বাঁকা,
ক্রোধে প্রভু ; দ্বারে যার দৌবারিক বুলি ॥
উক্তরূপ মহারাজে, কেন নাহি ত্যজ লাজে ?
হে চিত্ত ! যাওনা চলি বিশ্বেশ-ভবন ।
দ্বারিহীন দ্বার দেশ, নৈষ্ঠুর্য্য রুক্ষতালেশ,
নাই ; নিত্যানন্দপ্রদ মোক্ষাবভাসন ॥ ৯৫

প্রিয়সখি বিপদ্দণ্ডব্রাতপ্রতাপপরম্পরা,—
তিপরিচপলে চিন্তাচক্রে নিধায় বিধিঃ খলঃ।
মৃদমিব বলাৎ পিণ্ডীকৃত্য প্রগল্‌ভ-কুলালবদ্—
ভ্রময়তি মনো নেঃ জানীমঃ কিমত্র বিধাস্যতি ॥ ৯৬ ॥

প্রাণাধিকে! প্রিয়সখি! শ্রীমুখ-চন্দ্র নিরখি,
তব, আছি গৃহবাসে, বিপত্তি-নিবহ।
শতদণ্ডরূপধরে, প্রভাব বিস্তার করে,
বিচঞ্চল-চিন্তা-চক্রে স্থাপিয়া প্রত্যহ ॥
বিধাতা কপটাচার, পৃথ্বীচূর্ণে পিণ্ডাকার,
করে বলে অহঙ্কৃত নির্লজ্জ কুলাল।
যথা, তথা মনঃপিণ্ডে, ভ্রাময়ে বেগে প্রচণ্ডে,
জানিনা কি রচে ভালে? আদুরে দুলাল ॥ ৯৬ ॥

মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে,
জনার্দ্দনে বা জগদন্তরাত্মনি।
তয়োর্ন ভেদপ্রতিপত্তিরস্তি মে,
তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে ॥ ৯৭ ॥

উমা-অর্দ্ধদেহ-হর, নাশ ভবভয় হর!
জগতজীবন তুমি দেব মহেশ্বর।
ইন্দ্রিয়-রিপু-অসুর-, জন-পীড়নে ভাস্বর,
ত্রিভুবন-অন্তর্য্যামি! বিমুক্তি বিতর ॥

শিব বিষ্ণু ব্রহ্মরূপ, সাকার কভু নীরূপ,
তোমা দোঁহে ভেদজ্ঞান করিনা পোষণ।
যদিচ, তথাপি বলি, শিব-পদে মনঃগলি,
যায়, মম প্রাণধন শ্রীবিধুভূষণ ॥ ৯৭ ॥

রে কন্দর্প করং কদর্থয়সি কিং কোদণ্ডটঙ্কাররবৈঃ,
রে রে কোকিল কোমলৈঃ কলরবৈঃ কিং ত্বং বৃথা জল্পসি।
মুগ্ধে স্নিগ্ধবিদগ্ধক্ষেপমধুরৈর্লোলৈঃ কটাক্ষৈরলং,
চেতশ্চুম্বিতচন্দ্রচূড়চরণধ্যানামৃতংবর্ত্ততে ॥ ৯৮ ॥

অরে রে মন্মথ ! কর, বিড়ম্বিত কেন কর ?
আকর্ষিয়া ধনুর্গুণ বিকট-নিস্বনে।
রে রে কোকিল নিষ্ঠুর ! রব অস্ফুট-মধুর,
ব্যর্থ মৃদু কুহু তব, বিলাস-বিহনে ॥
মূঢ়ে ! চিক্কণ-চতুর, লীলা-বিক্ষেপ-মধুর,
বিচঞ্চল-নেত্রপ্রান্তে ব্যর্থ বিলোকন।
চিত্ত-চকোর সঘন, চন্দ্রচূড়-শ্রীচরণ,-
নখচন্দ্রে চুমে সুধা ধ্যানে নিমগন ॥ ৯৮ ॥

কৌপীনং শতখণ্ডজর্জ্জরতরং কন্থা পুনস্তাদৃশী,
নিশ্চিন্তং সুখসাধ্যভৈক্ষ্যমশনং শয্যা শ্মশানে বনে।
মিত্রামিত্রসমানতাঽতিবিমলা চিন্তাঽতিশূন্যালয়ে,
ধ্বস্তাশেষমদপ্রমাদমুদিতো যোগী সুখং তিষ্ঠতি ॥ ৯৯ ॥

শতচ্ছিন্ন-জর্জ্জরিত, চীরবাস-বিরাজিত,
স্কন্ধে কন্থা শতখণ্ড-বস্ত্রবিনির্ম্মিত ।
সুসম্পাদ্য চিন্তাহীন, ভৈক্ষ্যামৃত প্রতিদিন,
ভোজন, শ্মশানে শয্যা বনে বা বিহিত ॥
শত্রু কিম্বা মিত্র-জনে, সমজ্ঞান প্রতিক্ষণে,
সুনির্ম্মল-ইষ্টধ্যান নিভৃত-নিলয়ে ।
অজ্ঞান প্রমাদ গর্ব্ব, সমূলে বিনষ্ট সর্ব্ব,
প্রহৃষ্ট সুখিত যোগী জীবন যাপয়ে ॥ ৯৯ ॥

ভোগাভঙ্গুরবৃত্তয়ো বহুবিধাস্তৈরেব চায়ংভব,—
স্তৎকস্যেব কৃতে পরিভ্রমত রে লোকাঃকৃতংচেষ্টিতৈঃ ।
আশাপাশশতোপশান্তিবিশদং চেতঃ সমাধীয়তাং,
কামোচ্ছিত্তিবশে স্বধামনি যদি শ্রদ্ধেয়মস্মদ্বচঃ ॥ ১০০ ॥

রাজ্যরামারামরতি,— ভোগ বিনশ্বর অতি,
চিত্রভোগ-পরিণাম, তাহাতে সংসার ।
ভ্রম তবে কার তরে ? ইষিকা মুঞ্জ ভিতরে,
রে মানব ! বৃথা চেষ্টা বাহ্যতঃ অসার ॥
বিষয়াশা-শতপাশ,— উপশমে সুপ্রকাশ,
চিত্ত-সমাধান কর ইন্দ্রিয়-বিজয় ।
কর কামক্রোধোচ্ছেদ, নিবার মানস খেদ,
গ্রাহ্য যদি মম বাক্য, স্বরূপ চিন্তয় ॥ ১০০ ॥

ধন্যানাংগিরিকন্দরে নিবসতাং জ্যোতিঃ পরংধ্যায়তা,-
মানন্দাশ্রুজলং পিবন্তি শকুনা নিঃশঙ্কমঙ্কেশয়াঃ ।
অস্মাকংতু মনোরথোপরচিতপ্রাসাদবাপীতট,-
ক্রীড়াকাননকেলিকৌতুকজুষামায়ুঃ পরিক্ষীয়তে ॥ ১০১ ॥

পর্ব্বত-গহ্বরে বাস, ফলমূলে ক্ষুধা-নাশ,
করে ধন্য নর, হৃদি জ্যোতির্ব্রহ্মধ্যান ।
নিমীলিত দুনয়ন, প্রেম-অশ্রু পক্ষিগণ,
পান করে হ'য়ে ক্রোড়ে নির্ভয়ে শয়ান ॥

মনোবলে প্রকল্পনা, রাজ্য, চ্ছত্র, রত্ন নানা,
অট্টালিকা, উপবন, দীর্ঘিকা, কাসার —।
তটে নিকুঞ্জ-কাননে ক্রীড়াকৌতুক সেবনে,
মোদের সতত বৃথা আয়ুঃক্ষয় সার ॥ ১০১ ॥

আঘ্রাতং মরণেন জন্ম জরয়া বিদ্যুচ্চলং যৌবনং,
সন্তোষোধনলিপ্সয়া শমসুখং প্রৌঢ়াঙ্গনাবিভ্রমৈঃ ।
লোকৈর্ম্মৎসরিভির্গুণা বনভুবো ব্যালৈর্নৃপা দুর্জ্জনৈ,—
রস্থৈর্য্যেণ বিভূতিরপ্যপহৃতা গ্রস্তং ন কিং কেন বা ॥ ১০২ ॥

জন্মিলে মরণ স্থির, জরাজীর্ণ যুবা বীর,
যৌবন-সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব দুদিনের তরে ।
ধনার্জ্জন-বশে কষ্ট, সন্তোষ-অমৃত নষ্ট,
শান্তি-সুখ, প্রৌঢ়বধূ-বিলাস-বিস্তরে ॥

গুণোৎকর্ষে খল-দ্বেষ, বনস্থলী সর্পে শেষ,
দুর্জ্জন-বেষ্টিত হেরি নৃপতি সতত।
রাজ্যৈশ্বর্য্য আদি যত, অস্থিরতা-দোষে হত,
কে না কারে গ্রাস করে সবলে নিয়ত ? ॥ ১০২ ॥

আধিব্যাধিশতৈর্জনস্য বিবিধৈরারোগ্যমুন্মূল্যতে,
লক্ষ্মীর্যত্র পতন্তিতত্র বিবৃতদ্বারা ইব ব্যাপদঃ ।
জাতংজাতমবশ্যমাশু বিবশং মৃত্যুঃকরোত্যাত্মসা,-
ত্তৎ কিংনাম নিরঙ্কুশেন বিধিনা যন্নির্ম্মিতং সুস্থিতম্ ॥ ১০৩ ॥

মানসে বেদনা-শত, নানা-রোগেমর্ম্মাহত,
মানবের স্বাস্থ্য-সুখ সদা উন্মথিত।
যেখানে লক্ষ্মীর বাস, মুক্তদ্বারে সর্ব্বনাশ,
আপদ সমস্ত যেন সেথা উপস্থিত ॥
জন্মে প্রাণী প্রতিদিন, অবশ্য সামর্থ্যহীন,
কালে শীঘ্র হ'বে গত বদ্ধ মৃত্যু-পাশে।
বিধাতা যথেচ্ছাচারী হেন বস্তু নাহি হেরি,
রচেছে সুস্থির যাহা সংসার-আবাসে ॥ ১০৩ ॥

কৃচ্ছ্রেণামেধ্যমধ্যে নিয়মিততনুভিঃ স্থীয়তে গর্ভমধ্যে,
কান্তাবিশ্লেষদুঃখব্যতিকরবিষমে যৌবনে বিপ্রযোগঃ ।
নারীণামপ্যবজ্ঞা বিলসতি নিয়তং বৃদ্ধভাবোঽপ্যসাধুঃ,
সংসারে রে মনুষ্যাঃবদত যদি সুখংস্বল্পমপ্যস্তি কিঞ্চিৎ ॥১০৪

কষ্ট পাপ অপবিত্র, মাতৃগর্ভমধ্যে চিত্র,—
নিয়মে আবদ্ধ-দেহে থাকয়ে সখেদ।
বাল্যগতে যুবাবস্থা, কামিনী-আশ্লেষে আস্থা,
বিয়োগ-সম্পর্কে দুঃখ বিষম-বিচ্ছেদ ॥

ধনহীন বৃদ্ধজনে, নরনারী নাহি গণে,
অনাদর করে সদা, বার্দ্ধক্য নিন্দিত।
রে মানব ! এ সংসারে, সুখী নাহি হেরি কারে,
বল যদি থাকে সুখ, স্বপ্ন বা সুখিত ॥ ১০৪ ॥

আয়ুর্ব্বর্ষশতংনৃণাং পরিমিতং রাত্রৌ তদর্দ্ধং গতং,
তস্যার্দ্ধস্য পরস্য চার্দ্ধমপরং বালত্ববৃদ্ধত্বয়োঃ।
শেষংব্যাধিবিয়োগদুঃখসহিতং সেবাদিভির্নীয়তে,
জীবে বারিতরঙ্গচঞ্চলতরে সৌখ্যংকুতঃ প্রাণিনাম্ ॥ ১০৫ ॥

বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট মান, শতবর্ষ পরিমাণ,
মানবের আয়ুঃকাল, রাত্রে অর্দ্ধক্ষীণ।
অপর যে অর্দ্ধভাগ, তাহার অর্দ্ধেক ভাগ,
গেল বৃথা বাল্যে, মৌঢ্যে, বার্দ্ধক্যে শ্রীহীন ॥

অবশিষ্ট আয়ুঃকাল, রোগে বিয়োগে করাল,
দুঃখিত-জীবন সদা শুশ্রূষা-সাপেক্ষ।
যথা তোয়জ-তরঙ্গ, বিচঞ্চল জীব-রঙ্গ,
কোথা সুখী প্রাণী ? সুখ হয় কি প্রত্যক্ষ ? ॥১০৫

ব্রহ্মজ্ঞানবিবেকিনোঽমলধিয়ঃ কুর্ব্বন্ত্যহো দুষ্করং,
যন্মুঞ্চন্ত্যুপভোগকাঞ্চনধনান্যেকান্ততো নিস্পৃহাঃ।
ন প্রাপ্তানি পুরা ন সম্প্রতি ন চ প্রাপ্তো দৃঢ়প্রত্যয়ো,
বাঞ্ছামাত্রপরিগ্রহাণ্যপি পরং ত্যক্তুং ন শক্তা বয়ম্‌ ॥ ১০৬ ॥

নিত্যানিত্য বিবেচনা, ব্রহ্মবিদ্যা-গবেষণা,
করিয়া বিশুদ্ধ-জ্ঞানী আশ্চর্য্য ! কঠোর— ।
বৈরাগ্যে বিষয়-ভোগ, কামিনী-কাঞ্চন-যোগ,
তৃণতুচ্ছত্যজি ধন, সমাধি-বিভোর ॥

নহে প্রাপ্ত পূর্ব্বধন, এবে নাহি উপার্জ্জন,
নিশ্চয় হইব প্রাপ্ত নাহিক বিশ্বাস।
ইচ্ছা মাত্রে রাজ্যধন, মনে মনে আহরণ,
করি, ধিক্‌ কিন্তু মোরা না ছাড়ি আশ্বাস ॥১০৬॥

ব্যাঘ্রীব তিষ্ঠতি জরা পরিতর্জ্জয়ন্তী,
রোগাশ্চ শত্রব ইব প্রহরন্তি দেহম্‌।
আয়ুঃ পরিস্রবতি ভিন্নঘটাদিবাম্ভো,
লোকস্তথাপ্যহিতমাচরতীতি চিত্রম্‌ ॥ ১০৭ ॥

বিকট-নেত্র-দশন, বৃকী তর্জ্জন গর্জ্জন,
করে যথা, তথা তীব্র জরা-আক্রমণ।
নির্দ্দয় হৃদয় মনঃ শত্রু করে প্রহরণ,
যথা, রোগ-রিপু দেহে করয়ে পীড়ন ॥

ছিদ্রঘটে স্থিত জল, নির্গলিত অনর্গল,
হয় যথা, প্রতিদিন ভোগে আয়ুঃক্ষয় ।
তথাপি অধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচরে বিবিধ নর্ম্ম,
ধিক্‌ মূর্খ লোক, সখে ! আশ্চর্য্য কি নয় ? ॥১০৭॥

সৃজতি তাবদশেষগুণাকরং, পুরুষরত্নমলঙ্করণং ভুবঃ ।
তদপি তৎক্ষণভঙ্গি করোতি চে, দহহ কষ্টমপণ্ডিততা
বিধেঃ ॥ ১০৮ ॥

চন্দ্রে চিহ্ন, সকণ্টক,- মৃণাল, হৃদয়তট,
যুবতীর, কুচ-গিরি-সৌন্দর্য্য-বিহীন ।
কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-চিকুরে, পক্কতা কি শোভাধরে ?
বিধবা নবীনা বধূ ? সুধী ধনহীন ॥
কেন সৃজ তুমি বিধি ? অনন্ত সদ্‌গুণনিধি,
বসুমতী অলঙ্কার-পুরুষরতন ।
সৃজনে চাতুর্য্য, যদি, স্থায়ী কর, কষ্ট হৃদি,
অল্পায়ুষ্কে ; খেদ ! তব মূর্খত্ব খ্যাপন ॥১০৮॥

গাত্রং সঙ্কুচিতং গতির্বিগলিতা ভ্রষ্টা চ দন্তাবলি,-
দৃষ্টির্নশ্যতি বর্দ্ধতে বধিরতা বক্ত্রং চ লালায়তে ।
বাক্যং নাদ্রিয়তে চ বান্ধবজনো ভার্য্যা ন শুশ্রূষতে,
হা কষ্টং পুরুষস্য জীর্ণবয়সঃ পুত্রোপ্যমিত্রায়তে ॥ ১০৯ ॥

দেহ-চর্ম্ম সংকুচিত,   পদগতি প্রস্খলিত,
কুন্দ-দন্তাবলী ভ্রষ্ট, শ্রীহীন-আনন ।
লালা-ক্লিন্ন সর্ব্বক্ষণ,   দৃষ্টিনাশ, অশ্রবণ,
ক্রমশঃ বাধির্য্য-বৃদ্ধি, বাক্যে উপেক্ষণ ॥
করে বন্ধু পরিজন,   প্রাণপ্রিয়া আলিঙ্গন,
পরিচর্য্যা নাহিকরে, অবজ্ঞা-ভাজন ।
কষ্ট খেদ জরাজীর্ণ,   বৃদ্ধমানবের শীর্ণ,
ধন মান, করে পুত্র শত্রু-আচরণ ॥১০৯॥

ক্ষণং বালোভূত্বা ক্ষণমপি যুবা কামরসিকঃ,
ক্ষণং বিত্তৈর্হীনঃ ক্ষণমপি চ সম্পূর্ণবিভবঃ ।
জরাজীর্ণৈরঙ্গৈর্নট ইব বলীমণ্ডিততনু,-
র্নরঃ সংসারান্তে বিশতি যমধানীজবনিকাম্ ॥ ১১০ ॥

বালক হইয়া ক্ষণে,   যুবা পুনঃ পরক্ষণে,
রক্তিম-কপোলে ওষ্ঠে অধরে চুম্বন ।
করিয়া, রসিকবর,   কামরস-সরোবর,-
সন্তরণে তৃপ্তপ্রাণ, দৈন্যাবলম্বন ॥

ক্ষণে, রাজ-সিংহাসন, পূর্ণৈশ্বর্য্য সর্ব্বক্ষণ,

বার্দ্ধক্য-মণ্ডিত-অঙ্গ, লোল-মাংস দেহ !

রঙ্গমঞ্চ এ সংসার, নরে নট-সজ্জা সার,

নাট্যান্তে প্রবেশে যমপুরী-পটগেহ ॥১১০॥

অহৌ বা হারে বা বলবতি রিপৌ বা সুহৃদি বা,

মণৌ বা লোষ্ট্রে বা কুসুমশয়নে বা দৃষদি বা ।

তৃণে বা স্ত্রৈণে বা মম সমদৃশো যান্তি দিবসাঃ,

ক্বচিৎ পুণ্যারণ্যে শিব শিব শিবেতি প্রলপতঃ ॥১১১॥

ইতি শ্রীভর্তৃহরিকৃতং বৈরাগ্যশতকং সম্পূর্ণম্‌ ॥

সর্পহারে স্বর্ণহারে, প্রবল-অমিত্র যারে,

বলে লোকে, কিম্বা স্নিগ্ধ বন্ধু মিত্রজনে

মণি মুক্তা রত্নবরে লোষ্ট্রে কিম্বা পুষ্পস্তরে,

আস্তৃত পর্য্যঙ্কে কিম্বা পাষাণ-শয়নে ॥

তৃণে, কিম্বা স্ত্রীবশগে, বৈনতেয়ে তুচ্ছ-খগে,

লভি যেন সমদৃষ্টি, ধ্যানে যায় দিন ।

কোন পুণ্য-বনে বাস, শিবদুর্গা নামে আশ,

শিবনাম জপি আমি হব কি বিলীন ? ॥১১১-

শ্রীশিবার্পণমস্তু ।

ইতি ব্রহ্মচারি—শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ

বিরচিত-বৈরাগ্যশতক-তাৎপর্য্য-পদ্যানুবাদ—